সহজ গীতি

বাউল-ফকিরি গান

A collection of Baul Fakiri songs

Introduction

It's been almost 18 years, since banglanatak dot com started their journey with the Baul Fakirs of West Bengal. Baul fakiri music is an oral heritage, passed on to generations following Guru-shishya tradition. It is Rabindranath Tagore, who mainly brought the folk music of the Bauls to the urban educated class. Following him, different researchers and compilers like Acharya Khitimohon Sen, Upendranath Bhattacharya, Mahammad Mansuruddin have tried to compile Baul music of different genres. Inspite of this effort, several Baul compositions of different composers have got lost and could not stand the test of time because lack of preservation and safeguarding efforts.

Banglanatak dot com's effort to compile Baul songs started in 2004-05 with the support of Eastern Zonal Cultural Centre (EZCC) funded Folk Livelihood project. Within the project purview, we started undertaking efforts to organize skill transmission workshops for younger generation of Bauls involving the senior artists. The intention behind this activity was to enable Baul singers to sing songs composed by different Baul philosophers in correct lyrics and rhythm. While doing this activity, we realized the lack of comprehensive records, documenting Baul songs written by different Baul composers. At this time, practicing Bauls also expressed the need for a comprehensive document recording Baul compositions of different genres. To address this issue, efforts were taken in the year 2008 to compile different Baul compositions and publish the same as a book titled 'Sahaj Geeti'. The second edition of the book got published in 2016, documenting additional 308 songs. The composers of the compiled songs are Bijoy Sarkar, Bhaba Pagla and Abdur Rashid Sarkar.

After EZCC, European Union (EU) came forward in 2009-2011, supporting the endeavor of preserving and safeguarding Baul music and its practitioners. Following EU's support, Department of MSME&T, Government of West Bengal in association with UNESCO extended their support in the form of Rural Craft and Cultural Hub (RCCH) project, covering over 1100 Baul fakirs from Birbhum, Murshidabad, Purba Bardhaman and Bankura districts. While phase 1 of RCCH project took place between 2016-2019, the second phase started in 2022, incorporating additional 983 Baul fakirs within the intervention purview.

For the past 15 years, different capacity building workshops have been conducted, the Bauls have visited various national and international places to present their music to wider audience. Birbhum's Rina Das Baul and her team have presented their music this year in WOMEX (www.womex.com), the largest world music platform hosted in Lisbon, Portugal. Various international musicians have also come to India to do musical collaborations with the Bauls and have presented their music in the Akhras of the Bauls. Different CDs have got released documenting this musical exchange. A Baul ashram has been constructed in Purba Bardhaman's Bannabagram in Ausgram block, where annual Baul festivals are hosted every year in the month of November. Apart from that, the space serves to be a collective space dedicated to preserve, promote and safeguard Baul music, where Bauls from different Akhras come every week in the ashram to perform.

Documentation has also been done titled 'Mahajannama', which records the autobiography of eminent Baul philosophers and composers. This rendition of 'Sahaj Geeti' additionally bears reference to the compositions done by Ajahar Fakir and Goni Pagal, where Baul practitioners Arman Fakir and Khaibar Fakir have assisted in compiling these compositions. Additionally, Shadhan Das Bairagya's compositions are also included in the latest edition of 'Sahaj Geeti'.

Banglanatak dot com

23-12-2022

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দেখতে দেখতে প্রায় ১৮ বছর হয়ে গেল বাংলানাটক ডট কম-এর বাউল-ফকিরদের সঙ্গে পথ চলার। বাউল-ফকিরি গান মূলত গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মৌখিক উপায়ে চলে আসছে। শিক্ষিত সমাজের কাছে বাউল গান, মূলত লালন ফকিরকে নিয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথ। এরপর আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বা মহম্মদ মনসুরউদ্দিন থেকে শুরু করে বহু গবেষক ও সংকলক বাউল-ফকিরি গানের সংকলন করেছেন। কিন্তু তাতেও এই ধারার গানের সম্পূর্ণ সংকলন করা সম্ভব হয়নি। কারণ বহু পদকর্তা, কবি এবং তাঁদের রচিত বহু পদ সংরক্ষণের অভাবে লোকস্মৃতির অন্তরালে হয়তো হারিয়ে গেছে।

শুরু হয়েছিল ২০০৪-৫-এ, তখন পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, (EZCC)-এর সহযোগিতায় লোকশিল্পীদের নিয়ে Folk Livelihood Project-এ কাজ করার সূত্রে আমরা বাউল-ফকিরি গান সংগ্রহ করা শুরু করি। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় অভিজ্ঞ গুরুদের দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল যাতে মহাজনদের গানগুলি ঠিকঠাক কথা ও সুরে গাওয়া হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন একসঙ্গে বিভিন্ন পদকর্তার গানের একটি সংকলনের অভাব আমরা অনুভব করি, যা তখন পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দুর্লভ ছিল। শিল্পীরাও একটি সংকলন গ্রন্থের প্রয়োজনের কথা আমাদের জানান। তাই প্রকল্পের পক্ষে ২০০৮ সালে বাউল-ফকিরি গানের সংকলন 'সহজ গীতি' গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এরপরে ২০১৬ সালে এই সংকলনটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সেখানে সংযোজিত হয়েছিল নতুন আরও ৩০৮টি গান। সংযোজিত গানগুলির রচয়িতা ও সুরকার হলেন বিজয় সরকার, ভবা পাগলা এবং আব্দুর রশিদ সরকার।

পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের পর বাউল-ফকির শিল্পীদের নিয়ে প্রকল্প রূপায়ণের কাজে সহায়তায় এগিয়ে আসে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন - ২০০৯ থেকে ২০১১। এরপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র দপ্তরের উদ্যোগে এবং ইউনেস্কোর সহায়তায় শুরু হয় RCCH (Rural Craft & Cultural Hub) প্রকল্প ২০১৬-র শেষ থেকে (২০১৯ অবধি চলে) এবং এই প্রকল্পে নদীয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার ১১০০-রও বেশি সংখ্যক বাউল-ফকির শিল্পীদের নিয়ে কাজ হয়। ২০২২-এ প্রকল্পটি আবার শুরু হয় এবং আরও ৯৮৩ জন বাউল-ফকিরকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বিগত ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে অনেক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে, শিল্পীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গান গাইতে গিয়েছেন, দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও গিয়েছেন অনেক শিল্পী। বিদেশ থেকেও শিল্পীরা এখানে এসেছেন। গিয়েছেন বিভিন্ন আখড়ায়। বাউল-ফকির শিল্পীদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে গানবাজনায় অংশ নিয়েছেন। প্রকাশ করা হয়েছে বেশ কিছু গানের সিডি। পদকর্তা মহাজনদের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে একটি বই 'মহাজননামা' (এই বইটির পরিশিষ্টে 'মহাজননামা' বইটিকে সংযোজিত করা হল।)

অনুষ্ঠিত হচ্ছে কর্মশালা, মেলা ও উৎসব। শিল্পীরা গান গাইতে যাচ্ছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। যাচ্ছেন বিদেশেও। এই বছরে বীরভূমের রীনা দাস বাউল ও তাঁর সহশিল্পীরা অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বিশ্বসংগীতের মঞ্চ WOMEX (www.womex.com)-এ যা এবার অনুষ্ঠিত হয়েছে পর্তুগালের লিসবন শহরে।

পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম ব্লকের বননবগ্রামে মনোরম পরিবেশে গড়ে তোলা হয়েছে একটি বাউল আশ্রম। প্রতি বছর নভেম্বর মাসে সেখানে বাউল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও সারা বছর ধরেই প্রতি সপ্তাহে বাংলার বিভিন্ন আখড়া থেকে আসেন বাউল-ফকিররা।

এবারে 'সহজ গীতি' সংকলনের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল, কিছুটা পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ হিসেবে। এই সংকলনে যুক্ত হল আজাহার ফকির এবং গণি পাগল রচিত কয়েকটি পদ। এই পদগুলি সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছেন আরমান ফকির ও খৈবর ফকির। এছাড়াও যুক্ত হল সাধন দাস বৈরাগ্য রচিত কিছু মূল্যবান পদ। আশা করি এই বইটি বাউল-ফকিরি গানের শিল্পী, শিক্ষার্থী এবং পাঠকদের কাজে লাগবে।

বাংলানাটক ডট কম

২৩.১২.২০২২

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বাংলার হারিয়ে যেতে চলা বাউল-ফকিরি গানগুলিকে সংরক্ষণের প্রয়াসে ২০০৮ সালে 'সহজ গীতি' নামে সংকলনটির প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলাম আমরা। বইটির প্রথম সংস্করণ বহুদিন নিঃশেষিত। সাধারণ পাঠক এবং বাউল-ফকিরি গানের শিল্পী ও শিক্ষার্থীদের আগ্রহে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। এই সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে আরও ৩০৮টি গান। সংযোজিত গানগুলির রচয়িতা ও সুরকার হলেন বিজয় সরকার, ভবাপাগলা এবং আব্দুর রশিদ সরকার। এগুলি সংগৃহীত হয়েছে গ্রামগঞ্জের বাউল-ফকিরি গানের শিল্পীদের কাছ থেকে। বানান ও উচ্চারণবিধি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। আশা করি বইটি বাউল-ফকিরি গানের শিল্পী, শিক্ষার্থী এবং পাঠকদের কাজে লাগবে।

বাংলানাটক ডট কম

২৮.০৩.২০১৬

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, (EZCC)-এর সহযোগিতায় লোকশিল্পীদের নিয়ে Folk Livelihood Project-এ কাজ করার সূত্রে ২০০৫ সালে আমাদের বাউল-ফকিরি গান সংগ্রহ করার সূচনা। বাউল-ফকিরি গান মূলত গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মৌখিক উপায়ে চলে আসছে। শিক্ষিত সমাজের কাছে বাউল গান, মূলত লালন ফকিরকে নিয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথ। এরপর আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বা মহম্মদ মনসুরউদ্দিন থেকে শুরু করে বহু গবেষক ও সংকলক বাউল-ফকিরি গানের সংকলন করেছেন। কিন্তু তাতেও এই ধারার গানের সম্পূর্ণ সংকলন করা সম্ভব হয়নি। কারণ বহু পদকর্তা, কবি এবং তাঁদের রচিত বহু পদ সংরক্ষণের অভাবে লোকস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন একসঙ্গে বিভিন্ন পদকর্তার গানের একটি সংকলনের অভাব আমরা অনুভব করি। যা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দুর্লভ। শিল্পীরাও একটি সংকলন গ্রন্থের প্রয়োজনের কথা আমাদের জানান। তাই প্রকল্পের পক্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ।

এই গ্রন্থে সংকলিত গানগুলির মধ্যে বেশ কিছু গান আমরা সরাসরি বিভিন্ন বাউল-ফকিরদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। যেমন এই বইতে সংকলিত লালনের কিছু গান আমরা পেয়েছি নদীয়ার আসাননগরের ষষ্ঠীদাস বাউলের কাছ থেকে। নদীয়ার গোড়ভাঙা গ্রামের আরমান ফকিরের কাছ থেকেও আমরা পেয়েছি বেশ কিছু গান। আরমান নিজের আগ্রহেই বহু মহাজন পদকর্তার গান সংগ্রহ করেছেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের আগে তিনি বাংলাদেশে গিয়ে সংগ্রহ করেন 'খোন্দকার রফিউদ্দিন' সম্পাদিত 'ভাবসঙ্গীত'। সংকলনে এই বইটি থেকে লালন সাঁই, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ, যাদুবিন্দু প্রভৃতি পদকর্তাদের বেশ কিছু গান নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও দীন শরৎ গোঁসাই-এর গান, রাধাশ্যাম দাসের মাথুর পালা বা আবদুল হালিমের শরিয়ত-মারফত পাল্লা গান দিয়ে আরমান ফকির সহযোগিতা করেছেন। এই গানগুলি আরমান ফকিরের পুরনো গানের খাতা থেকে সংকলিত। খাতাটি জরাজীর্ণ, অশুদ্ধ বানান ও প্রয়োগ এড়াতে যথাসম্ভব সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। গোরভাঙা গ্রামের খৈবর রহমান ফকির বিভিন্ন প্রাচীন শিল্পী ও সাধকদের কাছে গান শিখেছেন। অজানা গান সযত্নে লিখে রেখেছেন খাতায়। এই সংকলনে 'জালাল শাহ' ফকিরের গানগুলি তাঁর প্রাচীন গানের খাতা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে খাতাটির জীর্ণ দশা, তার মধ্যে থেকেই কিছু গান বেছে সংকলন করা হল।

নদীয়ার চাপড়ার আল-আমীন ফকিরও আমাদের বেশ কিছু গান দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাঁর গুরু আবুবক্কর ফকির মারা যাওয়ার আগে তাঁর নিজের গানের খাতাগুলি ও সংগৃহীত গানগুলি আল-আমীনকে দান করেন। এছাড়া ছিল 'ভাবলহরী' নামে একটি জরাজীর্ণ বই। আল-আমীন-এর সযত্নে সংগৃহীত গানের খাতা ও 'ভাবলহরী' নামক বইটি থেকে আমরা নিয়েছি হাউড়ে, যাদুবিন্দু, গোপাল, অনন্ত, মদনচাঁদ ফকির, দাস পীতাম্বর প্রভৃতি পদকর্তার গান। এছাড়াও যাদের কাছে গান ও গানের খোঁজ পাওয়া গেছে তাঁরা হলেন, আসাননগর দাসপাড়া অঞ্চলের রঞ্জিত গোঁসাই, যার গুরু ছিলেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত ফকির মকশেদ আলি সাঁই, তেঘড়ি অঞ্চলের বাসিন্দা আমীরচাঁদ ফকির, পাখশি সীমান্ত অঞ্চলের আবু তাহের ফকির, গোরভাঙা গ্রামের আশরফ ফকির প্রমুখ।

সংকলিত গানগুলি যতটা সম্ভব প্রতিনিধিত্বমূলক করতে চেয়েছি আমরা। কিন্তু অনেক দিনের পুরনো গানের খাতা বা বই থেকে গানগুলি সংগ্রহ করতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রে বানান ও প্রয়োগবিধি নিয়ে সমস্যা দেখা গেছে। মূল ভাবকে অপরিবর্তিত রেখে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশোধন যেমন করা হয়েছে, তেমনি বহু ক্ষেত্রে মূল বানানকে গানটির নিজস্ব দাবিতে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

বাংলানাটক ডট কম

৩১.০৩.২০০৮

সূচিপত্র

লালন সাঁই

১। লীলা দেখে লাগে ভয়
২। কোথায় আছেরে আমার দীনদরদী সাঁই
৩। এমন মানব জনম আর কি হবে
৪। আর কি গৌর আসবে ফিরে
৫। করি কেমন শুদ্ধ সহজ প্রেম-সাধন
৬। আমারে কি রাখবেন গুরু চরণের দাসী
৭। ঠিকের ঘরে ভুল পড়েছে মন
৮। আয় কে যাবি ওপারে
৯। গুরু বস্তু চিনে নেনা
১০। সে ভাব কি সবাই জানে
১১। নিজের মন তো করলাম সোজা
১২। গুরুপদে নিষ্ঠা মন যার হরে
১৩। কি করে কি হবে বলো
১৪। কবে সাধুর চরণধুলি
১৫। কে কথা কয়রে দেখা দেয় না
১৬। ও যার আপন খবর আপনার হয় না
১৭। আছে দীনদুনিয়ার অচিন মানুষ একজনা
১৮। কোন সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে
১৯। ক্ষম ক্ষম অপরাধ
২০। মুরশিদ বিনে কি ধন আর
২১। সবুরের দেশে বও দম কষে
২২। পারো নিহেতু সাধন করিতে
২৩। জেন্তে মরা প্রেম সাধন কি
২৪। কি এক অচিন পাখি পুষলাম খাঁচায়
২৫। অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ
২৬। পড়গা নামাজ জেনে শুনে
২৭। অমাবস্যার দিনে চন্দ্র থাকে কোনখানে
২৮। সামান্যে কি সে ধন মেলে
২৯। গৌরপ্রেম করবি যদি ও নাগরী
৩০। একবার বল দেখি মন লা ইলাহা ইল্লাল্লা
৩১। আমি তোমার ডাকি গো আল্লা
৩২। তোমার মত দয়াল বন্ধু আর পাব না
৩৩। দিবানিশি থেক সবরে বা-হুসিয়ারী
৩৪। রাছুলের সব খলিফা কয় বিদায়কালে
৩৫। আশেক বিনা ভেদের কথা কে আর পোছে
৩৬। মদিনায় রাছুল নামে কে এল ভাই
৩৭। অপারের কান্ডারী নবীজি আমার
৩৮। রাছুলকে চিনলে পরে খোদা চিনা যায়
৩৯। রাছুল কে তা চিনতে নারে
৪০। রাছুল রাছুল বলে ডাকি
৪১। কে তাহারে চিনতে পারে
৪২। ভজরে জেনে শুনে, নবী কলমা কলেন্দা
৪৩। মন কি ইহাই ভাব আল্লা পাব নবী না চিনে
৪৪। আহাদে আহম্মদ এসে নবী নামটি জানালে
৪৫। ভেবে দেখরে আমার, রাছুল যার কান্ডারী এই ভবে
৪৬। আয় গো যাই নবীর দিনে
৪৭। মুরশিদ বিনে কি ধন আর, আছেরে মন এজগতে
৪৮। মুরশিদের ঠাঁই লেনা রে তার ভেদ বুঝে
৪৯। নবী না চিনলে পরে, সে কি খোদার ভেদ পায়
৫০। নবীর অঙ্গে জগত পয়দা হয়
৫১। নবী একি আইন করলে জারী
৫২। নবী না চিনে কি আল্লা পাবে
৫৩। নবীর আইন বোঝার সাধ্য নাই
৫৪। তরিকতে দাখিল হলে সকল জানা যায়
৫৫। ভজ মুরশিদের কদম এই বেলা
৫৬। মুরশিদের মহৎ গুণ লেনা বুঝে
৫৭। মুখে পড়রে বে সদায় লায়লাহা ইল্লাল্লা
৫৮। পড় রে দায়েমী নামাজ এ দিন হল আখেরী
৫৯। না পড়িলে দায়েমী নামাজ সে কি রাজি হয়
৬০। যাতে যায় শমন যন্ত্রণা
৬১। আদি মক্কা এই মানবদেহে, দেখনারে মন ভেয়ে
৬২। মওলা বলে ডাক রসনা
৬৩। নাম সাধন বিফল বরজখ বিনে
৬৪। আগে শরিয়ত জান বুদ্ধি শান্ত করে
৬৫। নজর একদিকে দিলে আর দিকে অন্ধকার হয়
৬৬। কাছের মানুষ ডাকছ কেন শোর করে
৬৭। দিন থাকতে মুরশিদ রতন চিনে লেনা
৬৮। কে বোঝে সাঁইর আলেক বাজী
৬৯। পড়ে ভূত আর হোস নে মনরায়
৭০। জানতে হয় আদম ছফির আদ্য কথা
৭১। এক অজান মানুষ ফিরছে দেশে তারে চিনতে হয়
৭২। আছে মায়ের ওতে জগৎ পিতা, ভেবে দেখনা
৭৩। সাধ্য কিরে আমার সে রূপে দেখিতে
৭৪। আমি একদিনও না দেখলাম তারে
৭৫। না জানি কেমন রূপ সে
৭৬। তারে চিনবে কি এই মানুষে
৭৭। আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে
৭৮। হায় চিরদিন পোষলাম এক অচিন পাখী
৭৯। আমি কি তাই জানলে সাধন সিদ্ধ হয়
৮০। কে কথা কয়রে দেখা দেয় না
৮১। যে রূপে সাঁই আছে মানুষে

৮২। কি শোভা করেছে সাঁই রংমহালে
৮৩। হুজুরে কার হবেরে নিকাশ দেনা
৮৪। যার আপন খবর আপনার হয়না
৮৫। সামান্যে কি তার মর্ম জানা যায়
৮৬। ধর চোর হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতে
৮৭। কারে আর শুধাই সে কথা
৮৮। কে মুরিদ হয় কে মুরিদ করে
৮৯। আছে দিন দুনিয়ায় অচিন মানুষ একজনা
৯০। আপনার আপনিরে মন না জান ঠিকানা
৯১। আপন ছুরাতে আদম গঠলেন দয়াময়
৯২। ঠিকের ঘরে ভুল পড়েছে মন
৯৩। পাখী কখন জানি উড়ে যায়
৯৪। এখন আর কাঁদলে কি হবে
৯৫। কররে পিয়ালা কবুল শুদ্ধ এ-মানে
৯৬। মনের লেঙ্গুটি এঁটে কররে ফকিরী
৯৭। পড়গে নামাজ জেনে শুনে
৯৮। ভজনের নিগুঢ় কথা যাতে আছে
৯৯। দিনে দিন হল আমার দিন আখেরি
১০০। যদি সরায় কার্য সিদ্ধ হয়
১০১। যে পথে সাঁই চলে ফেরে
১০২। রাখলেন সাঁই কূপ জল করে
১০৩। না জেনে ঘরের খবর তাকাই আছমানে
১০৪। দেখনারে দিন রজনী কোথা হতে হয়
১০৫। দেখনারে মন দিব্য নজরে
১০৬। যা যা ফানার ফিকির জানগে যারে
১০৭। দরবেশ যারা আপনারে ফানা করে অধরে মিশায় তারা
১০৮। যে জানে ফানার ফিকির সেই জানে ফকিরী
১০৯। ফকিরী করবি ক্ষেপা কোন রাগে
১১০। যেখানে সাঁইর বারামখানা
১১১। মন আমার তুই করলি একি ইতর পনা
১১২। এ জনম গেলরে আমার ভেবে
১১৩। গুরুতত্ত্ব না জানিলে
১১৪। আগে ফুলের মর্ম জানতে হয়
১১৫। হক নাম বল মন পাখী
১১৬। মন তোরে আজ ধরতে পারতাম হাতে
১১৭। সদা সে নিরঞ্জন নীরে ভাসে
১১৮। কে বুঝিতে পারে আমার সাঁইর কুদরতি
১১৯। সাঁই আমার কখন খেলে কোন খেলা
১২০। আকার কি নিরাকার সাঁই রব্বানা
১২১। আলেফ আর লাম মিমেতে
১২২। নবিজী মুরিদ কোন ঘরে
১২৩। হাতের কাছে মামলা থুয়ে, কেনে ঘুরে বেড়াও মন ভেয়ে
১২৪। হায় কি কলের ঘরখানি বেঁধে, বিরাজ করে সাঁই আমার
১২৫। দেখলাম কি কুদরতিময়
১২৬। আপন আপন খবর নাই
১২৭। ভুলনারে মন কারো ভোলে
১২৮। এ বড় আজব কুদরতি
১২৯। ডাকরে মন আমার হক নাম আল্লা বলে
১৩০। কে বারে মক্কর উল্লার মক্কর বুঝিতে
১৩১। না দেখলে লেহাজ করে, মুখে পড়লে কি হয়
১৩২। মেরে সাঁইর আজব কুদরতি, তা কেউ বুঝতে পারে
১৩৩। নূরের ভেদ বিচার জানা উচিত এবার
১৩৪। মুরশিদ জানায় যারে সেই জানিতে পায়
১৩৫। মন বিবাগী বাগ মানেনারে
১৩৬। ইবলিছের ছেজদার ঠাঁই ছেড়ে চাই ছেজদা করা
১৩৭। হীরালাল মতির দোকানে গেলেনা
১৩৮। চিনি হওয়া মজা কি খাওয়া মজা
১৩৯। পোল ছেরাতের কথা কিছু ভাবিও মনে
১৪০। খাকি আদমের ভেদ পশু কি বোঝে
১৪১। বল কারে খুঁজিস ক্ষেপা দেশ বিদেশে
১৪২। পাগল দেওয়ানের কি ধন দিয়া পাই
১৪৩। ঘরে রূপের বাতি জ্বলছেরে সদায়
১৪৪। এই বেলা তোর ঘরের খবর নেরে মন
১৪৫। কে বুঝিতে পারে তাহার কুদরতি।
১৪৬। মানুষে আছে সেই মানুষ মিশে
১৪৭। করিয়ে বিবির নিহার রাছুল আমার কৈ ভুলেছে রব্বানা
১৪৮। এযে পার কর হে দয়াল চাঁদ আমারে
১৪৯। গুরু সুভাব দাও আমার মনে
১৫০। চরণ পাই যেন কালাকালে
১৫১। পাপীর ভাগ্যে এমন দিন কি আর হবে রে
১৫২। আমারে কি রাখবেন গুরুর চরণ দাসী
১৫৩। গুরুপদে মতি আমার কৈ হল
১৫৪। কি হবে আমার গতি
১৫৫। আর কি বসব এমন সাধ বাজারে
১৫৬। চাতক বাঁচে কেমনে
১৫৭। মনেরে বুঝাতে আমার হল দিন আখেরী
১৫৮। আমার মনের বাসনা, আশা পূর্ণ হল না
১৫৯। এমন ভাগ্য আমার কবে হবে
১৬০। মনের হল মতি মন্দ
১৬১। আমার দিন কি যাবে এই হালে
১৬২। জানব এই পাপী হতে
১৬৩। এমন মানব জনম আর কি হবে
১৬৪। আমি কি দোষ দিব কারে রে
১৬৫। কারে দিব দোষ, নাহি পরের দোষ
১৬৬। জগৎ মুক্তিতে ভুলালেন সাঁই
১৬৭। পারে লয়ে যাও আমায়
১৬৮। আর আমার কেউ নাই গুরু তুমি বিনে
১৬৯। একদিন পারের ভাবনা ভাবলিনারে

১৭০। হক নাম বল রসনা
১৭১। চাঁদ বদনে বল গো সাঁই
১৭২। বাকির কাগজ গেল হুজুরে
১৭৩। মনের মনে হল না একদিনে
১৭৪। দেখ না মন ঝাকমারী এই দুনিয়াদারী
১৭৫। মন আমার কিছার গৌরব করছ ভবে
১৭৬। এ দেশেতে এই সুখ হল, আবার কোথা যাই না জানি
১৭৭। মনেরে বোঝাই কিসে, ভব যাতনায় জ্ঞান চক্ষু আঁধার
১৭৮। আপন মনে যার গরল মাখা থাকে
১৭৯। কারো রবে না এ ধন, জীবন যৌবন
১৮০। আয় কে যাবি ওপারে
১৮১। বিষয় বিষে চঞ্চলা মন দিবা রজনী
১৮২। বসত বাড়ীর ঝগড়া কেজে, আমার তো কই মিটল না
১৮৩। সে কি আমার কবার কথা, আপন বেগে আপনি মরি
১৮৪। কেন ডুবলি না মন গুরুর চরণে
১৮৫। হতে চাও হুজুরে দাসী
১৮৬। মধুর দেলদরিয়ায় ডুবিয়া কর ফকিরি
১৮৭। যেও না আন্দাজী পথে মন রসনা
১৮৮। মন কি তুই ভড়ুয়া বাঙ্গাল জ্ঞান ছাড়া
১৮৯। খুলবে কেন সে ধন, মালের গ্রাহক বিনে
১৯০। সহজে কি সই হবা
১৯১। পাপ ধর্ম যদি পূর্বে লেখা যায়
১৯২। সামান্যে কি সে ধন পাবে
১৯৩। আমার হয় না রে সেই মনের মত মন
১৯৪। শহরে যোল জনা বোম্বেটে
১৯৫। না হলে মন সরল, কি ধন মিলে কোথায় ঢুঁড়ে
১৯৬। ভুলব না ভুলব না বলি, কাজের বেলা ঠিক থাকে না
১৯৭। কোন কুলেতে যাবি মনরায়
১৯৮। আয়কে যাবি তোরা আয় না জুটে
১৯৯। সামান্যে কি তারে দেখা, বেদে যার নাই রূপ রেখা
২০০। আজ রোগ বাড়ালি কুপথ্য করে
২০১। কোন দেশে যাবি মনা চল দেখি যাই
২০২। তা-কি পারবি তোরা, জেন্দা মরা সে প্রেম সাধনে
২০৩। সামান্য জ্ঞানেতে মন তাই পারবিরে
২০৪। কেন ম'লিরে মন, ঝাঁপ দিয়ে তোর বাবার পুকুরে
২০৫। সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
২০৬। ভাবের উদয় যে দিন হবে
২০৭। না জেনে করণ কারণ, শুধু কথায় কি হবে
২০৮। আপন মনের বাঘে যারে খায়
২০৯। আপন মনের গুণে সকলই হয়
২১০। দেখে শুনে জ্ঞান হল না
২১১। চাতক স্বভাব না হলে
২১২। যেতে সাধ হয়রে কাশী কর্ম ফাঁসি বাধল গলায়
২১৩। কুলের বৌ হয়ে মনা আর কতদিন থাকবি ঘরে
২১৪। মনে গুরু প্রাপ্ত হব সে-তো কথার কথা
২১৫। মন জান না মনের ভেদ একি কারখানা
২১৬। ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
২১৭। কারে সুধার রে মর্ম কথা, কে বলবে আমায়
২১৮। গুরু রূপের পূলক ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে
২১৯। জীব মরে জীব যায় কোন সংসারে
২২০। গুরু পদে নিষ্ঠা মন যার হবে
২২১। তারে কি আর ভুলতে পারি আমার এই মনে
২২২। যার ভাবে আমি মুড়িয়াছি মাথা
২২৩। চাঁদ বলে চাঁদ কাঁদে কেনে
২২৪। চাঁদ আছে সেই চাঁদে ঘেরা
২২৫। চাঁদ ধরা ফাঁদ জাননা মন
২২৬। দেখবি যদি সে চাঁদেরে
২২৮। আগে কপাট মার কামের ঘরে
২২৯। যে জন শিষ্য হয়, গুরুর মনের খবর লয়
২৩০। যে পরশ স্পর্শে পরশ, সে পরশ খানা চিনে লেনা
২৩১। যদি গৌর চাঁদকে পাই
২৩২। জাননারে মন, বাজী হারলে তখন
২৩৩। তুমি কার আজ কেবা তোমার এই সংসারে
২৩৪। দয়াল নিতাই কারে ফেলে যাবে না
২৩৫। সকলই কপালে করে
২৩৬। থাক মন একান্ত হয়ে
২৩৭। সে ধন কি পড়লে মিলে
২৩৮। মন তোর আপন বলতে কে আছে
২৩৯। এই মানুষে সেই মানুষ আছে
২৪০। যে দিন ডিম্বভরে ভেসেছিলেন সাঁই
২৪১। যে জন সাধকেরই মূল গোড়া
২৪২। আমি কোন সাধনে পাইগো তারে
২৪৩। গুরুর দয়া যারে হয় সেই জানে
২৪৪। বিনা কাজে ধন উপার্জন কে করিতে পারে
২৪৫। যদি রূপ নগরে যাবি
২৪৬। কি কালাম পাঠাইলেন আমার সাঁই দয়াময়
২৪৭। আছে যার মনের মানুষ মনে তোলা
২৪৮। কুলের বৌ হলাম ভারি, হলাম নাড়ী নাড়ার সাথে
২৪৯। মনের ভাব বুঝে নবী মর্ম খুলেছে
২৫০। রোজ কেয়ামত হচ্ছে ভবে বোঝ সবে
২৫১। আজ করেছে সাঁই ব্রহ্মান্ডে যে রূপ নীলে
২৫২। নিগুঢ় প্রেম কথাটি তাই আজ আমি শুধাই কার কাছে
২৫৩। কুদরতের সীমা কে জানে
২৫৪। মায়েরে ভজিলে হয় বাপের ঠিকানা
২৫৫। মরি হায় এ কি ভাব তিনে এক জোড়া
২৫৬। কে বোঝে সাঁইর লীলা খেলা
২৫৭। শীরনী খাওয়ার লোভ যার আছে
২৫৮। কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে

২৫৯। ফেরেব ছেড়ে কর ফকিরী
২৬০। সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন
২৬১। আপন খবর না যদি হয়
২৬২। মনে যে যা বোঝে সে সেরূপ হয়
২৬৩। এমন মানব জনম আর হবে না
২৬৪। হীরালাল জহরের কুঠি
২৬৫। দেখনারে ভাব নগরে
২৬৬। বলি সব আমার, কে আমি তাই চিনলি না মন
২৬৭। আছেরে ভাবের গোলা আছমানে তার মহাজন কোথা
২৬৮। খুজে ধন পাই কিমতে
২৬৯। কেন খুঁজিস ক্ষেপা মনের মানুষ বনে সদায়
২৭০। মন আমার আজ প'লি ফেরে
২৭১। জানগে পদ্ম নিরুপণ
২৭২। যে তোর মালেক চিনলিনা রে
২৭৩। মানুষে মানুষে কামনা সিদ্ধি কর বর্তমানে
২৭৪। চল দেখি মন কোন দেশে যাবি
২৭৫। পেড়োয় ভুত যে জনা হয়
২৭৬। কে বানালে এমন রংমহালখানা
২৭৭। ধন্য ধন্য বলি তারে
২৭৮। কার জন্য ঘুরিস ক্ষেপা দেশ বিদেশে
২৭৯। আপনার আপনি চিনিনে দীনজনে
২৮০। ঐ রূপ তিলে তিলে জপ মন সুতে
২৮১। এই মানুষে মানুষ রয়েছে মিশে, সর্বদা সে রসে খেলিছে সাঁতার
২৮২। আজ আমি দেহের কথা বলি শোনরে মন
২৮৩। মানুষ আছে সেই মানুষে মিশে
২৮৪। আল্লা বল মনরে পাখী
২৮৫। কবে সাধুর চরণধূলি মোর লাগবে গা'য়
২৮৬। আমার মনের মানুষের সনে
২৮৭। অন্তিম কালের কালে কি হয় না জানি
২৮৮। কোন কলে নানান ছবি নাচ করে সদায়
২৮৯। বলিরে মানুষ মানুষ এই জগতে
২৯০। আমার ঘরের চাবি পরের হাতে
২৯১। আছে কোন মানুষের বাস কোন দলে
২৯২। কয় দমেতে বাজে ঘড়ি কররে ঠিকানা
২৯৩। তিন পোড়াতে খাঁটি হলে না
২৯৪। মওলা বলে ডাক রসনা
২৯৫। গুরু বিনে কি ধন আছে
২৯৬। কাশী মক্কায় যাবি চলরে যাই
২৯৭। সাঁইর লীলা দেখে লাগে চমৎকার
২৯৮। না বুঝে মজনা পীরিতে
২৯৯। দেল দরিয়ায় ডুবে দেখনা
৩০০। তরিকাতে দাখেল না হলে
৩০১। বড় নিগুমেতে আছে গো সাঁই
৩০২। মুরশিদ রংমহালে সদায় ঝলক দেয়
৩০৩। একি আছমানি চোর ভবের শহর লুঠছে সদায়
৩০৪। সমঝে কর ফকিরী মনরে
৩০৫। মানুষ ভজলে মানুষ হবি
৩০৬। দেখনা এবার আপন ঘর ঠাওরিয়ে
৩০৭। মনের মানুষ খেলছে দ্বিদলে
৩০৮। যে জন বৃক্ষমূলে বসে আছে
৩০৯। সে ভাব উদয় না হলে।
৩১০। অজান খবর না জানিলে কিসের ফকিরী
৩১১। হাওয়ার ঘরে দম পাকড়া পড়েছে, কি অপরূপ কারখানা
৩১২। ধোড় আজাজিল রেখেছে ছেজদা বাকী কোনখানে
৩১৩। এমন দিনে কি হবেরে আর
৩১৪। মন বুঝি মদ খেয়ে পাগল হয়েছ
৩১৫। কি আইন আনিলেন নবী সকলের শেষে
৩১৬। বিনা পাকালে গড়িয়ে কাঁচি, করছ নাচানাচি
৩১৭। খেয়েছি বে-জেতে কচু না বুঝে
৩১৮। সাঁই আমার কখন খেলে কোন খেলা
৩১৯। কাল কাটালি কালের বশে
৩২০। তুমি কার আজ কে বা তোমার এ সংসারে
৩২১। যদি গুরু শিষ্য হয় এক তার
৩২২। পড়গে নামাজ ভেদ বুঝে সুঝে
৩২৩। নানারূপ শুনে শুনে শূন্য প'লাম রে সাধুর খাতায়
৩২৪। মন তোমার হলনা দিশে
৩২৫। কোন সুখে সাঁই করে খেলা এই ভবে
৩২৬। আপন ঘরের খবর লেনা
৩২৭। দেল দরিয়ায় ডুবলে দরিয়ার খবর পায়
৩২৮। সে ধন কি চাইলে মিলে
৩২৯। আত্মতত্ত্ব না জানিলে
৩৩০। মেয়ারাজের কথা শুধাব কারে
৩৩১। চিনবে তারে এমন আছে কোন ধনী
৩৩২। রূপের তুলনা রূপ সে
৩৩৩। কি করি কোন পথে যাই মনে কিছু ঠিক পড়ে না
৩৩৪। সোনার মান গেল বেঙ্গো পিতলের কাছে
৩৩৫। সদা মন থাক বা-হুঁশ ধর মানুষ রূপ নিহারে
৩৩৬। আজব আয়না মহল মণি গভীরে
৩৩৭। মন কে তোর আজ যাবে সাথে
৩৩৮। যে ঘরেতে বসত কর সেই ঘরের খবর নাই
৩৩৯। কীর্তিকর্মার খেলা কে বুঝতে পারে
৩৪০। কি সাধনে পাই গো তারে
৩৪১। খালি ভাঁড় থাকবে রে পড়ে
৩৪২। আমি দেখলাম এ সংসার ভোজবাজি প্রকার
৩৪৩। গুরু বিনে কি ধন আছে
৩৪৪। ধররে অধর চাঁদেরে আধারে অধর দিয়ে
৩৪৫। শুদ্ধ প্রেম রাগে সদায় থাকরে আমার মন
৩৪৬। সে করণ সিদ্ধি করা সামান্যের কাজ নয়

৩৪৭। মানুষের করণ, সে কি রে সাধারণ, জানে রসিক যারা
৩৪৮। জানরে মন সেই রাগের করণ
৩৪৯। সামান্য জ্ঞানেতে মন তাই পারবি রে
৩৫০। শুদ্ধ প্রেম না দিলে, ভজে কে তারে পায়
৩৫১। শুদ্ধ প্রেম রসিক বিনে কে তারে পায়
৩৫২। কোন সাধনে তারে পাই
৩৫৩। যে সাধন জোরে, কেটে যায় কর্মফাঁসি
৩৫৪। অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়, শুধু মুখের কথা নয়
৩৫৫। শুদ্ধ প্রেম সাধল যারা, কাম রতি রাখিল কোথা
৩৫৬। নীচে পদ্ম চরক বানে, যুগল মিলন চাঁদ চকোরা
৩৫৭। সেই প্রেম গুরু জানাও আমায়
৩৫৮। সময় থাকতে বাঁধাল বাঁধলে না
৩৫৯। সহজ শুদ্ধ প্রেম সাধন করি কেমন
৩৬০। জানগা মানুষের করণ কিসে হয়
৩৬১। শুদ্ধ প্রেমের প্রেমিক মানুষ যে জন হয়
৩৬২। কি সে আর বুঝাই মন তোকে
৩৬৩। সে যারে বোঝায় সেই বোঝে
৩৬৪। সাঁইর লীলা বুঝবি ক্ষেপা কেমন করে
৩৬৫। ধন্য আশকী জনায়। এদিন দুনিয়ায়
৩৬৬। কে বোঝে তোমার অপার লীলে
৩৬৭। নাপাকে পাক হয় কেমনে
৩৬৮। মানুষ তত্ত্ব সত্য হয় যার মনে
৩৬৯। গুরু বস্তু চিনে লেনা
৩৭০। মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার
৩৭১। গুরুপদে ডুবে থাকরে আমার মন

দুদ্দু শাহ ফকির

১। হাকিমল হাকিম সাঁই, তোমা বিনে দিব আর কার দোহাই
২। গুরু নিজ গুণে কৃপা করে চরণ দাও আমা.
৩। তলবেল মওলা যে জন হয়
৪। খোদরূপে আছেন খোদায়
৫। নবী চেনা হয় কামনা, আগে মুরশিদ ধর
৬। আপনাকে আপনি চিনা যায় কিসেতে
৭। নবী মুরিদ হয় যথায়
৮। মুরশিদের খেদমতে রুজু যারা
৯। নবীজির আইন মাফিক, ধরবি তরিক শরিয়ত আর মারফতে
১০। জীবন থাকিতে মরতে কয়
১১। মর জেন্দেগীর আগে
১২। হবে না বন্দেগী কবুল, দুনিয়ার বশে থাকিলে
১৩। না দেখে রূপ সেজদা করে অন্ধ তারে কয়
১৪। পয়গম পেয়ে পয়গম্বর নাজেল হলেন নবীর পরওয়ানায়
১৫। প্রেম স্কুলে পড়লে পরে
১৬। শুদ্ধ ভক্তি হইতে হয় শুদ্ধ ভক্তির উদ্দীপন
১৭। দরবেশ হয় কি মুখের কথায়
১৮। বরজখ ধিয়ান যাহাতে
১৯। লায়লাহা ইল্লালাহ জেকের মওলা, পড় দম ব-দমেতে
২০। মাবুদ মউজুদ খোদা এই দেহেতে রয়
২১। যাতে দিন দুনিয়া তরক হয়
২২। কৈ হল বন্দেগী আদায়
২৩। মেরাজে আল্লার সনে।
২৪। শ্রীরূপ আশ্রিত যারা জেন্দা মরা, সহজে সহজ ধরে
২৫। নফি এজবাত জেকের যে করে
২৬। আপনাকে চিনলে পরে
২৭। যে ভাবে সাঁই নবীর সাথে
২৮। আউয়ালেতে আল্লা নূরে নবীর জন্ম হয়
২৯। দেহ মেদ যজ্ঞ যে করে
৩০। নূরে নীরে গুপ্তবারি রাখিলেন সাঁই ঘিরে

পাঞ্জু শাহ

১। এক দমে হয় লীলা খেলা, দলিলে বলেছেন খোলা
২। মাবুদ আল্লার খবর না জানি
৩। শুধু কথায় রতন কি মিলে
৪। আল্লার বান্দা কিসে হয়
৫। ফানা ফিল্লাহ হওরে মন
৬। শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে পাবি ওরে মন পাগেলা
৭। ভজ নিরঞ্জন, লায়লাহা ইল্লালা পড় আমার মন
৮। চেয়ে দেখ ভবের হাটে মনরে তোর ব্যাপার হল কি
৯। দম টান মন দমের খবর জেনে।
১০। আল্লার নামে মন ভোলে না দুনিয়াদারী ফাঁদে
১১। ভবে এসে রলাম বসে হারা হয়ে দিশে
১২। আল্লার নাম কর দম বদমে
১৩। কি সাধনে আল্লাতালা পাই
১৪। আল্লা খুশী হবে কোন কামে
১৫। ছাদেকী আশকে হয় সতী
১৬। আদমেতে আল্লা আছে মিলে
১৭। খোদার আশকী যেই হবে
১৮। সহজে কি আল্লাতালা পাবে
১৯। আল্লা পাবে সত্য প্রেমি হলে
২০। যে ভাবে ফিকির করে সাঁইজি মোরে বানিয়েছে মানব লীলে
২১। নূরের খবর জানি নাই
২২। এই মানুষে নবীর নূরে ঝলক দেয়
২৩। হায় আল্লার কোদরতে
২৪। মুরশিদ ভজিলে, আল্লা পাওয়া যায় ভবে
২৫। আদামেরে কি দোষে খোদায়
২৬। ফকির হয়েছি আল্লার রাহেতে
২৭। ডোর কৌপীন দাওগো মুরশিদ আমারে
২৮। ঠিক রেখ মন নবীর তরিক সই যোল আনা
২৯। এ জামানায় নবীর তরিক ঠিক রাখা দায়

৩০। শ্রীচরণ পাব বলে ভব কুলে ডাকে দীনহীন কাঙ্গালে
৩১। গুরুপদে নিষ্টারতি হয়না মতি, আমার গতি হবে কিসে
৩২। গুরু দয়া কর মোরে গো বেলা ডুবে এল
৩৩। আমারে ফেলনা গো মুর্শিদ দয়াল হয়ে
৩৪। দয়াল দরদী, কাঙ্গাল এল তোমার দ্বারে
৩৫। দয়াল ধনি, আমি ডাকি ঐ নাম শুনি
৩৬। আমারে দাও চরণ তরি
৩৭। বড় চিন্তা ঘুণ লেগেছে আমার অন্তরে
৩৮। ক্ষমা হে অপরাধ
৩৯। যা কর হে এবার
৪০। ও দয়াল চাঁদ আমারে
৪১। দয়া কর গো সাঁ
৪২। আমায় কিসে গুরু করবেন পার
৪৩। ভজনহীন বলে গুরু আমার হালের কাটা ছাড়িয়াছে
৪৪। গুরু কোন রূপে কর দয়া ভুবনে
৪৫। না ভজে সাধের জনম বিফলে যায়
৪৬। অযোগ্য বলে গুরু ফেলনা আমায়
৪৭। গুরু গো কোন গুণে আর তোমায় পাব
৪৮। আমি কি হলাম তোমায় ভিন
৪৯। পাপী বলে আমায় ফেলনা
৫০। তুমি বাঞ্ছা কল্প তরু বাঞ্ছা পূর্ণ করোনা
৫১। দিন আমার গিয়াছে, দিনমণি লুকাইয়াছে
৫২। গুরু তুমি ফেলনা অধমে
৫৩। আমার কি এত দয়া হবে
৫৪। আমার কপালে এই ছিল
৫৫। চরণ ভিক্ষা দাও সাঁই মোরে
৫৬। নিজগুণে দয়া কর গুরু ভজন না জানি
৫৭। গুরু চরণ ধরে পারে যাব গো, মনে ছিল বাসনা
৫৮। আমার মনের কথা এজগতে গো, আমি বলিব আর কার কাছে
৫৯। কি দিয়ে ভজিব গুরুজীরে
৬০। যার হয়েছে নিষ্টারতি
৬১। হেলায় হেলায় দিন ফুরালো
৬২। মুখে বল্লে কি হয়, গুরুধরে সাধন জানতে হয়
৬৩। এস মন পারের চিন্তা বসে করি
৬৪। ভাবিনির ভাবে মনা, কান্ডারী নাও বশ করে
৬৫। গুরু যার মনে তব রূপ লেগেছে
৬৬। ভেবেছ দিন এমনি যাবে
৬৭। কে আছে মন সাথের সাথী
৬৮। তারে ধরব কি সাধনে
৬৯। মন কেন তুই ভুলে র'লি মউতেরই কথা
৭০। ভেবে দেখ তলব হলে হুজুরেতে যাবি
৭১। আগে মন গুরু কররে ভান্ডারী
৭২। আমার অধর চাঁদ বিরাজ করে ভক্তের দ্বারে
৭৩। আয় নাগরী অধর ধরি ভক্তি ডোরে
৭৪। মনরে দিনের কথা কর মনে
৭৫। মন আমার বৃথা গেল দিন রজনী
৭৬। রূপে যে দিয়াছে নয়ন
৭৭। সুখের দিন গিয়াছে, গুরু বিনে আমার কে আছে
৭৮। কোন গুনেতে ধরব গুরু মনের বিকার সারে না
৭৯। দেখ স্বরূপ নেহারে
৮০। মুরশিদ চাঁদ কি ধরা যায় রে
৮১। মরার ভাব লয়ে মন না মরিলে
৮২। আছে আয় গলায় গাথারে, ও জাড়ের কাঁথা
৮৩। ভজন সাধন করবি রে মন কোন রাগে
৮৪। যে মানুষে মানুষের মন প্রাণ হরে
৮৫। রসের কথা অরসিকে বলো না
৮৬। যার জ্ঞান আছে, সে গুরু পদে নিহার দিয়ে রয়েছে
৮৭। দয়াল গুরু বিনে
৮৮। দয়াল গুরু ভুলে, জনম মায়ার ভোলে পড়ে রে, গেল বিফলে
৮৯। গুরু রূপে নয়ন দে রে মন
৯০। ধরা যায়রে অধরে
৯১। অধর চাঁদ মিলে
৯২। পাপের কারখানা
৯৩। লোভে মেতোনা
৯৪। আবার মন আপন দেহ চেন
৯৫। গুরু বিনে মনের কথা বলব না
৯৬। ও মনরে, গুরু বিনে কে তরাবে অপারে
৯৭। বিনা সাধনে তার কি পাওয়া যায়
৯৮। আজব কারখানা বোঝা সাধ্য কার
৯৯। ঘুমায়ে থেকনা রে মনা নয়ন খোল
১০০। যে দেখেছে বন্ধুর রূপ সেতো আর ভুলবেনা
১০১। মিলবে গুরু কল্পতরু যে করে ধিয়ান
১০২। পেয়েছো মানব জনম ভুলনারে আর
১০৩। এমন দুর্লভ জনম হারাইওনা
১০৪। মানুষ মিলে, ভাগ্য ফলে।
১০৫। মুরশিদ তত্ত্ব কে শুধায় তা চিন্তে নারে
১০৬। বিছমিল্লার মানে তোরে বলব কি
১০৭। যেভাবে সাঁই লীলা করেছে আমার
১০৮। মন আয়না চলে যাই সাঁইজীর লীলা দেখিতে
১০৯। গুরুপদে নিষ্ঠা রতি কর আমার মন
১১০। ভক্তির জোরে না ধরিলে মুখের কথায় কে পায় তারে
১১১। মানুষ গুরু কল্পতরু বিশ্বাস হবে যার অন্তরে
১১২। গুরু কেনে ভাবনা
১১৩। গুরু বস্তু না জেনে
১১৪। শুনরে মন রসনা
১১৫। দিন থাকিতে গুরুর চরণ সত্য বলে ধর

যাদুবিন্দ

১। আমার এই কাদা মাখা সার হলো
২। যদ্যপি হয় মহা ভাবুক জেলে ধর্ম্ম মাছ ধূর্ত্তে পারে
৩। সাধ্যকার সুখ-সাগরে মাছ ধরে, আছে কামরূপের কুম্ভীর
৪। মদনা ইঁদুর একটু ফাঁক পেলে, দেয় একবারে ভিটে চেলে
৫। দশটা ইঁদুর ছটা ছুঁচো ভাই, করে এক ঘরে বাস সর্ব্বদাই
৬। মনবেদে কেঁদে মরবিরে ফণি ধরে, কোন সাপের বিষ বেশি তায়
৭। রসিক গুণি ফণি ধরতে পারে অনায়াসে
৮। মন আমার যাসনে ভয়ঙ্কর জংলা মুলুকে
৯। বনে তার ভয় কি হাতে যার ধনুক অনুরাগ
১০। ওরে তুই কোনখানে মন, ধন হারালি, খুঁজলে কোথায় পাবি
১১। বিষম নদী পাতাল ভেদি ত্রিবেণী
১২। নোনাগাঙে সোনার তরী বেয়ে যায়
১৩। চৌদ্দ ভুবন মধ্যখানে হদ্দ কল
১৪। কি ভাবে যাবি বৃন্দাবনে
১৫। আগে গুপ্তিপাড়া ছাড়ারে, তবে শান্তিপুর যাবি। সদানন্দে রবি
১৬। খেলাতে যাসনে সখের খেলা, যাবে সর্ব্বস্ব ধন ওরে মন ভোলা
১৭। মন আমার কোন শহরে যাবি
১৮। আশাপথ আগলে আছে মস্ত বীর
১৯। সু-আশায় আশাপথে চলরে মন
২০। বুড় কি ছোকরা মাকড়াকে দেখলাম না একবার
২১। দেখা তার পাইনে কোনখানে বাস করেন পিতা
২২। মেলে তাঁয় খুজলে আপনার দেহ মন্দিরে
২৩। সহজ পথে হোঁচট লাগে ওরে মন কানা
২৪। মানব দেহ কলিকাতার কেতা চমৎকার
২৫। জীবন যায় না রাখা, একবার তারে দেখা গো বিশাখা।
২৬। কোরনা রঙ্গ ত্রিভঙ্গ শ্যাম কালো শশী।
২৭। করি কি বৃন্দে আমার যে বন্ধ চলাচল
২৮। বাঁকা শ্যাম তুমি হয়েছো এখন ঠিক বেগুন তরকারি
২৯। আমায় ব্যঙ্গ করো বৃন্দে দূতী তাতেও তো ক্ষতি নাই
৩০। মাঠে করে যে হৈ হৈ সেই নিঠুর কালা দৃষ্ট পোড়া
দাঁড়িয়ে আছে ঐ ওগো সই সই
৩১। হরি কর হে পয়ান, শুনবে না কমলিনী ফুট বাঁশীর গান,
যদি যায় প্রাণ
৩২। নব অনুরাগী, যোগী, এসেছে কুঞ্জের দ্বারে
৩৩। আমার জাত গেল পেট ভরলো না গো নাগরী
৩৪। কি হলো সই গো গৌরকে ভুলতে পারিনে
৩৫। উতলা হোসনে গোপনে সাধন কর তারে
৩৬। আমাদের কুল মজান ঠক্‌ঠকি
৩৭। আমাকে ছুঁসনে তোরা সজনী
৩৮। পর মন হরিনামের অলঙ্কার
৩৯। যে হালেতে রাখগো সাঁই, আমি সেই হালে থাকি।
৪০। সাধ্য কার সুখ সাগরে মাছ ধরে।
৪১। মন হয়েছে মুচির কুকুর ফেন চাটা
৪২। ও তার কিঞ্চিৎ প্রেমের অঙ্কুর হলে বৈদিক বাণে যায় জলে
৪৩। নারী জাতি ভারি কু-পেকে (উষ্ম হয়োনা দূতী)
৪৪। কাজ কি সখি ফাকা ফাকি মিছে বদনামী
৪৫। আমি জানি না শ্রীরাধা বই, বৃন্দে আমি সত্য কথা কই
৪৬। তোমার অন্তরে গরল ভরা, মুখে দাও রাধার দোহাই

হাউড়ে

১। ভাব না জেনে ভাবের পথেতে
২। ভবেতে এলাম একা, জুটলো দোকা, ভেকা হলাম সেই রসেতে
৩। ফনি পুষেছি মনি ধন আশে
৪। গুরুভক্তি সক্তাশক্তি আসক্তি যার হয়েছে
৫। কার দেহ কারে দিয়ে পরের তরে পর কর
৬। কলিতে প্রসন্ন হরি সবাকার
৭। হরির ইচ্ছায় হয় না ভক্তি দেখি মোর
৮। কি ধন দিয়ে হরিধন সাধতে চাও
৯। ভব রোগের ঔষধি এই হরি নাম
১০। হরি কি করিবেন দয়া আমারে
১১। কেন প্রেম হলো না হরি-নামেতে
১২। স্ব সিন্ধুপার, সে বিন্দুধার, কার সাধ্য যেতে পারে
১৩। ব্রহ্মাকারা আনন্দধারা সহস্রারে দীপ্তাকার
১৪। ব্রজ নিত্য স্থানে, সমর্থা যৌবনে, কৃষ্ণ আত্মার্পণে, বাঞ্ছা হয় যার
১৫। মনের ভাবনায় ভেবে দেখিলাম সকল
১৬। সৃষ্টিছাড়া ভক্তি বাড়া সকলি ফাঁকি
১৭। আমার আর কিরে কুল আছে
১৮। প্রেমের সাধন সাধবে যদি, শক্তি সহযোগ বিধি
১৯। ওযে স্বরূপে রূপ হেরে, সে কি ছাড়িতে পারে
২০। প্রেমের মহাজন, রাই কিশোরী
২১। শৃঙ্গার রস যে জেনেছে, তার কি ভয় আছে
২২। প্রেম সুখ দ্বার, কৃষ্ণ রসাকার, রসনাতে তার, কর আস্বাদন
২৩। হরিসাধন মান, কে শ্বাসে টান, কে তুলে আন, দ্বিদল আবাসে
২৪। শ্রীরূপ নদীতে এবার নাইতে নেরোনা
২৫। তারে রাখরে মন টেনে হয়ে মন প্রাণে টনটনে
২৬। চল দেখি মন ভব পারেতে
২৭। সাধন জেনে করণ কর, তবে হবে ফকিরি
২৮। রসময় কি ট্রামময় গাড়ি ধড়ে বানিয়েছে।
২৯। গুরু পায়ে পদ্ম আছে। কোথায় তার হয় গো লতা, কোথায় পাতা
৩০। বল সখি, গুরু কেমন বস্তু ধন
৩১। শুন সখি, গুরু হন জগৎপতি
৩২। সখিরে, কি অমৃত তোমারি মুখে
৩৩। প্রাণসখী, বলি আজ আমি যে তোমায়
৩৪। বল বল, কি শুনালে মধুর বাণী
৩৫। শুনে ধ্বনি, মনে হল মনের কথা
৩৬। তুমি আমার, সুধা-শিখরিণী
৩৭। প্রেম রসের গাছে রস আছে চেনে রসিক জনা

৩৮। মরা গুরু জ্যান্ত গুরু দুই জনা দুই পারে আছে
৩৯। মাকে ছুঁয়ে পুত্র মরে জননী জনকালয়ে
৪০। মনে প্রাণে নয়ন তিনে ঐক্য যার হবে
৪১। একি অসম্ভব, পিতার পেটে ছেলেরি উদ্ভব
৪২। এমন দয়াল আর নাই শ্রীচৈতন্য ভিন্ন
৪৩। হরি কোন দেবতা থাকেন কোথা, জানতে তাই ইচ্ছা করি
৪৪। আপনি অধর নাহি হোলে, অধর মানুষ ধরবি কিসে
৪৫। (তেমন) যুগল পিরীত কই
৪৬। কেবা জাগে কেবা ঘুমায় কর তাহার নিরূপণ
৪৭। চেতন হয়ে দেহের মাঝে দেখনা রে মন
৪৮। নয়নে জ্ঞানাঞ্জন দিয়ে চেয়ে দেখ না

জালাল শাহ

নিগূঢ় তত্ত

১। নিকটের বন্ধু তুমি, তোমার মত নাই আপন
২। একদিন যেন হয়গো দেখা
৩। নিত্য নতুন ভাবে, দেখিতেছি এই ভবে
৪। কে তারে খুঁজিয়ে পাবে অনন্তে মিশিয়া যাবে
৫। চিনগে মানুষ ধরে --
৬। কর-পরশনে যেমন বেজে উঠে তার
৭। ভাব বিনে কি ভাবের মানুষ ধরতে পারা যায়
৮। কি দিব যে তার তুলনা এমন সুন্দর কে বা আছে
৯। কয়্যাছি দলিল হাদিস ফেকা কোরানের মাইনি কঠিন
১০। গাছতলাতে কবর হবে শুন তো কই অবুঝমন
১১। বুঝিতে না পারিওহে বংশীধারী কোন সুরে গাইব তোমার গান
১২। অতৃপ্ত আশায়, ঘুরিছে সদায়, অস্তিত্ববিহীন মানবের মন
১৩। ঠিকই যেন মনটা একটা পাতলা টিন
১৪। কোন পরানে বলব আমি, বঁধু তোমায় ভালবাসি
১৫। শরিয়তে বিচার কর মারিফতের কোলে
১৬। আজব কথা শুনে এলাম চীন শহরের ময়দানে
১৭। কার কাছে বলিব গো এসব কথা বুঝিতে
১৮। দয়াল গুরু বিনে কইব কথা কার সনে

দেহ তত্ত্ব

১। ও মন চিনো যে তারে
২। গোঁসাই তোমার করন-কারন, দেহের গঠন অভাজনে কেমনে জানি
৩। রাজার বাড়ির অতিথিশালায় রইলাম বড় কষ্ট করে
৪। নাফ্‌সে খোদা নাফ্‌সে শয়তান করি নাফ্‌সের তাঁবেদারী
৫। যত দেখি বিশ্ব মাঝে সকলি তোমার দান
৬। কোন সত্বের প্রজা তুমি, মালিক তোমার কোন গোঁসাই
৭। কেন, হয়না তারে চিনা
৮। মাটির দেহ খাঁটি কর খোল তোমার দিল কোরান
৯। বাহিরে আলো ঘরে আঁধার

গোপাল

১। কেন মন তুই ভব রোগে ভাব অকারণ
২। শ্রীরূপ নদীটি অতি চমৎকার
৩। খেলছে মানুষ বাঁকানলে
৪। মনরে চল রূপ নগরে
৫। দয়াল নিতাই-চাঁদ হয়েছে আমার আড়ৎদার বেনে
৬। এক রসের মানুষ এসেছে সই দেখে যা তোরা
৭। হিসাব দেখরে মন এই মানব জমিনে
৮। করে মার্জার মুষিকের ঘরে প্রেমের আলাপন
৯। দেখবি যদি সোনার মানুষ দেখসে তোরা আয়
১০। তিনি হন নিরাকার, কভু সাকার তাঁর খেলা কে বুঝতে পারে
১১। দিল দরিয়ার মাঝে কত উঠছে আজব কারখানা

শরৎ গোঁসাই

শিক্ষা গান

১। দেহের খবর জানবিতো গুরুর চরণ ধর
২। পরম আত্মা পরম ব্রহ্ম নির্গুনে, সে নিরাকার
৩। কাল চলে না অকালের কর্ম
৪। জাননারে মন কুমতি সুমতি দুইটি কন্যা প্রেয়সী তোমার
৫। চারি জাতি হয় মানুষ পুরুষ রমনী
৬। আপনি সে ভগবান
৭। সেই না দেশের কথারে মন ভুলে গিয়েছো
৮। গুরুর রূপ সাগরে ডুবে এবার দেখ দেখিয়ে মন
৯। কে যাবি আজ ভবপারে আয়রে ছুটে আয়
১০। যাবি যদি ভব পারে পাড়ি ধর সকালে
১১। ভবপারে যাবি যদিরে অধম মন
১২। গুরুচরণ আগে কররে শরণ
১৩। আগে মূলের তত্ত্ব জানতে হয়
১৪। সৃষ্টি তত্ত্ব দ্বাপর কলি আমি শুনিতে পাই
১৫। কালেতে উৎপত্তি জীবের কাল হয় লয়

শরৎ গোঁসাই

গৌরলীলা

১। তিন মানুষের সৃষ্টি লীলা দেখতে অতি চমৎকার
২। পরম আত্মা পরম ব্রহ্ম নির্গুনে সে নিরাকার
৩। সেই না দেশের কথা রে মন ভুলে গিয়াছ
৪। কোথা হতে এলে গোরা আবার নদীয়ায়
৫। কুলবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেয়সী তাহার
৬। স্নেহময়ী শচীরানী জননী তাহার
৭। অপূর্ব এক কাহিনী রাধাগিরি হলে আয়ানের গৃহিনী
৮। গুরু তোমার কৃপায় এলাম সাধুর দেশে
৯। ত্রিলোকের আরাধ্য ধন

১০। নবদ্বীপে হইল রে ভাই বৈরাগীর আশ্রয়
১১। দেহের খবর জানতে আমার মনে অকিঞ্চণ
১২। মহাবিষ্ণুর অংশে হয় ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চানন
১৩। আকাশ বায়ু বহ্নিধারা না ছিল যখন
১৪। তুমি ব্রহ্মাময় গো গুরু ব্রহ্মময়
১৫। দুইটি নারীর তত্ব জানিতে
১৬। জবাব বলো দয়াল গুরু বাসনা আমার
১৭। একটি পরম তত্ব জানতে চাই
১৮। কি আশায় ফল গো গুরু ধরে সেই গাছে
১৯। গুরু আমায় লয়ে চলো তোমার স্বদেশে
২০। দেখিলাম এক রূপের নদী আজব ঘটনা
২১। কোথা হতে আসে জীব কোথা চলে যায়
২২। কি কারণে জন্মায় মানুষ কেন বা মরে

রাধেশ্যাম দাস

মাথুর

১। আমি চিরদিন যারে ভালবাসি তারে ভুলিব কেমনে (রাধা উক্তি)
২। রাই ধনি হে এখন আর কাঁদ অকারণ (বৃন্দ উক্তি)
৩। প্রাণ বধূঁ গেছে মধুপুরে (রাধা উক্তি)
৪। যদি প্রেম করবি গিয়ে (বৃন্দ উক্তি)
৫। প্রাণসখীরে প্রেম করা সই আমার হলো না (রাধা উক্তি)
৬। মদনমোহন অদর্শন বিরহে রাই প্রাণে ম'লো (বৃন্দ উক্তি)
৭। প্রাণসখীর এবার আমি যোগিনী হব (রাধা উক্তি)
৮। এ বিপদে কোথায় আছে নাথ বিপদ ভঞ্জন মধুসূদন (বৃন্দ উক্তি)
৯। এবার এনে দেখা প্রাণসখা ও সহচরী (রাধা উক্তি)
১০। আজ প্রাণগোবিন্দ অনন্তবৃন্দে চলল মথুরায় (বৃন্দ উক্তি)
১১। মধুপুরবাসিনী দেখছ কি ধনি শ্যামবরণখানি (বৃন্দ উক্তি)
১২। শ্যামবরন পাখি কুব্জা দেখি প্রেম ফাঁদে পাখি ধরেছে (মথুরাবাসিনী)
১৩। হে ধর্মীয় অবতার করহে বিচার জানাই তোমারে (বৃন্দ উক্তি)
১৪। কে হে ধনি বিদেশিনী কাঙালিনীর বেশেতে (কৃষ্ণের উক্তি)
১৫। চিনবে কি হে চিকন কালা, নতুন রাজা হয়েছ (বৃন্দ উক্তি)
১৬। কুব্জা হে ব্রজে যাবো আর নিষেধ করোনা আমায় (কৃষ্ণের উক্তি)
১৭। ওহে বৃন্দে অকারণ নিন্দা করো না (কৃষ্ণের উক্তি)
১৮। ভাল বাঁকায় মিলেছে হে ও প্রান সখা (বৃন্দ উক্তি)
১৯। উচিত কথা বললে পরে বন্ধু কিন্তু ব্যজার হয় (কৃষ্ণের উক্তি)
২০। আগে না চিনে শুনে বিদেশীর সনে প্রেম করা উচিত নয় (বৃন্দ উক্তি)
২১। আমি কারে আর জানাব রে সই মরম ব্যথা (কুব্জার উক্তি)
২২। বিদায় দাও হে কুব্জা সুন্দরী, যাই ব্রজপুরি (কৃষ্ণের উক্তি)
২৩। শ্যাম তুমি আর ব্রজে যেও না (কুব্জার উক্তি)
২৪। আজ আবেশেতে শ্যাম শ্রীরাধার ধাম উতরিল আসি (কৃষ্ণের ব্রজেতে প্রত্যাগমন)
২৫। কুব্জা হে ব্রজে যাবো, আর নিষেধ করো না আমায় (কৃষ্ণের উক্তি)
২৬। আজ বহুদিনের পরে দেখা ও চিকন কালা (সখা গান)
২৭। রাধা দরশনে যাবে শ্যাম, রাধা নাম সদা জানাও হে (বৃন্দ উক্তি)
২৮। কত দিন পরে প্রাণ বধু হে, এল ঘরে (শেষ রাধা)
২৯। দাঁড়াল শ্যামের বামে নবীন কিশোরী (মিলন রাধাকৃষ্ণ)

মদনচাঁদ ফকির

১। যথা গরল তথা সুধা দুয়েতে এক পাত্রে রয়
২। শশীর উদয় নিশির চাপা এ দুই জনা কোথায় থাকে
৩। আহা মরি, নীচে পদ্ম উদয় জগৎময়
৪। আছে পূর্ণিমার চাঁদ মেঘে ঢাকা
৫। ত্রিপানির পার, কোন সাধনে যাবি

দাস পীতাম্বর

১। পোড়ামুখী কলঙ্কিনী রাই লো
২। গোষ্ঠে বিদায় দিব না গোপালে
৩। জননী গো বিনয় করি তোরে
৪। হার গেঁথে এনেছি চাঁপা ফুলে
৫। চম্পকের হার পরাইলি কেনে
৬। ধৈর্য্য-ধর ও ভাই চিকণ কালা

অনন্ত

১। ধন্য কারিকর, কে গড়েছে এমন ঘর
২। মন ময়রা কেমন ভিয়ানদার জানবোরে এবার
৩। সুখের ধানভানা, ধনী এমন ব্যবসা ছেড় না
৪। সুগড় স্বর্ণকার, ওরে মন জানবো কেমন গড়নদার
৫। কৃষ্ণ অনুরাগের বাগানে, আমার মন যাবিরে ভ্রমণে

আবদুল হালিম

১। গুরু বলে প্রেমের বাদাম তোল বেলা গেল।
২। গাও সকলে নবীর গুন গাও
৩। শোনরে মুছল্লী তুমি শোন কথা মানো
৪। ফকির তুমি চ্যাটাম কইর না
৫। শোন শোন ওরে ফকির ভাই
৬। মোরা কাবার নামাজ আগে পড়
৭। চিনলা না কোন ফকির কে রতন রে মনো
৮। তাসমিয়ার ভেদ সবে জানে না
৯। নবী বিনে আর কে আছে মন
১০। ফানা ফিল্লার দেশে যদি যাবি দেখা পাবি
১১। কও মুছুল্লী কোরানের কাহিনী গুনোমনি
১২। আয়কে যাবি সোনার মদিনায়
১৩। ভুলের গুলি খেও না ফকির
১৪। রূপসাগরে ডুবলে পাবি তারে, আপন ঘরে
১৫। মূল না জেনে ভুল করেছো আজি
১৬। একিন গাছে ফুটল নূরের ফুল
১৭। যুদ্ধ অবসান হল এবার

বিজয় সরকার

১। আমার পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনী একদিন ভাবি নাই মনে
২। তুমি জানো না, তুমি জানো নারে প্রিয় তুমি মোর জীবনের সাধনা
৩। কি যেন কি দিতেরে আল্লা রাসুলের মাঝারে
৪। ললিতা গো বন্ধু বিনা নাহি সদুপায়
৫। নকশীকাঁথার মাঠেরে সাজুর ব্যাথায়
৬। তুমি আমার এ জীবনে সকল হবে কবে
৭। তোমার নামে নয়নে মোর অশ্রু ঝরে যেই
৮। শুধু প্রাসাদ নয় ঐ তাজমহলের পাথর
৯। কোন বা বিধির শাপেরে আমার পরাণের মানুষ হারাইয়া গেছে
১০। তোমার একটি দিনের একটু পরশ আজো আমার বুকে দোলে
১১। ও নবীন কিশোর রে পরাণ কান্দে তোমার লাগিয়া রে
১২। তুমি জানো নারে বাঁশী গোপনে গোপনে তোমায় কত ভালবাসি
১৩। নিঝুম রাতে বাঁশরী বাজাইয়া ওরে ভাটির নাইয়া
১৪। আমি কি ছিলাম কি হয়েছি তোরে ভালোবাসিয়া
১৫। কে তোরে সাজালো রে কুমুদিনী এমন সুন্দর করিয়া
১৬। তুমি আমার হও হে দয়াল যদি আমি তোমার হই
১৭। ও মনমাঝিরে সাবধানে চালাইয়ো তরীখানি
১৮। ও নিঠুর শ্রাবণ রে তুই আবার কেন এলিরে এই দেশে
১৯। তুই তো ফিরে এলিরে নিঠুর একটি বছর পর
২০। প্রেমের যে সই এতো জালা আগে তো জানিতাম না
২১। সোনা বন্ধু বোনা পাখির মতোরে জালা সইবো আর কতো
২২। যার লাগিয়া কান্দিস রে মন তার চোখে নাই জল
২৩। মনের মানুষ না হইলে সই সেকি বোঝে মনের ব্যথা
২৪। আমার জীবন জীবন নদীর নাইয়া রে
২৫। বেশ করেছ দীনবন্ধু বেশ করেছ বেশ
২৬। যমুনার জলে কেন গেলামরে প্রাণ সজনী তোদের ডাকে
২৭। আমার মনের কথা মনে রইলো শ্যামল বংশীওয়ালা
২৮। সাধক আর কবিতে আছে পার্থক্য
২৯। সাগরপারের মাঝিরে হারে মাঝি তুমি চলেছ কোন দেশে
৩০। নিজে গেয়ে নিজের শুনিস নিজের গান
৩১। দীনবন্ধুরে আমি ভেবেছিলাম সমান যাবে দিন
৩২। আমি গড়াতে চাই সবার প্রাণে আমার গানের তাজমহল
৩৩। তোমার পরশ মাখা গান
৩৪। জীবন ভরে দেখলি রে ভাই এই তো দুনিয়া
৩৫। আমি তোমায় ছাড়া আর কতদিন রইবোরে দুনিয়া
৩৬। আমার উচিৎ বিচার করলে আমি খালাস পাইনা কোনো মতে
৩৭। ঘর ভাঙ্গবে তোর আজ না হয় কাল কালবৈশাখীর ঝড়ো মেঘ
৩৮। ও বউ সর্ষে কোট
৩৯। ভরা গোনের জোয়ার পাইয়া, তোমার ময়ূরপঙ্খী বাইয়ারে
৪০। আমার দরদিয়া আমি তোমার লাগিয়া কোন বা দেশে যাবো
৪১। হাটের মাঝে রইলি বসে রবি অস্তাচল
৪২। জীবনে মোর মত আসুক প্রকৃতির ঘোর পরিহাস
৪৩। তারে পাবি শুধু সাধনে তারে পাবি শুধু ভজনে
৪৪। আর কত খেলবি খেলা বেলা বয়ে যায়
৪৫। নবী নামের নৌকা খোলা আল্লা নামের পাল খাটাও
৪৬। আর কতকাল ঘুরবো দয়াল পথের কাঙ্গাল হয়ে
৪৭। আমায় ধোয়াইয়ে লহ তোমার চরণ ধোয়া জলে
৪৮। তোমার সামনে বসে গাহিবো গান এইটুকু সময় দিয়ো
৪৯। তোমার কাছে চাইবো না তো দয়াল আর আমার চাইবার জায়গা কই
৫০। দূরে দূরে রাখো দয়াল আমার কাছে নেবে বলেরে
৫১। ধর্ম নিয়ে মাতামিত করে অনেকজন
৫২। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বলে আজ নাই
৫৩। বাসরঘরে নবীন কিশোর বসে বাজায় বাঁশী
৫৪। তোর ঘরে তোর সবি আছে যাবি কেন পরের ধারে
৫৫। নিজের সাথে নিজে পীরিত কর
৫৬। মরম জানা দরদিয়ারে বড়ো ব্যথার কথা জাগিলো মনে
৫৭। তোমায় একদিন দেখিয়ারে পরাণ কান্দেরে পরাণ বঁধুয়ারে
৫৮। আষাঢ়ের কোন ভেজা পথে এলো ওই এলোরে এলো আবার দুরন্ত শ্রাবন
৫৯। তোমার শেষের দাবি ভুলি নাই আমি ভুলিবার তো নয়
৬০। তুই যারে চাস সকল দিয়ে সে তোরে চায় না
৬১। বেলা গেল খেলা ফেলে সময় থাকতে ঘরে যা
৬২। পোড়া মনের সাথে পারলাম না আমি
৬৩। আমি ঘর ছাড়া হইলাম প্রাণ সই সেইশ্যামের লাগিয়া
৬৪। যার অন্তরে লেগেছে সই কৃষ্ণপ্রেম পীরিতের রেখা
৬৫। আমি তোমার সাথে কইরো কথা অতি গোপনে আমার গোপন বান্ধবরে
৬৬। আমি যারে ভালোবেসেছি হোক সে যতই কালো
৬৭। আমার বন্ধুকে যে মন্দ বলে তবু মনে বলে সে যে আমার দলের লোক
৬৮। প্রাণসখিরে আমায় কি দিয়ে বুঝাবি বল দেখি
৬৯। ক্ষ্যাপারে পাগল রে, তোর আপন ঘরে বেঁধেছে গোলমাল
৭০। ক্ষ্যাপারে পাগলরে ভাবনা জেনে পীরিত করো না
৭১। বিজলী ঝরা দুপুরের রোধ ঘুঘু পাখির তান
৭২। চোখ গেল পাখিরে কেন তুই ডাকিস অমন
৭৩। সবিনয় নিবেদন আমার অভিনয় নয় ধর্মের রাস্তা
৭৪। পুরবের বাংলারে মোদের জন্মস্থান
৭৫। সুখ দুঃখ মনের ভাবধারা তাছাড়া কি আছে ধরায়
৭৬। আমার মন চলো যাই ভ্রমণে আর কেহ নয় তুমি আমি শুধু দুইজনে
৭৭। ও সেই বকুলতলার ঘাটেরে
৭৮। আমি গানের মালা গাঁথিয়ে রাখিলাম হরষে
৭৯। আমি কার কাছে ব্যথা জানাই দয়াল আর আমার নালিশের জায়গা নাই
৮০। কতদিন যাবে আমার সন্ধ্যা আহ্নিক মন্ত্র জপা
৮১। সাধের জনম গেল বয়ে রে সুখের জীবন গেল ক্ষয়েরে
৮২। এবার যা হবার তা হলো রে ভাই
৮৩। ওরে সুদুর কালোর পাশে আলো হাসে ফুল ফোঁটা কদম বনে,
৮৪। আমার কৃষ্ণ কানাইয়া সকলি ভুলেছি তোরে পাইয়া
৮৫। সাতটি বছর পরে মনে পড়েরে সেই রাত ফাগুন মাসে
৮৬। আমি বড়ো ভুল করেছি সখারে সেই প্রথম জীবনে
৮৭। পরাণ প্রিয়রে প্রাণের বান্ধবরে আমি আর কতকাল রইবো তোমার আশাতে
৮৮। ওপারে মোর বন্ধু থাকে এপারে মোর কুঁড়েখানি

৮৯। ওরে দরদিয়ারে কোন দেশে যাবো তোর লাগিয়া রে
৯০। সেদিন চপল ছন্দে গেলে তোমার চলার রাস্তা দিয়া প্রাণ বঁধুয়ারে
৯১। ওপার তুমি এপার আমি মাঝখানে এক সীমারেখা
৯২। শ্রাবন এলো প্লাবন এলো আগের মতো ওই
৯৩। তোমার কাছে যখন থাকি, হৃদয় ভরে তোমায় ডাকি
৯৪। ধনে জনে সংসারে আছি যখন ওরে দয়াল
৯৫। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম
৯৬। প্রেম ভক্তি জ্ঞান যে গান গেয়ে জাগে না হৃদয় তল
৯৭। আল্লা রসুল বল, বল মোমেন আল্লা রসুল বল
৯৮। একখান মন ভোলানো ছবিরে দেখে যা সুবল রে
৯৯। যে ধুলায় অঙ্কিত আছে শ্রীমতির চরণ
১০০। তুমি যে দেশে বাস করোরে বন্ধু সে দেশ যেন কতই সুন্দর
১০১। কি সাপে কামড়ায় আমারে ওরে সাপড়িয়া
১০২। কত ভালো লাগে তোমারে কিশোর বন্ধু বাঁধিয়া রে
১০৩। এসো নন্দলালা বংশীয়ালা শ্যামসুন্দর
১০৪। কুল ছেড়ে কালোমানিক সাজাই ফুল বিছানা
১০৫। অনেক দিনের এক বিরহ রে অনেক পুরাণ এক ব্যথা রে
১০৬। পরবাসীরে বড় দাঙ্গা দিয়ে গেলি আমার মনে
১০৭। জোয়ার দিয়েরে নায়, বাদাম দিয়েরে নায়
১০৮। তোমার কতভাবে পেলাম পরিচয়
১০৯। পথ ঢাকা ঐ কাঁশের ফুলে চর জাগানো নদীর কুলে
১১০। ওরে কালার প্রেমে এতো জালা হারে আমি আগে জানিনে,
১১১। আমার জাত গিয়াছে সখিরে সেই কালার পীরিতে
১১২। সাতটি বছর আগে মনে জাগেরে সেই দিন বকুলতলে
১১৩। দেখলেম কদমতলে জলের ঘাটে সুবল রে সে কোন অচিন দেশের লোক
১১৪। ওরে বুকের ব্যথা মুখে বলা দায় নিঠুর কালারে
১১৫। কোথা হতে এলাম এই দেশে, ইহার পর যাবো কোন দেশে
১১৬। আমি কৃষ্ণ বলিয়া ত্যাজিব পরাণ যমুনার নীরে
১১৭। মনে মেনেছে আমার জানে জেনেছে তুমি আসবে না
১১৮। চির সুন্দর এসো বন্ধন মন্দিরে প্রেম আলেক জালিয়া
১১৯। এসো প্রিতয়তম সুন্দর মম জীবন দেবতা তুমি যে মোর
১২০। ভরা ভাদরের নদী জানোনি তার কথা
১২১। তারে আর কি ফিরে পাবোরে যারে হারায়েছি জীবনে
১২২। জীবন ভরে কাল কাটালাম কালার আশার কালাওনে
১২৩। নামহারা ঐ নদীর কিনারায় বসে আছি তার আশায়
১২৪। ওরে আমার জীবন জীবন নদীর নাইয়ারে
১২৫। তোমায় নম নম বঙ্গমাতা, স্নেহের আসন বুকে পাতা
১২৬। একদিন কুঞ্জবাসে, বসে সখির পাশে কাতরে বলে কিশোরী
১২৭। কবির কল্পনায় অঙ্গনা জোটে যার যেটুকু মাথায়
১২৮। ও ভাই সুবলরে দেখে এলাম নীল যমুনার কুল,
১২৯। এলে কি করতে এই মর্তধামে সেকথা কি মনে আছে
১৩০। ওপারে কি আছে ভাইরে এপার থেকে জানা যায় না
১৩১। মোদের ভারতবত্ন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা দেবী
১৩২। একদিন চুপ করে ডুব দিতে হবে অচিন সাগরের
১৩৩। অতি সাবধানে চালাও সাধের নাও ও মনমাঝিরে
১৩৪। অর্থ নইলে যদি দয়াল তোমায় মিলে সহজে
১৩৫। অবস্থায় না পড়লে সাধুর হয় না আত্মপরিচিতি
১৩৬। আকাশ আঙ্গিনায় রঙ্গীন মেঘের দোলনায়
১৩৭। আমার গোপন প্রাণের ব্যথারে আমার না বলা সেই কথা রে
১৩৮। আমার প্রাণের ঠাকুর হরিচাঁদের ঠাকুর
১৩৯। আমার বন্ধু যদি থাকে সুখে
১৪০। আমার প্রাণ বন্ধুয়ার দেশের আমি কোন পথে যাই শুধাই কার কাছে
১৪১। আমার ঘুমঘোরের স্বপনে আমি আজ দেখলাম তোমারে
১৪২। আমার মনের বনের হরিনটিরে মারলি একটি বাণেরে
১৪৩। আমার গানের পদ ধরে আমার কেউ বিচার করো না
১৪৪। আমার প্রাণের খবর কইয়ো রে সখা প্রাণেশ্বরী যথা
১৪৫। আমার প্রাণের ঠাকুর কৃষ্ণ রে ঠাকুর
১৪৬। আমার গানের পদ ভেসে বেড়ায় লোকের মুখে অস্পূর্ণ,
১৪৭। আমার সকল ভালোবাসা রে আমার সকল প্রাণের ব্যথারে
১৪৮। আমার পুরবের বাংলারে গরবের জয় নিশান
১৪৯। আমার দিনের দিন ফুরালো ফুরালো না পথ চাওয়া
১৫০। আমি জানিতে চাই দয়াল তোমার আসল নামকি কি
১৫১। আমি এতদিন জেনেছি দয়াল আমার গৌরবের নাই কিছু
১৫২। আমি ঘর বেঁধে বাস করবো বন্ধুরে চলবার পথের পাশে গো
১৫৩। আমি সুন্দরবনে দেখে এলাম গো সুন্দরী এক মেয়ে
১৫৪। আমি যার সন্ধানে নামলাম পথে সে যেন মোর কতই দূরে
১৫৫। আমি কার দোষ দিবো নিজে দুষি
১৫৬। আমি কি দিয়ে পূজিবো দেবতা তোমারে
১৫৭। আমি আমায় জিজ্ঞেস করে পেলাম না এই আমির পরিচয়
১৫৮। আমি দীনহীন কাঙালবেশে দয়াল
১৫৯। আমি পাগল হয়েছি তার নাম মরমী গো
১৬০। আর কত ভোজবাজির খেলা খেলবি মিছে বল
১৬১। আমায় পাগল করেছে রে কালা বাঁশিতে
১৬২। আমায় আর ভুলতে দিও না তোমারে
১৬৩। ঈশ্বরতত্ব বিস্মরণ হয় বিষয় সুখে বিভোর থাকলে
১৬৪। উজ্জলিত কবিকূল করিলে কবি নজরুল
১৬৫। এখন মন সময় আছে হওরে সাবধান
১৬৬। এমন জুয়াচোরের সাথে রে এমন ছেচড়া চোরের সাথে রে
১৬৭। এবার ব্যথার আঘাত দিয়ো দীনবন্ধু হরি
১৬৮। এলো ব্যথার গীতি গাওয়াতে মেঘলা দিনের পাগলা হাওয়াতে
১৬৯। এসো গুরুদেব মম উৎসব ভবনে মোদের দীন আয়োজন সফল
১৭০। ওই ঘাটে আজ দেখলাম কারো বলরে সুবল বল
১৭১। ওগো দেবতা ব্যথাহারি মোর থাকিয়ো না আর ভুলিয়া
১৭২। ও দয়াল তোমার নামে ধরলাম পাড়ি অকুল দরিয়ায়
১৭৩। ও পরাণ প্রিয় রে তুমি আমার খবর নিওরে দিনের শেষে
১৭৪। ও মন রসনা মেটে দেহের গুমর করো না
১৭৫। ও মন বাউল রে তোর পথে চলার গান গেয়ে যা তোর একতারাতে
১৭৬। ও ভাই মাঝিরে ও মনমাঝিরে সাবধানে চালাইয়ো তরীখানি
১৭৭। ওরাই বলে তারাই কাঁদে যারাই দুর্বল
১৭৮। ওরে অবুঝ বুঝলি নারে দিনের দিন গনা দিন তোর হলো অবসান

১৭৯। ওরে শ্যামল বংশীয়ালা নন্দলালা পরাণ কালারে মরম দরদিয়া
১৮০। ওরে আমার সোনার ময়না পাখিরে
১৮১। ওরে বড় ব্যথা দিয়ে গেলি রে পরাণে পর কাঁদানো পর বাসিয়া
১৮২। ও সেই বকুলতলার ঘাটেরে
১৮৩। কতকাল বন্ধ রবি অন্ধকারে কেন আন্দাজে তুই হাতড়ে বেড়াস
১৮৪। কলির জীব তরাতে নদীয়াতে ওই যে গৌর নিতাই দুই ভাই এসেছে
১৮৫। কৃষ্ণ কানাইয়া সকল ভুলেছি তোরে পাইয়া
১৮৬। কৃষ্ণপ্রেম বিরহে সই রে প্রবোধ মানে না আমার মন প্রবোধ মানে না
১৮৭। কেন শুকনো ডালে জাগলো নতুন পাতা
১৮৮। গীতা শাস্ত্র ব্রহ্ম অস্ত্র একমাত্র সংসারে সংগ্রামে
১৮৯। গোজামিলে কাজ চলবে না সোজা পথ চল
১৯০। ঘরের সর্বনাশ করলি তুই পরের সাথে মিশে
১৯১। চিরকালের আমি আছি স্বামীর পরাধীন
১৯২। জাতি বলতে কি বুঝলে পন্ডিত মশাই
১৯৩। ছড়াবো আজ আমার এ পোড়া হিয়া
১৯৪। জ্ঞান অস্ত্রে তোর ধার বেড়েছে শাস্ত্রের ঘর্ষণে
১৯৫। তব আশাপথ পানে আছি চাহিয়া
১৯৬। সেইদিনের আর কয়দিন বাকি ওহে দীনবন্ধু হরি
১৯৭। তুমি আমার আমি তোমার এই খাঁটি পরিচয়
১৯৮। তার নামে এত মধুরতা বুঝি নাই তা আগে
১৯৯। মরন রে মরন রে তুহু মম শ্যাম সমান
২০০। এই পৃথিবী যেমন আছে তেমন ঠিক রবে

ভবাপাগলার মধুরগীতি

১। তুমি জাগাও, তাই জাগিয়া উঠি
২। তোমারে মনে রাখিয়া
৩। দেহ মন প্রাণ, তুমি ভগবান
৪। কাশী আর বৃন্দাবনে
৫। বহু দূর হতে এসেছি আমি দেখিতে তোমারে
৬। কে গো নাও বেয়ে যাও
৭। শঙ্খ বাজায় শ্রীকৃষ্ণ, শঙ্খ বাজায় ভগীরথ
৮। দোলে যদি দুলবে শ্যাম, এসো দোলনায়
৯। সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী মা
১০। বদন ভরিয়া তাঁরে ডাক
১১। হর শিরে গঙ্গা দোলে, বুকে নাচে কালী
১২। তোমারই চরণতলে চিরকাল
১৩। পাগলের রোগ সারান দায়
১৪। হে চির সুন্দর, সচ্চিদানন্দ ভগবান
১৫। পরমে পরম জানিয়া
১৬। অন্ধ কর মোর আঁখি
১৭। আমার সকলই আছে, তুমি তো রয়েছ কাছে
১৮। পলকে পলকে তাঁরে হারাই
১৯। বহু কষ্টে মোর জীবন গড়া, সেও তো তোমারই দান
২০। মানুষ এসে, কোথা চলে যায়
২১। মানুষ কাঁদে কেন
২২। আমার, আর কতদিন বাকি
২৩। এই মহা ভূমন্ডলে, সংসারের গন্ডগোলে
২৪। কে যেন ডাকিছে, মন মন্দিরে
২৫। কি অপরাধ ছিল আমার, কে নিখিল ভাগ্যলিপি
২৬। তুমি সেথায় নিয়ে চলো
২৭। আমায় রাখিও না প্রভু সুখে, কভুও ভুলে সুখ চাহিনি
২৮। তব চরণে, মন যেন পড়িয়া রহে গো
২৯। কৃষ্ণ আমার প্রাণের ঠাকুর
৩০। তুমি নারায়ন, গোপাল, হরি
৩১। রসনারই রসে, মায়া মোহ বসে, হেসে হেসে গেল ভবা
৩২। (ওগো) বন্ধু তোমারই নাম, বন্ধু তোমারই নাম
৩৩। আর চাহি না জনম
৩৪। (আজ) গৌরাঙ্গ লালরে (আমার) গৌরাঙ্গ লাল
৩৫। (ও তুই) মক্কা যাবার করলি নারে নাম
৩৬। বনের পাখি, মনে এসে গান করে
৩৭। বারে বারে আর আসা হবে না
৩৮। টাকা গড়ো গড়ো, গড়ো গড়ো, গড়ো গড়ো কইর‍্যা চলে
৩৯। দূর করে দে মনের ময়লা, ঠাকুর পূজো কর
৪০। চতুর তুমি হইওরে মন ফতুর হইও না

আব্দুর রশিদ সরকার

১। পাগল মরলে বাতি জলে
২। ফুল ছাড়িয়া ফলের আশায় চলল ভোমরা
৩। যাইয়া কাম সাগরে কাম করিতে
৪। অনাদির আদি গোলকের নিধি
৫। দরূদ ও সালাম জানাই দয়াল নবীরে
৬। আল্লাহ্‌র প্রেমের বান্দা হইয়া
৭। শরার মাওলানা মসজিদ ঘরে আল্লাহ্ থাকে না
৮। তুমি আমি একই ঘরে
৯। বৃথায় যাবে নামাজ রোজা
১০। আপে সাই রব্বানী
১১। হাতে গুন তসবী দানা
১২। প্রেম রাস্তায় কামিনী বাদী
১৩। আগে সাধুর কাছে জানো রে মন
১৪। ভাসা ভাসা মুখস্থ জ্ঞানে
১৫। মানুষ গুরু কল্পতরু
১৬। দেওবন্দী আর এজেদী ওহাবী আর খারেজী
১৭। লা-মউতে গঞ্জজাতে
১৮। কামুকের হয় কামের মতি
১৯। পরের তেলে ভাইজা বেগুন
২০। বেলায়েতে ইনশান
২১। আমরা সবাই ঈমানদার
২২। অজু রইছে মায়ের বুকে

২৩। মায়ের ঘরে ভাই জন্মালে
২৪। জিলকদ মাসে জাকাত শুরু
২৫। সাধকও যারা পাইবে তারা
২৬। জেন্দা পীরের পায়ে পর
২৭। সাবুদ কোরআন মানব দেহ কইরা লইগা ফানা
২৮। কলেমার মালিক হইল মাইয়া
২৯। বিজেপি আর জামাতিরা
৩০। ঝরা ফুলে হয় না পূজা ঝড়ার আগে তুলিতে হয়
৩১। অকাম কুকাম সকাম সুকাম
৩২। ফেরদৌস জান্নাতের ভিতর
৩৩। মতির এক গ্লাসের ভিতর
৩৪। নবীজির কুদরতের শান
৩৫। আহলে বায়াতের উপর যে বান্দার নাই মুহাব্বত
৩৬। যে চিনেছে দয়াল নবী
৩৭। আল্লাহ আলী, নবী আলী, তনে পাঞ্জা হায়দারী
৩৮। জিলানী পীরানে পীরের সর্দার
৩৯। কুল কায়নাতের খবর হচ্ছে
৪০। নবী বলে হযরত আলী
৪১। বিদ্যা আমার হয় হাতিয়ার
৪২। সাধকেরই মূর্তি ধরিয়া
৪৩। আল্লাহর আদেশ নির্দেশ এই দুনিয়ায়
৪৪। ভালমন্দের প্রভেদ করতে
৪৫। আমি নামক শয়তানটাকে
৪৬। আয়াত শূন্য কোরান দেখি
৪৭। ভাষা দিয়ে হয় না ব্যক্ত
৪৮। উপভোগের সামগ্রী রেজেক হইতে পারে না
৪৯। ব্যক্তি সত্ত্বার ধ্বংসটাকে বলতে আছ কেয়ামত
৫০। কাফের শক্তি ভেঙ্গে বল
৫১। মরণ বাঁশির সুর বাজিল
৫২। আমার পরাণ কান্দে ডরে গো
৫৩। আমার বন্ধুরে যে ভালবাসে
৫৪। আমি কি করিব কোথায় যাব রে
৫৫। যে দেশের মানুষের সাথে
৫৬। কি করিব কোথায় যাব
৫৭। আমার হৃদয় গেছে পুইরা গো
৫৮। এস্‌মে আজম গাউছেলাজম
৫৯। পিঞ্জিরার পাখিরে ওরে পাখি
৬০। কুল নাশিয়াও কুল পাইলাম না আমি
৬১। যে সবকিছু দিল আমাকে
৬২। দম ফুরাইলে মিশতে হবে
৬৩। কার যুক্তিতে কিসের নেশায়
৬৪। ডাক দিয়া দুঃখ জিজ্ঞাস করে
৬৫। কতদিনের কত কথা
৬৬। মুখ দেখাব কারে আমি, মুখ দেখাব কারে
৬৭। বিয়া করলে বৌ পাওয়া যায়
৬৮। প্রেম রাস্তায় কামিনী বাদী

আজাহার ফকির

১। অসীম মহিমা গৌর এনেছ নাম ভাণ্ডে পুরি
২। ভিখারি সেজেছি গৌর তোমার দ্বারে
৩। ধরিব তা কেমন করে
৪। আমার বন্ধুর প্রেমে কি আনন্দ
৫। স্থলপদ্মে রাধা বিরাজিত
৬। এবার আমি রূপে মরি গড়ে
৭। থাকিতে কুলের বড়াই
৮। অষ্টধাতুর তরীখানা যার
৯। ঘরে জ্বালগে প্রেমের বাতি
১০। নিষেধ করো ওগো বৃন্দে, বাঁশি বাজাতে বনে

গনি পাগল

১। আল্লা হরি একজনা, ডাকতে ভুল করো না
২। পাই যেন গো তসকে দিদার দমেতে হরদম
৩। খাজা কই কই মিলগয়া আওলাদে রাসুল খাজা
৪। আমার গাওসুল নুরের মওলা মারফতের খনি
৫। ভজ তারে দিবানিশি কামলেওলা, মহম্মদ মুস্তাফা সাল্লেওয়ালা
৬। আজমিরের খাজাবাগ শাহেনশা অলি
৭। আল্লা মেহেরবান তুমি মালিক ও সুভান
৮। চল মুস্তাফির চল কাফেলায়, যায় মদিনায় কামলেওয়ালা
৯। শুভান আল্লা আলহাম দুলিল্লা ইয়া রাসুল আল্লা ইয়া হাবিব আল্লা
১০। দরবারে লাখো সালাম আওয়ালে খলি

সাধন দাস বৈরাগ্য

১। ওগো -- কে গো, তুমি ঢুকলে ঘরে
২। ওগো কে গো তুমি বাজাও বাঁশি
৩। ওরে মন -- আত্মায় আত্মায় করবি পীরিত
৪। পিতৃবস্তু অমূল্য ধন করো যতন
৫। ওরে মন, হোস নারে তুই মর্কট বৈরাগী
৬। দয়াল গুরু তুমি সর্ব সারাৎসার
৭। তারে ধরবি কোন কৌশলে রে
৮। নারী হয় আনন্দময়ী -- পুরুষ হয় আনন্দময়
৯। আমাদের হৃদয়টা হোক আকাশের মতন
১০। কতদিনে দীনের প্রতি, দয়া করবেন সাঁই
১১। ওরে খ্যাপার মন আমার
১২। দেখলাম এক রূপের পাগল, ভাসছে রসে
১৩। তাঁর কৃপা তার যোগ্য জনে
১৪। (আমার) মন চলো যাই গুপ্ত বৃন্দাবন
১৫। একবার ভজো প্রেমানন্দে, মনেরই আনন্দে

লালন সাঁই

(১)

লীলা দেখে লাগে ভয়
নৌকার উপর গঙ্গা বোঝাই ডাঙায় বয়ে যায়।।
আব হইতে গঙ্গা সে যে
খেলছে খেলা পরম রঙ্গে
পলকেতে পাউড়ি ডুবে পলকে লুকায়।।
ফুল ফোটে যার অগাধ জলে
ফল ধরে অচিন ডালে
ফুলে ফলে যুক্ত হলে তাতে কথা কয়।।
গঙ্গা জোড়া মীন রয়েছে
সংক্ষেপেতে লও রে বুঝে
লালন বলে জল শুকালে
মীন যাবে রে হাওয়ায়।।

(২)

কোথায় আছেরে আমার দীনদরদী সাঁই
চেতনগুরুর সঙ্গ লয়ে খবর করো ভাই।।
চক্ষ আঁধার দেলের ধোঁকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
কি রঙ্গ সাঁই দেখছ সদাই
বসে নিগুম ঠাঁই।।
এখানে না দেখলাম যারে
চিনব তারে কেমন করে
ভাগ্যে আখেরে তারে
দেখতে যদি পাই।।
সমঝে ভজন সাধন করো
নিকটে ধন পেতে পার
লালন কয় নিজ মুকাম ধরো
বহু দূরে নাই।।

(৩)

এমন মানব জনম আর কি হবে
মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে
অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানুষের উত্তম আর কিছু নাই
কত দেবদেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে এই মানবে
কত না ভাগ্যের ফলে জানি
পেয়েছ এই মানব তরণী
বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায়
যেন ভরা না ডুবে।।
এই মানুষে হবে মাধুর্য ভজন
তাই মানুষ রূপ গঠলেন নিরঞ্জন
এবার ঠকিলে না দেখই কিনারা
অধীন লালন তাই ভাবে।।

(৪)

আর কি গৌর আসবে ফিরে।।
মানুষ ভজে যে যা করো
গৌরচাঁদ গিয়েছে সেরে।।
একবার এসে এই নদীয়ায়
মানুষরূপে হয়ে উদয়
প্রেম বিলায়ে যথা তথা
গেলেন প্রভু নিজপুরে।।
চার যুগের ভজন আদি
বেদেতে রাখিয়া বিধি
বেদের নিগূঢ় রসপন্থি
সঁপে গেলেন শ্রীরূপেরে।।
আর কি সেই অদ্বৈত গোঁসাই
আনবে গৌর এই নদীয়ায়
লালন বলে হে দয়াময়
কে জানিবে এ সংসারে।।

(৫)

করি কেমন শুদ্ধ সহজ প্রেম-সাধন
প্রেম সাধিতে কেঁপে উঠে
কাম নদীর তুফান।।
প্রেম রতন ধন পারার আশে
ত্রিবেণীর ঘাট বাঁধলাম কষে
কাম নদীর এক ধাক্কা এসে
কেটে যায় ছাঁদন বাঁধন।।
বলব কি সেই প্রেমের কথা
কাম হয় সে প্রেমের লতা
কাম ছাড়া প্রেম যথা তথা
নাইরে আগমন।।
পরম গুরু প্রেম পিরিতি
কামগুরুর হয় নিজ পতি।।
কাম ছাড়া প্রেম পায় কি গতি
তাই ভাবে লালন।।

(৬)

আমারে কি রাখবেন গুরু চরণের দাসী
ইতরপানা কার্য আমার ঘটে অহর্নিশি।।
জঠর যন্ত্রণা পেয়ে এসেছিলাম কড়াল দিয়ে
সে সকল গেছি ভুলে ভবেতে আমি।।
চিনলাম না সেই গুরু কী ধন
না করলাম তার সেবা সাধন।।
ঘুরতে বুঝি হল রে মন আবার চুরাশি।।
গুরু রূপ যার হয় গো সদয়
শমন বলে তার কিসের ভয়
লালন বলে মন তুই আমায়
করলি রে দোষী।।

(৭)

ঠিকের ঘরে ভুল পড়েছে মন
কিসে চিনবিরে মানিক-রতন।।
আপনার খবর নাই আপনারে
বেড়াও পরের খবর করে
আপন খবর জানতে পারলে
পরকে জানা যায় তখন।।
যে আশায় এই ভবে আসা
কেন করলাম না তার রতিমাসা
ঘটালি কি দুর্দশা
পথের নাই তোর অন্বেষণ
যার সাথে এ ভবে এলি
তার কাজ কোথায় হারালি
সিরাজ সাঁই কয় পেট সাধালী
তাই নিয়ে পাগল লালন।।

(৮)

আয় কে যাবি ওপারে
দয়াল চাঁদ মোর দিচ্ছে খেয়া
অপার সাগরে।।
যে দিবে সে নামের দোহাই
তারে দয়া করবেন গোঁসাই
এমন দয়াল আর কেহ নাই
ভবের মাঝারে।।
পার করে জগৎ-বেড়ি
নেয় না সে পারের কড়ি
সেরে সুরে মনের দেরি
ভার দে তারে।।
দিয়ে ঐ শ্রীচরণে ভার
কত অধম পাপী হয়েছে পার
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার
বিগার যায় না রে।।

(৯)

গুরু বস্তু চিনে নেনা
অপারের কাণ্ডারী গুরু
তা বিনে কেহ কুল পাবে না।।
হেলায় হেলায় দিন ফুরালো
মহাকাল এখন ঘিরে এলো
আর কতকাল বাঁচবে বলো
রংমহলে লাগলে হানা।।
কি বলে এই ভবে এলি
কিবা কর্ম করে গেলি
মিছে মায়ায় ভুলে রলি
সেকথা তোর মনে হয় না।।
এখন চলছে পবন,
হতে পারে কিছু সাধন
সিরাজ সাঁই কয় অবোধ লালন
এবার গেলে আর হবে না।।

(১০)

সে ভাব কি সবাই জানে
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা গোপীদের সনে।।
গোপী বিনে জানবে কে বা
শুদ্ধ প্রেম অমৃত সেবা
পাপ পুণ্যের জ্ঞান থাকে না কৃষ্ণ দরশনে।।
গোপী অনুগত যারা
ব্রজের সে ভাব জানে তারা
অসাধ্য প্রেম অধর ধরা গোপীদের সনে।।
টলে জীব অটলে ঈশ্বর
তাইতে কী হয় রসিকশেখর
লালন কয় রসিক বিভোর
সেই রয় ভিয়ানে।।

(১১)

নিজের মন তো করলাম সোজা
বিবির মনে গোল রলো
আমার নামাজ আদায় কই হল।।
সরা শরিয়ত মতে
বিবি যায় না সে পথে

নিষেধ করলে করে আড়ি
যায় মাঠে ঘাটে;
শরিয়ত মারফত
বিবি আমার সকল নষ্ট করিল।।
বিবি যে বেপর্দা হলে
ধর্ম যায় যে রসাতলে
নামাজ আদায় হয় না নবীর
ফতোয়ায় বলে;
আহা মরি হায় কি করি
বিবিকে ছাড়তে হলো।।
সুরা আলিফ লামে বীজে
খুদা নিজেই বলেছে
যার শরীরে মোহর আঁটা
সে বুঝবে কি সে।।
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয় অবোধ লালন
নবীর দীনের লোক ভালো।।

(১২)

গুরুপদে নিষ্ঠা মন যার হবে
যাবে রে তার সব অশ্রুসার
অমূল্য ধন সে হাতে পাবে।।
গুরু যার হয় কাণ্ডারী
ভবে চালায় যে তার অচল তরী
ভব তুফান দেখে ভয় কি তারই
নেচে গেয়ে ভব পারে যাবে।।
আগম-নিগম কয়
গুরুরূপে দীন দয়াময়
অসময়ে সখা সে হয়
অধীন হয়ে যে তারে ভজিবে।।
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান যার
অধঃপথে গতি হয় তার
লালন বলে তাই আজ আমার
ঘটল মনের কু-স্বভাবে।।

(১৩)

কি করে কি হবে বলো
হাঁটুজলে নামতে গিয়ে
তলগলানি ঢুকে পলো।।
পদ্মমধু আনবার লোভে ভ্রমর
পদ্ম মাঝে বসতে গেল
পদ্মের আঠা লেগে পাখায়
পদ্ম মাঝে বন্দি হল।।
দেবতা পুজিবার লাগি
মন্দিরের দুয়ারে গেল,
শেষে আচমন না করিতে
ধাক্কা খেয়ে সরে গেল।।
লালন বলে এসব তত্ত্ব
যে বোঝে তার কাছে বলো
যে বোঝে না তার কাছে বলো না
যে বোঝে তার কাছে বলো।।

(১৪)

কবে সাধুর চরণধুলি
লাগবে মোর গায়।।
আশাসিন্ধুর তীরে বসে
আছি গো সদাই।।
চাতক যেমন মেঘের জল বিনে
অহর্নিশি চেয়ে থাকে মেঘ ধিয়ানে।।
তৃষ্ণায় মৃতগতি জীবনে
হল সেই দশা আমার।।
সাধন ভজন আমাতে নাই
মহৎ নামের দিই গো দোহাই
তোমার নামের মহিমা জানাও গো সাঁই
এ পাপীরে হও সদয়।।
শুনিতে পাই সাধুর করুণা
সাধুচরণ পরশিলে হয় গো সোনা
মোর ভাগ্যে তাও হল না
ফকির লালন কেঁদে কয়।।

(১৫)

কে কথা কয়রে দেখা দেয় না
নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনম ভর মেলে না।।
খুঁজি তারে আশমান জমিন
আমারে চিনিনে আমি
এওতো ভীষম ভ্রমে ভ্রমি
আমি কোনজন সে কোনজনা।।
রাম রহিম নাম বলছে যেজন
ক্ষিতি জল কি বাও হুতাশন
শুধাইলে তার অন্বেষণ
মূর্খ বলে কেউ বলে না।।
হাতের কাছে হয় না খবর
কি দেখতে যাও দিল্লী লাহোর

সিরাজ সাঁই কয় অবোধ লালন
সদাই মনের ভ্রম গেল না।।

(১৬)

ও যার আপন খবর আপনার হয় না
আমি সারা জগৎ ঘুরে এলাম গো
তবু মনের ভ্রম তো যায় না।।
ও সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় দেখ না
ঢাকা দিল্লী ঘুরে এলাম গো
মনের গোল তো যায় না
আত্মারূপে কর্তা হরি
মনের নিষ্ঠা হলে মিলবে তার ঠিকানা
বেদ বেদান্ত পড়বি যত রে
ও তোর বাড়বে তত খনা।।
অমৃত সাগরের সুধা
সুধা খাইলে জীবে ক্ষুধা তৃষ্ণা রয় না
ফকির লালন মলো জল পিপাসায় রে
কাছে থাকতে নদী মেঘনা।।

(১৭)

আছে দীনদুনিয়ার অচিন মানুষ একজনা
কাজের বেলায় পরশমণি
অসময়ে কেউ চিনে না।।
নবি আলি এই দুজনে
কলমাদাতো কুল আলফিনে
বে-তালিম বে-মুরিদ সেনা
পীরের পীর হয়ে তাও জানো না।।
যেদিন সাঁই নিরাকারে
ভাসলেন একা একেশ্বরে
সেই অচিন মানুষ পেয়ে তারে
দোয়র করল তৎক্ষণা।।
কেউ তারে জেনেছ দড়ো
খোদার ছোটো নবীর বড়ো
লালন কয় নড়োচড়ো
সে বিনে কুল পাবে না।।

(১৮)

কোন সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে
আপনি বাজায় আপনি বাজে
আপনি মজে সেই রবে।।
নামটি লা শারিকালা
সবার শরিক সে একেলা
আপনি তরঙ্গ আপনি ভেলা
আপনি খাবি ভায় ডুবে।।
ত্রিজগতে যে রাই রাঙা
তার দেখি ঘরখানি ভাঙা
হায় কি মজার আজব রঙা
দেখায় ধ্বনি কোন ভাবে।।
আপন চোরা আপন বাড়ি
আপন সে লয় আপন বেড়ী
লালন বলে এ নাচারী
কেন থাকি চুপে চাপে।।

(১৯)

ক্ষম ক্ষম অপরাধ
দাসের পানে একবার চাও হে দয়াময়
বড়ো সঙ্কটে পড়িয়া এবার,
ডাকি তোমায় বারেবার।।
তোমারই ক্ষমতায় আমি
যা ইচ্ছা তা করো তুমি
রাখ মার সে নাম নামি
তোমার এ জগৎময়।।
পাপি অধম তরাইতে সাঁই
পতিতপাবন নাম শুনতে পাই
সত্য মিথ্যা জানব হেথায়
তরাইতে আজ আজ আমায়।।
কসুর পেলে মারো যারে
আবার দয়া হয় তাহারে
লালন বলে এ সংসারে
আমি কি তোর কেহ নাই।।

(২০)

মুরশিদ বিনে কি ধন আর
আছেরে মন এ জগতে।।
যে নাম শরনে হরে
তাপিত অঙ্গ শীতল করে
ভব বন্ধন জ্বালা যায় গো দূরে
জপো ও নাম দিবারাতে।।
মুরশিদের চরণের সুধা
পান করিলে হরে ক্ষুদা;
কর না মন দেলে দ্বিধা
যিনি মুরশিদ তিনি খোদা
দেখ অলি এম মুরশিদা

আয়েত লেখা কোরানেতে।।
আপনি খোদা আপনি নবি
আপনি হন আদম ছবি
অনন্ত রূপ করে ধারণ
কে বোঝে তাই লীলার কারণ
নিরাকারে সাঁই নিরাঞ্জণ
সাঁই রূপে হয় ভজন পথে।।
কুল্লেন সাঁই মোহিত আরো,
আল্লা কুল্লেন সাহিন কাদরো
পড়ো কালাম লিহাজ করো
তবে ভেদ জানতে পারো;
কেন লালন ফাঁকে ফেরো
ফকিরি নাম পড়াও মিছে।।

(২১)

কারো রবেন এ ধন জীবন যৌবন
মন কেন এত বাসনা
ভক্ত বলি রাজা ছিল, সবংশে নাশিল;
বামন রূপে প্রভু করে ছলনা।।
যে করে কালার চরণের আশা
দেখনারে মন তার কি দুর্দশা
কর্ণ রাজা ভবে বড় দাতা ছিল,
অতিথি রূপে পুত্র নাশিল;
কর্ণ অনুরাগী না হলে দুঃখী,
অতিথির মন করে সান্তনা।।
ভক্ত প্রহ্লাদ চরিত্র দেখ দৈত্যধামে
কত কষ্ট পেল সেই হরির নামে;
জলেতে ডুবালো অগ্নিতে পুড়ালো
তবু না ছাড়িল শ্রীরূপ সাধনা।।
রামের ভাই লক্ষণ ছিল কালে কালে
লক্ষিশেল হানিল তার বক্ষস্থলে
সে যে চন্দ্রের প্রতি না ছাড়িল ভক্তি
ফকির লালন বলে এবার করো বিবেচনা।।

(২২)

পারো নিহেতু সাধন করিতে
যাওরে ছেড়ে জরামৃত্যু নাই যে দেশে।।
নিহেতু সাধক যারা তাদের সাধন খাঁটি
জবান খাড়া।।
উপসর্গ কাটিয়ে তারা
চলেছে পথে।।
মুক্তিপথ ত্যাজিয়ে সদাই
ভক্তি পথ রেখো হৃদয়
শুদ্ধ ভক্তির হবে উদয়
সাঁই রাজি তাতে।।
সমঝে সাধন করো ভবে
এবার গেলে আর কি হবে
লালন বলে পড়বি তবে
লক্ষ যোনিতে।।

(২৩)

তা কি পারবি তোরা জ্যান্তে মরা সে প্রেম সাধনে
যে প্রেমে কিশোর কিশোরী মজেছে দুইজনে
পেয়ে অরুণের কিরণ কমলিনী প্রফুল্ল বদন
তেমনি গতি সাধন রতি আকর্ষণে টানে।।
শাসায় শোষায় না ছাড়ে শ্বাস উজান তরী চালায় বারো মাস
তার সন্ধি জানা বিষম সেনা কঠিন জীবের মনে।।
কাম থেকে যে নিষ্কামী হয়, কামরূপে প্রেম শক্তির আশ্রয়
লালন ফকির ফাঁকে ফেরে কঠিন দেখে শুনে।।

(২৪)

কি এক অচিন পাখি পুষলাম খাঁচায়
হল না জনম ভরে তার পরিচয়।।
পাখি রাম রহিম বুলি বলে, ধরে সে অনন্ত লীলে,
বলো তারে কে চিনিলে বলো গো নিশ্চয়।।
আঁখির কোলে পাখির বাসা
দেখতে নারি কি তামাসা
আমার এ আদলা দশা
কে আর ঘুচায়।।
যারে সাথে সাথে লয়ে ফিরি
তারে বা কে চিনতে সারি
লালন কয় অধর ধরি
কি রা ধ্বজায়।।

(২৫)

অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ
কেউ দেখতে পায়
অমাবস্যা নাই সে চাঁদে
দ্বিদলে তার কিরণ উদয়।।
যেথারে চন্দ্র ভুবন
দিবারাত্রি সেই অন্বেষণ
কোটি চন্দ্র জিনি কিরণ
বিজলী চঞ্চায়ে সদাই।।

সিন্ধু মাঝে বিন্দু বারি
মাঝখানে তার স্বর্ণগিরি
অধরচাঁদ বিরাজ পুরী
সেই তো তিল পরিমাণ জায়গায়।।
দরশনে দুঃখ হরে
পরশনে শুনা করে
এমন সে চাঁদের মহিম
লালন ডুবে ডোবে না তায়।।

(২৬)

পড়গা নামাজ জেনে শুনে
নিয়েত বাঁধগে মানুষ মক্কা পানে
এই মানুষের মনস্কামনা
সিদ্ধি করো বর্তমানে।।
বিনোদ কালা খেলছে খেলা
এই মানুষের তন ভুবনে।।
শতদল কমলে কালা
আসন শূন্য সিংহাসনে
চোদ্দ ভুবন ঘুরায় নিশান
ঝলক দিচ্ছে নয়ন কোণে।
মুর্শিদের মেহেরের মোহর
যার হয়েছে সেই তো জানে
ফকির লালন বলে ঘর ছেড়ে ধন
খুঁজিস কেন বনে বনে।।

(২৭)

অমাবস্যার দিনে চন্দ্র থাকে শহরে
প্রতিপদে হলে উভয়ে
দৃষ্টি হয় না কেন তারে।।
মাসে মাসে চন্দ্রের উদয়
অমাবস্যা মাস অন্তে হয়
সূর্যের অমাবস্যা নির্ণয়
জানতে হয় লেহাজ করে।।
ষোলকলা হলে শশী, তবে তো হয় পূর্ণমাসী
জানতে পারলে দেহচন্দ্র, পণেরই পূর্ণিমা কিসে
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে
সর্বচন্দ্রের পায় সে খবর, পণ্ডিতেরা কয় সংসারে
মূল হারালি কলির ঘোরে।।

(২৮)

সামান্যে কি সে ধন মেলে
মেটে সকল আশা সব পিপাসা
সে অমূল্য রতন পেলে।।
যুগ যুগ ধরে যোগী ঋষি
হয়েছে সব বনবাসী
পাব বলে চরণ শশী
তারা রয়েছে তরু তলে।।
অন্ধ নয়ন তার খুলে গেছে
অমূল্য ধন তার মিলেছে
ভেসে আনন্দ সলিলে ভবজ্বালা দূর হয়েছে।।
অন্য ধ্যানের নাই লালসা
পুরেছে তার সকল আশা
লালন ভেড়োর বুদ্ধিনাশ
হল সে মূলের ভুলে।।

(২৯)

গৌরপ্রেম করবি যদি ও নাগরী
কুলের গৌরব আর কোরো না
কুলের লোভে মান বাড়াবি
কুল হারাবি, গোরাচাঁদকে আর পাবে না।।
ফুল ছিটায় বনে বনে মনে মনে
বনমালীর ভাব জানো না;
চোদ্দ বছর বনে বনে রামের সনে
সীতা লক্ষণ এই তিন জনা।।
যতসব টাকাকড়ি এ ঘরবাড়ি
কিছুতে সঙ্গে যাবে না
কেবল পাঁচ কড়াকড়ি কলসি দড়ি
কাঁচা বাঁশের খাট বিছানা।।
গৌরের সঙ্গে যাবি দাসী হবি
এটাই মনে করো বাসনা;
লালন কয় মনেপ্রাণে একই সনে
এই পিরীতে খেদ মেটে না।।

(৩০)

মুখে পড়রে সদাই ইলাহা ইল্লাল্লা
আইন ভেজিলেন রসুলুল্লা।।
লা ইলাহা নফি যে হয়,
ইলেল্লা সেই দীন দয়াময়
নফি এসবাত তাহারে কয়
সেই তো এবাদতউল্লা।।
লা শরিক জানিয়া তাকে

পড় এনাম দেলে মুখে
মুক্তি পাবি থাকবি সুখে
দেখবিরে নুরতাজইল্লা।।
নামের সহিত রূপ ধিয়ানে রাখিয়া জপ
তুমি বেনিশানায় ডাকো যদি
চিনবে কোনরূপ কে আল্লা।।
বলছে সাঁই খোদার নুরি
এই জিকিরের দরোজা ভারি
সিরাজ সাঁই কয় ফুকারি
শোনরে লালন বেলেল্লা।।

(৩১)

আমি তোমার ডাকি গো আল্লা
রহমান রহিম
হালসে বেহাল ওরে বেহাল
হয়ে আছি চিরদিন।।
আল্লা তোমার নামের গুণে
ডুবাও শোলা ভাসাও শিলে
তোমার ঐ নাম ধরে যাবে পারে
হয়ে আছি অর্থহীন।।
নামটি তোমার আহাদ আল্লা
তাইতে সদাই ডাকিগো আল্লা
তোমার ঐ নামেতে দিয়ে হিল্লা
ফকির লালন ভাসে চিরদিন।।

(৩২)

তোমার মতো দয়াল বন্ধু আর পাব না।।
দেখা দিয়ে ওগো রাছুল, ছেড়ে যেও না।।
তুমি হও খোদার দোস্ত, অপারের কাণ্ডারী সত্য,
তোমা বিনা পারের লক্ষ্য, আর দেখা যায় না।।
আছমানি আইন দিয়ে, আমাদের আনলে রাহে,
এখন মোদের ফাঁকি দিয়ে, ছেড়ে যেও না।।
আমরা সব মদিনাবাসী, ছিলাম যেমন বনবাসী,
তোমা হতে জ্ঞান পেয়েছি, আছি সান্তনা।।
তোমা বিনা এরূপ শাসন, কে করবে আর দীনের কারণ,
লালন বলে আর তো এমন বাতি জ্বলবে না।।

(৩৩)

দিবানিশি থেক সবরে বা-হুসিয়ারী।।
রাছুল বলে এ দুনিয়া মিছে ঝাকমারি।।
পড়িও আউজুবিল্লা, দূরে যাবে লানত উল্লা,
মুরশিদরূপ করিলে হেল্লা, শঙ্কা যায় তারই।।
জাহের বাতেন সব ছফিনায়, পুসিদার ভেদ দিলাম ছিনায়,
এমনি মত তোমরা সবাই, বল সবারই।।
অবোধ অভক্ত জন তারে গুপ্ত ভেদ বল না,
বলিলে সে মানিবে না, করবে অহঙ্কারী
তোমরা সব খলিফা রইলে,
যে যাহা বোঝে দিও বলে,
লালন বলে রাছুলের এ নছিহত জারি।।

(৩৪)

রাছুলের সব খলিফা কয় বিদায়কালে।।
গায়বী খবর আর কি পাব, আজ তুমি গেলে।।
কোরানের ভিতর সে-ত, মকতায়াত অক্ষর কত,
মানে কও তার ভাল মতো, ফেল না গোলে।।
মহা পেচ আইন তোমার, বুঝে ওঠে কি সাধ্য কার,
কি করিতে কি করি আর, ছহি না বুঝলে।।
আহাদ নামে কেন আপি, মিম দিয়ে মিম কর নফি,
মানে কি তার কও নবিজী, লালন তাই বলে।।

(৩৫)

আশেক বিনা ভেদের কথা কে আর পোছে।।
শুধালে খলিফা সবে রাছুল বলেছে।।
মাশুকে যে আশেকী, খুলে যায় তার দিব্য আঁখি,
নফছ আল্লা নফছ নবি, দেখবে অনাসে।।
যিনি মুরশিদ রাছুলউল্লা, সাবুদ কোরান কালুল্লা,
আশেকে বলিলে আল্লা, তাও হয় সে।।
মুরশিদের হুকুম মানো, দায়েমী নামাজ জানো,
রাছুলের ফরমান, লালন তাই বলে।।

(৩৬)

মদিনায় রাছুল নামে কে এল ভাই।।
কায়াধারী হয়ে কেন তার ছায়া নাই।।
ছায়াহীন যার কায়া, ত্রিভুবন তাঁহারই ছায়া,
একথাটির মর্ম লওয়া, অবশ্য চাই।।
কি দিব তুলনা তারে, খুজে পাই না এ সংসারে,
মেঘে যারে ছায়া ধরে, ধূপের সময়।।
কায়ার শরিক ছায়া দেখি, ছায়াহীন সে লা শরিকী,
লালন বলে তার হাকিকী, বলতে ডরাই।।

(৩৭)

অপারের কাণ্ডারী নবীজি আমার,
ভজন সাধন বৃথা নবী না চিনে।।

আউয়াল আখের, বাতুন জাহের,
কখন কোন রূপ ধারণ, করে কোন খানে।।
আছমান জমি, জলাদি পবন, যে নবীর নুরেতে সৃজন,
কোথায় ছিল সে নবীজির আসন,
নবী পুরুষ কি প্রকৃতি আকার তখনে।।
আল্লা নবী দুটি অবতার, গাছ বীজ দেখিয়ে প্রচার,
সু-বুদ্ধিতে করহ বিচার, গাছ বড়ো কি ফুলটি বড়ো লও জেনে।।
আত্মতত্ত্বে ফাজেল যে জনা, সেই ত জানে নবীর নিগূঢ় কারখানা,
রাছুলরূপে প্রকাশ রব্বানা, লালন বলে দরবেশ সিরাজ সাইর গুণে।।

(৩৮)

রাছুলকে চিনলে পরে খোদা চিনা যায়।।
রূপ ভাড়ায়ে দেশ বেড়ায়ে, গেলেন সেই দয়াময়।।
রাছুলেরে পথে ঘাটে, মেঘে রয় যে ছায়া ধরে,
দেখ দেখি লেহাজ করে, জীবের কি সেই দরজা হয়।।
জন্ম যার এই মানবে, ছায়া তার পড়ে নাই ভূমে,
দেখ দেখি তাই বর্তমানে কে এল এই মদিনায়।।
অহাম্মদ নাম লিখিতে, মিম হরফ হয় নফি করতে,
সিরাজ সা কয় লালন তোকে কিঞ্চিৎ নজীর দেখায়।।

(৩৯)

রাছুল কে তা চিনতে নারে।।
রাছুল পয়দা হলেন আল্লার নুরে।।
রাছুল মানুষ চিনলে পরে রে, আল্লা তারে দয়া করে,
দেল আরশে আল্লা নবী, দুজনাতে বিহার করে।।
নয়নে না দেখলাম যারে রে, কি মতে ভজিব তারে,
নীচের বালু না গনিয়ে আকাশ ধরছ অন্ধকারে।।
রাছুল মানুষের সঙ্গ নিলে রে, যম যাতনা দূরে,
লালন বলে রাছুলেরে না চিনে, পড়েছি ফেরে।।

(৪০)

রাছুল রাছুল বলে ডাকি।।
রাছুল নাম নিলে বড়ো সুখে থাকি।।
মক্কা যেয়ে হজ করিয়ে, রাছুলের রূপ নাহি দেখি,
মদিনাতে যেয়ে রাছুল মরেছেন রওজা দেখি।।
কুল গেল কলঙ্ক হলরে, আর কিছু নাই দিতে বাকি,
সোনার রাছুল মল, কুল গেল, কেমন করে গৃহে থাকি,
হায়াতোল মরছালিন বলে, দলিলেতে লেখে দেখি,
সিরাজ সাই কয় অবোধ লালন, রাছুলকে চিনগা আখের পাবি।।

(৪১)

কে তাহারে চিনতে পারে।।
তরিক কে আনিল এ সংসারে।।
সবে বলে নবী নবী, নবীকে নিরঞ্জন ভাবি,
দেল ঢুঁড়িল দেখতে পাবি, আহম্মদ নাম বলে কারে।।
যার মর্ম সে যদি না কয়, কার সাধ্য কে জানিতে পায়,
তাইতে আমার দিন দয়াময়, মানুষ রূপে ঘোরে ফিরে।।
নফি এজবাত যে জানে না, মিছা রে তার পড়াশুনা,
লালন কয় ভেদ উপাসনা, না জেনে চটকে মারে।।

(৪২)

ভজরে জেনে শুনে, নবী কলমা কলেন্দা,
আলী হন দাতা, ফাতেমা দাতা কি ধন দানে।।
নিলে ফাতেমার স্মরণ, ফতে করণ, আছে ফরমান সাঁইর জবানে।।
সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করলেন সবারই, যুগে যুগে মাতা হন যুগেশ্বরী,
ভজন না চিনিয়ে, কুযোগে মজিয়ে, মারা গেল জীব ঘোর তুফানে।।
শুনি মা তুমি অবিম্বধারী, বেদান্ত উপরে গম্ভু তোমারই,
তোমায় চেনা হল ভার, ওরে মন আমার, ভুলে রইলে ভবের ভাব ভূষণে।।
সাড়ে সাত পান্তি পথেরই দাঁড়া, আদ্য পান্তি তার আদ্য মূল গোড়া,
সিরাজ সাঁইর চরণ, ভুলেরে লালন, অঘাটাতে মারা যাচ্ছ কেনে।।

(৪৩)

মন কি ইহাই ভাব আল্লা পাব নবী না চিনে।।
কারে বলিস নবী দিশা পালিনে।।
বীজ মানে সেই বৃক্ষ নবী, দেল ঢুড়িলে জানাতে পাবি,
কি বলব সেই বৃক্ষের খুবি, এক ডালে দীন এক ডালে দোনে।।
যে নুরেতে আদম পয়দা, সে নবীর তরিক জুদা,
নুরের পিয়ালা খোদা, দিলেন খোদ অঙ্গ জেনে।।
চার কারের উপরে দেখ, আশ্রয় করে ছিল কে গো,
পূর্ব পরের খবর রাখ, তবে জানবি লালন নবীর ভেদ মনে।।

(৪৪)

আহাদে আহম্মদ এসে নবী নামটি জানালে।।
যে তনে করিল সৃষ্টি, সে তন কোথায় রাখিলে।।
আহাদ নামে পরওয়ার আহম্মদ নাম হল যার,
জন্ম মৃত্যু হয় যদি তার, শরিয়ত আইন কৈ চলে।।
নবী যারে বলিতে হয়, উচিত বটে তাই জেনে লয়,
পুরুষ কি প্রকৃতি কায়, সৃষ্টির সৃজন কালে।।
আহাদ নামে কেন ভাই মানবলীলা করিলেন সাঁই,
লালন তবে কেন যাই অদেখা ভাবুক দলে।।

(৪৫)

ভেবে দেখরে আমার, রাছুল যার কাণ্ডারী এই ভবে।।
ভব নদীর তুফানে তার কি নৌকা ডোবে।।
তরিকার নৌকাখানি এস্কনাম তার বলে শুনি,
বিনা বাওয়ায় চলছে অমনি, রাত্র দিবে।।
ভুলনা মন কারো ধোঁকায়, চড় এই তরিকার নৌকায়,
ভবনদীর তুফানের দায়, বাঁচবি তবে।।
সেই নৌকায় নাহি চড়ি, কেমনে দিবে ভব পাড়ি,
লালন বলেন এহি ঘড়ি, দেখ মন ভেবে।।

(৪৬)

আয় গো যাই নবীর দিনে।।
নবীর ডঙ্কা বাজে শহর মক্কা মদিনে।।
নবী দিচ্ছে তরিক জাহের বাতনে,
যথাযোগ্য লায়েক জেনে, রোজা আর নামাজ,
ব্যক্ত এহি কাজ গুপ্ত পথ মিলে, ভক্তি সন্ধানে।।
অমূল্য দোকান খুলছে নবী যে ধন চাবি সে ধন পাবি,
বিনা কড়ির ধন, সেধে দেয় এখন, না লইলে আখের পস্তাবি মনে।।
নবীর সঙ্গে ইয়ার ছিল চারিজন, চারেক দিলেন চার রকম জাজন,
নবী বিনা পথে, গোল হবে চার মতে, লালন বলে, যেন গোলে পড়িস নে।।

(৪৭)

মুরশিদ বিনে কি ধন আর, আছেরে মন এজগতে।।
যে নাম স্মরণে হরে, তাপিত অঙ্গ শীতল করে,
ভব বন্ধন যায় দূরে, জপ ঐ নাম দিবা রেতে।।
মুরশিদের চরণের সুধা, পান করিলে যাবে ক্ষুধা,
করনা মন দেলে দ্বিধা, যিনি মুরশিদ তিনি খোদা,
দেখ আলিয়েম মুরশিদ, আয়ত লেখা কোরানেতে।।
আপনি খোদা আপনি নবী, আপনি হও আদম ছফি,
অনন্তরূপ করে ধারণ, কে বুঝে সাঁইর লীলার কারণ,
নিরাকারে সাঁই নিরঞ্জন, মুরশিদ রূপ হয় ভজনপথে।
কুল্লে সাঁই মোহিত আর, আল্লাকুল্লে সাঁই কাদির,
পড় কালাম লেহাজ কর, তবে তো জানিতে পার,
কেন লালন ফাঁকে ফেরো, ফকিরী নাম পাড়াও মিথ্যে।।

(৪৮)

মুরশিদের ঠাঁই লেনা রে তার ভেদ বুঝে।।
এ দুনিয়ায় ছিনায় ছিনায়, কি ভেদ নবী বিলিয়েছে।।
নেকতন বান্দারা যত, ভেদ পেয়ে আউলিয়া হত,
নাদানের শূল চাঁচিত, মুনছুর তার সাবুদ আছে।।
ছিনার ভেদ ছিনায় ছিনায়, ছফিনার ভেদ ছফিনায়,
যে ভাবে যার মন হল ভাই, সেই ভাবে সে দাঁড়িয়েছে।।
কুতর্কী আর কু-স্বভাবী, তারে ভেদ বলে নাই নবী,
ভেদের ঘরে দিয়ে চাবি, শরার মতে বুঝিয়েছে।।
তপছির হোসেনী যার নাম তাই ঢুঁড়ে মসনবি কালাম,
ভেদ এসারায় লেখা তামাম, লালন বলে নাই নিজে।।

(৪৯)

নবী না চিনলে পরে, সে কি খোদার ভেদ পায়।।
চিনিতে বলেছে খোদে সেই দয়াময়।।
যে নবী পারের কাণ্ডার, জেন্দা সে চার যুগের উপর,
হায়াতোল মোরছালিন, সেইজন্য কয়।।
কোন নবী বান্দার হায়াত, কোন নবী হল ওফাত,
লেহাজ করে দেখলে শঙ্কা তার যায়।।
যে নবী সঙ্গে তোর, চিনে তার দাওন ধর,
লালন বলে পারের কারো, সাধ যদি হয়।।

(৫০)

নবীর অঙ্গে জগৎ পয়দা হয়।।
সেই যে আকার কি হল তার, কে করে নির্ণয়।।
আব্দুল্লারি ঘরেতে বল, কিরূপে সে জন্ম নিল,
মূল দেহ তার কোথায় ছিল, শুধাব কোথায়
কিরূপে নবীর জান সে,
যুক্ত হয় যে বাপের বীজে,
আব হায়াতে নাম লিখেছে, হাওয়া নাই সেথায়।।
এক জানে দুই কায়া ধরে, কেউ পাপ কেউ পূণ্য করে,
কি হবে তার রোজ হাসরে, হিসাবের সময়।।
নবীর ভেদ যে পায় একান্তি, ঘুচে যায় তার মনের ভ্রান্তি
দৃষ্ট হয়, তার আলেক পান্তি, লালন ফকির কয়।।

(৫১)

নবী একি আইন করলে জারি।।
পাছে মারা যায় আইন, তাই ভেবে মরি।।
শরিয়ত আর মারফত আদায় নবীর হুকুম এই দুই সদায়,
শরা শরিয়ত, নবুয়ত মারফত জানতে হয় গভীরি।।
নবুয়ত অদেখা ধিয়ান, বেলায়েত রূপের নিশান,
নজর একদিক যায়, আর দিক আঁধার হয়,
দুই রূপে কোন রূপ ঠিক করি।।
সরাকে ছরপোষ লেখা যায়, বস্তু মারফত ঢাকা আছে তায়,
ছরপোষ থুই তুলে কি দেই ফেলে, লালন ভাবে বস্তু ভিখারী।।

(৫২)

নবী না চিনে কি আল্লা পাবে।।
নবী দিনের চাঁদ আজ দেখ নারে ভেবে।।
যার নুরে হয় সয়াল সংসার, কলির ভাবে নবী পয়গম্বর,
হাটের গোলমালে, মনরে তারে, চিনলাম না ভবে।।
বাতুনের ঘরে নুর নবী, সে পুরুষ কি প্রকৃতি ছবি,
পড় দেল কিতাব, কররে বিধান, মনের অন্ধকার যাবে।।
বোঝা কঠিন কুদরত খেয়াল, নবীজী গাছ, সাঁইজী তারই ফল,
সে ফল যে পাড়ে, ঐ গাছে চড়ে, লালন কয় কাতর ভাবে।।

(৫৩)

নবীর আইন বোঝার সাধ্য নাই।।
যার যেমন বুদ্ধিতে আসে বলে তাই।।
বেহেস্তের লায়েক আহাম্মুখ যাবে, তাই শুনি হাদিছ কেতাবে,
এ-মত কথার হিসাবে, বেহেস্তের গৌরব কিসে জানতে পাই।।
সকলে বলে আহাম্মুখ বোকা, আহাম্মুখ পায় বেহেস্তে জায়গা,
এ-ত বড় পূর্ণ ধোঁকা কে ঘুচাবে ধোঁকা, কোথা যাই।।
রোজা নামাজ, বেহেস্তের ভজন, তাই করে কি পাবে সে ধন,
বিনয় করে বলছে লালন, থাকতে পারে ভেদ, মুরশিদের ঠাঁই।।

(৫৪)

তরিকতে দাখিল হলে সকল জানা যায়।।
কেনরে মন কোলের ঘোরে ঘুরছ ডানে বায়।।
আওয়ালে বিছমিল্লা বর্ত, মূল জান তার তিনটি অর্থ,
আওলে বলেছে সত্য, ডুবে জানতে হয়।।
নবী আদম খোদ বুদ খোদা, এ তিন কভু নহে জুদা,
আদমে করিলে ছেজদা, আলেক জনা পায়,
যথা আলেফ মোকাম বাড়ী, সফিউল্লা তাহার সিঁড়ি,
লালন বলে মনের বেড়ি, লাগাও গুরুর পায়।।

(৫৫)

ভজ মুরশিদের কদম এই বেলা।।
যার পিয়ালায় হৃদকমল, ক্রমে হবে উজালা।।
নবীজীর খান্দানেতে, পেয়ালা চার মতে,
চিনে লও দিন থাকিতে, ওরে আমার মন ভোলা।।
কোথা সেই হায়াত নদী, জোয়ার বয় নিরবধি,
সে ধারা ধরতে পারবি যদি দেখবি অটলের খেলা।।
ওপারে ছিলে ভালো, এপারে কে আনিল,
লালন কয় তাঁরে ভোলো, করে রে অবহেলা।।

(৫৬)

মুরশিদের মহৎ গুণ লেনা বুঝে।।
যাহার কুদরতি বিনা ধরম করম মিছে।।
মুরশিদ যার আছে নিহার ধরতে পারে অধর,
সেই অনাসে, মুরশিদ খোদা ভাবলে জুদা, পড়বি পেচে।।
যত সব কালমা কালাম, ঢুঁড়িলে মেলে তামাম কোরাণ বিছে,
তবে কেন পড়া ফাজেল মুরশিদ ভজে
আলাদা বস্তু কি ভেদ, কিবা হয় ভেদ মুরশিদ, জগৎ মাঝে
সিরাজ সাঁই কয় দেখরে লালন, আককেল খুঁজে।।

(৫৭)

মুখে পড়রে বে সদায় লায়লাহা ইল্লাল্লা।।
আইন ভেজিলেন রাছুল-উল্লা।।
নামের সহিত রূপ, ধিয়ানে রাখিয়া জপ,
বে নিশানায় যদি ডাক, চিনবি কি রূপ-কে আল্লা।।
লায়েলাহা নফি সে হয়, ইল্লিল্লা সে দিন দয়াময়,
নফি এজবাত এহারে কয়, সেইত এবাদত উল্লা।।
লা শারিক জানিও তাঁকে, পড় এ নাম দেলে মুখে,
মুক্তি পাবে থাকবে সুখে, দেখতে পাবে নুর তাজেল্লা।।
বলেছেন সাঁই আল্লা নুরী, এ জেকরের দরজা ভারি,
সিরাজ সা তাই কয় ফোকারী, শোনরে লালন বেলেল্লা।।

(৫৮)

পড় রে দায়েমী নামাজ এ দিন হল আখেরী।।
মাশুকরূপ হৃদকমলে, দেখ আশেক বাতি জেলে,
কিবা সকাল কি বৈকালে, দায়েমীর নাই অবধারী।।
ছালেকের বাহ্যপনা, মজবুী আশেক দেওয়ানা,
আশেক দেল করে ফানা,
মাশুক বৈ অন্য জানে না,
আশার ঝুলি লয়ে সেনা বুদ্ধিতে অকর চরণ ভিখারী।।
কেফায়া আইনি জিন্নি, এহি করনে জাত নিশানী,
দায়েমী ফরজ আদায়,
যে করে তার নই জাতের ভয়,
জাত এলাহির ভাবে সদায়, মিশেছে সে জগতে নুরী।।
আইনি অদেখা তরিক দায়েমী বরজখ নিরীখ, সিরাজ সাঁইজীর হকের বচন,
ভেবে কহে অবোধ লালন, ভজ কায়েমী নামাজী যে জন,
সমন তাহার আজ্ঞাকারী থাকতে।।

(৫৯)

না পড়িলে দায়েমী নামাজ সে কি রাজি হয়।।
কোথায় খোদা কোথায় সেজদা, করছ সদায়।।

শুন তাহার কালাম কিছু, আনতা বোদো কানাকতারাহু,
বুধতে হয় বোঝ কেহ, দিন বয়ে যায়।।
এক আয়তে কয় তাফাককারুন, বোঝো তাহার মানে কেমন,
কলুর বলদের মতো, ঘোরার কার্য্য নয়।।
আধার ঘরে সর্প ধরা, আছে সাপ নাই প্রত্যয় করা,
লালন তেমনি বুদ্ধি হারা, পাগলেরই ন্যায়।।

(৬০)

যাতে যায় শমন যন্ত্রণা।।
ভুলনারে মন গুরুর শীতল চরণ ভুলো না।।
বেদ বৈদিকের ভোলে ভুলে, গুরু ছেড়ে গৌর বলে,
মনের ভ্রম এ সকলে, শেষে যাবেরে যাবে জানা।।
চৈতন্য আজব সুরে, থেকে নিকট দেখায় দূরে,
গুরু রূপ আশ্রয় করে করো রূপের ঠিকানা।।
অবোধ জীবের তরে, নিজরূপ সম্ভব নয়রে,
লালন বলে তাইতে গো-সাঁই, দেখায় স্বরূপে রূপ নিশানা।।

(৬১)

আদি মক্কা এই মানবদেহে, দেখ নারে মন ভেয়ে।।
দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে মরছ কেন হাঁফায়ে।।
মানুষ মক্কা কুদরতিময়, হচ্ছে গায়বী আওয়াজ সাত তালা ভেধিয়ে,
সিংহ দরজায় একজন নুরী, নিদ্রা ত্যাগী হয়ে।।
কুদরতিময়, মানুষ মক্কা, গুরুপদে ডুবে থাক্‌কা ধাক্‌কা সামলিয়ে,
চারপাশে চার নুরী এমাম, মধ্যে সাঁই বসিয়ে।।
তিল পরিমাণ জায়গার উপর, গঠেছে সাঁই আজব শহর,
মানুষের কদ দিয়ে, লাখ লাখ হাজী করতেছে হজ, সেই জাগা জমিয়ে।।
করেছে সাঁই আজব ভাক্কা, গঠেছে এই মানুষ মক্কা,
কুদরতী নূর দিয়ে, সিরাজ সা কয় অবোধ লালন,
ঘরে আদি এমাম মেয়ে।।

(৬২)

মওলা বলে ডাক রসনা।।
গেল দিন ছাড়ো বিষয় বাসনা।।
যেদিন সাঁই হিসাব নিবে,
আগুন পানির তুফান হবে,
এ বিষয় তোর কোথায় রবে,
একবার ভেবে দেখলে না।।
সোনার কুঠরি কোঠারে মন,
সোনার খাট পালঙ্কে শয়ন,
শেষে হবে সব অকারণ,
সার হবে মাটির বিছানা।।
এমাল ধন আখেরের পুঁজি,
সে ঘরে দিলেনা কুঁজি,
লালন বলে হারলে বাজি,
শেষে আর কাঁদলে সারবে না।।

(৬৩)

নাম সাধন বিফল বরজখ বিনে।।
এখানে সেখানে বরজখ মূল, তাই দেখ মনে।।
বরজখ ঠিক না হয় যদি ভুলায় তারে শয়তান গিধি,
ধরিয়ে রূপ নানা বিধি, চিনবি কিরূপ প্রমাণে।।
চার ভেঙ্গে দুই হল পাকা, এই দুই বরজখ লেখা,
তাতে হল আর এক ধোঁকা, দুইদিক ঠিক রাখা যায় কেমনে।।
নৌকা ঠিক নাই বিনা পাড়ায়, নিরাকারে মন কি দাঁড়ায়,
লালন মিছে ঘুরে বেড়ায়, অধর ধরতে চায় বরজখ বিনে।।

(৬৪)

আগে শরিয়ত জান বুদ্ধি শান্ত করে,
শরিয়তের কাজ রোজা আর নামাজ আসল শরিয়ত বলছ কারে।।
কলমা আর নামাজ, রোজা জাকাত হজ,
এই পড়িয়ে আদায় কর শরিয়ত, আমি ভাবে বুঝতে পাই,
এসব আসল শরিয়ত নয়, আরও কিছু অর্থ থাকতে পারে।।
বে-এলম বে-মুরিদ জনা, শরিয়তের আক চেনে না,
কেবল মুখে তোড় ধরে, যদি চিনতে আক,
ছাড়তো অদেখা নিয়ত,
নিয়ত বাঁধতে হরে, আসল বরজখ ধরে।।
শরিয়তের গর্ম ভারি, যে যা করে,
সে ফল তার হবে আখেরে,
ফকির লালন কয় আমার, বুদ্ধিহীন অন্তর,
আমি মারি মূলে লাগে ডালের পরে।।

(৬৫)

নজর একদিকে দিলে আর দিকে অন্ধকার হয়।।
নুরে নীরে দুটি নিহার, কোনটিরে ঠিক রাখা যায়।।
নবি আইন করলেন জগৎজোড়া,
সেজদা হারাম, খোদা ছাড়া,
মুরশিদ বরজখ সামনে খাড়া,
সেজদার সময় থুই কোথায়।।
শোগল রাবেতা বলে, বরজখ লিখে দলিলে,
কারে থুয়ে কারে নিলে, একমনে দুই কৈ দাঁড়ায়।।
যদি বিলায়েতে হতো বিচার, ঘুচে যেত মনের অন্ধকার,
লালন ভেড়ো এধার ওধার, দুই ধারেতে খাবি খায়।।

(৬৬)

কাছের মানুষ ডাকছ কেন শোর করে।।
তুই যেখানে সেও সেখানে, খুঁজে বেড়াও কারে রে।।
বিজলী চটকের ন্যায়, থেকে থেকে ঝলক দেয়,
রংমহাল ঘরে, তাঁর পাশাাশি অহর্নিশি,
থাকতে দিশে হয় নারে।।
হাতের কাছে যারে পাও, ঢাকা দিল্লী খুঁজতে যাও,
কোন অনুসারে, এমনও কি বুদ্ধিনাশা, তুই হলি সংসারে রে।।
ঘরের মধ্যে ঘরখানা, খোঁজরে মন সেইখানা কে বিরাজ করে,
সিরাজ সাঁ কয়, দেখরে লালন, সে কিরূপ তুই কিরূপ রে।।

(৬৭)

দিন থাকতে মুরশিদ রতন চিনে লেনা।।
এমন সাধের জনম, বয়ে গেলে আর হবে না।।
মুরশিদ আমার বিষয়াদি, মুরশিদ আমার গুণের নিধি,
পারে যেতে ভব নদী, ভরসা ঐ চরণখানা।।
কোরানে ছাফ শুনিতে পাই, অলিয়েম মুরশিদ সাঁই,
ভেবে বুঝে দেখ মনরায়, মুরশিদ কেমন জনা।।
মুরশিদ-বস্তু চিনলে পরে, চিনা যায় সেই অচিনারে,
লালন বলে মরি ঘুরে, হয়ে যেমন জন্মকানা।।

(৬৮)

কে বোঝে সাঁইর আলেক বাজি।।
হচ্ছেরে কোরানের মানে যা আসে যার মনের বুঝি।।
একই কোরান পড়াশুনা, কেউ মৌলভী কেউ মৌলানা,
দাহেরা হয় কত জনা, সে কি মানে শরার কাজী।।
রোজ কিয়ামত বলে সবায়, কেউ বলেনা তারিখ নির্ণয়,
হিসাব হবে কি হচ্ছে সদায়, কোন কথায় মন করি রাজি।।
আর এক খবর শুনিতে পাই, এক গোর মানুষের মউত নাই,
অমরী কোন ভজন ভাই, লালন বলে কারে পুজি।।

(৬৯)

পড়ে ভূত আর হোস নে মনরায়।।
কোন হরফে কি ভেদ আছে, লেহাজ করে জানতে হয়।।
আলেফ-হে-আর-মিম দালেতে, আহাম্মদ নাম লেখা যায়,
মিম হরফটি নফি করে, দেখনা খোদা কারে কয়।।
আকার ছেড়ে নিরাকারে, ভজলিরে আঁধেলা প্রায়,
আহাদে আহাম্মদ হল, করলিনে তার পরিচয়।।
জাতে ছেফাতে ছেফাতে জাত, দরবেশে তাই জানতে পায়,
লালন বলে কাট মোল্লাজী, ভেদ না জেনে গোল বাধায়।।

(৭০)

জানতে হয় আদম ছফির আদ্য কথা।।
না জেনে আজাজিল সে রূপ, কি রূপ আদম গঠলেন সেথা।।
আনিয়া জেদ্দার মাটি, গঠলে আদম পরিপাটি,
মিথ্যা নয় সে কথা খাটি,
কোন চিজে তার গড়ে আত্মা।।
সেই যে আদমের ধড়ে, অনন্ত কুঠরী করে,
মাঝখানে হাতনে কল জুড়ে,
কীর্তি কর্মা বসলেন সেথা।।
আদম হলে আদম চিনে, ঠিক নামায় সে দেল কোরানে,
লালন কয়, সিরাজ সাঁইর গুণে,
অধর আধারে ধরার সুতা।।

(৭১)

এক অজান মানুষ ফিরছে দেশে তারে চিনতে হয়।।
তারে চিনতে হয় তারে জানতে হয়।।
শরিয়তের বেনা যত, জানেনা তা শরিয়তে,
জানা যাবে মারেফাত, যদি মনের বিকার যায়।।
মূল ছাড়া আজগৈবী এক ফুল, ফুটেছে ফুল ভবনদীর কুল,
চিরদিন এক রসিক বুলবুল, সেই ফুলেতে মধু খায়।।
কোরানেতে আছে খবর, আলেফে জের মিমে জবর,
লালন বলে হসনে ফাঁপর, মোরশেদ ভজলে জানা যায়।।

(৭২)

আছে মায়ের ওতে জগৎ পিতা, ভেবে দেখ না।।
হেলা কর না বেলা মেরো না।।
কোরানে সাঁই এসারা দেয়, আলেফ যেমন লামে লুকায়,
আকারে সা-কার ঝাপা রয়, সামান্যে কি যায় জানা।।
নিষ্কামী নির্বিকারে হয়ে, দাঁড়াও মায়ের স্মরণ লয়ে,
বর্তমানে দেখ চেয়ে, স্বরূপে রূপ নিশানা।।
কেমন পিতা কেমন মা সে, চিরকাল সাগরে ভাসে,
লালন বলে কর দিশে, আছে ঘরের মধ্যে ঘরখানা।।

(৭৩)

সাধ্য কিরে আমার সে রূপে দেখিতে।।
অহোনিশি মায়াঠুসি জ্ঞানচোখেতে।।
ঈশান কোণে হামেশ ঘড়ি,
সে নড়ে কি আমি নড়ি,
আমার আমি হাতড়ে ফিরি, পারি না ধরতে।।
অচিন আর আমি একজন,
এক জাগাতে থাকি দুজন,

ফাঁকে থাকি লক্ষ্য যোজন, পারি না চিনতে।।
ঢুঁড়ে হদ্দ মেনে আছি, এখন বসে খেদাই মাছি,
লালন বলে মরে বাঁচি কোন কার্যতে।।

(৭৪)

আমি একদিনও না দেখলাম তারে।।
বাড়ির কাছে আরশিনগর এক পড়শি বসত করে।।
গেরাম বেড়া অগাধ পানি, নাই কিনারা নাই তরনী পারে,
ধরব ধরব মনে করি, কেমনে সেথা যাইরে।।
কি কব পড়শির কথা, হস্তপদ স্কন্ধ মাথা নাইরে,
ক্ষণে থাকে শূন্য ভরে, ক্ষণে ভাসে নীরে।।
পড়শি যদি আমায় ছুঁতো, যম যাতনা সকল যেত দূরে,
সে আর লালন একখানে রয়, লক্ষ যোজন ফাঁক রে।।

(৭৫)

না জানি কেমন রূপ সে।।
রূপের গৌরবে যার, ত্রিভুবন মোহিত করেছে।।
দেখতে মনে হয় বাসনা, নাইকো রূপের ঠিক ঠিকানা,
কিসে হয় তার উপাসনা, রূপ সৃষ্টি করলেন কোথায় বসে।।
আকার কি সাকার ভাবিব, নিরাকার কি জ্যোতিরূপ,
একথা কারে শুধাব, কিরূপে যাই রূপের দেশে।।
রূপের দেশে গোল যদি রয় কি বলিতে কি বলা যায়,
গোলে হরি বল্লে কি হয়, লালন ভেবে না পায় দিশে।।

(৭৬)

তারে চিনবে কি এই মানুষে।।
মেরে সাঁই ফিরে যে রূপে সে। ।
গোলকে আটল হরি, ব্রজপুরে বংশীধারী,
নদিয়াতে অবতরী, বামনরূপে প্রকাশে।।
মায়ের গুরু পুতের শিষ্য, দেখে জীবের জ্ঞান নিরাশ,
কি তার মনের উদ্দেশ্য, ভেবে বোঝা যায় কিসে।।
আমি ভাবি নিরাকার, সে ফিরে স্বরূপ আকার,
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোর, কৈ হলরে সে দিশে।।

(৭৭)

আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে।।
জনম ভরে একদিন দেখলাম নারে।।
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে, দৃষ্ট হয়না এই নয়নে,
হাতের কাছে যার, ভবের হাট বাজার,
ধরতে গেলে হাতে পাই না তারে।।
সবে বলে প্রাণপাখি শুনে চুপে চেপে থাকি,
জল কি হুতাশন, মাটি কি পবন,
কেউ বলে না একটা নির্ণয় করে।।
আপন ঘরের খবর হয় না বাঞ্ছা করি পরকে চিনা,
লালন বলে পর, বলতে পরওয়ার,
সে কেমন রূপ, আমি কোন রূপ রে।।

(৭৮)

হায় চিরদিন পোষলাম এক অচিন পাখি।।
পাখি ভেদ পরিচয় দেয় না মোরে, ঐ খেদে ঝোরে আঁখি।।
পাখি বুলি বলে শুনতে পাই, পাখির রূপ কেমন দেখি না ভাই,
উপায় কি করি, চেনাল পেলে চিনে নিতাম যেত মনের ধুকধুকি।।
পোষা পাখি চিনলাম না, আমার এ লজ্জা তো যাবে না,
বিষম ঘোর দেখি, কোন দিন সাধের পাখি উড়ে যাবে,
ধূলা দিয়ে দুই চোখী।।
পাখি বসে থাকে খাঁচাতে, যায় আসে কোন পথে,
আমার দিয়ারে ভিলকী, সিরাজ সাঁই কয়,
বয় লালন বয়, ফাঁদ পেতে ঐ সম্মুখী।।

(৭৯)

আমি কি তাই জানলে সাধন সিদ্ধ হয়।।
আমি কথার অর্থ ভারি, আমি তো সে আমার নয়।।
অনন্ত শহর বাজারে, আমি আমি শব্দ করে,
আমার আমি চিনতে নারে, বেদ পড়ি পাগলের প্রায়।।
মুনছুর হাল্লাজ ফকির সেতো বলেছিল আমি সত্য,
ঠিক হল, সাঁইর আইন মতো, সবাই কি তাই বুঝতে পায়।।
কম-বে এজনে বা-এজনে আল্লা, সাঁইর হুকুম আমি হেল্লা,
লালন তেমনি কেটো মোল্লা, ভেদ না জেনে গোল বাঁধায়।।

(৮০)

কে কথা কয়রে দেখা দেয় না।।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে,
খুঁজলে জনম ভোর মেলে না।।
রাম রহিম নাম বলছে যে জন,
ক্ষিতি জল কি বাও হুতাশন,
শুধালে তার অন্বেষণ, মূর্খ বলে কেউ বলে না।।
খুজি তাঁরে আছমান জমি, আমারে চিনিনা আমি,
এ বিষম ভ্রমের ভ্রমি, আমি কোন জন সে কোনজনা।।
হাতের কাছে হয়না খবর, কি দেখতে যাও দিল্লী শহর,
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে, তোর সদায় মনের ঘোর গেল না।।

(৮১)

যে রূপে সাঁই আছে মানুষে।।
শুদ্ধ রসের রসিক না হলে কি পাবি তার দিশে।।

তালার উপরে তালা, তার ভিতরে চিকণ কালা,
দেখা যায় সে দিনের বেলা, রসেতে ভাসে।।
বেদী ভাই বেদ পড়ে সদায়, আসলে গোলমাল বাঁধায়,
রসিক ভাইয়ে ডুবে হৃদয়, রত্ন পায় সে।।
লা মোকামে আছে নুরী, সে কথা অকৈতব ভারি,
লালন হয় তার দ্বারের দ্বারি, আদ্যমাতা সে।।

(৮২)

কি শোভা করেছে সাঁই রংমহালে।।
অজান রূপে দিচ্ছে ঝলক, দেখে নয়ন যায়গো ভুলে।।
লাল জরদ, ছণি মণি বলব কি তার রূপ বাখানি,
দেখতে যেমন পরশমণি, দেখে নয়ন যায়গো ভুলে।।
জলের মধ্যে কলের কোঠা, সপ্ত তালায় আয়না আটা,
তার ভিতরে রূপের ছটা, মেঘেতে বিজলী খেলে।।
অনুরাগ যার বাঁধা হৃদয়, তারই সে রূপ চোখে উদয়,
লালন বলে শমনের দায়, এড়াইবে অবহেলে।।

(৮৩)

হুজুরে কার হবেরে নিকাশ দেনা।।
পঞ্চজন আছে ঘরে বেরাদার তার ষোল জনা।।
পণ্ডিত পাঠকের কাছে জনম ভরে সুধাই এসে ঘোর গেল না,
পরে লয় পরের খবর, নিজের খবর নিজের হয় না।।
ক্ষিতি জল বাও হুতাশনে, যার যার বস্তু সেই সেখানে,
মিশিবে তাই, আকাশে মিশবে আকাশ জানা গেল পঞ্চ বেনা।।
আত্মা কর্তা কারে বলি, কোন মোকাম তার কোথায় গলি, আওনা যাওনা,
সেই মহালে লালন কোন জন, তাও লালনের ঠিক হল না।।

(৮৪)

যার আপন খবর আপনার হয় না।।
আপনার আপনি চিনতে পারলে পাবি সেই অচিনারে চিনা।।
আত্মা রূপে কর্তা হরি, সাধন করতে পারলে,
পাবিরে তার ঠিকানা, ঘুরে বেড়াও দিল্লী শহর,
কোলের ঘোর কেন যায় না।।
নিকট থাকতে দূরে তাকায়, কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় দেখ না,
বেদ বেদান্ত পড়বি যত পড়বেরে তোর লখনা।।
অনন্ত নদীর সুধা, পান করিলে রয়না ভব ক্ষুধা
লালন ম'ল জল পিপাসে থাকতে নদী মেঘনা।।

(৮৫)

সামান্যে কি তার মর্ম জানা যায়।।
হৃদকমলে ভাব দাঁড়ালে, অজান খবর তারই হয়।।
দুগ্ধে বারি মিশাইলে, বেছে খায় রাজহংস হলে,
মন যদি হয় সাধন বলে, হওগো হংসরাজের ন্যায়।।
এই মানুষে মানুষ বিহার, মানুষ ধরে নিষ্ঠা হয় যার,
সে কি বেড়ায় দেশ দেশান্তর,
পিড়ায় পেড়োর খবর পায়।।
পাথরেতে অগ্নি থাকে, বার করে লয় ঠুকনি ঠুকে,
সিরাজ সা দেয় তেমনি শিক্ষে, বোকা লালন সং নাচায়।।

(৮৬)

ধর চোর হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতে।।
সে কি সামান্য চোরা, ধরবি কোণাকাঞ্চিতে।।
পাতালে চোরের বহর, দেখায় আছমানে নহর,
তিন তারে হচ্ছে খবর, শুভাশুভ যোগমতে।।
কেবা চোর তেবা সোনা, নাইক তার ঠিক ঠিকানা,
হাওয়া তার বারামখানা, হাওয়া মূলে ধর তাতে।।
চোর ধরে রাখবি যদি হৃদ-গারদ করগে খাঁটি,
লালন কয় খুঁটিনাটি, থাকতে কি ছোঁবে তাতে।।

(৮৭)

কারে আর শুধাই সে কথা।।
কোন সাধনে পাব তারে, যে আমার জীবনদাতা।।
শুনতে পাই পাপী ধার্মিক সবে ইল্লিন ও সিজ্জিনে রবে,
সেথায় জান সয় সব কয়েদ রবে, অটল প্রাপ্তির কোন ক্ষমতা।
ইল্লিন সিজ্জিন সুখদুঃখের ঠাঁই, কোনখানে রেখেছেন গোঁসাই,
হেথায় কেন সুখদুঃখ পাই, কোথাকার ভোগ ভুগি কোথা।।
যথাকার পাপ তথায় ভুগি, শিশু কেন হয় গো রোগী,
লালন বলে বোঝো দেখি, কখন শিশুর গোনা খাতা।।

(৮৮)

কে মুরিদ হয় কে মুরিদ করে।।
শুনলে জ্ঞান হয় তাইতে শুধাই, যে জানো সে বলো মোরে।।
হাওয়া রুহু লতিফারা, হুজুরের কারবারি তারা,
বে-মুরিদ হলে এরা, হুজুরে কি থাকতে পারে।।
মুরশিদ বালকা এই দুই জনে, কোন মোকামে বসত করে,
জানলে মনের যেত আঁধার, দেখতাম কুদরত আপন ঘরে।।
নূতন সৃষ্টি হলে পরে, মুরশিদ লাগে শিক্ষার তরে,
তাই বলছে লালন, সব পুরাতন, নূতন সৃষ্টি হচ্ছে কেরে।।

(৮৯)

আছে দিন দুনিয়ায় অচিন মানুষ একজনা।।
কাজের বেলা পরশমণি, অসময়ে চিনো না।।

আলী নবী এই দুইজনা কলমা দাতা কুল আরফিনা,
বেতালিম বেমুরিদ সে-না পীরের পীর হয় জানো না।।
যে দিনে সাঁই নিরাকারে ভাসলেন একা একেশ্বরে,
অচিন মানুষ পেয়ে তারে, দোশর করলে তৎক্ষণাৎ।।
কেউ তারে জেনেছে দড়ো, খোদার ছোটো নবীর বড়ো,
লালন বলে নড়োচড়ো, সে বিনে কেউ কুল পাবা না।।

(৯০)

আপনার আপনিরে মন না জানো ঠিকানা।।
পরের অন্তর কোটি সমুদ্দুর, কিসে যায়রে জানা।।
কেশের আড়েতে যৈছে, পাহাড় লুকায়ে আছে,
দরশন হলনা, হেট নয়ন যার নিকটে তার সিদ্ধি হয় কামনা।।
আত্মাও পরম ঈশ্বর, গুরু রূপে অটল বিহার,
দ্বিদল বারামখানা, শতদল সহস্র দলে, সাঁইর অনন্ত করুণা।।
সিরাজ সাঁইয়ের হকের বচন, গুরুপদে ডুবে লালন,
আত্মার ভেদ জানলে না, জীব-আত্মা পরম-আত্মা, ভিন্ন ভেদ জেনো না।।

(৯১)

আপন ছুরাতে আদম গঠলেন দয়াময়।।
তা নইলে কি ফেরেস্তারে ছেজদা দিতে কয়।
দোষিয়ে আদম ছফি, আজাজিল হল পাপী,
মন তোমার লাফালাফি, অমনি দেখা যায়।।
আদমে আল্লা না হইলে, পাপ হইত ছেজদা দিলে,
শেরেকী পাপ তারই বলে, এ দীন দুনিয়ায়।।
আদমি সে আদম চিনে, ঠিক নামায় দে দেল কোরানে,
লালন কয় সিরাজ সাঁইয়ের গুণে, আদম চিনলে হয়।।

(৯২)

ঠিকের ঘরে ভুল পড়েছে মন।।
কিসে চিনবিরে মানুষ রতন।।
আপন খবর নাই আপনারে,
বেড়ার পরের খবর করে,
আপন-খবর জানলে পরকে চেনা যায় তখন।।
ছিলে কোথা এলে হেথা, নিরুপণ কি করলি তাহা,
না বুঝে মুড়ালি মাথা, পথের নাই তোর অন্বেষণ।।
যার সঙ্গে এই ভবে এলি, তারে আজ কোথায় হারালি।
সিরাজ সাঁই কয় পেট শাখালি, তাই লয়ে পাগল লালন।।

(৯৩)

পাখি কখন জানি উড়ে যায়।।
বদহাওয়া লেগে খাঁচায়।।
খাঁচার আড়া পড়বে খসে, আর পাখি দাঁড়াবে কিসে,
ঐ ভাবনা ভাবছি বসে, চমক জরা বচ্ছে গায়।।
কারবা খাঁচা কেবা পাখি, কার জন্য মোর ঝোরে আঁখি,
আমার এই খাচায় থেকে, আমারে মজাতে চায়।।
আগে যদি যেত জানা, জংলা কভু পোষ মানে না,
তবে উহার প্রেম করতাম না, লালন ফকির কেঁদে কয়।।

(৯৪)

এখন আর কাঁদলে কি হবে।।
কীর্তি কর্মার লেখাপড়া আর কি ফিরিবে।।
তুষে যদি কেহ পাড় দেয়, তাতে কি আর চাল বাহির হয়,
মন যদি হয় তুষেরই ন্যায়, বস্তুহীন ভবে।।
কর্পূর উড়ে যায়রে যেমন, গোলমরিচ মিশায় তার কারণ,
মন যদি হয় মরিচ মতন, বস্তু কেন যাবে।।
হাওয়ার চিঁড়ে কথার দধি, ফলার করছ নিরবধি,
লালন বলে তেমনি প্রাপ্তি, কেন না হবে।।

(৯৫)

কররে পিয়ালা কবুল শুদ্ধ এ-মানে।।
মিশবি যদি জাত ছেফাতে এ দিন আখেরের দিনে।।
চেনরে নুরের পিয়ালা খুলে যাবে রাগের তালা,
অচিন মানুষের খেলা, দেখবিরে দুই নয়নে।।
ছত্তরী জব্বরী নুরী, চেনরে সেই নুর জহুরী,
এচার পিয়ালা ভারি, আছেরে মন অতি গোপনে।।
ফানা ফিশ্বেখ ফানা ফি-রাছুল, ফিল্লা ফানা বাঁকা স্থূল,
এ চারি মোকামে লালন ভজরে মুরশিদ নির্জনে।।

(৯৬)

মনের লেঙ্গুটি এঁটে কররে ফকিরী।।
আমানতের ঘরে যেন হয় নাকো চুরি।।
এদেশে দেখি সদায়, ডাকিনী বাঘিনীর ভয়,
দিনেতে মানুষ খায়, থাকরে হুসিয়ারী।।
বারে বারে করি বারণ, কররে আত্মসাধন,
আকর্ষণে দুষ্ট মার, ধরি ধরি।।
কাজে দেখি বড়ো ফড়ে লেংটি তোমার নড়ভড়ে,
খাটবে নারে লালন ভেড়ে, টাকশালে চাতুরী।।

(৯৭)

পড়গে নামাজ জেনে শুনে।।
নিয়ত বাঁধগা মানুষ মক্কা পানে।।
মানুষে মনস্কামনা সিদ্ধি কর বর্তমানে,

খেলছে খেলা লা শরীকালা,
এই মানুষের তন ভুবনে।।
শতদল কমলে কালা, আসন শূন্য সিংহাসনে,
চৌভুবন ফিরয়ে নিশান, ঝলক দিচ্ছে নয়ন কোণে।।
মুরশিদের মেহেরে যার, খুলেছে সেইতো জানে,
তাই বলছে লালন, ঘর ছেড়ে মন খুঁজিস কি তুই বনে বনে।।

(৯৮)

ভজনের নিগূঢ় কথা যাতে আছে।।
বেদ ছাড়া ভেদ বিধান সে-যে।।
অপরূপ সেই রূপ দেখি, পাঠক তার অষ্ট সখী,
ষড়ো তত্ত্ব অনুরাগী, সেই জেনেছে।।
মুক্তি রাগ নাস্তি করি, ভক্তি পদ শিরে ধরি,
শক্তি সার বেদ পায়, ঘোর যাবে ঘুঁচে।।
চার বেদে দিক নিরুপণ, অষ্টবসুর করণ,
রসিক হয় জানে সে জন আর ঠাই মিছে।
সাঁইজির ভজন হেতু শূন্য, সেই বেদে কারি গণ্য,
লালন কয় ধন্য ধন্য সেই তাই খোঁজে।।

(৯৯)

দিনে দিন হল আমার দিন আখেরি।।
ছিলাম কোথায় এলাম হেথায়,
যাবো কোথায়, সদায় ভেবে মরি।।
বসত করি দিবা রেতে, ষোল জন বোম্বেটের সাথে,
যেতে দেয় না সরল পথে, আমায় কাজে কাজে করে দাগাদারী।।
বাল্যকাল খেলাতে গেল, যৌবন কাল কলঙ্ক হল,
বৃদ্ধকাল সামনে এল, মহাকালে করল অধিকারী।।
যে আশায় এই ভবে আসা, আশায় পলো ভগ্ন দশা,
লালন বলে হায় কি দশা, উজান যেতে ভেটেন পল তরী।।

(১০০)

যদি সরায় কার্য সিদ্ধ হয়।।
তবে মারফতে কেন মরতে ধায়।।
শরিয়ত আর মারফত যেমন, দুগ্ধেতে মিশানো মাখন,
মাখন তুললে দুগ্ধ তখন, ঘোল বলে তা জানে সবায়।।
মারফত মূল বস্তু জানি, শরিয়ত তার সরপোষখানি,
ঘুচাইলে সরপোষখানি, বস্তু রয় কি সরপোষখানি রয়।।
আক্কেল আওল দরিয়া, দেখ না মন-গুণ-যে ডুবিয়া,
মুরশিদ ভজন যে লাগিয়া, লালন বলে তাতে ভোলো সবায়।।

(১০১)

যে পথে সাঁই চলে ফেরে।।
তার খবর কে করে।।
সে পথে সদায়, বিষম কালনাগিনীর ভয়,
যদি কেউ আজগৈবী যায়,
অমনি উঠে ছো মারে,
পলক ভরে বিষ ধেয়ে তার,
ওঠে ব্রহ্ম অন্দরে।।
যে জানে উল্টা মন্ত্র, খাটিয়ে সেহি তন্ত্র,
গুরুরূপে করে জোর, বিষ ধরে সাধন করে,
তার করণ রীতি সাঁই দরদী, দরশন দিবে তারে।।
সেহি যে অধর ধরা, যদি কেহ চাহে তারা,
চৈতন্য গুনিন যারা, গুণ শিখে তাকে ধরে,
সামান্যে কি পারবে যেতে, সেই কো-কাপের ভিতরে।।
ভয় পেয়ে জন্মাবধি, সে পথে না যায় যদি,
হবে না সাধন সিদ্ধি, তাও শুনে মন ঝোরে,
লালন বলে যা করে সাই, থাকতে হয় সেই পথ ধরে।।

(১০২)

রাখলেন সাঁই কূপ জল করে।।
আম্লেলা পুকুরে।।
কবে হবে সুজল বর্ষা, চেয়ে আছি ঐ ভরসা,
আমার এই ভগ্নদশা, ঘুচবে কতদিন পরে,
এবার যদি না পাই চরণ, আবার কি পড়ি ফেরে।।
নদীর জল কূপ জল হয়, বিল বাওড়েতে রয়,
সাধ্য কি গঙ্গাতে যায়, গঙ্গা না এলে পরে,
তেমনি জীবের ভজন বৃথা, তোমার দয়া নাই যারে।।
যন্তর পড়িয়ে অন্তর, রয় যদি লক্ষ বৎসর,
যন্ত্রী বিহনে যন্ত্র, কভু না বাজতে পারে,
গুরু তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র, সু-বোল-ধরাও মোরে।।
পতিতপাবন নামটি, শাস্ত্রে শুনেছি খাঁটি,
পতিত না তরাও যদি, কে ডাকবে ঐ নাম ধরে,
লালন বলে তরাও গো সাঁই, এ ভব কারাগারে।।

(১০৩)

না জেনে ঘরের খবর তাকাই আছমানে।।
চাঁদ রয়েছে চাঁদে ঘিরা, ঘরের ঈশান কোণে।।
প্রথমে চাঁদ উদয় দক্ষিণে, কৃষ্ণ পক্ষে অধঃহয় বামে,
আবার দেখি শুক্লপক্ষে, কিরূপে যায় দক্ষিণে।।
খুঁজলে আপন ঘরখানা, পাইবে সকল ঠিকানা,
বার মাসে চব্বিশ পক্ষ, অধর ধরা তার সনে।।
স্বর্গচন্দ্র মণিচন্দ্র হয়, তাহাতে বিভিন্ন কিছু নয়,
এ চাঁদ ধরলে সে চাঁদ মিলে, লালন কয় তাই নির্জনে।।

(১০৪)

দেখ নারে দিন রজনী কোথা হতে হয়।।
কোন পাকে দিন আসে ঘুরে, কোন পাকে রজনী যায়।।
রাত্রি দিনের খবর নাইরে যার, কিসের একটা উপাসনা তার,
নাম গোয়ালা কাজি ভক্ষণ, ফকিরী তার তেমনি প্রায়।।
কয় দমে দিন চলাচ্ছে বারি, কয় দমে রজনী আখেরী,
আন ঘরের নিকাশ করে, যে জানে সে মহাশয়।
সামান্যে কি যাবে জানা, কারিগরের কি গুণপনা,
লালন বলে তিনটি তারে, অনন্ত রূপ কল খাটায়।।

(১০৫)

দেখ নারে মন দিব্য নজরে।।
চার চাঁদ দিচ্ছে ঝলক মণিকোঠার ঘরে।।
হলে সেই চাঁদের সাধন, অধর চাঁদ পায় দরশন,
চাঁদেতে চাঁদের আসন, রেখেছে ফিকিরে।।
চাঁদে চাঁদ ঢাকা দেওয়া, চাঁদে দেয় চাঁদে খেওয়া,
জমিনেতে ফলছে মেওয়া, চাঁদের সুধা ঝরে।।
নয়ন চাঁদ প্রসন্ন যার, সকল চাঁদ হয়গো নেহার,
লালন বলে বিপদ আমার, গুরু চাঁদ ভুলে রে।।

(১০৬)

যা যা ফানার ফিকির জানগে যারে।।
যদি দেখা বাঞ্ছা হয়, সে চাঁদেরে।।
ফিকিরি কিসের ফিকির, কিসের ফকিরী,
নিজে হও ফানা, ভাব রব্বানা দেখে শমন যাক ফিরে।।
নিজরূপ মুরশিদরূপ মাঝার, আছে ফানার বিধি মনরে আমার,
বিছে মুরশিদরূপ, মনরে সে স্বরূপ, মিশাও সাঁইর অটল নুরে।।
ফানার ফিকির মুরশিদের ঠাঁই, তাই মুরশিদ ভজন আইন ভেজলেন সাঁই,
সিরাজ সাঁইর কৃপায়, অধীন লালন কয়, জাজন করলে সাঁই রত রে।।

(১০৭)

দরবেশ যারা আপনারে ফানা করে অধরে মিশায় তারা।।
মন যদি আজ হওরে ফকির, লও জেনে, সে ফানার ফিকির,
ফানার ফিকির না জানিলে, ভস্ম মাখা হয় মশকরা।।
কূপ জল এসে গঙ্গাজলে পড়িলে, দুয়ের মিশাল উভয় একধারা,
তেমনি জেনো ফানার কারণ, রূপে রূপ মিলন করা।।
মুরশিদ রূপ আর আলেক নূরী, একমনে কেমনে করি,
দুই রূপ নিহারা, লালন বলে রূপ সাধনে, হসনে যেন ঠিক হারা।।

(১০৮)

যে জানে ফানার ফিকির সেই জানে ফকিরী।।
ফকির হয় কি করলে নাম জিকির।।
আছে কত মত ফানার ধরন, জানতে হয় তার বিবরণ,
ফানা ফিল্লা ফানা ফিশ্বেখ, ফানা ফির-রাছুল আখির।।
আখের অকারণ হবি ফানা, প্রাপ্তি না হলে ফানা,
জেনে শুনে মুড়িয়ে মাথা, ফকিরি পদে কর সাকির।।
ফানা হয় মুরশিদ রূপ দেখে, মওলারে পায় অনাসে,
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার, ফকিরী নয় ফাঁদ ফিকির।।

(১০৯)

ফকিরী করবি ক্ষেপা কোন রাগে।।
হিন্দু মুসলমান দুইজনা রয়, দুই ভাগে।।
বেহেস্তের আসায় মমিনগণ, হিন্দুদের স্বর্গেতে মন,
টল কি অটল মোকাম সেহি, লেহাজ করে জান আগে।।
ফকিরী সাধন করে, খোলাসা রয় হুজুরে,
বিহেস্ত-সুখ ফাটক সমান, শরায় ভালো তাই দেখে।।
অটল প্রাপ্তি কিসে হয়, মুরশিদের ঠাঁই জানা যায়,
সিরাজ সাঁই কয় লালন ভেড়ো, ভুগিস না ভবের ভোগে।।

(১১০)

যেখানে সাঁইর বারামখানা।।
শুনিলে প্রাণ চমকে ওঠে, দেখতে যেন ভুজঙ্গনা।।
যা ছুঁইলে প্রাণে মরি, এ জগতে তাইতে তরি,
বুঝেতো বুঝতে নারি, কি করি তাই নাই ঠিকানা।।
আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে, দিব্যজ্ঞানী সেই হয়েছে,
কুবৃক্ষে সুফল পেয়েছে, আমার মনের ঘোর গেল না।।
যে ধনে উৎপত্তি প্রাণধন, সে ধনের হল না যতন,
অকাজের ফল পাবা লালন, দেখে শুনে জ্ঞান হল না।।

(১১১)

মন আমার তুই করলি একি ইতরপনা।।
দুগ্ধেতে যেমন রে তোর মিশিল চোনা।।
শুদ্ধ রাগে থাকতে যদি, হাতে পেতে অটল নিধি,
বলি মন তাই নিরবধি, বাগ মানে না।।
কি বৈদিগে ঘিরল হৃদয়, হল না সু-রাগের উদয়,
নয়ন থাকিতে সদায়, হলি কানা।।
বাপের ধন খেল সাপে, জ্ঞান চক্ষু নাই দেখবি কারে,
লালন বলে হিসাব কালে, যাবে জানা।।

(১১২)

এ জনম গেলরে আমার ভেবে।।
পেয়েছ মানব জনম, এমন দুর্লভ জনম আর কি হবে।।
জঠরে যখন, অধোখণ্ডে ছিলেরে মন,
বলেছিলে করব সাধন, এখন মনে হয় না ভবে।।
কারে বলো আমার আমার, তুমি কার আজ কেবা তোমার,
ভাঙিবে সকল সুসার, যেদিন শমন রায় আসিবে।।
এদিনে সেদিন ভাবলে না, কি ভেবে কি কর মনা,
লালন বলে যাবে জানা, হারলে বাজি কাঁদলে কি সারিবে।।

(১১৩)

গুরু তত্ত্ব না জানিলে।।
ভজন হবে না পড়বিরে গোলে।।
আগে জানগে কালুল্লা, আনল হক আল্লা, যারে মানুষ বলে,
পড়ে ভূত-মন-আর, হসনে বারংবার,
একবার দেখ না প্রেম নয়ন খুলে।।
আপনি সাঁই ফকির, আপনি হয় ফিকির,
ও সে লীলাছলে আপনার আপনি ভুলে,
রব্বানা আপনি ভাসে, আপন প্রেম জন্মে।।
লায়লাহা তন, ইল্লালা জীবন,
আছে প্রেমজালে, লালন ফকির কয়,
যাবি মন কোথায়, আপনারে আজ আপনি ভুলে।।

(১১৪)

আগে ফুলের মর্ম জানতে হয়।।
যে ফুলে অটল বিহার, শুনতে লাগে বিষম ভয়।।
ফুলে মধু প্রফুল্লতা, ফলে তার অমৃত সুধা,
এমন ফল দিন দুনিয়ায় পয়দা, জানিলে দুর্গতি যায়।
চিরদিনে সেহি যে ফুল, দিন দুনিয়ার মকবুল,
যাতে পয়দা দিনের রাছুল, মালেক সাঁই যার পৌরষ গায়।।
জন্মগত ফুলের ধ্বজা, ফুল ছাড়া নয় গুরু পূজা,
সিরাজ সাঁই কয় সে ভেদ বোঝা, লালন ভেড়োর কার্য নয়।।

(১১৫)

হক নাম বল মনপাখি।।
ভবে কেউ কারো নয়রে দুঃখের দুঃখী।।
ভুল নারে ভবে ভ্রান্ত কাজে,
অদেখারে সব কাণ্ড মিছে,
মনরে আসতে একা যেতে একা,
এ ভব পিরীতের ফল আছে কি।।
হাওয়া বন্ধ হলে সুপদ কিছুই নাই,
বাড়ির বাহির করেন সবায়,
মনরে কেবা আপন পর কে তখন,
দেখে শুনে খেদে ঝরচে আঁখি।।
গোরের কিনারে যখন লয়ে যায়,
কেঁদে সবে জীবন ছাড়তে চায়,
লালন বলে কারো গোরে কেউ যায় না,
থাকতে হয় একাকী।।

(১১৬)

মন তোরে আজ ধরতে পারতাম হাতে।।
দেখতাম ওরে মন কি কথায় কেমন,
(করে) সদায় আল ডেমাতে।
কি কর মন বে-হাত আমার,
নৈলে কি মন এ ভাব তোমার,
নাইলে গণি তালের শুমার,
কোন তালে আমায় নাচাও কোন পথে।।
সদা বলো আর ভুলব না,
তিলেক-তো ঠিক থাকে না,
দুষ্ট লালন বিষম সেনা, আমারে মজালি নানা মতে।।

(১১৭)

সদা সে নিরঞ্জন নীরে ভাসে।।
যে জানে নীরের খবর,
নীর ঘাটায় তার খুঁজলে পায় অনাসে।।
বিনা মেঘে নীর বরিষণ, করিতে হয় তার অন্বেষণ,
যাতে হল ডিম্বর গঠন, থাকিয়ে অবিম্ব ও মন রসে।।
যথা নীরের হয় উদগতি, সেইখানে মেঘ জন্মে সত্যি,
মিলন হল ভৌমরতি, ভাসলে যখন নিরাকারে এসে।।
নীরে নিরঞ্জন অবতার, নীরেতে সব করবে সংহার,
সিরাজ সাঁই তাই কয় বারেবার,
দেখরে লালন আত্মতত্ত্বতে বসে।।

(১১৮)

কে বুঝিতে পারে আমার সাঁইর কুদরতি।।
অগাধ জলের মধ্যে জ্বলছে বাতি।।
বিনা কাষ্ঠে অনল জলে, জল রয়েছে বিনা স্থলে,
আখের হবে জল অনলে, প্রলয় অতি।।
অনলে জল উষ্ম হয় না, জলে সে অনল নিভে না,
এমনি সে কুদরত কারখানা, দিবারাতি।।
যে জলে ছাড়বে হুংকার, ডুবে যাবে আগুনের ঘর,
লালন বলে সেইদিন বান্দার, হয় কি গতি।।

(১১৯)

সাঁই আমার কখন খেলে কোন খেলা।।
জীবের কি সাধ্য আছে গণে পড়ে তাই বলা।।
কখন ধরে আকার, কখন হয় নিরাকার,
কেউ বলে সাকার আকার, অপার ভেবে হই ঘোলা।।
অবতার অবতরি, সেতো সম্ভবে তারই,
দেখ তাই জগতে ভরি এক চাঁদে হয় উজালা।।
ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মাঝে, সাঁই বিনা কি খেল আছে,
লালন কয় নাম ধরে সে কৃষ্ণ করিম কালা।।

(১২০)

আকার কি নিরাকার সাঁই রববানা।।
আহাদ-আর আহাম্মদের বিচার হলে যায় জানা।।
আহাদ নামেতে দেখি, মিম হরফ লেখে নফি,
মিম গেলে আহাদ বাকি, আহাম্মদ নাম থাকে না।।
খুদিতে বান্দার দেহে, খোদা সে লুকাইয়ে,
আহাদে মিম বসায়ে, আহাম্মদ হল সেনা।।
এই পদের অর্থ বুঝে, করো জ্ঞান বসবে ধড়ে,
কেউ বলবে লালন ভেড়ে, ফাকড়াম সই বোঝে না।।

(১২১)

আলেফ আর লাম মিমেতে।।
কোরাণ তামাম শোধ লিখিতে।।
আলেফ আল্লাজী, মিম মানে নবী,
লামের হয় দুই মানে,
আর এক মানে সরায় প্রচার, আর মানে মারেফাতে।।
তার দরমিয়ানে লাম, আছে ডানে বাম,
আলেফ মিম দুজনা, যেমন গাছ বীজ অঙ্কুর,
এমত ঘোর, না পারি বুঝিতে।।
ইশারা লিখন কোরাণেরই মানে, হিসাব কর দেহেতে,
তবে পাবি লালন সব, অন্বেষণে ঘুরিস না ঘুরপথে।।

(১২২)

নবিজী মুরিদ কোন ঘরে।।
কোন কোন চার এয়ারে এসে চাঁদোয়া ধরে।।
যার কালেমায় দীন দুনিয়া, সে মুরিদ হল,
কোন কলেমায়, লেহাজ করে দেখ মনরায়,
মুরশিদ তত্ত্ব অঠাই গভীর।।
ওতারিল তারে কোন পিয়ালা, জানিতে উচিত হয় নিরালা,
অরুণ বরুণ জ্যোতিষমালা, কোন যোগাশ্রয়ে সাধ্য কার।।
ময়ূর ময়ূরী লীলা, কোন যোগে প্রকাশ করিলে,
সিরাজ সাঁই এসারায় বলে, লালন ঘুরে ম'লি বুদ্ধির ফেরে।।

(১২৩)

হাতের কাছে মামলা থুয়ে, কেনে ঘুরে বেড়াও মন ভেয়ে।।
ঢাকা শহর দিল্লী নহর, খুঁজলে মিলে এই ঠাঁয়ে।।
মনের ধোকায় মক্কায় যাবি ধাক্কা খেয়ে খাতে ফিরবি,
এমনি ভাবে ঘুরতে হবে, দেহের খবর না পেয়ে
গয়া কাশী মক্কা মদিনা, বাইরে খুঁজে ফাক্কায় পড় না।।
দেহরতি খুজলে পাবি, সকল তীর্থের ফল তায়ে।।
দেখ দেখিয়ে অবোধ মন আমার, অবিশ্বাসে কোথায় প্রাপ্তি করে,
বিশ্বাসে মন নিকটে পায় ধন, লালন ফকির যায় ক'য়ে।।

(১২৪)

হায় কি কলের ঘরখানি বেঁধে, বিরাজ করে সাঁই আমার।।
দেখবি যদি সে কুদরতি, দেলদরিয়ার খবর কর
জলের জোড়া সকল সেই ঘরে,
খুঠির গোড়া শূন্যের উপর শূন্য ভরে সন্ধি করে,
চার যুগে আছে অধর।।
তিল পরিমাণ জায়গা বোঝা যায়, শত শত কুঠরী কোঠা তায়,
নীচে উপর নয়টি দুয়ার, নয় ভাবে সাঁই দিচ্ছে বার।।
ঘরের মালেক আছে বর্তমান একজন, তারে দেখলি নারে দেখবি আর কখন
সিরাজ সাঁই কয় তোমার, বলব কি সাঁইর কীর্তি আর।।

(১২৫)

দেখলাম কি কুদরতিময়।।
বিনা বীজে আজগুবি গাছ, চাঁদ ধরেছে তায়।।
নাই সে গাছের আগাগোড়া শূন্য ভরে আছে খাড়া,
ফুল ধরে তার ফলটি ছাড়া, দেখো ধাঁধা হয়।।
বলব কি সেই গাছের কথা, ফুলে মধু সুধা,
সৌরভেতে হরে ক্ষুধা, দরিদ্রতা যায়।।
জানলে গাছের অর্থ বাণী, চেতন বটে সেহি ধনি,
গুরু বলে তারে মানি, অধীন লালন কয়।।

(১২৬)

আপন আপন খবর নাই।।
গগনের চাঁদ ধরব বলে মনে করি তাই।।
যে গঠেছে প্রেম তরী, সেই হয়েছে চড়নদারি,
কোলের ঘোরে চিনতে নারি, মিছে গোল বাঁধাই।।
আঠার মোকামে জানা, মহারসের বারামখানা,
সে রসের ভিতরে সেনা, আলো করে সাঁই।।

(১২৭)

ভুলো নারে মন কারো ভোলে।।
রাছুলের দিন সত্য মান, ডাক আল্লা বলে।।
খোদা প্রাপ্তি মূল সাধনা, রাছুল বিনে কেউ জানে না,

জাহের বাতুন উপাসনা, রাছুল হইতে প্রকাশিলে।।
দেখাদেখি সাধিলে যোগ, বিপদ হবে বাড়িবে রোগ,
যে জনা শুদ্ধ সাধক, নবীর ফরমানে সে চলে।।
অপরকে বুঝাতে তামাম, করে রাছুল জাহেরা কাম,
বাতুনে মশগুল মোদাম, কারো কারো জানাইলে।।
যেরূপ মুরশিদ সেইরূপ রাছুল, যে ভজে সে হবে মকবুল।।
সিরাজ সাঁই কয় লালন কি কুল, পাবি মুরশিদ না ভজিলে।।

(১২৮)

এ বড়ো আজব কুদরতি।।
আঠার মোকামের মাঝে জ্বলছে একটা রূপের বাতি।।
কিবা রে কুদরতি খেলা, জলের মধ্যে অগ্নি জ্বালা,
খবর জানতে হয় নিরালা, নীরে ক্ষীরে আছে জ্যোতি।।
ছনি মণি লাল জহরে, সে বাতি রেখেছে ঘিরে,
তিন সময় তিন যোগ সে ঘরে, যে জানে সে মহারথী।।
থাকতে বাতি উজ্জলাময়, দেখ না যার ভাস না হৃদয়,
লালন কয় কখন কোন সময়, অন্ধকার হবে বসতি।।

(১২৯)

ডাকরে মন আমার হক নাম আল্লা বলে।।
ভেবে বুঝে দেখ দেখি মন,
হক মোর আল্লার নামটি তাও ভুলে।।
ভরসা নাই এ জেন্দেগানি, পদ্মপাতার পানি,
পড়বে টলে, সুখের বাড়িঘর কোথা পাব কার,
হক না হক কেবল সঙ্গে চলে।।
ভবের ভাই বন্ধু যারা, বিপদ দেখিলে তারা,
পালাবে ফেলে, কায় প্রাণে ভাই, আখের সুপদ নাই,
ক্ষণেক পক্ষী যেমন, থাকে বৃক্ষডালে।।
অকাজে দিন হলরে সাম, কখন লবা সেই আল্লার নাম,
বাজার ভাঙিলে, পেয়েছিলে মন দুর্লভ জনম,
লালন কয় এ জনম যায় বিফলে।।

(১৩০)

কে পারে মক্কর উল্লার মক্কর বুঝিতে।।
আহাদে আহাম্মদ নাম হয় জগতে।।
আহাম্মদ নামে খোদায়, মিম হরফটি নফি কয়,
মিম উঠায়ে দেখনা সবায় কি হয় তাতে।।
আকারে হয়ে জুদা, খোদা যে বলছে খোদা,
দিব্যজ্ঞানী নইলে কিতা, কে পায় জানতে।।
কুলহো আল্লা ছুরায় তার, ঈশারা আছে বিচার,
লালন বলে দেখ না এবার, দিন থাকিতে।।

(১৩১)

না দেখলে লেহাজ করে, মুখে পড়লে কি হয়।।
মনের ঘোরে কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়।।
আহাদ নামেতে দেখি, মিম হরফটি করে নফি,
মিম গেলে সে কি হয় দেখ, পড়ুয়া সবায়।।
আহাদ আর আহাম্মদে, একা এক সে মর্ম যে পায়,
আকার ছেড়ে নিরাকারে, ছেজদা কি দেয়।।
জানাতে ভজন কথা, তাইতে অলিরূপ হয় খোদা,
লালন গেল ঘোলায় পড়ে, দাহারিয়ারই ন্যায়।।

(১৩২)

মেরে সাঁইর আজব কুদরতি, তা কেউ বুঝতে পারে।।
আপনি রাজা আপনি প্রজা ভবের পরে।।
আহাদ রূপ লুকায় হাদি, আহাম্মদী রূপ ধরে,
এ মর্ম না জেনে বান্দা, পড়বি ফেরে।।
বাজিকর পুতলা নাচায়, কথা কওয়ায় আপনি তারে,
জীব দেহ সাঁই চালায় ফেরায়, সেই প্রকারে।।
আপনারে চিনবে যে জন, পশবে সে ভেদের ঘরে,
লালন কয় না জেনে তাও বেড়াও ঘুরে।।

(১৩৩)

নুরের ভেদ বিচার জানা উচিত এবার।।
নবীজি আর নিরূপ খোদার নুর কি প্রকার।।
নবীর যেন আকার ছিল, তাতে নূর চোয়ায় বল,
কি প্রকারে নুর চোয়ায় খোদার।।
আকার বলিতে খোদা, সরাতে নিষেধ সদা,
আকার বিনা নুর চোয়ান প্রমাণ কি তার।।
জাত এলাহি ছিল যুতে, কি রূপে এল ছেফাতে,
লালন বলে নুর চিনিলে ঘোচে আঁধার।।

(১৩৪)

মুরশিদ জানায় যারে সেই জানিতে পায়।।
জেনে শুনে রাখে মনে সে কি কারো কয়।।
নিরাকার হয়, অচিন দেশে আকার ছাড়া চলে না সে,
ন-অন্ত-সবই অন্ত যার নাই, যাহা ভাবে তাই হয়।।
মুনশী লোকের মুনশীগিরি, আকার নাই যার,
বরজক করি, বলে সর্বদায়।।
নুরেতে কুল আলপয়দা, আবার কয় পানির কথা,
নুর কি পানি, বস্তু জানি লালন ভাবে তাই।।

(১৩৫)

মন বিবাগী বাগ মানে নারে।।
যাতে অপমৃত্যু হবে সদায় করে।।
কিসে হবে আমার ভজন সাধন,
মন হল না মনের মতন, দেখে শিমূল ফুল,
সদায় ব্যাকুল, মনকে বুঝাইতে নারি জনম ভরে।।
মনের গুণে কেহ মহাজন হয়, ঠাকুর হয়ে কেহ নিত্যপূজা খায়,
আমার এই মনেতো, আমায় করল হত, দু'কুল হারালাম মনের ফেরে।
মন কি মনাই তারে হাতে পালাম না কিরূপে তার করি সাধনা,
লালন বলে আমি, হলাম পাতালগামী, কি করতে এসে গেলাম কি তারে।।

(১৩৬)

ইবলিছের ছেজদার ঠাঁই ছেড়ে চাই ছেজদা করা।।
হুজুরী নামাজের আইন এমনি ধারা।।
সেজদা করেছে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জোড়া,
কোন জায়গা সে বাদ পড়েছে, দেখ না তোরা।।
জায়গার মাহাত্ম্য বুঝে, ছেজদা দিতে পারে,
ভাব আগমে কয়, তাদের হয় নামাজ সারা।।
কিসে হয় আসল নামাজ, কর সে কাজ সকলে,
লালন বলে আখের যাতে না যাই মারা।।

(১৩৭)

হীরালাল মতির দোকানে গেলে না।।
সদায় কিনলিরে পিতলদানা।।
চটকে ভুলেরে মন, হারালি অমূল্য ধন,
এবার হেরে বাজি কাঁদলে তখন, আর সারে না।।
শেষের কথা আগে ভাবে, উচিত বটে তাই জানিবে,
গত কর্মে বিধি কিরে, মন রসনা।।
ব্যাপারের লাভ করলি ভালো, সে গুণপনা জানা গেল,
অধীন লালন বলে মিছে হল, আনা যানা।।

(১৩৮)

চিনি হওয়া মজা কি খাওয়া মজা,
দেখ দেখি মন কোনটা মজা।।
সালোক্য সামিপ্য সা সাষ্ট রূপ্য মুক্তি আদি এসব মুক্তি পায়,
তারাও হয়ে রয় যমের প্রজা।।
নির্বাণ মুক্তি সেধে যেত, জানা যায় সে চিনির মতো,
মুক্তি হওয়া চিনি, কি খাওয়া চিনি, কিবারে তাতে যায়, দুখ সুখ বোঝা।।
সমঝে ভবে কর সাধন, যাতে মিলে গুরুর চরণ,
অটল ধ্বজা, সিরাজ সাঁই কয় কারণ,
শোনরে অবোধ লালন, ছাড় জল সেচা।।

(১৩৯)

পোল ছেরাতের কথা কিছু ভাবিও মনে।।
পার হতে অবশ্য একদিন হবে সেখানে।।
সে পথ ত্রিভঙ্গ বাঁকা, তাতে হীরার ধার চোকা,
এমান আমান হলে পাকা, তরবে সে দিন।
বলব কিসে পারের দুষ্কর, চক্ষু হবে ঘোর অন্ধকার,
কেউ দেখবে না কারো আকার, কে যাবে কেমন।।
ফাতেমা নবীর করণ, তাঁর দাওন ভরসা তখন,
এখন মেয়ে দোষ লালন দেখলে ছামনে।।

(১৪০)

খাকি আদমের ভেদ পশু কি বোঝে।।
আদমের কালেবে খোদা, খোদে বিরাজে।।
আদম শরীরে আধার, ভাসয় বলিছে অধর সাঁই নিজে,
নৈলে কি আদমকে ছেজদা ফেরেস্তায় সাজে।।
শুনি আজাজীল খাষতন, খাকে আদম তন গঠন,
গঠেছে সেই আজাজীল, খবিছ হল, আদম তন না ভজে।।
আব আতয খাক বাদে ঘর, গঠল জান মালেক মোক্তার, কোন চিজে,
লালন বলে এ ভেদ, সব জানে যে সে ?

(১৪১)

বল কারে খুঁজিস ক্ষেপা দেশ বিদেশে।।
আপন ঘর খুঁজলে রতন পায় অনাসে।।
দৌড়াদৌড়ি দিল্লী লাহোর, আপনার কোলে রয় ঘোর,
নিরূপ আলেক সাঁই মোর, আত্মারূপ সে।।
খেলিলা ব্রহ্মাণ্ডের পর, সে লীলাভাণ্ড মাঝার,
ঢাকা যেমন চন্দ্র আকার, মেঘের পাশে।।
আপনাকে আপনি চেনা, সেই বটে উপাসনা,
লালন কয় আলেক বেনা, হয় তার দিশে।।

(১৪২)

পাগল দেওয়ানের কি ধন দিয়া পাই।।
আছে কি ধন আমার, সদায় মনে ভাবি তাই।।
দেহ মন ধন দিতে হয়, সেও ধন তাঁরই আমার তো নয়,
আমি মুটে মোট চালাই, ভেবে দেখি,
আমি বণিক তাও আমার হিসাব নাই।।
নাগলা বেটার পাগলা খিজি, নয় সামান্য ধনে রাজি,
কোন ভাবে কোন ভাব মিশাই, পাগলার ভাব না জেনে,
যদি যাই সামনে, পাগল হয় কি সঙ্গে মাখলে ছাঁই।।
পাগল ভেবে পাগল হলাম, সেই পাগল কৈ সরল হলাম,
আপন পরত ভুলে নাই, অধীন লালন বলে,
আপনার ভুলে, ঘটে প্রেম পাগলের এমনি বাই।।

(১৪৩)

ঘরে রূপের বাতি জ্বলছেরে সদায়।।
দেখ নারে দেখতে যার বাসনা হৃদয়।।
রতির গিরে ফকসা মারা, শুধুই কথার ব্যবসা করা,
তার কি হয় সে রূপ নেহারা, মিছে গোল বাঁধায়।।
যে দিন বাতি নিবে যাবে, ভবের শহর আঁধার হবে,
শুকপাখি সে পালাইবে, ছেড়ে সুখোদয়।।
সিরাজ সাঁই বলেরে লালন, স্বরূপ রূপে দিয়ে নয়ন,
হবে রূপের রূপ দরশন, পড়িসনে ধাঁধায়।।

(১৪৪)

এই বেলা তোর ঘরের খবর নেরে মন।।
কেবা ঘুমায় কেবা জাগে, কেবা কার দেখায় স্বপন।।
শব্দের ঘরে কে বারাম দেয়, নিঃশব্দে কে আছে সদায়,
যে দিন হবে মহাপ্রলয়, কে কারে করবে দমন।।
দেহের গুরু আছে কেবা, শিষ্য হয়ে কে দেয় সেবা,
যে দিনে তাই জানতে পাবা, কোলের ঘোর যাবে তখন।।
যে ঘরামী ঘর বেঁধেছে, কোনখানে সে বসে আছে,
সিরাজ সাঁই কয় সেনা খুঁজে, দিন তো বয়ে যায় লালন।।

(১৪৫)

কে বুঝিতে পারে তাহার কুদরতি।।
আপনি ঘুমায় আপনি জাগে, আপনি লোটে সম্পত্তি।।
গগনের চাঁদ গগনে রয়, ঘটে পটে হয় জ্যোর্তিময়,
তেমনি খোদা খোদ রূপে রয়, অনন্তরূপ আকৃতি।।
নিরাকার সে বটে, খোদা, অনেকে তাই ভাবে সদা,
আহাম্মদ কদে কেবা করিল সৃষ্টির স্থিতি।
আদম কালের মাঝে, অহোনিশি কে বিরাজে,
লালন বলে তাই না বুঝে, আজাজীলের দুর্গতি।।

(১৪৬)

মানুষে আছে সেই মানুষ মিশে।।
যোগীন্যাসী চার যুগ ভরে বেড়াচ্ছে খুঁজে।।
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়, ধরতে গেলে হাতে কে পায়,
তেমনি আলেক মানুষ আলোতে রয়, আলোকে মিশে।।
অচিন দলে বসতি যার, দ্বিদল পদ্মে বারাম তার,
দিক নিরুপণ যেরূপ যার, দেখবে সে অনাসে।।
আমার হল বিভ্রান্ত মন, বাইরে খুঁজি ঘরেরই ধন,
সিরাজ সাঁই কয় ওরে লালন, দেখ আত্মতত্ত্বে বসে।।

(১৪৭)

করিয়ে বিবির নিহার রাছুল আমার কৈ ভুলেছে রব্বানা।।
জাত ছেফাতে দোস্তি করে, কেউ কারেও ভুলতে পারে না।।
খুঁজে তার মর্মকথা পাবি কোথা, চৌদ্দ নেকা কৈ করেছে,
চৌদ্দ ভুবনের পতি, চৌদ্দ বিবি, করেছে দেখ নমুনা।।
ছেফাতে এসে নবী, তিনটি বিবি সু-সন্তানের মা হয়েছে,
আলেফ লাম মিমে দেখ না, ও দীন কানা, তিনি নবী ছাল্লে আলা।।
আদার বেপারী হয়ে, জাহাজ লয়ে, সাত সমুদ্রের খবর লেনা,
লালন কয় করে করণ, দেখনা নবী ছৈয়ে দেনা।।

(১৪৮)

এযে পার করো হে দয়াল চাঁদ আমারে।।
ক্ষমো হে অপরাধ আমার এ ভব কারাগারে।।
না হলে তোমার কৃপা, সাধন সিদ্ধি কোথাবা, কে করিতে পারে,
আমি পাপী তাইতে ডাকি, ভক্তি দাও মোর অন্তরে।।
পাপী অধম জীব তোমার, তুমি যদি না করো পার,
দয়া প্রকাশ করে, পতিতপাবন নাশা, কে বলব আজ তোমারে।।
জলে স্থলে সব জায়গায়, তোমারই সব কীর্তিময়, ত্রিবিধ সংসারে,
তাই না বুঝিয়ে অবোধ লালন, প'ল বিষয় ঘোরতরে।।

(১৪৯)

গুরু সুভাব দাও আমার মনে।।
তোমার চরণ যেন ভুলিনে।।
তুমি নিদয় যার প্রতি,
সদয় ঘটে কুমতি তুমি মনরথের সারথী,
যথা লও যাই সেইখানে।।
তুমি মন্ত্রের মন্ত্ররী, তুমি তন্ত্রের তন্তরী,
তুমি যন্ত্রের যন্তরী, না বাজাও বাজবে কেনে।।
জন্ম অন্ধ মোর নয়ন, তুমি বৈদ্য সচেতন,
অতি বিনয় করে কয় লালন,
জ্ঞান অঞ্জন দাও মোর নয়নে।।

(১৫০)

চরণ পাই যেন কালাকালে।।
ফেলো না অতুর অধম বলে।।
সাধনে পাইব তোমায় সে ক্ষমতা নাই আমায়,
দয়াল নামটি শুনিয়াছে, এ অধীন কাঙ্গালে।।
জগাই মাধাই দস্যু ছিল, কানা ফেলে গায় মারিল,
তবু প্রভুর দয়া হল, আমায় করো দয়া সেই হালে।।
ভারত পুরাণে শুনি, পতিতপাবন নামের ধ্বনি,
লালন কয় তাই সত্য জানি, আমায় চরণ দিলে।।

(১৫১)

পাপীর ভাগ্যে এমন দিন কি আর হবে রে।।
দেখ দেখ মনরায়, হয়েছে উদয় কি আনন্দময় এই সাধ বাজারে।।
সাধু গুরুর যে মহিমা, বেদে দিতে নারে সীমা,
হেন পদে যার, নিষ্ঠা না হয় তার, না জানি কপালে কি আছে রে।।
সাধুর বাতাসে রে মন বনের কাষ্ঠ হয়রে চন্দন, হেন সাধ সভায়,
এনে মন আমায়, আবার যেন ফেরে ফেলিস নারে।।
যথারে সাধুর বাজারে, তথা সাঁইর বারাম নিরন্তর,
লালন বলে মন খোঁজ কি আর ধন, সাধু সঙ্গ রঙ্গে দ্বেষ করে রে।।

(১৫২)

আমারে কি রাখবেন গুরুর চরণদাসী।।
ইতরপনা কার্য্য আমার অহোনিশি।।
জঠর যন্ত্রণা পেয়ে, এসেছি করার দিয়ে,
সে সকল রহিলাম ভুলে, ভবে আসি।।
চিনলাম নারে গুরু কি ধন, জানলাম না তার সেবা সাধন,
ঘুরতে বুঝি হলারে মন চৌরআশি।।
গুরু যার আছে সদয়, শমন বলে তার কিসের ভয়,
লালন বলে মন তুই আমায় করলি দোষী।।

(১৫৩)

গুরু পদে মতি আমার কৈ হল।।
আজ হবে কাল হবে বলে, কথায় কথায় দিন গেল।।
ইন্দ্র আদি সব বিবাদী, সবাতে বাঁধায় কলহ,
কারও কথা কেউ শুনে না, উপায় কি করি বল।।
যেরূপ দেখি তাইতে আঁখি, হয়ে যায় রে বিভোল,
দীপের আলো দেখে যেমন, পতঙ্গ পুড়ে ম'ল।।
কি করিতে এসে ভবে, কি কার্য করি বল,
লালন বলে সকল আমার যজ্ঞের ঘি কোথায় গেল।।

(১৫৪)

কি হবে আমার গতি।।
কত বেড়াই কত শুনি, ঠিক দাঁড়ায় নাকো প্রতি।।
যাত্রা ভঙ্গ যে নাম শুনে, সেহি বানর হনুমানে,
নিষ্ঠাগুণ তার রাম চরণে, সাধুর খাতায় তার সুখ্যাতি।।
মুচির কেটোয় গঙ্গা এল, কলার ডেগোয় সর্প হল,
এসকল ভক্তির বল, আমার নাইক সে বল ভক্তি।।
মেঘ পানে চাতকের ধ্যান, অন্য বারি করে না পান,
লালন কয় জগতে প্রমাণ, ভক্তির শ্রেষ্ঠ সেহি ভক্তি।।

(১৫৫)

আর কি বসব এমন সাধ বাজারে।।
জানি কোন সময় কোন দশা হয় আমারে।।
সাধুর বাজারে কি আনন্দময়, অমাবশ্যায় পূর্ণচন্দ্র উদয়,
ভক্তি নয়ন যার, সে চাঁদ দৃশ্য তার,
ভববন্ধন জ্বালা যায় গো দূরে।।
দেবের দুর্লভ পদ সে সাধু নাম যার শাস্ত্রে ভাসে,
গঙ্গা মা জননী পতিতপাবনী,
সাধুর চরণ সেও তো বাঞ্ছা করে।।
দাসের দাস তার দাস যোগ্য নয়,
কোন ভাগ্যেতে এলাম এই সাধ সভায়,
লালন বলে মোর, ভক্তিহীন অন্তর,
তাইতো বুঝি প'লাম কদ-আচারে।।

(১৫৬)

চাতক বাঁচে কেমনে।।
মেঘের বরিষণ বিনে।।
তুমি হে নব জলধর, চাতকিনী ম'ল এবার,
ঐ নামের ফল সুফল এবার, রাখো ভুবনে।।
তুমি দাতার শিরোমণি, আমি চাতক অভাগিনী,
তোমা ভিন্ন আর না জানি, রাখ চরণে।।
চাতক মলে যাবে জানা, ঐ নামের গৌরব রবে না,
জল দিয়ে করো সান্তনা, অবোধ লালনে।।

(১৫৭)

মনেরে বুঝাতে আমার হল দিন আখেরী।।
বোঝে না মন আপন মরণ, একি অবিচারী।।
ফাঁদ পাতিলাম শিকার বলে, ফাঁদ উঠিল আপন গলে,
এ লজ্জা কি যাবে ধুলে, ভবের কাছারি।।
পর ক্ষেতে যাই লোভ দেখিয়ে, আপনি পড়ি লোভে মেয়ে,
হাতের মামলা হারা হয়ে, এখন কেঁদে ফিরি।।
ছা'র জন্য আনিলাম আদার, আদারে ছা খেল এবার,
লালন বলে এবার আমার ভগ্ন দশা ভারি।।

(১৫৮)

আমার মনের বাসনা, আশা পূর্ণ হল না।।
বাঞ্ছা ছিল যুগল পদে, সাধ মিটাব ঐ পদ সেধে,
বিধি বৈমুখ হল তাতে, দিল সংসার যাতনা।।
বিধি হয় সংসারের রাজা, আমার করে রাখলেন প্রজা,

কর না দিলে দেয় গো সাজা, কারো দোহাই মানে না।।
পড়ে গেলাম বিধির বামে, ভুল হল মোর মূল সাধনে,
লালন বলে এ তুফানে, ঘুচাও যন্ত্রণা।।

(১৫৯)

এমন ভাগ্য আমার কবে হবে।।
দয়ালচাঁদ আসিয়া পার করিবে।।
সাধনের বল কিছুই নাই, কেমনে সে পারে যাই,
কুলে বসে দিচ্ছি দোহাই, অপার ভেবে।।
পতিতপাবন নাম তার, তাই শুনে বল হয় গো আমার,
আবার ভাবি এ পাপীর ভার, সে কি নিবে।।
গুরুপদে ভক্তিহীন, হয়ে রইলাম চিরদিন,
লালন বলে কি করিতে এলাম ভবে।।

(১৬০)

মনের হল মতি মন্দ।।
তাইতে র'লাম আমি জন্ম অন্ধ।।
ভবরঙ্গে থাকি মজে, ভাব দাঁড়ায় না হৃদয় মাঝে,
গুরুর দয়া হবে কিসে, দেখে ভক্তিবিহীন পশুর জন্ম।।
তেজিয়ে রে সুধা রতন, গরল খেয়ে ঘটাই মরণ,
মানিনে সাধুগুরুর বচন, মূল হারাইয়ে শেষ হইরে ধন্ধ।।
বালক বৃদ্ধ সকলে কয়, সাধু চিত্ত আনন্দময়,
লালন বলে আমার সদায়, যায় না মনের নিরানন্দ।।

(১৬১)

আমার দিন কি যাবে এই হালে।।
আমি পড়ে আছি অকুলে।।
কত অধম পাপী তাপি, অবহেলায় তারিলে।।
জগাই মাধাই দুটি ভাই, কানা ফেলে মারিলে গায়,
তারে তা নিলে, আমি পাপী ডাকছি সদায়, দয়া হবে কোন কালে।।
অহল্যা পাষাণী ছিল, সেও তো মানবী হল, চরণধূলাতে,
আমি তোমার কেউ নহি গো, তাই কি মনে ভাবিলে।।
তোমার নাম লয়ে যদি মরি, দেখব তবু তোমারই আর যাব কোন কুলে,
তোমা বই আর কেউ নাই আমার, মূঢ় লালন কেঁদে বলে।।

(১৬২)

জানব এই পাপী হতে।।
যদি এসেছ হে গৌর জীবকে তাড়িতে।।
নদীয়া নগরে যত জন, সবারে বিলালে প্রেম ধন,
আমি নরাধম, না জানি মরম, চাইলে না হে গৌর আমা পানেতে।।
তোমারই সুপ্রেমের হাওয়ায়, কাঠের পুতুল নলিন হয়,
আমি দীনহীন ভজনবিহীন, অপার হয়ে বসে আছি কূপেতে।।
মলয় পর্বতের উপর, যত বৃক্ষ সকলই হয় সার,
কেবল যায় জানা, বাঁশে যার হয় না,
লালন প'ল তেমনি প্রেমশূন্য চিতে।।

(১৬৩)

এমন মানবজনম আর কি হবে।।
দয়া করো গুরু এবার এই ভবে।।
অনন্তরূপ সৃষ্টি করলে সাঁই, মানবের তুলনা কিছু নাই,
দেব দেবতাগণ করে আরাধন, জনম নিতে মানবে।।
কত ভাগ্যের ফলে না জানি, পেয়েছি এই মানবতরণী,
বেয়ে যাও ত্বরায়, তরি সুধারায়, যেন ভরা না ডোবে।।
এই মানবে হবে মাধুর্য্য ভজন, তাইতে মানব গঠলে নিরঞ্জন,
এবার চললে আর, না দেখি কিনার, অধীন লালন কয় কাতর ভাবে।।

(১৬৪)

আমি কি দোষ দিব কারে রে।।
আপন মনের দোষে প'লাম রে ফেরে।।
সুবুদ্ধি সুস্বভাব গেল, কালের স্বভাব মনে হল,
ত্যাজিয়ে অমৃত ফল, মাখাল ফলে মন মজিল রে।।
যে আশায় এই ভবে আসা, ভাঙ্গিলরে আশার বাসা,
ঘটিলরে কি দুর্দশা, ঠাকুর গড়তে বানর হলরে।।
গুরু বস্তু চিনলি না মন, অসময় কি করবি তখন,
বিনয় করে বলছে লালন, যজ্ঞের ঘৃত কুত্তায় খেলরে।।

(১৬৫)

কারে দিব দোষ, নাহি পরের দোষ,
মনের দোষে আমি প'লাম ফেরে রে।।
আমার মন যদি বুঝিত লোভের দেশ ছাড়িত,
লয়ে যেত আমায় বিরজা পারে।।
মনের গুণে কেহ হল মহাজন,
ব্যাপার করে গেল অমূল্য রতন,
আমারে মজালো অবোধ মন,
পারের সম্বল কিছুই, না গেলাম করে।।
অন্তিমকালের কালে কিনা জানি হয়,
একদিনও ভাবলেনা অবোধ মনরায়,
যাবে জানা যাবে যে দিন, সম্বন্ধরে।।

কামে চিত্ত হত মন আমার,
ত্যেজে গরল খায় সে বে-শুমার,
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার,
বুঝি ভগ্নদশা ভারি, ঘটলরে তোরে।।

(১৬৬)

জগৎ মুক্তিতে ভুলালেন সাঁই।।
ভক্তি দাওহে যাতে চরণ পাই।।
ভক্তিপদ বঞ্চিত করে, মুক্তি পদ দিচ্ছ সবারে,
যাতে জীব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে, কাণ্ড তোমার দেখতে পাই।।
রাঙ্গা চরণ পাব বলে, বাঞ্ছা সদা হৃদকমলে,
নামের মিঠায় মন মজালে, রূপ কেমন তাই দেখতে চাই।।
চরণের যোগ্য মন নয়, তথাপি মন রাঙ্গা চরণ চাই,
ফকির লালন বলে হে দয়াময়, দয়া করো আজ আমায়।।

(১৬৭)

পারে লয়ে যাও আমায়।।
আমি অপার হয়ে আছি বসে, ওহে দয়াময়।।
আমি একা র'লাম ঘাটে, ভানু সে বসিল পাটে,
তোমা বিনা ঘোর সঙ্কটে, না দেখি উপায়।।
নাহি আমার ভজন সাধন, চিরদিন কুপথে গমন,
নাম শুনি হে পতিতপাবন, তাইতে দেই দোহাই।।
অগতির না হলে গতি, ও নামে রহিবে ক্ষতি,
লালন কয় অকুলের গতি, কে বলবে তোমায়।।

(১৬৮)

আর আমার কেউ নাই গুরু তুমি বিনে।।
অযতনে ডুবল ভরা, তরাও গুরু নিজগুণে।।
সাধের একখান তরী ছিল, অযতনে বিনাশিল
বান সকল ছাড়িয়ে গেল,
জল চুয়ায় রাত্র দিন,
সময়ে গাব দিতাম যদি,
বাইতাম তরী জন্মবধি,
আমার এই দেহ তরী আদরিত মহাজনে।।
লয়ে এলাম ষোল আনা, ব্যাপার করিব দুনা, আসলে পল উনা,
নিকাশ দিতে টানাটানি, কি যেন খাওয়াল নেশা, নষ্ট হল সকল দিশা,
সময়ে জাগিল পরে, জাগলে ঘর ত চোরে যায় না।।
ষোল আনা বোঝাই করে, পাঠায় দেয় ঠক বাজারে,
কারবার সব চোরে চোরে, কিছু আমি টের পেলাম না,
সিরাজ সাঁ বলেরে লালন রংপুর দোকান দিলি কেনে।।

(১৬৯)

একদিন পারের ভাবনা ভাবলি নারে।।
পার হবি হীরার সাঁকো কেমন করে।।
বিনা কড়ির বেচা কেনা, মুখে আল্লার নাম জপ না,
তাতে কি অলস পানা, দেখি তোরে।।
একদমের ভরসা নাই, কখন কি করিবেন সাঁই,
তখন কার দিবি দোহাই, কারাগারে।।
অনুরাগে সাজাও তরি, মুরশিদ কর কাণ্ডারী,
লালন কয় যার যার পাড়ি, যাও না সেরে।।

(১৭০)

হক নাম বল রসনা।।
যে নাম স্মরণে রে মন, যাবে জঠর যাতনা।।
শিয়রে শমন বসে, কখন যেন বাঁধে কষে,
রইলি ভুলে বিষয় বিষে, দিশে হল না।।
কয়বার যেন ঘুরি ফিরি, পেয়ে এলে মানবপুরী। ।
এবার যেন অলস করি, সে নাম ভুলো না।।
ভবের ভাই বন্ধু আদি, কেউ না হবে সঙ্গের সাথী,
লালন বলে গুরু রথী, করো সাধনা।।

(১৭১)

চাঁদ বদনে বল গো সাঁই।।
বান্দার এক দমের ভরসা নাই।।
হিন্দু কি যবনের বালা, পথের পথিক চিনে ধর এই বেলা,
পিছে কাল শমন, ফিরছে সর্বক্ষণ, কোন দিন বিপদ ঘটাবে ভাই।।
আমার বিষয় আমার বাড়িঘর, এই বলে দিন গেল গো আমার,
বিষয় বিষ খাবি সে ধন হারাবি, শেষে কাঁদলে তো ছাড়বে না ভাই।
নিকটে থাকিতে সেহি ধন, বিষয় চঞ্চলাতে চিনলি নারে মন,
ফকির লালন কয়, সে ধন কোথায় রয়, আখের খালি হাতে যায় সবায়।।

(১৭২)

বাকির কাগজ গেল হুজুরে।।
কোন দিন জানি আসবে শমন, সাধের অন্তঃপুরে।।
যখন ভিটায় হও বসতি, দিয়াছিলে খোষ কবলতি,
হরদমে নাম রাখব স্মৃতি, এখন ভুলেছ তারে।।
আইন মাফিক নিরিখ দেনা, তাও দেখি তোর ইতরপনা,
যাবে রে মন যাবে জানা, জানা যাবে আখেরে।।
সুখ পেলে হও সুখে ভোলা, দুঃখ পেলে হও দুঃখ উতলা,
লালন কয় সাধনের খেলা, কিসে যুত ধরে।।

(১৭৩)

মনের মনে হল না একদিনে।।
ছিলাম কোথায় এলাম হেথায়, যাব কার সনে।।
পাকা দালান কোঠা দিব, মহাসুখে বাস করিব,
ভাবলাম না কোন দিনে যাব, যাব শ্মশানে।।
আমার বাড়ি আমারই ঘর, বলা কেবল ঝাকমারী সার,
কোন দিন পলকে হইবে সংহার, হবে কোন দিনে।।
কি করিতে কিবা করি, পাপে বোঝাই হল তরী,
লালন কয় তরঙ্গ ভারী, দেখি সামনে।।

(১৭৪)

দেখ না মন ঝাকমারী এই দুনিয়াদারী।।
পরিয়ে কৌপীন ডোরা, মজা উড়ায় হায় ফকিরি।।
যা করো তা করোরে মন, পাছের কথা রেখো স্মরণ বরাবরি,
সাথে সাথে ফিরছে শমন, কখন হাতে দিবে দড়ি।।
ভাই বন্ধু পরিজনা, সঙ্গের সাথী কেউ হবে না, মন তোমারই,
খালি হাতে একা পথে বিদায় করে দিবে তোরই।।
ভবের আশা বাসা রে মন, পড়ে রবে ঠিক নাই তারই,
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয় লালন ভেড়ো, হসনে কারও এন্তেজারী।।

(১৭৫)

মন আমার কিছার গৌরব করছ ভবে।।
ভেবে দেখ মন হাওয়ার খেলা, বন্ধ হতে দের কি হবে।।
হাওয়াতে হাওয়া খানা, মওলা বলে ডাক রসনা,
শিয়রে কাল শমনে, কখন যে কু ঘটাবে।।
বন্ধ হলে এই হাওয়াটি, মাটির দেহ হবে মাটি,
ভেবে বুঝে হও মন খাঁটি, কে তোরে কত বুঝাবে।।
ভেবে আসার অগ্রেতে মন, বলেছিলে করব সাধন,
লালন বলে সে কথা মন, ভুলেছ এই ভবের লোভে।।

(১৭৬)

এ দেশেতে এই সুখ হল, আবার কোথা যাই না জানি।।
পেয়েছি এক ভাঙা তরী, জনম গেল সেচতে পানি।।
আহারে এই পাপীর ভাগ্যে, দয়াল চাঁদের দয়া হবে,
আমার দিন এই হালে যাবে, বাহিয়ে পাপের তরণী।।
আমি বা কার কে-বা আমার প্রাপ্য বস্তু ঠিক নাহি তার,
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার, উদয় হয় না দিনমণি।।
কার দোষ দিব এ ভুবনে, হীন হয়েছি ভজন গুণে,
লালন বলে কত দিনে, পাব সাঁইর চরণ দুখানি।।

(১৭৭)

মনেরে বোঝাই কিসে, ভব যাতনায় জ্ঞানচক্ষু আঁধার,
ঘিরল রে যেমন রাহুতে এসে।।
যেমন বনে আগুন লাগে, দেখে সর্ব লোকে,
মন আগুন কে দেখে, মন কোঠা ভাসে।।
এ সংসারে বিবি বড়ো বল ধরে,
কর্ম ফাঁদে বেঁধে মারিছে আমারে,
কারে শুধাই এ সব কথা, কে ঘুচাবে ব্যথা,
মন আগুনে মন দগ্ধ হতেছে।।
ভবে আসা আমার মিথ্যা আসা হল,
অসার ভাবিয়া সকলই ফুরাল,
পূর্বে যে সুকৃতি ছিল, পেলাম তার ফল,
আবার যেন আমার কি হবে শেষে।।
গণে আমি দেওয়া হয়ে যায় রে কুয়ো,
তেমনি হল আমার সকল কার্য ভুয়ো,
লালন ফকির সদয়ে দিচ্ছে গুরুর দোহাই,
আর যেন না আসি, এমন দেশে।।

(১৭৮)

আপন মনে যার গরল মাখা থাকে।।
যেখানে যায় সুধার আশে, তথায় গরল দেখে।।
মনের গরল যাবে যখন, সুধাময় সব দেখবে তখন,
পরশিলে এড়ায় শমন, নইলে পড়বি পাকে।।
কীর্তি কর্মার কীর্তি অঠাই, যে যা ভাবে তাই দেখতে পায়,
গরল বলে কারে দোষাই, ঠিক পড়ে না ঠিকে।।
রামদাস মুচির মন সরলে, চামের কেটোয় গঙ্গা মিলে,
সিরাজ সাঁ কয় লালনেরে, তা কি ঘটবে তোকে।।

(১৭৯)

আয় কে যাবি ওপারে।।
দয়াল চাঁদ মোর দিচ্ছে খেওয়া, অপার সাগরে।।
পার করে সে জগৎবেড়ী, লয়না কারো টাকা কড়ি,
সেরেসুরে মনের দেড়ী, ভার দে নারে।।
যে দিল তার নামের দোহাই, তারে দয়া করিলেন সাঁই,
এমন দয়াল আর দেখি নাই, ভবসংসারে।।
দিয়ে ঐ চরণে ভার, কত পাপী হইল পার,
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার, ঘোর যায় নারে।।

(১৮০)

বিষয় বিষে চঞ্চলা মন দিবা রজনী।।
মনকে বোঝালে বুঝে না ধর্মের কাহিনী।।
বিষয় ছাড়িয়ে কবে আমার মন, শান্ত হবে হে,

কবে সে চরণ, করিব স্মরণ,
শীতল করিব তাপিত পরানী।।
কোনদিন শ্মশানবাসী হব,
কি ধন সঙ্গে লয়ে যাব হে,
কি করি কি কই, ভূতের বোঝা বই,
একদিন ভাবিলাম না, গুরুর বাণী।।
অনিত্য দেহেতে বাসা, তাইতে এতই আশার আশা হে,
লালন ফকির বলে, দেহ নিত্য হলে,
আর কত কি মনে করত না জানি।।

(১৮১)

বসতবাড়ির ঝগড়া কেজে, আমার তো কই মিটল না।।
কার গোহালে কে ধূমা দেয়, সব দেখি তা-না-না।।
ঘরের চোরে ঘর মারে যার, বশতের সুখ হয় কিসে তার,
ভূতের কীর্তি যেমন প্রকার, এমন তার বসতখানা।।
দেখে শুনে আত্মকলহ, কর্তাব্যক্তি হত হল,
সাক্ষাতে ধন চোরে গেল, এ লজ্জা তো যাবে না।।
সর্বজয় হাকিমের তরে, আরজি করি বারে বারে,
লালন বলে আমার পানে, একবার ফিরে চাইলে না।।

(১৮২)

সে কি আমার কবার কথা, আপন বেগে আপনি মরি।।
দয়াল হরি এসে হৃদয় বসে, করে আমার মন চুরি।।
দেখলাম যারে ঘুমের ঘোরে, চেতন হয়ে পাই না তারে,
কোন শহরে লুকাইলে, নব বসের রসবিহারী।।
কিবা গৌর রূপ লম্পটে, ধৈর্য্য ডুরি দেয় গো কেটে,
আমার লজ্জা সরম যায় গো ছুটে, ঐ রূপ যখন মনে করি।।
চাতক রইল মেঘের আশে, ফাঁকি দিয়া আর না আসে,
লালন বলে তাই আমাকে করলেন গৌর বরাবরই।।

(১৮৩)

কেন ডুবলি না মন গুরুর চরণে।।
এসে কার শমন, বাঁধবে কোন দিনে।।
নিদ্রাবেশে নিশি গেল, বৃথা কাজে দিন ফুরাল,
চেয়ে দেখলি নে, এবার গেলে আর হবে না, পড়বি কুক্ষণে।।
আমার পুত্র আমার দ্বারা, সঙ্গে কেউ যাবে না তারা, যেতে শ্মশানে,
আসতে একা যেতে একা, তা কি জানিস নে।।
এখনও তোর আছে সময়, সাধলে কিছু ফল পাওয়া যায়,
যদি লয় মনে, সিরাজ সাঁই বলেরে লালন ভ্রমে ভুলিস নে।।

(১৮৪)

হতে চাও হুজুরে দাসী।।
মনে গলদ ভর রাশি রাশি।।
জানো না প্রেম উপাসনা, না জানো সেবা সাধনা,
সদায় দেখি ইতরপনা, প্রিয় রাজি হবে কিসি।।
কেশ বেঁধে বেশ করলে কি হয়, রসবোধ না যদি রয়
রসবতী কে তারে কয়, কেবল মুখে কাষ্ঠ হাসি।।
কৃষ্ণ পদে ভক্তি সেবন করেছিলে গোপী সুজন,
সিরাজ সাঁই কয় অবোধ লালন,
পারবি ছেড়ে সুখবিলাসী।।

(১৮৫)

মধুর দেলদরিয়ায় ডুবিয়া কর ফকিরি।।
কর ফিকিরি ছাড় ফকিরি, হবে আখেরী।।
খোদার তত্ত্ব বান্দার দেল যথা,
বলেছে কোরানে খোদে খোদ কর্তা,
আজাজিলের পর, হল খাতাদার, মন না ডুবিলি গভীরি।।
জানতে হয় সে দেলের চৌদ্দ ঘর, আঠারো মোকাম চারেতে প্রচার,
লা-মোকাম তাহার উপর নিজ আসন সেই পুরী।।
দেল দরিয়ার ডুবারু যে হয়, আলখানার ভেদ সেহি জানতে পায়,
আলে আজব কল, দ্বিদলে বারাম, ফকির লালন খোঁজে বাহিরি।।

(১৮৬)

যেও না আন্দাজী পথে মন রসনা।।
কুপাকে কুপেচে পড়ে, তোমার প্রাণ বাঁচবে না।।
পথের পরিচয় করে, যাও না মনের সন্দেহ মেরে,
লাভ লোকসান বুদ্ধি দ্বারে, যায় গো জানা।।
উজান ভেটেন পথ দুটি, দেখে নয়ন করে খাঁটি,
দাও যদি মন গড়া ভাটি, কুল পাবা না।।
অনুরাগ তরনী করো, বাও চিনে উজানে ধরো,
লালন বলে করতে পারো মূল ঠিকানা।।

(১৮৭)

মন কি তুই ভড়ুয়া বাঙ্গাল জ্ঞান ছাড়া।।
সদরে সাজ করছ ভাল, পাছ বাড়ি তোর নাই বেড়া।।
কোথায় বস্তু কোথায় মন, চৌকি পাহারা দাও অনুক্ষণ,
কাজ দেখি পাগলের মতন, কথায় দেখি কাঠ ফাঁড়া।।
কোন কোণায় কি হচ্ছে ঘরে, একদিন দেখলি না তারে,
পিতৃধন সব গেল চোরে, হলিরে তুই ফুকতাড়া।।
পাছ বাড়ি আটেল কর, ঘর চোরারে চিনে ধর,
লালন বলে নইলে তোর, থাকবে না মূল এক কড়া।।

(১৮৮)

খুলবে কেন সে ধন, মালের গ্রাহক বিনে।।
মুক্তা মণি রেখেছে ধনী, বোঝাই করে সে দোকানে।।
সাধু সওদাগর যারা, মালের মূল্য জানে তারা
মন দিয়ে মন অমূল্য রতন, জেনে শুনে তারাই কেনে।।
মাখাল ফলের রূপ দেখে, সদায় যেমন নাচে কাকে,
আমার মন চটকে বিভোর, সার পদার্থ নাহি চিনে।।
মন তোমার গুণ জানা গেল, পিতল কিনে সোনা বল,
সিরাজ সাঁইর বচন, মিথ্যা নয় লালন,
তুই মন হারালি দিনে দিনে।।

(১৮৯)

সহজে কি সই হবা।।
ডাবের উপর মুগুর প'লে, সেই দিনেগে টের পাবা।।
চিরদিন ইচ্ছা মনে, আইল ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবা,
বাহার তোর গেল চলে, কোন দিনে পাতাল ধা-বা।।
সুখের আশা থাকলে মনে, দুঃখের ভার নিদানে,
অবশ্য মাতায় নিবা, সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভালো,
সে কালে তাই পস্তাবা।।
ইল্লতে স্বভাব হলে, পানিতে যায় না ধুলে,
খাজলতি কিসে ধুবা, লালন বলে হিসাব কালে,
সকল ফিকির হারাবা।।

(১৯০)

পাপ ধর্ম যদি পূর্বে লেখা যায়।।
কর্মের লিখন কাজ করিলে, দোষ গুণ তার কি হয়।।
শুনতে পাই সাধু সংস্কার,
পূর্বে যদি না থাকে কার, তার কি আশায়।।
বাদশার আজ্ঞায় দিলে ফাঁসি, ফাঁসিদার কি হয় গো দোষী,
জীব করায় সব নরকবাসী খোদ কি দয়াময়।।
কর্মের দোষ কি কাজকে দোষাই, কোন কথাটি গেরো দেই ভাই,
লালন বলে আমার বোধ নাই, বললে কি তাই হয়।।

(১৯১)

সামান্যে কি সে ধন পাবে।।
দীনের অধীন হয়ে চরণ সাধিতে হবে।।
গুরুপদে কি না হল, কত বাদশার বাদশাই ছাড়িল,
কত কুলবতীর কুল গেল, কালারে ভেবে।।
গুরুপদে কতজনা, বিনামূল্যে হয়ে কেনা,
করে গুরুর দাস্যপনা, সে ধনের লোভে।।
কত কত যোগী ন্যাসী, যুগ যুগান্তর বনবাসী,
পাব বলে কালশশী, বসেছে স্তবে।।
গুরুপদে যার আশা অন্য ধনে নাই লালসা,
লালন ভেড়োর বুদ্ধিনাশা, ম'ল দো আশা ভেবে।।

(১৯২)

আমার হয় না রে সেই মনের মতো মন।।
কিসে জানবে রে সেই রাগের করণ।।
পড়ে রিপু ইন্দ্র ভোলে, মন বেড়ায়রে ডালে ডালে,
দুই মনে এক মন হইলে, এড়াব শমন।।
রসিক ভকত যারা মনে মন মিশাল তারা,
শাসন করে তিনটি ধারা, পেল রতন।।
কবে হবে নাগিনী বশ, সাধব কবে অমৃত রস,
সিরাজ সাঁই কয় বিষেতে নাশ, হলি লালন।।

(১৯৩)

শহরে ষোল জনা বোম্বেটে।।
করিয়া পাগল পারা, তারাই নিলো সব লুটে।।
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি, চোরের শিরোমণি,
নালিশ করিব আমি, কোন সময় কার নিকটে।।
ছয় জনা ধনী ছিল, তারা সব ফতুর হল,
কারবারে ভঙ্গ দিল, কখন যেন যায় উঠে।।
ছিল ধন মাল পোরা, খালি ঘর জমা করা,
লালন কয় খাজনারই দায়, কখন যেন যায় লাটে।।

(১৯৪)

না হলে মন সরল, কি ধন মিলে কোথায় ঢুঁড়ে।।
হাতে হাতে বেড়াও কেবল তৌবা পড়ে।।
মনে যার পড়ে কালাম, তারই সুনাম, হুজুরী বাড়ে,
যার মন খাঁটি নয়,
বাঁধলে কি হয় বনে কুঁড়ে।।
মক্কা মদিনায় যাবি, ধাককা খাবি, মন না মুড়ে,
হাজী নাম পাড়াবি, কেবল শুধু জগৎ জুড়ে।।
মন যার হয়েছে খাঁটি, মুখে যদি গলদ পড়ে,
তাতে খোদা নারাজ নয়রে লালন ভেড়ে।।

(১৯৫)

ভুলব না ভুলব না বলি, কাজের বেলা ঠিক থাকে না।।
আমি বলি ভুলব নারে, স্বভাবে ছাড়ে না মোরে,

কটাক্ষে মন পাগল করে দিব্য জ্ঞানে দিয়ে হানা।।
চোরের দায়ে দেশান্তরী, সে চোর দেখি সঙ্গধারী,
মদন রাজার ডাঙকা ভারি, কামজালা দেয় অন্তঃপুরী,
ভুলে যার মোর মন কাণ্ডারী, কি করবে গুণগরি জনা।।
রঙ্গে মেতে সং সাজিয়ে, বসে আছ সেই গুমানে,
কুসঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে, সুমতি মোর গেল দূরে,
খাবি খাই অপারে পড়ে, এ লজ্জা তো ধুলে যায় না।।
সঙ্গগুণে রং ধরে, জানলাম কার্য অনুসারে,
সু-সখারে সঙ্গে করে, জানতাম যদি সু-সঙ্গেরে,
লালন বলে তবে কিরে, সেচড়ে মারে মালখানা।।

(১৯৬)

কোন কুলেতে যাবি মনরায়।।
গুরুকুলে যেতে হলে লোককুল ছাড়তে হয়।।
দুকুল ঠিক রয় না গাঙ্গে এক কুল বাধে এক কুল ভাঙে,
তেমনি জান সাধুসঙ্গে, বেদ বিধি কুল দুরে যায়।।
রোজা পূজা বেদের আচার, তাই যদি মন করো এবার,
নির্বেদের কাজ বেদ বেদান্তর, সে-তো মায়াবাদীর কার্য নয়।।
বুঝে সুজে এক কুলধর, দো-ধারায় কেন ঘুরে মর,
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোর ফু-ফুরাবে কোন সময়।।

(১৯৭)

আয়কে যাবি তোরা আয় না জুটে।।
নিতাইচাঁদ হয়েছে নেয়ে ভবের ঘাটে।।
হরি নামের তরনী তার, রাধানামের বাদাম তার,
ভব তুফান বলে বয় কি রে তোর, সেই নায় উঠে।।
আমার নিতাই বড়ো দয়াময়, পারের কড়ি নাহি লয়,
এমন দয়াল মিলবে কোথায়, এই ললাটে।।
ভাগ্যবান যে জন ছিল, সেই তরীতে পার হইল,
লালন ঘোর তুফানে প'ল, ভক্তি কেটে।।

(১৯৮)

সামান্যে কি তারে দেখা, বেদে যার নাই রূপ রেখা।।
সদায় থাকে অচিন দেশে,
দোসর নাইক তার পাশে, ফেরে একা একা।।
সবে বলে পর মিষ্টি, কার না হল দৃষ্টি,
বরাতে করিল সৃষ্টি, তাই লয়ে লেখা জোখা।।
কিঞ্চিৎ ধ্যানে মহাদেব, সে তুলনা কি সার হব,
লালন বলে গুরু ভাব, তবে যাবে সকল ধোকা।।

(১৯৯)

আজ রোগ বাড়ালি কুপথ্য করে।।
ঔষধ খেয়ে অপযশটি করলি কবিরাজেরে।।
মানলে কবিরাজের বাক্য তবেতো রোগ হত আরোগ্য,
মধ্যে মধ্যে নিজে বিজ্ঞ, হয়ে রোগ বাড়ালিরে।।
অমৃত ঔষধ খালি, তাতে মুক্তি নাহি পেলি,
লোভ লালসে ভুলে রইলি, ধিক তোর লালসেরে।।
লোভে পাপ পাপে মরণ, তা কি জানো নারে মন,
লালন বলে যা যা এখন, মরগা ঘোর বিমারে।।

(২০০)

কোন দেশে যাবি মনা চল দেখি যাই।।
কোথা পীর হও তুমি রে, তীর্থে যাবি সেখানে কি পাপী নাইরে।।
বিবাদী তোর দেহে সকল, অহোনিশি করছেরে গোল,
যথা যাবি তথা পাগল কররে তোরে।।
নারী ছেড়ে জঙ্গলে যায়, স্বপ্নদোষ কি হয় না তথায়,
সাথের বাঘে সবারে খায়, তখন আর কে ঠেকায় রে।।
ভিমরে বার বসে তের, তা তো সবাই শুনে ফের,
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোর বুদ্ধি নাইরে।।

(২০১)

তা-কি পারবি তোরা, জেন্দা মরা সে প্রেম সাধনে।।
যে প্রেমে কিশোর কিশোরী মজেছে দুজনে।।
কামে থেকে নিষ্কামী হয়, কামরূপে কামশক্তির আশ্রয়,
তার ছন্দি জানা সে না বড়ো, কঠিন জীবের মনে।।
লাগিলে সেই অরুণ কিরণ, কমলিনী প্রফুল্ল বদন,
তেমনি গতি সাধনে রতি, আনে আকর্ষণে টেনে।।
সামর্থা আর শম্ভ রসের মান, উভয় জনের সমান সমান,
লালন ফকির ফাঁকে ফেরে, কঠিন দেখে শুনে।।

(২০২)

সামান্য জ্ঞানেতে মন তাই পারবি রে।।
বিষজুদা করিয়া সুধা রসিক জনা পান করে।।
কত জনা সুধার আশায়, হাত দিতে যায় ফণীর মাথায়,
বিষের আতোষ লেগে গায়, মরণ দশা ঘটে রে।।
দেখা দেখি মন কি ভাব, সুধা খেয়ে অমর হয়,
পার যদি ভালই ভাল, নৈলে লেঠা বাধবে রে।।
অহি মুণ্ডে উভয় যদি, হিংসা ছেড়ে হয় পিরীতি,
লালন কয় অমূল্য নিধি, সেধে অমর হয় সে রে।।

(২০৩)

কেন ম'লিরে মন, ঝাঁপ দিয়ে তোর বাবার পুকুরে।।
কামে চিত পাগল পাই তোরে।।
কেনরে মন এমন হলি, যাতে জন্ম তাইতে ম'লি,
ঘুরতে হবে লক্ষ গলি, হাতে পায় বেড়ি সার করে।।
দীপের আলো দেখেরে মন, উড়ে পড়ে পতঙ্গগণ,
অবশেষে হারায় জীবন, মন আমার তাই করলি হারে।।
সিরাজ সাঁ দরবেশে তাই কয়, শক্তিরূপে ত্রিজগৎময়,
লালন কেবল ঘোরে সদায়, আত্মতত্ত্ব না সেরে।।

(২০৪)

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।।
লালন বলে জাতের বিচার হলো না জনম ভরে।।
সুন্নত দিলে হয় মুসলমান, নারী লোকের কি হয় বিধান,
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ, বামনি চিনি কিসেরে।।
কেউ মালা কেউ তছবি গলে তাইতে কি জাত ভিন্ন বলে,
আসা কিংবা যাবার কালে, জাতি তখন রয় কারে,
মিছা কেবল জাতের কথা, ঝগড়া করি যথা তথা,
লালন বলে জেতের কথা ডুবাইয়াছি সাধ বাজারে।।

(২০৫)

ভাবের উদয় যে দিন হবে।।
এসে হৃদকমলে রূপ ঝলক দিবে।।
ভাব শূন্য হইলে হৃদয়, বেদ পড়িলে কি ফল হয়,
ভাবের ভাবি থাকলে সদায়, গুপ্ত ব্যক্ত ভাব সব জানা যাবে।।
শতদল সহস্রদল, একরূপে করেছে আলো,
সে রূপে যে নয়ন দিল, মহাকাল শমন তার কি করিবে।।
অদৃষ্ট ভাবনা করা, আঁধার ঘরে সর্প ধরা,
লালন বলে রসিক যারা ভাবের বাতি জেলে নিত্যধামে যাবে।।

(২০৬)

না জেনে করণ কারণ, শুধু কথায় কি হবে।।
কথায় যদি ফলে কৃষি, বীজ কেনে রোপে।।
গুড় বল্লেকি মুখ মিষ্ট হয়, দ্বীপ না জ্বাললে আঁধার কি যায়,
তেমনি জানো আল্লা বলায় আল্লা কি পাবে।।
রাজারে পৌরষ করে, জমির কর কি বাঁচে সে রে,
এই কি তার একরারের কাজরে, শুধু পৌরষে ছাড়বে।।
গুরু ধরো খোদকে চিনো, সাঁইর আইন আমূলে আনো,
লালন বলে তবে মন, সাঁই তোরে নিবে।।

(২০৭)

আপন মনের বাঘে যারে খায়।।
কোনখানে পালালে বাঁচা যায়।।
বন্ধ ছন্দ করিরে এঁটে, ফস করে যায় সকলই কেটে,
অমনি সে গজিয়ে উঠে, মনপাখিরে হানা দেয়।।
মরার আগে যে মরতে পারে, কোন বাঘে কি করতে পারে,
মরা কিসে আবার মরে, মরিলে সে অমর হয়।।
মরার আগে জীয়ন্তে মরা, গুরু প্রতি মন নঙ্গর করা,
লালন সে পতঙ্গ ধারা, আপনি দেখে মরতে যায়।।

(২০৮)

আপন মনের গুণে সকলই হয়।।
পিড়ায় পায় পেড়োর খবর কেউ দূরে যায়।।
নামটি রাম দাস বলে জাতি সে মুচির ছেলে,
গঙ্গা আনিলে হরে, চাম কাটুয়ায়।।
ভক্ত সে জোলা কবীর, উড়িষ্যায় তাহার জাহির,
ছত্রিশ জাত তারই মাড়ী, তুড়ানী খায়।।

(২০৯)

দেখে শুনে জ্ঞান হল না।।
কি করিতে কি করিলাম, দুধেতে মিশালাম চোনা।।
মদন রাজার ডাঙ্কা ভারি, হলাম তাহার আজ্ঞাকারী,
যার মাটিতে বসত করি, চিরদিন তারে চিনলাম না।।
রাগের আশ্রয় নিলেরে মন, কি করিতে পাবে মদন,
আমার হল কাম লোভী মন, হলাম মদন রাজার গাঠরী টানা।।
উপর হাকিম একই দিনে, দয়া করবেন নিজ গুণে,
দীনের অধীন লালন ভনে, গেলনা মনের দো-টানা।।

(২১০)

চাতক স্বভাব না হলে।।
অমৃত মেঘের বারি, কথায় কি মিলে।।
চাতক পাখির এমনি ধারা,
তৃষ্ণাতে প্রাণ যায় গো মারা,
অন্য বারি খায় না তারা,
থাকে মেঘের জল বলে।।
মেঘে কত দেয় গো ফাঁকি, তবু চাতক মেঘের ভুখী,
অমনি মতো হলে আঁখি, সে ধন মিলে।।
মন হয়েছে পবন গতি, উড়ে বেড়ায় দিবারাতি,
লালন বলে গুরু প্রতি, মন রয় না সু-হালে।।

(২১১)

যেতে সাধ হয়রে কাশী কর্ম ফাঁসি বাধল গলায়।।
আর কতদিন ঘুরব এমন নাগরদোলায়।।
হলরে একি দশা সর্বনাশা, মনের ঘোলায়,
ডুবল ডিঙি নিশ্চয় বুঝি, জন্ম লালয়।।
বিধাতা হয় বিবাদী, কি মন পাজি হয়ে পাকে ফেলায়,
বাও না বুঝে তরনী, ক্রমে তলায়।।
কলুর বলদ যেমন, ঢেকে নয়ন, পাকে চালায়,
লালন প'ল তেমনি পাকে, হেলায় ফেলায়।।

(২১২)

কুলের বৌ হয়ে মনা আর কতদিন থাকবি ঘরে
যাওনা চলে ঘোমটা ফেলে, সাধবাজারে।।
কুলের ভয়ে কাজ হারাবি, কুল নিবি কি সঙ্গে করে,
পস্তাবি শ্মশানে যে দিন, ফেলবে তোরে।।
দিসনে আটির কড়ি, নেড়া নেড়ী হও যে-রে,
তুই থাকবি ভালো, পরকাল যাবে দূরে।।
কুলের গৌরব যার হয়, কুল মান তার বাড়ায় রে,
গুরু সদয় হয় না তারে, লালন বেড়ায় কুল চেকে রে।।

(২১৩)

মনে গুরু প্রাপ্ত হব সে-তো কথার কথা।।
জীবন থাকতে যাঁরে দেখলাম না হেথা।।
সেবা মূল করণ তারই, না পেয়ে কার সেবা করি,
আন্দাজে হাতড়ায়ে ফিরি, কথার পাতায়।।
সাধন জোরে এ ভবে যার, সে রূপ চোখে হবে নিহার,
তারই বটে সে রূপ আকার, মিলে যথা তথা।।
ভজে পাই কি পেয়ে ভজি, কি ভজনে হয় সে রাজি,
সিরাজ সাঁই কয় আন্দাজী, লালন মুড়ায় মাথা।।

(২১৪)

মন জানো না মনের ভেদ একি কারখানা।।
এ মনে ও মন করছে ওজন কোথায় সেই মনের থানা।।
মন দিয়ে মন ওজন সই হয়, দুই মনে এক মন লেখা তায়,
তাইরি ধরে যোগসাধনে, কর গে মনের ঠিকানা।।
মন এসে মন হরণ করে, লোকে ঘুম বলে তারে,
কত আনকা শহর আনকা নহর, ভ্রমিয়ে দেখে তৎক্ষণাৎ।।
সদায় সে মন বাইরে বেড়ায়, বদ্ধ সেতো রয় না আড়ায়,
লালন বলে ছন্দি জেনে, কর মনের ঠিকানা।।

(২১৫)

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।।
হিন্দু কি যবন বলে, তাঁর জাতের বিচার নাই।।
শুদ্ধ ভক্তি মাতোয়ারা ভক্ত কবীর জেতে জোলা,
ধরেছে সে ব্রজের কালা, দিয়া সর্বস্ব ধন তায়।।
মুচিরাম সে ভবের পরে ভক্তির বল সেই করে,
ত্রাসে ঘন্টা স্বর্গে বাজে, সাধু শাস্ত্রে শুনতে পাই।।
এক চাঁদে হয় জগৎ আলো, এক বীজে সব জন্ম হল,
লালন বলে মিছে কলহ, ভবে শুনতে পাই।।

(২১৬)

কারে শুধাব রে মর্মকথা, কে বলবে আমায়।।
আকার কি নিরাকার, সেই দয়াময়।।
যখন সাঁই নিরাকারে ভেসেছিলেন ডিম্ব ভরে,
কিরূপ ছিল তার মাঝারে, শেষে কিরূপ হয়।।
সেতার রূপ ছিল যখন, গহনা রূপ পাক পাঞ্জাতন,
আকার নিরাকার তখন, কি রূপ গণ্য হয়।।
জগতপতি হবে বাহানে, বরকতকে মা বনলে কেনে,
তার পতি কি নয় সে জেনে, লালন ভাবে তাই।।

(২১৭)

গুরু রূপের পুলক ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে।।
কিসের একটা ভজন সাধন লোক জানিত করে।।
বকের ধরন করণ তার নয়, দিক ছাড়া রূপ নিরিখ সদায়,
পলক ভরে ভব পারে যায়, সে নিরিখ ধরে।।
জীয়ান্ত গুরু না দেখলে হেথা, ম'লে পাব কথারই কথা,
সাধক জানে বর্তমানে, দেখে ভজে তারে।।

(২১৮)

জীব মরে জীব যায় কোন সংসারে।।
জীবের গতি মুক্তি কে করে।।
রাম নারায়ণ গৌর হরি, ঈশ্বর গণ্য যদি করি,
তারা হলেন গর্ভধারী, জীবের ভার তখন দেয় কারে।।
যাতে তারে ঈশ্বর বলা, বুদ্ধি নাই তার অর্থ তোলা,
ঈশ্বরের কেন যম জালা, তাই ভাবি মনের দ্বারে।।
ত্রিভুবনের মূলাধার সাঁই, জন্ম মৃত্যু তার কিছুই নাই,
লালন বলে জানে সবাই, ঘোর ধাঁধায় ঘোরে।।

(২১৯)

গুরু পদে নিষ্ঠা মন যার হবে।।
যাবে রে তার সব অ-সুসার, অমূল্য ধন হাতে সেহি পাবে।।
গুরু যার হয় কান্ডারী, চলে তার অচল তরী,

তুফান বলে ভয় কি তারই নেচে গেয়ে ভব পারে যাবে।।
আগমে নিগমে তাই কয় গুরুরূপে দিন দয়াময়,
অসময়ে সখা সে হয়, অধীন হয়ে যে তারে ভজিবে।।
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান যার, অধোপথে গতি হয় তার,
লালন বলে তাই আজ আমার, ঘটল বুঝি মনের কু-স্বভাবে।।

(২২০)

তারে কি আর ভুলতে পারি আমার এই মনে।।
যে দিকে ঘুরি সেই দিকে হেরি, ঐ রূপের মাধুরী দুই নয়নে।।
দেবের দেব শিব ভোলা, তার গুরু ঐ চিকন কালা,
যে চরণের আশায়, শিব শ্মশানবাসী হয়,
দেবের দেব শিব পঞ্চাননে।।
সাধে কি মজেছে রাধে, ঐ কালার প্রেম ফাঁদে,
সে ভাব তোরা কি জানবি, বললে কি পারবি,
লালন বলে শ্যামের প্রেমীরা জানে।।

(২২১)

যার ভাবে আমি মুড়িয়াছি মাথা।।
সে জানে আর মনে জানেরে, কথা অন্যে আর জানিবে কোথা।।
দুঃখের কথা বোঝে দুঃখী, সুখের কথা বোঝে সুখী,
পাগল বসে বোঝে কিরে পাগলের কথা।।
মনের কথা রাখব মনে, বলব না আর কারও সনে,
রাধার ঋণ শোধিব কতদিনে রে, আমার সদা ঐ চিন্তা।।
যারে ছিদাম তুই যারে ভাই, আমার হাল আর শুনে কাজ নাই,
তাই বিনয় করে বলছে কানাই, লালন পদে রচে তা।।

(২২২)

চাঁদ বলে চাঁদ কাঁদে কেনে।।
আমার গৌর চাঁদে চাঁদ ঘেরা এই আবরণে।।
গৌর চাঁদে শ্যাম চাঁদেরই আভা,
কোটি চন্দ্র জিনি তার শোভা,
রূপে মণির মন হয়ে আকর্ষণ করে,
ক্ষুধা শান্ত হয় প্রেম বরিষণে।।
গোলকেরই চাঁদ, নদীয়ার চাঁদ সেই পূর্ণ চাঁদ,
আর কি আছে চাঁদ, বিনা গৌর চাঁদ,
আমার সেই ভাবনা সদায় মনে।।
গৌর চাঁদে ফাঁদ পড়িয়াছি গলে,
আবার শুনি আছে পরম চাঁদ বলে,
থাক সে চাঁদের গুণ, কয় ফকির লালন,
আমার নাই উপায় চাঁদ গৌর বিনে।।

(২২৩)

চাঁদ আছে সেই চাঁদে ঘেরা।।
কেমন করে সে চাঁদ দেখবি গো তোরা।।
রূপের গাছে চাঁদ ফল ধরেছে তায়,
থেকে থেকে চাঁদ ঝলক দেখা যায়,
একবার দৃষ্টি করে দেখি, ঠিক থাকে না আঁখি,
রূপের কিরণে চমকে পারা।।
লক্ষ লক্ষ চাঁদ করেছে শোভা,
তাহার মাঝে অধর চাঁদেরই আভা,
চাঁদের বাজার দেখে চাঁদ ঘুরানী লেগে,
দেখিস দেখিস পাছে হবি জ্ঞান হারা।।
আলেক নামে শহর আজব কুদরতি,
রাতে উদয় ভানু দিবসে বাতি,
যে জন আলোর খবর জানে, দৃষ্টি হয় নয়নে,
লালন বলে সে চাঁদ দেখিছে তারা।।

(২২৪)

চাঁদ ধরা ফাঁদ জানো না মন।।
লেহাজ নাই তোমার নাচানাচি সার,
মিছে ঝাঁপ দিয়ে ধরতে চাও গগন।।
সামান্যে প্রেমের গর্ম পাবে কে,
কেবল প্রেম রসের রসিক সে,
সে প্রেম কেমন, কর নিরুপণ,
প্রেমের সন্ধি জেনে থাক চেতন।।
ভক্তি পাত্র আগে কররে নির্ণয়,
মুক্তিদাতা এসে যাতে বারাম দেয়,
নইলে হবে না, প্রেম উপাসনা,
মিছে জল বাড়িয়ে হবে মরণ।।
মুক্তি আছে নয়নের অজান,
ভক্তি পত্র সিঁড়ি দেখো বর্তমান,
মুখে দিন দিন বলো, সিঁড়ি ধরে চলো,
সিঁড়ি ছাড়লে ফাঁকে পড়বি লালন।।

(২২৫)

দেখবি যদি সে চাঁদেরে।।
যা যা কারন সমুদ্দুরের পারে।।
কারুণ্য তারুণ্য আড়ি, যে যম দিতে পাড়ি,
সে বটে সাধক এড়ায় ভব লোক,
বসত হবে তার অমর নগরে।।
এক নদীর তিন বইছে ধারা, নাইকো নদীর কুল কিনারা,
বেগে তুফান ধায়, দেখে লাগে ভয়,

পার হও যদি সাজাও প্রেমের তরী রে।।
মায়ার গেরাফি কাট ত্বরায় প্রেম তরীতে চড়,
সামনে কারণ সমুদ্দুর, পার হয়ে হুজুর,
যারে লালন শুধু গুরুর বাগ ধরে।।

(২২৬)

আগে কপাট মার কামের ঘরে।।
মানুষ ঝলক দিবে রূপ নিহারে।।
হাওয়া ধর অগ্নি স্থির কর, যাতে মরিয়ে বাঁচিতে পার,
মরণের আগে মর, দেখে শমন থাক ফিরে।।
বারে বারে করিরে মানা, লীলার দেশে আর যেও না,
রেখো তেজের ঘর তেজিয়ানা, সাধ উর্দ্ধ চাঁদ ধরে।।
জাননা মন পারাহীন দর্পন, কেমনে রূপ হয় দরশন,
অতি বিনয় করে কয় লালন, থেক হুঁসারে।।

(২২৭)

যে জন শিষ্য হয়, গুরুর মনের খবর লয়।।
এক হাতে যদি বাজতো তালি, তবে দুই হাত কেন লাগায়।।
গুরু শিষ্য এমনি ধারা, চাঁদের কোলে থাকে তারা,
কাঁচা বাঁশে ঘুণে জরা, গুরু না চিনলে ঘটে তাই।।
গুরু লোভী শিষ্য কামী, প্রেম করা তার সেচা পানি,
উলুখড়ে জ্বলছে অগ্নি, জ্বলতে জ্বলতে নিভে যায়।।
গুরু শিষ্য প্রেম করা, মুঠের মধ্যে ছায়া ধরা,
সিরাজ সাঁই কয় লালন তেরা, এমনই প্রেম করা চাই।।

(২২৮)

যে পরশ স্পর্শে পরশ, সে পরশ খানা চিনে লেনা।।
সামান্য পরশের গুণ, লোহার কাছে যাবে জানা।।
পরশমণি স্বরূপ গোঁসাই, যে পরশের তুলনা নাই,
পরশিল যে জন তায়, গিয়াছে জঠর যাতনা।।
কুমুরে পতঙ্গ যেমন, ধরাইল আপন বরণ,
সে পরশ জানে যে জন, তেমনি তার উপাসনা।।
ব্রজের জলদ কালো, যে পরশে পরশ হল,
লালন বলে মনরে চল, জানিতে তার উপাসনা।।

(২২৯)

যদি গৌরচাঁদকে পাই।।
গেল গেল এ ছার কুল, তাতে ক্ষতি নাই।।
কি ছার কুলের গৌরব করি, অকুলের কুল গৌর হরি,
এ ভব তরঙ্গে তরি, গৌর গোঁসাই।।
জন্মিলে মরিতে হবে, কুল কি কারো সঙ্গে যাবে,
মিছে কেবল দুই দিন ভবে, কুলের বড়াই।।
ছিলাম কুলের কুলবালা, স্কন্ধে লয়ে আছলা ঝোলা,
লালন বলে গৌর বালা, আর কারে ডরাই।।

(২৩০)

জানো নারে মন, বাজি হারলে তখন,
লজ্জায় মরণ, শেষে-রে আর কাঁদিলে কি হয়।।
খেলা খেল মন খেলারু, ভাবিয়া শ্রীগুরু,
আধোপথে যেন মারা নাহি যায়।।
এদেশেতে যত জুয়াচোরের খেলা,
টোটকা দিয়ে ফটকায় ফেলেরে মন ভোলা,
তাই বলি মন তোমারই, খেলা খেল হুঁসিয়ারী,
নয়নে নয়নে বাঁধিয়ে সদায়।।
চোরের সঙ্গে মন খাটে না ধর্ম দাঁড়া,
হাতের অস্ত্র কভু কোরো না হাত ছাড়া,
অনুরাগের অস্ত্র ধরে, দুষ্ট দমন করে,
স্বদেশে গমন কররে ত্বরায়।।
চুয়ানী বাঁধিয়ে, খেলে সেবা জনা,
সাধ্য কি তার অঙ্গে দেয়রে হানা,
লালন বলে আমি, তিন তেরো না জানি,
বাজি সেরে যাওয়া, ভার হলো আমার।।

(২৩১)

তুমি কার আজ কেবা তোমার এই সংসারে।।
ভ্রমিছ মায়ায় মজিয়ে সংসারে।।
এক পিরীত দন্তে জিহ্বায়,
ফাঁক পেলে সেও সাজা দেয়,
স্বপনেতে সব জানতে হয়, ভাবনা রে।।
সময়ে সকলে সখা, অসময় না দেয় দেখা,
কার ভোলায় ভোল একা, চার যুগে রে।।
আপনি যখন নয় আপনার,
কারে বল আমার আমার,
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার জ্ঞান নাহি রে।।

(২৩২)

দয়াল নিতাই কারে ফেলে যাবে না।।
চরণ ছেড়ো না রে ছেড়ো না।।
দৃঢ় বিশ্বাস করিয়ে মন, ধরো নিতাইচাঁদের চরণ,
এবার পীর হবি পার হবি তুফান, অপারে কেউ থাকবে না।।
হরি নাম তরনী লয়ে, ফিরছে নিতাই নেয়ে হয়ে,
এমন দয়াল চাঁদকে পেয়ে, স্মরণ কেন নিলে না।।
কলির জীবকে হয়ে সদয়, পারে যেতে ডাকছে নিতাই,
লালন বলে মন চলো যাই, এমন দয়াল মিলবে না।

(২৩৩)

সকলই কপালে করে।।
কপালের নাম গোপাল চন্দ্র, কপালের নাম গুয়ে গবরে।।
যদি থাকে এই কপালে, রত্ন এনে দেয় গোপালে,
কপাল বিমতি হলে, দুর্বাবনে বাঘে মারে।।
কেউ রাজা কেউ ভিখারী, কপালে হয় সবারই,
মনেরে ফেরে বুঝতে নারি, খেটে মরি অনাকারে।।
যার যেমন মনের করুণা, তেমনি ফল পেয়েছে সে-না,
লালন বলে ভাবলে হয় না, বিধির কলম আর কি ফিরে।।

(২৩৪)

থাকো মন একান্ত হয়ে।।
গুরু গোঁসাইর বাগ লয়ে।।
চাতকের প্রাণ যদি যায়, তবু কি অন্য জল খায়,
উর্দ্ধমুখে থাকে সদায়, নবঘন জল চেয়ে,
তেমনি মতো হলে সাধন, সিদ্ধি হবে এই দেহে।।
এক নিরিখ দেখ ধনী, সূর্য্যগত কমলিনী,
দিনে বিকশিত তেমনি, নিশিতে মুদিত রহে,
তেমনি জানো ভক্ত লক্ষণ, একরূপে বাঁধে হিয়ে।।
বহু বেদ পড়াশুনা, শূন্যেতে পায় রে মনা,
সদাশিব যোগী সে-না কিঞ্চিৎ ধ্যান করিয়ে,
সে শ্মশান মশানে ফেরে কিঞ্চিতের লাগিয়ে।।
গুরু ছেড়ে গৌর ভজে সে জীব নরকে মজে,
দেখ না মন পুঁথিপাতি, সত্য কি মিথ্যা কহে,
মন তোরে বুঝাব কত, লালন কয় দিন যায় বয়ে।।

(২৩৫)

সে ধন কি পড়লে মিলে।।
হরি ভক্তের অধীন কালে কালে।।
ভক্ত বড় পণ্ডিত নয়, প্রমাণ তার প্রহ্লাদকে কয়,
যারে আপনি কৃষ্ণ গোঁসাই, অগ্নিকুণ্ডে বাঁচাইলে।।
বনের একটা পশু বৈ নয়, ভক্ত হনুমান তারে কয়,
কৃষ্ণরূপ সে রামরূপ ধরায়, কেবল শুধু ভক্তির বলে।।
অভক্তে সে দেয় না দেখা, কেবল শুধু ভক্তের সখা,
লালন ভেড়োর স্বভাব বাঁকা, অধরচাঁদকে রইল ভুলে।।

(২৩৬)

মন তোর আপন বলতে কে আছে।।
কার কাঁদায় কাঁদো মিছে।।
থাক সে ভবের ভাই বেরাদার,
প্রাণপাখি সে নয় আপনার,
পরের মায়ায় মজিয়ে এবার প্রাপ্ত ধন হারাই পিছে।।
সারা নিশি দেখ মনরায়, নানা পক্ষী এক বৃক্ষে রয়,
যাবার বেলা কে কারে কয়, দেহমন তেমনি সে যে যায়।।
মিছে মায়ায় মদ খেও না, প্রাপ্ত পথ ভুলে যেও না,
এবার গেলে আর হবে না, পড়বি কয় যুগের পেচে।।
আসতে একা আলিরে মন, যেতে একা যাবি তেমন,
সিরাজ সাঁই বলে রে লালন, কার দুঃখে কাঁদ মিছে।।

(২৩৭)

এই মানুষে সেই মানুষ আছে।।
কত মুনি ঋষি চার যুগ ধরে, বেড়াচ্ছে খুঁজে।।
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়, ধরতে গেলে হাতে কে পায়,
আলেক মানুষ তেমনি সদায়, আলোগে বসে।।
অচিন দলে বসতি ঘর, দ্বিদল পদ্মে বারাম তাঁর,
দল নিরুপণ হবে যাহার, সে রূপ দেখবে অনাসে।।
আমার হল ভ্রান্ত মন, বাইরে খুঁজি ঘরের ধন,
সিরাজ সাঁই কয় ঘুরবি লালন, আত্মতত্ত্ব না খুঁজে।।

(২৩৮)

যেদিন ডিম্বভরে ভেসেছিলেন সাঁই।।
কে হল তাহার সঙ্গে, কাহারে শুধাই।।
পয়ার রূপ ধরিয়ে সে, দেখা দিল ঢেউতে ভেসে,
কি নাম তার না পাই দিশে,
আগমে এশারায় বলে, কওহে তাই।।
সৃষ্টি না করিল যখন, কি ছিল তার আগে তখন,
শুনতে অসম্ভব বচন, একের কুদরতে, দুজনে তারাই।।
তারে না চিনিতে পারি, অধর কেমনে ধরি,
না বলে সেই যে নুরী, খোদার ছোট নবীর বড়ো কেহ কয়।।

(২৩৯)

যে জন সাধকেরই মূল গোড়া।।
বে মুরিদ বেতালিম সে-ত, ফিরছে সদায় বেদ ছাড়া।।
গুপ্তনুরে হয় তার সৃজন, গুপ্তভাবে করছে ভ্রমণ,
নুরেতে নুর নবী পয়দা, এই কথাটি জগৎ জোড়া।।
পীরের পীর সে দস্তগীর হয়, তার মুরশিদকে মুরশিদ বলা যায়,
চিনতে যদি পার কেহ, সেই পাবে পথের দাঁড়া।।
কেউ বলে সে মূলাধারের মূল, মুরশিদ বিনে কে জানে তার উল,
লালন বলে ভেদ না জেনে, ঝাকমারী সাঁইর বেদ পড়া।।

(২৪০)

আমি কোন সাধনে পাইগো তারে।।
মন অহোনিশি চায়গো যারে।।
দান ব্রত স্তব যজ্ঞ যত, তাতে গুরু হয় না রত,
সাধু শাস্ত্রে কয় সদাতো, কোনটি জানি সত্য করে।।
পঞ্চপ্রকার মুক্তির বিধি, অষ্টাদশ প্রকারে সিদ্ধি,
এ সকল হেতু ভক্তি, তাতে বশ নয় সাঁইজী মেরে।।
ঠিক পড়ে না প্রবত্তের ঘর, সাধন সিদ্ধি হয় কি প্রকার,
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার, নজর হয় না কোলের ঘোরে।।

(২৪১)

গুরুর দয়া যারে হয় সেই জানে।।
যে রূপে সাঁই খেলছে খেলা, এই দেহ ভুবনে।।
শহরে সহস্র পাড়া, তিন গলি তার এক মহড়া,
আলেফ সওয়ার পবন ঘোড়া, ফিরতেছে সেইখানে।।
জলের বিম্ব আলের উপর, অখন্ড প্রলয় মাঝার,
বিন্দুতে হয় সিন্ধু আকার, বয় ধারা ত্রিগুণে।।
হাতের কাছে আলেক শহর, রং বি-রংএর খেলছে নহর,
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর, সদায় ঘোর মনে।।

(২৪২)

বিনা কাজে ধন উপার্জন কে করিতে পারে।।
কে করিতে পারেরে মন কে করিতে পারে।।
বাংলা কেতাব দশজনে পড়ে,
আরবী পারশী নাগরী বুলি কে বুঝতে পারে,
বুঝবা যদি নাগরী বুলি, বাংলা খান লও পালা করে।।
এক স্কুলে দশজনে পড়ে, গুরুর মনের এই বাসনা সব সমান করে,
কেউ পাছে এসে আগে গেল, পরীক্ষায় চিনা যায় তারে।।
বিশ্বম্ভর সে বিষপান করে, তাড়োয় করে বিছা হজম,
কাকে কি পারে, লালন বলে রসিক হলে, বিষ খেয়ে জীর্ণ করে।।

(২৪৩)

যদি রূপনগরে যাবি।।
অনুরাগের ঘরে মারগা চাবি।।
শোনরে ও মন তোরে বলি, তুই আমারে ডুবাইলি,
পরের ধনে লোভ করিলি, সে ধন তুই আর কয়দিন খাবি।।
নিরঞ্জন সেই নির-নিরাকার, নাই কো রে তার আকার সাকার,
বিনা বীজে জন্ম গো তাঁর, দেখতে চাইলে দেখতে পাবি।।
লালন সা ফকিরে বলে, গাছ রয়েছে অগাধ জলে,
ফুল ফলে ঢেউ খেলিছে, ঘরে ঢুঁড়লে জানতে পাবি।।

(২৪৪)

কি কালাম পাঠাইলেন আমার সাঁই দয়াময়।।
এক এক দেশে এক এক বাণী, কয় খোদা পাঠায়।।
যদি একই খোদার হয় রচনা, তাতে তো ভিন্ন থাকে না,
মানুষের সকল রচনা, তাইতে ভিন্ন হয়।।
এক যুগে যা পাঠায় কালাম, অন্য যুগে হয় কেন হারাম,
এমনি দেখি ভিন্ন তামাম, ভিন্ন দেখা যায়।।
এক এক দেশের এক এক বাণী, পাঠান কি সাঁই গুণমনি,
মানুষের রচিত জানি, লালন ফকির কয়।।

(২৪৫)

আছে যার মনের মানুষ মনে তোলা।।
অতি নির্জনে বসে দেখছে খেলা।।
কাছে রয় ডাকে তারে, কেন উচ্চৈস্বরে কোন পাগলা,
যে যা বোঝে, তাই সে বুঝে থাকরে ভোলা।।
যথা যার ব্যথা সে হাত সেইখানে হতে ডলা মলা,
তেমনি জানো মনের মানুষ মনে তোলা।।
দেখে সে রূপ করিয়া চুপ, থাক নিরালা,
লালন ভেড়োর লোক জানো, মুখে হরি হরি বলা।।

(২৪৬)

কুলের বৌ হলাম ভারি, হলাম নাড়ি নাড়ার সাথে।।
নাড়ার সাথে হয়ে নাড়ি, পরনে পরেছি ডুরি,
দিব না আঁচির কড়ি, বেড়াব চৈতন্য পথে।।
ভাবের নাড়ি ভাবের নাড়া, কুল মজানো জগৎজোড়া,
করণ তাহার দৃষ্টি ছাড়া, বিধির ফাঁড়া কাটবে যাতে।।
আসতে নাড়া যেতে নাড়া, কেবল দুদিন হুড়া জড়া,
লালন কয় আসল গোড়া, জেনে হয় মাথা মোড়াতে।।

(২৪৭)

মনের ভাব বুঝে নবী মর্ম খুলেছে।।
কেউ ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফেরে, কেউ দেখে কাছে।।
ছফিনায় সরার কথা, জানাইলে যথা তথা,
ছিনায় ছিনায় বেদ পুসিদায়, বলিয়া গিয়াছে।।
ছিনা আর ছফিনার মানি, ফাঁকা ফাঁকি দিন রজনী,
কেউ দেখে মত্ত, কেউ শুনে মত্ত, কেউ আকাশ ধেয়েছে।।
নবুয়তে নিরাকার ধরি, বেলায়েতে বরজখ ধিয়ায়,
লালন প'ল পূর্ণ ধোঁকায়, এ ভব মাঝে।।

(২৪৮)

রোজ কেয়ামত হচ্ছে ভবে বোঝ সবে।।
খোদা মানুষ দ্বারা সকল করায়, নয়ন খুললে দেখতে পাবে।।
খোদা দলিলে ছেফাত, হিসাব করবে রোজ যে যেমন করিবে,
দিনে দিনে বিচার হচ্ছে, যত দিন সংসার থাকিবে।।
খোদার সংসার যত রয়েছে, বাদশার তারেদারী লিখে,
আইন করছে আইন বিচার, হচ্ছে আইন যেভাবে।।
বিচার বেলায়েত জেলখানাতে, হচ্ছে বিচার গাঁয়ে গাঁয়ে বাড়িতে বাড়িতে,
লালন কহিছে আদি নেকী বদি, সব এইখানেই ফলে যাবে।।

(২৪৯)

আজ করেছে সাঁই ব্রহ্মাণ্ডে যে রূপ নীলে।।
নরেকারে ভেসেছিল, যে রূপ হালে।।
নরেকারের গম্ভু ভারি, আমি কি তা বুঝতে পারি,
তারই কিঞ্চিৎ প্রমাণ শুনি, শুকো ফুলে।।
অধিক জানি, নীরসে নরকারে,
ডিম্বরূপে হয়, তার সৃষ্টি রাছুলে।।
আত্মতত্ত্বে আপনি ফানা, কি করিব পড়াশুনা,
লালন বলে যাবে জানা, আপনারে চিনিলে।।

(২৫০)

নিগূঢ় প্রেম কথাটি তাই আজ আমি শুধাই কার কাছে।।
কোন প্রেমেতে আল্লা নবী মিলিলেন মেরাজে।।
মেরাজ প্রেমের ভুবন, গুপ্ত ব্যক্ত আলাপন,
সেই দুই জনে, তার কে পুরুষ কে প্রকৃতি আকার,
তার প্রমাণ কি লিখেছে।।
কোন প্রেমের প্রেমিক ফাতেমা,
কোন প্রেমেতে সাঁই ফাতেমাকে মা বোল বলেছে।।
কোন প্রেমে গুরু ভবতরী, শিষ্য হয় কাণ্ডারী,
না জেনে লালন, প্রেমের উদ্দীপন, প্রেম করা মিছে।।

(২৫১)

কুদরতের সীমা কে জানে।।
আপনি আপন জেকের, বসিয়ে আল জবানে।।
আল জবানে খবর হলে, তারই কিছু নজির মেলে,
নইলে ফাকড়া কথা বলে, উড়িয়ে দিবে সবজনে।।
খোদাকে চিনে খোদা চিনি, খোদ খোদা বলেছে আপনি,
মান আরাফা নাফছাহু বাণী, বোঝো তার কি মানে।।
যে বলে রে আমি আমি, সে আমি কি আমিই আমি,
লালন বলে কেবা আমি, আমার আমি চিনিনে।।

(২৫২)

মায়েরে ভজিলে হয় বাপের ঠিকানা।।
নিগূঢ় বিচারে সত্য তাই গেল জানা।।
পরুষ পরওয়ারদেগার, অঙ্গে ছিল প্রকৃতি তাহার,
প্রকৃতি প্রভৃতি সংসার, সৃষ্ট সব জনা।।
নিগূঢ় খবর নাহি জেনে, কেবা সেই মায়েরে চেনে,
যাহার ভার দিন দুনিয়ার পর, দিলেন রব্বানা।।
ডিম্বের মধ্যে কেবা ছিল, বের হয়ে কারে দেখিল,
লালন বলে সে ভেদ যে পেল, তার ঘুচল দেনা।।

(২৫৩)

মরি হায় এ কি ভাব তিনে এক জোড়া।।
তিনের বসত ত্রিভুবনে, মিলনের এক গোড়া।।
নরনারায়ণ, পশু, জীবাদী,
দুয়েতে এক মিলন জোড়া, তারা কোন যুগের দাঁড়া।।
তিন মহাজন বসে তিন ঘরে, তিনজনার মন বাঁধা আছে,
আধা নেহারে, আধা মানুষ ধরবি যদি, ভোগে দেখি বিধির বেড়া।।
তিন জনা সাত পান্তির উপরে,
আধা পান্তি আছে ধরা, জানগে যা তারে,
ফকির লালন বলে সেই ছলে, মিলবে সেই পথের দাঁড়া।।

(২৫৪)

কে বোঝে সাঁইর লীলা খেলা।।
সে আপনি গুরু আপনি চেলা।।
সপ্ততালার উপরে সে, নিরূপে রয় অচিন দেশে,
প্রকাশ্যে রূপলীলা বাসে, চিনা যায় না লেগে বেদের ঘোলা।।
অঙ্গের অবয়বে দৃষ্টি, করিল সে পরম ইষ্টী,
তবে কেন আকার নাস্তি বলে, না জেনে সে ভেদ নিরালা।।
যদি কার হয় চক্ষু দান, সেই দেখে সে রূপ বর্তমান,
ফকির লালন বলে তার ধ্যান জ্ঞান, হরে দেখিয়ে সব পুঁথির মালা।।

(২৫৫)

শীরনী খাওয়ার লোভ যার আছে।।
সে কি চেনে মানুষ রতন, দরগাতলায় মন মজেছে।।
সাধুর হাটে সে যদি যায়, আট বসে না কোন কথায়,
মন থাকে তার দরগাতলায়, তার বুদ্ধি পেচোয় পেয়েছে।।
প্রতিমা গড়ায় ভাস্করে, ম'লে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে,
আবার গুরু বলে তারে, এমন পাগল কে দেখেছে।।
মাটির পুতুল দেখে নাচায়, একবার মারে একবার বাঁচায়,
সাঁই যেন স্বয়ং হতে চায়, লালন বলে তার সকল মিছে।।

(২৫৬)

কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে।।
সে রূপ দেখলে নয়ন যায় রে ভুলে।।
ফণী মণি জিনি রূপ রয় উজালা,
অস্থি চর্মরূপ তাহে মহা রথের ফুল, বেগে ঢেউ খেলে,
তার এক বিন্দু অপার সিন্ধু, হয়রে এ ভূমণ্ডলে।।
দেহের দলপদ্ম যার উপাসনা নাই, তার কোথা কি মেলে,
তীর্থ-বত যার জন্য এ দেহ, তার স্মরণলীলা।।
রসিক যারা স-চেতন রয়, রতি চেনে উজল রূপ উদয়,
পেলে লালন গোঁড়া লেংটি এড়া, মিছে বেড়ায় রূপ বলে।।

(২৫৭)

ফেরেব ছেড়ে কর ফকিরী।।
দিন তোর হেলায় হেলায় হল আখেরী।।
ফেরেবী ফকিরী দাড়া, দরগা নিশান ঝাণ্ডাগাড়া,
গলে বেঁধে হড়া মড়া, শীরনী খাবার ফিকিরী।।
আসল ফকিরী যাতে, বাজে আলাপ নাইক তাতে,
চলে শুদ্ধ সহজ পথে, গোবোধের চটক ভারি।।
নাম গোয়ালা কাজী ভক্ষণ, তোমার দেখি তেমনি লক্ষণ,
সিরাজ সাঁই কয় অবোধ লালন, সাধুর কাছে জুয়াচুরি।।

(২৫৮)

সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন।।
কি বলিব আমার আমি না জানি সন্ধান।।
একই ঘাটে আসা যাওয়া, এক পাটনী দিচ্ছে খেওয়া,
কেউ খায় না, কারো ছোওয়া, বিভিন্ন জল কেবা পান।।
বেদ পুরাণে শুনিতে পাই, হিন্দুর হরি যবনের সাঁই,
তাওতো আমি বুঝতে নারি, দুই রূপ সৃষ্টি কি প্রমাণ।।
বিবিদের নাই মুসলমানী, পৈতা যার নাই সেওতো বাওনী,
বোঝরে ভাই দিব্য জ্ঞানী, লালন তেমনি জাত এক জনা।।

(২৫৯)

আপন খবর না যদি হয়।।
যার অন্ত নাই তার খবর কে পায়।।
আত্মারূপে ফেরা, ভাণ্ডে করে সেবা,
দেখো দেখো যে-বা হয় মহাশয়।।
কে-বা চালায় কে-বা চলে,
কে-বা জাগে ধড়ে, কে-বা ঘুমায়।।
অন্য আনমনা ছাড়, আত্মতত্ত্ব ধোড়,
তীর্থ লালন বলে ব্রতের কার্য্য নয়।।

(২৬০)

মনে যে যা বোঝে সে সেরূপ হয়।।
সে যে রাম রহিম করিম কালা,
এক আল্লা এই জগৎময়।।
কুল্লে সাঁই মোহিত খোদা, আপন জবানে কয় সে কথা,
যার নাইরে আচার বিচার, বেদ পড়িয়ে গোল বাঁধায়।।
আকার সাকার নাই নরেকার, একে অনন্ত উদয়,
নির্জন ঘরে রূপ নিহারে, এক বিনে কি দেখা যায়।।
এক নিহার দাও মন আমার, ভজো নারে দো খোদার,
লালন বলে একরূপ খেলে, ঘটে পটে সব জায়গায়।।

(২৬১)

এমন মানবজনম আর হবে না।।
দিন থাকতে মানুষ রতন চিনে নেনা।।
দেবের দুর্লভ তোরে, মানব সৃষ্টি করেছেরে,
এবার ভুললে কতই ফেরে, শেষে কাঁদলে ছাড়বে না।।
চোর আশির মধ্যে যদি, পড় হারে মন বিবাদী,
হারাবি স্বর্ণনিধি, শেষে পাবি যাতনা।।
সেবা পূজা ভক্তির স্মরণ, মানুষের এরূপ করণ,
লালন বলে পশুর ধরন, শুধু পেট সার কোরো না।।

(২৬২)

হীরালাল জহরের কুঠি।।
আছে এই দেহে দেখরে মন হয়ে খাঁটি।।
যেমন গাভীর ভাণ্ডে গোরচনা, গাভী তা জানে না,
হসনে যেন তেমনি বুনো পশুটি।।
যেমন সাপের মাথায় ফণী, ভেক খায় ধরে তখনি,
মেওয়া ছেড়ে খাসনে মাটি।।
দিয়ে তাই কেড়ে নিতে, দেরী নাই সত্য বটে,
লালন বলে খোঁজ তার, ছোড়ান কাটি।।

(২৬৩)

দেখ নারে ভাবনগরে।।
ভাবের ঘরে ভাবের কিস্তি,
তার ভিতরে জ্বলছে বাতি।।
ভাবের মানুষ ভাবের খেলা, ভাবে বসে দেখ নিরালা,
নীরে ক্ষীয়ে রয় জ্যোতি।।
জ্যোতিতে রতির উদয়, সামান্যে কি তাই জানা যায়,
তাতে কত রূপ দেখা যায়, যার লাগে মতি।।
যখন নিঃশব্দে শব্দেরে খাবে, ভবের খেলা ভেঙে যাবে,
লালন কয়ে দেখবি ফিরে কি গতি।।

(২৬৪)

বলি সব আমার, কে আমি তাই চিনলি না মন।।
কারে শুধাই কার কাছ পাই উপাসনা।।
আমার আমি চিনিনে কিরূপ আছি কোনখানে,
পরের আজ কি প্রকারে যায় চেনা।।
ধলা কি কালা বরণ, আধ্য আমি এই ভুবন,
কোনোদিন এই নয়নেতে দেখলাম না।।
বার ভাটি বাংলায়, আমি আমি রব সদায়,
লালন বলে কে জানিল 'আমির' বেনা।।

(২৬৫)

আছে রে ভাবের গোলা আছমানে তার মহাজন কোথা।।
কে জানে কারে শুধাই সে কথা।।
জমিনে মেওয়া ফলে, আছমানে বরিষণ হলে,
কামনা কোন কালে, তার লতা, রবি শশী সৃষ্টির কারণ,
সেই গেলরে নেগাবান, দুজনে যে যথা।।
ধন্য বলি ধন্য কারবার, দেখলাম না তার বাড়িঘর,
লালন কয় জন্ম আমার বৃথা।।

(২৬৬)

খুজে ধন পাই কিমতে।।
পরের হাতে ঘরের কলকাঠি।।
শব্দে নিঃশব্দের কুঁড়ে, সদায় তার আছে জুড়ে
দিয়াছে ধরে নজরে, মোর টাটী।।
আপন ঘরে পরের কারবার, আমি দেখলাম নারে বাড়িঘর,
আমি বেহুশ মুটে, কার মোট খাটি।।
সেফাত রতন আপন ঘরে, একি বেহাত আজ আমারে
লালন বলেরে মিছে, ঘরবাটি।।

(২৬৭)

কেন খুঁজিস ক্ষেপা মনের মানুষ বনে সদায়।।
এবার নিজ আত্মা যে রূপ আছে, সেইরূপেতে দিন দয়াময়।।
কারে বলি জীবের আত্মা, কারে বলি স্বয়ং কর্তা,
আককা দেখই খুব আটা, ভিলকি লেগে মামলা হারায়।।
বলব কি তার আজব খেয়াল, আপনি গুরু সে আপনি চেলা,
পড়ে ভূত এ ভুবনের পণ্ডিত, যে আত্মতত্ত্বের প্রবত্ত নয়।।
পরম আত্মারূপ ধরে, জীব আত্মাকে হরণ করে,
লোকে বলে যায়রে নিদ্রা, অভেদ ব্রহ্ম লালন কয়।।

(২৬৮)

মন আমার আজ প'লি ফেরে।।
দিনে দিনে পৈতৃক ধন গেল চোরে।।
ধানো মদ খেয়ে মনা, দিবা নিশি ঝোঁক ছোটে না,
পাকবাড়ির উল হল না, কে কি করে।।
ঘরের চোরে ঘর মারে মন, হয় না খোঁজ জানবি কখন,
একবার দিলে না নয়ন, আপন ঘরে।।
ব্যাপার করতে এসেছিলি, আসলে বিনাশ হলি,
লালন বলে হুজুরে গেলে, বলবি কিরে।।

(২৬৯)

জানগে পদ্ম নিরুপণ।।
কোথায় জীবের স্থিতি, কোন পদ্মে গুরুর আসন।।
অধঃপদ্ম উর্দ্ধ পদ্ম, লীলা নিত্যের এই শরহদ্দ,
যে পদ্মে সাধক বর্ত, সে পদ্ম কেমন বরণ।।
আড়া পদ্মের কোড়া ধরে, ভৃঙ্গ রতি চলে ফেরে,
সে পদ্ম কোন পদ্ম পরে, বিকশিত হয় কখন।।
গুরু মুখে পদ্ম বাক্য, হৃদয়ে যার হয়েছে ঐক্য,
জানে সে সকল পক্ষ, কহে দীন হীন লালন।।

(২৭০)

যে তোর মালেক চিনলি না রে।।
মন কি এমন জনম আর হবে রে।।
দেবের দুর্লভ এবার, মানবজনম তোমার,
এমন জনমের আবার করলি কিরে।।
নিশ্বাসের নাইরে বিশ্বাস, পলকেতে করবে নিরাশ,
তখন মনে রবে মনেরই আশা, বলবি কারে।।
এখনও শ্বাস আছে বজায়, যা কররে তাই সিদ্ধ হয়,
সিরাজ সা কয় বারে, লালন জানলি নারে।।

(২৭১)

মানুষে মানুষে কামনা সিদ্ধি কর বর্তমানে।।
দেখ দেখ খেলছে খেলা, বিনোদ কালা এই মানুষের তন ভুবনে।।
শতদল কমলে কালার আসন, স্বর্ণ সিংহাসনে,
চৌদ্দ ভুবন ফিরায় নিশান, ঝলক দিচ্ছে নয়ন কোণে।।
মুরশিদের মেহেরে মহর, যার খুলেছে সেই জানে,
বলছে লালন, ঘর ছেড়ে ধন, খুঁজিস কেন বনে বনে।।

(২৭২)

চল দেখি মন কোন দেশে যাবি।।
অবিশ্বাস হলে কোথায় কি পাবি।।
এ দেশের ভূত প্রেত সারে, গয়ায় পিণ্ড দিলে পরে,
গয়ার ভূত কোন দেশে গেলে, মুক্তি পায় কিসে ভাবি।।
মন বোঝে না তীর্থ করে, মিছে মায়ায় ঘুরে মরে,
পেড়োর কথা পিড়েয় হয়রে, নিষ্ঠা মন যার হবে।।
বার ভাটি বাংলা জুড়ে, একই মাটি আছে পড়ে,
সিরাজ সাঁই কয় লালন ভেড়ে, ঠিক দে আপনি নছিবে।।

(২৭৩)

পেড়োয় ভূত যে জনা হয়।।
মুক্তি তার কোন দেশে, ফয়তা হয়।।
দিল্লীর ভূত সেরে যায় গয়ার দরগায়।।
মক্কায় শুনি শয়তান থাকে, ভুত হয় না কি পেড়োর মাঝে,
সেও কথা পাগলে বোঝে, এই দুনিয়ায়।।
মোরদার নামে ফয়তা দিলে, মোরদা কি তা পায় সেখানে,
তবে কেন পিতা পুত্রে, দোজখে যায়।।
মরার আগে মনে পরে, আপনার ফয়তা আপনি করে,
তবে আখের হতে পারে, লালন তাই কয়।।

(২৭৪)

কে বানালে এমন রংমহালখানা।।
হাওয়া আদম দেখ তার আসন বেনা।।
বিনা তেলে জলছে বাতি, দেখা যায় যেমন মুক্তা মতি,
ঝলক দেয় তার চতুর্দিকে, মধ্যখানা।।
তিল পরিমাণ জায়গায় সে যে, দুজন রং তাহার মাঝে,
কালায় শুনে, আঁধলায় দেখে, লেংড়ার নাচনা।।
যে বানাল এই রংমহালখান,
না জানি তার রূপটি কেমন,
সিরাজ সাঁই কয় নাইরে লালন, তার তুলনা।।

(২৭৫)

ধন্য ধন্য বলি তারে।।
দেখ যে বেঁধেছে ঘর শূন্যে পোস্তা করে।।
ঘরে মাত্র একটি খুঁটি, তাহার গোড়ায় নাই মাটি,
কিসে ঘর থাকে খাঁটি, ঝড় তুফান হলে পরে।।
আদি মূল কুঠরী নয়টা, তার উপরে চিলেকোটা,
বসে এক রসিক বেটা, একা একেশ্বরে।।
নিচে উপর সারি সারি, সাড়ে নয় দরজা তারই,
লালন কয় যেতে পারি কোন দরজা খুলে ঘরে।।

(২৭৬)

কার জন্য ঘুরিস ক্ষেপা দেশ বিদেশে।।
আপন ঘর খুঁজলে রতন, পাও অনাসে।।
দৌড়াদৌড়ি দিল্লী লাহোর, আপনার কোলে রয় ঘোর,
নিরূপ আলেক সাই মোর, আত্মা রূপ সে।।
যে লীলা ব্রহ্মাণ্ডের পর, সেই লীলা ভাণ্ড মাঝার,
ঢাকা যেমন চন্দ্রের আকার, মেঘের পাশে।।
আপনার আপনি চেনা, সেই বটে উপাসনা,
লালন কয় আলেক বেনা, যার হয় দিশে।।

(২৭৭)

আপনার আপনি চিনিনে দীনজনে।।
পর যার নাম অধর তারে চিনব কেমনে।।
আপনারে চিনতাম যদি, মিলিত অটল নিধি,
মানুষের করণ সিদ্ধি, শুনি আগম পুরাণে।।
কর্তা রূপে রূপের অন্বেষণ, নইলে কি হয় রূপ নিরূপণ,
আপ্ত পায় সে আদি ধরণ, সহজ সাধক জেনে।।
দিব্য জ্ঞানী যে জন হল, নিজ তত্ত্বে নিরঞ্জন পেল,
সিরাজ সাঁই কয় লালন র'লো, জন্ম অন্ধ মন গুণে।।

(২৭৮)

ঐ রূপ তিলে তিলে জপ মন সুতে।।
ভ্রমে ভুল নারে অন্য ভোলাতে।।
গুরুরূপ যার ধিয়ানে রয়, কি করবে তার শমন রায়,
নেচে গেয়ে ভব পারে যায়, গুরুর চরণে তরিতে।।
উপর বারি সদরওয়ালা, স্বরূপ রূপে করছে খেলা,
স্বরূপ গুরু স্বরূপ চেলা, আর কে আছে জগতে।।
সামনে তরঙ্গ ভারী, গুরু বিনে নাই কাণ্ডারী,
লালন বলে ভাসাও তরী, যা করে সাঁই কৃপাতে।।

(২৭৯)

এই মানুষে মানুষ রয়েছে মিশে, সর্বদা সে রসে খেলিছে সাঁতার।।
সেই রসরাজ করিছে বিরাজ, শুদ্ধ রসের মাঝ করে দীপ্তকার।।
রস না জেনে রসিক যারা, পারা ধরতে চায় অধরা, যায় না সে চাঁদ ধরা,
মিছে শ্রম করা, দৃষ্ট হয় সেতারা, গম্বু পাওয়া ভার।।
নিরন্তর সাঁই খেলিছে রসে, চিনিতে বালিতে রয়েছে মিশে,
হস্তী না পায় দিশে, তথা চেঁউটি এসে, বেওরা করে সাধন পূর্বপর।।
মহারসে বর্ত্ত আছে রস বিহারী, সেহি নৌকায় আছে সাঁই রসের কাণ্ডারী,
তার হাতে রস মুরারী, মুখে রসেশ্বরী, লালন বলে প্রেমতরী অখণ্ডশেখর।।

(২৮০)

আজ আমি দেহের কথা বলি শোনরে মন।।
দেহের উত্তর দিকে আছে বেশি, দক্ষিণেতে আছে কম।।
দেহের তত্ত্ব না জানিলে, খবর পাবি কোনখানে,
লাল জরদ ছিয়া ছফেদ, দেহের বায়ান্ন বাজার এই চারি কোণ।।
আগে খুঁজে ধর তারে, নাসিকাতে চলে ফেরে,
নাভি পদ্মের মূল দুয়ারে, বসে আছে সর্বক্ষণ।।
আঠার মোকামে মানুষ, যে না জানে সেইতো বেহুঁশ,
লালন বলে যে করে হুশ, আদ্য মোকাম তার আসন।।

(২৮১)

মানুষ আছে সেই মানুষে মিশে।।
কত মুনি ঋষি যোগী তপস্বী, তারে খুঁজে বেড়াচ্ছে।।
যেমন পানির মধ্যে চাঁদ দেখা যায়,
ধরতে গেলে হাতে কে পায়,
তেমনি আলেক মানুষ আলোগে থাকে, আলোকে মিশে।।
অচিন দলে বসতি ঘর, দ্বিদল পদ্মে বারাম তার,
দল নিরুপণ হয়েছে যার, মানুষ দেখে অনায়াসে।।
আমার হল বিভ্রান্ত মন, বাহিরে খুঁজি ঘরের ধন,
সিরাজ সাঁ কয় ঘুরিস লালন, আত্মতত্ত্ব না খুঁজে।।

(২৮২)

আল্লা বল মনরে পাখি।।
ভবে কেউ হবে না সাথের সাথী।।
হাওয়া বন্ধ হলে সম্বন্ধ কিছু নাই, ঘরের বাহির করে তো সবাই,
সে দিন কে-বা আপন পর, তখন খেদে ঝরবে আঁখি।।
ভুলো না ভবের ভ্রান্ত কাজে, আখেরে সব কার্য মিছে,
আসতে একা যেতে একা, এ ভবপিরীতের ফল কি।।
গোরের কিনারায় যখন নিয়ে যায়, কাঁদিয়ে সবায় জীবন ছাড়তে চায়,
লালন ভেবে কয়, কেহ কারো গোরে যাবে না, থাকতে হবে একাকী।।

(২৮৩)

কবে সাধুর চরণধূলি মোর লাগবে গা'য়।।
আশা সিন্ধু কুলে সদায়।।
চাতক যেমন মেঘের জল বিনে তৃষ্ণায়।।
মৃত গতি বহে জীবনে, হল সেই দশা আমায়।।
ভজন সাধন কিছু জানি নাই, মহৎ নামের দেই গো দোহাই,
নামের মহিমা জানাও গো সাঁই, পাপীর হও সদয়।।
শুনেছি সাধুর করুণা, সাধু পরশিলে হয় সোনা,
আমার ভাগ্যে তাও হলনা, লালন কেঁদে কয়।।

(২৮৪)

আমার মনের মানুষের সনে।।
মিলন রহে কত দিনে।।
চাতকের প্রায় অহোর্নিশি, চেয়ে আছি কালোশশী,
হব বলে চরণদাসী, হয় না আমার কপালগুণে।।
মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন, লুকালে না পাই অন্বেষণ,
কালারে হারায়ে ও মন, রূপ হারায়ে দর্পণে।।
যখন ঐ রূপ স্মরণ হয়, থাকে না লোকলজ্জার ভয়,
অধীন লালন বলে সদায়, প্রেম যে করে সেই জানে।।

(২৮৫)

অন্তিমকালের কালে কি হয় না জানি।।
মায়া ঘোরে দিন কাটালাম, কাল হারে দিনমণি।।
এসেছিলাম বসে খেলাম, উপার্জন কৈ কি করিলাম,
নিকাশের বেলা, খাটবেনা ভোলা, এল বলি।।
জেনে শুনে সোনা ফেলে, মন মজালে রাং পিতলে,
লাজের কথা বলব কোথা, আর এখনি।।
ঠকে গেলাম কাজে কাজে, ঘিরিল উনপঞ্চাশে,
লালন বলে কি হবে এখন, বল শুনি।।

(২৮৬)

কোন কলে নানান ছবি নাচ করে সদায়।।
কোন কলে হয় নানাবিধ আওয়াজ উদয়।।
কলমা পড়ি কল চিনিলে, যে কলে ঐ কলমা চলে,
উপর উপর বেড়াই শুনে, ডুবিনে হৃদয়।।
কলের পাখি কলের চোয়া, কলের মহর গিরা দেওয়া,
কল ছুটিলে যাবে হাওয়া, কে রবে কোথায়।।
আপন দেহের কলমা পড়ে, বিভোর হলে কলমা পড়ে,
লালন বলে মুরশিদ ছেড়ে, কে চিনে খোদায়।।

(২৮৭)

বলিরে মানুষ মানুষ এই জগতে।।
কি বস্তু কেমন আকার না পাই দেখিতে।।
যে তারে হয় ঘরখান, আগমে আছে রতন,
ঘরের মাঝে কোন জন, হয় তা চিনতে।।
এই মানুষ না যায় চিনা, কি বস্তু কেমন জনা,
নিরাকার নিরঞ্জনা, যারে চিন্তে।।
মূল মানুষ এই মানুষে, ছাড়াছাড়ি কতসে,
সিরাজ সাঁই কয় লালন বেড়ায়, বোঝো সত্য অন্তে।।

(২৮৮)

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে।।
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখাব চোখেতে।।
আপন ঘরে বোঝাই সোনা, পরে করে লেনা দেনা,
আখের হলাম জন্মকানা, না পাই দেখিতে।।
রাজি হলে দারোয়ানী, দ্বার ছেড়ে দিবেন তিনি,
তারে বা কৈ চিনি শুনি, বেড়াই কুপথে।।
এই মানুষ মানুষ রতন, মানুষের হল না যতন,
লালন বলে পেয়ে ধন, পারলাম না চিনিতে।।

(২৮৯)

আছে কোন মানুষের বাস কোন দলে।।
মানুষ মানুষ সবায় বলে।।
অযোনি সহজ সংস্কার, করে কি সম্বন্ধ ধরিব এবার,
বড়ো অসম্ভব মানুষ নিলে, মানুষ নিলে।।
সংস্কার সাধন না জানি, কোথা পায় সহজ কোথা অযোনি,
বেড়াই গোলে হরিবোল বলে, গোলে হরিবোল বলে।।
তিন মানুষের করণ বিচক্ষণ, তাই জানলে হবে এক নিরূপণ,
অধীন লালন প'ল গোলমালে, প'ল বিষম গোলমালে।।

(২৯০)

কয় দমেতে বাজে ঘড়ি কররে ঠিকানা।।
কয় দমে আজ দিন রজনী ফিরানা ঘুরানা।।
দেহের খবর যে জন করে, আলেক বাজি দেখতে পারে,
আলেক দম হাওয়ায় চলেরে, কি আজব কারখানা।।
ছে মওলাতে ঘড়ি ঘোরে, শব্দ হয় নিঃশব্দের ঘরে,
কলকাঠি মুকুন্দ দ্বারে, দমে সে আসন বেনা।।
দমের সাথে কর সম্মিলন, অজান খবর জানবিরে মন,
বিনয় করে বলছে লালন, ঠিকের ঘরে ভুলো না।।

(২৯১)

তিন পোড়াতে খাঁটি হলে না।।
না জানি কপালে তোমার কি আছে তাও বুঝলে না।।
লোহা জব্দ কামারশালে, যে পর্যন্ত থাকে জালে,
স্বভাব যায় না তা মারিলে, তেমনি মন তুই একজনা।।
অনুমানে জানা গেল, চৌরআশির ফের পড়িল,
আর কবে কি করবি বল, রংমহালে প'ল হানা।।
দেব দেবতার বাসনা যে, মানব জনম লেগে,
লালন কয় সে মানব হয়ে মানুষের কর্ম করলে না।।

(২৯২)

মওলা বলে ডাক রসনা।।
গেল দিন ছাড়ো বিষয় বাসনা।।
যেদিন সাঁই হিসাব নিবে, আগুন পানির তুফান হবে,
এ বিষয় তোর কোথায় রবে, একবার ভেবে দেখলে না।।
সোনার কুঠরি কোঠারে মন, সোনার খাট পালঙ্কে শয়ন,
শেষে হবে সব অকারণ, সার হবে মাটির বিছানা।।
এ মান ধন আখেরের পুঁজি, সে ঘরে দিলে না কুঁজি,
লালন বলে হারলে বাজি, শেষে কাঁদলে সারে না।।

(২৯৩)

গুরু বিনে কি ধন আছে।।
কি ধন খুঁজিস ক্ষেপা কার কাছে।।
বিষয় ধনের ভরসা নাই, ধন বলিতে গুরু গোঁসাই,
যে ধনের দিয়ে দোহাই, ভবতুফান যাবে বেঁচে।।
পুত্র পরিবার বড়ো ধন, ভুলেছ এই ভবের ভুবন,
মায়ায় ভুলে অবোধ মন, গুরু ধনকে ভাবলি মিছে।।
কি ধনের কি গুণপনা, অন্তিমকালে যাবে জানা,
গুরুধন এখন চিনলে না, পস্তাবি পিছে।।
গুরুধন অমূল্য ধন রে, কুমনে বুঝলি না হারে,
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোরে নিতান্ত পেঁচোয় পেয়েছে।।

(২৯৪)

কাশী মক্কায় যাবি চলরে যাই।।
দোটানাতে ঘুরলে পথে, সন্ধ্যাবেলা উপায় নাই।।
মক্কাতে ধাক্কা খেয়ে, যেতে চাও কাশী স্থানে,
এমনি মতো কাল কাটালে, ঠিক নামালে কোথা ভাই।।
নৈবেদ্য পাকা কলা, দেখে মন ভোলে ভোলা,
শীরনীর বেলা দরগাতলা, তাও দেখে মন খাবলায়।।
চুল পেকে হলে বুড়ো, পেলে না পথের মুড়ো,
লালন বলে সন্ধি জেনে, না পেলে কুল নদীর ঠাঁই।।

(২৯৫)

সাঁইর লীলা দেখে লাগে চমৎকার।।
ছুরাতে করিল সৃষ্টি, আকার কিসে নিরাকার।।
আদমেরে পয়দা করে, খোদ ছুরাতে পরওয়ারে,
মুরশিদ বিনে ছুরাত কিসে, হইল সে হঠাৎ কারে।।
নুরের মানে হয় কোরানে, কি বস্তু সে নুর তাহার,
নিরাকারে কি প্রকারে, নুর চোয়ায়ে হয় সংসার।।
আহাম্মদি রূপে হাদী, দুনিয়ায় দিয়াছে বার,
লালন বলে শুনে দেলে, সেও তো বিষম ঘোর আমার।।

(২৯৬)

না বুঝে মজো না পীরিতে।।
বুঝে সুঝে করো পীরিত শেষ ভালো দাঁড়ায় যাতে।।
ভবের পীরিত ভূতের কীর্তন, ক্ষণিক বিচ্ছেদ ক্ষণিক মিলন,
অবশেষে হয় তার মরণ, তে-মাথা পথে।।
পীরিতের হয় বাসনা সাধুর কাছে জানগে বেনা,
লোহা যেমন স্পর্শে সোনা, হবে এই মতে।।
এক পীরিতে বিভাগ চলন, কেউ স্বর্গ কেউ নরকে গমন,
দেখে শুনে বলছে লালন, এহি জগতে।

(২৯৭)

দেল দরিয়ায় ডুবে দেখ না।।
অতি অজান খবর যাবে জানা।।
আলখানার শহর ভারি, তাহে আজব কারিগরী,
বোবায় কথা কয়, কালায় শুনতে পায়,
আঁধেলাতে পরখ করছে সোনা।।
ত্রিবেনীর ঐ পিছল ঘাটে, বিনা হাওয়ায় মৌজা ছোটে,
ডওরায় পানি নাই, ভিটা ডোবে তাই,
শুনলে কি পাবি এ কারখানা।।
কবার যোগ্য নয় সে কথা, সাগরে ভাসে জগৎমাতা,
লালন বলে মার উদরে, পিতা জন্মে, পত্নীর দুগ্ধ খেল না।।

(২৯৮)

তরিকাতে দাখেল না হলে।।
শরিয়ত হবে না সিদ্ধি পড়বি গোলেমালে।।
শরার নামাজের বীজ, আরকাম আহকাম তের চিজ,
শরিয়তের আহকাম আরকান, কয় চিজ বলে।।
ছালেকী মজবী হয়, হকিকতে হয় পরিচয়,
মারেফাতে সিদ্ধির মোকাম, দেখ নারে খুলে।।
আত্মতত্ত্ব জানে যে সব খবরে জবর সে,
লালন ফকির ফাকে প'ল, নিগূঢ় না বুঝে।।

(২৯৯)

বড়ো নিগুমেতে আছে গো সাঁই।।
যেখানে আছে মানুষ, চন্দ্র সূর্য্যের বারাম নাই।।
চন্দ্র সূর্য্য যে গড়েছে, ডিম্বরূপে সেই ভেসেছে,
একদিনের হিল্লোলে এসে, নিরঞ্জন জন্ম হয়।।
হাওয়া দ্বারী দেল কুঠরী, মানুষ আছে স্বর্ণপুরী,
শূন্য কারে শূন্যপুরী, মানুষ রয় মানুষের ঠাঁই।।
আত্মতত্ত্ব পরম তত্ত্ব, বৃন্দাবনে নিগূঢ় তত্ত্ব,
লালন বলে সে সব অর্থ, সে ধামেতে মানুষ নাই।।

(৩০০)

মুরশিদ রংমহালে সদায় ঝলক দেয়।।
যার খুলেছে মনের কপাট সেই দেখিতে পায়।।
শতদলে আতষপুরী, আলিপুরে তার কাছারী,
দেখিলে তার কারিগরী, হবে মহাশয়।।
সজল উদয় সেই দেশেতে, অনন্তফল ফুলে তাতে,
প্রেম পাতি জাল পাতলে তাতে, অধর ধরা যায়।।
রত্ন যে পায় আপন ঘরে, সে কি আর খোঁজে বাহিরে,
না বুঝিয়ে লালন ভেড়ে দেশ বিদেশে ধায়।।

(৩০১)

একি আছমানি চোর ভবের শহর লুঠছে সদায়।।
আসা যাওয়া কেমন রাহা, কে দেখেছে বলো আমায়।।
শহর বেড়ে অগাধ দরে, মাঝখানে তার ভাবমন্দিরে,
সে নিগুম জায়গায় তার, পবনদ্বারে চৌকি ফেরে,
এমন ঘরে চোর আসে যায়।।
এক শহরে চব্বিশ জেলা, ডাক ছাড়ে কামান দু-বেলা,
বলিয়ে জয় জয়, ধন্য চোরের এঘাট মারে, রাখে না কাহার ভয়।।
মন বুদ্ধির অগোচর চোরা, আজ বল্লে কি পাবি তোরা,
আমার কথায়, লালন বলে ভাবুক হলে, চোরের ধাক্কা লাগে গায়।।

(৩০২)

সমঝে কর ফকিরী মনরে।।
এবার গেলে আর হবে না, পড়বি বিষম ঘোরতরে।।
বিষ অমৃত মিলন, জানতে হয় তার কিরূপ সাধন,
দেখে যেন গরল ভক্ষণ করো না হারে।।
অগ্নি জৈছে ভস্মে ঢাকা, অমৃত গরলে মাখা,
মৈথুনদণ্ডে যাবে দেখা, বিভিন্ন করে।।
কয়বার করলে আসা যাওয়া, নিরুপণ কৈ করলে তাহা,
লালন বলে কে দেয় খেওয়া, চিনলে না তারে।।

(৩০৩)

মানুষ ভজলে মানুষ হবি।।
নৈলে পরে কুল হারাবি।।
দ্বিদলে মৃণালে, সোনার মানুষ উজলে,
মানুষ গুরুর কৃপা হলে, জানতে পাবি।।
এই মানুষে মানুষ গাথা, আছে যেমন আলোকলতা,
জেনে শুনে মুড়াও মাথা, যাতে তরবি।।
মানুষ ছাড়া মন আমার, পড়বি রে তুই শূন্যকার,
লালন বলে মানুষ আকার, ভজলে তাঁকে পাবি।।

(৩০৪)

দেখ না এবার আপন ঘর ঠাওরিয়ে।।
আঁখিকোণায় পাখির বাসা, যায় আসে হাতের কাছে দিয়ে।।
পাখি একটা সহস্র কুঠরী, কোঠা আছে আড়া পাতিয়ে,
নিগুমে তার মূল একটি ঘর, অচিন হয়ে সেথা যেয়ে।।
ঘরের আয়না আটা, চৌপাশে,
মাঝখানে পাখী বসে, আছে আনন্দিত হয়ে,
দেখ নারে ভাই, ধরবার যো নাই, হাত বাড়িয়ে।।
দেখতে যদি সাধ করো, সন্ধানী চিনে ধরো, দিবে দেখাইয়ে,
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার, বোঝাতে দিন যায় বয়ে।।

(৩০৫)

মনের মানুষ খেলছে দ্বিদলে।।
যমন সৌদামিনী মেঘের কোলে।।
রূপ নিরুপণ হবে যখন, মানুষ ধরা যাবে তখন,
জনম সফল হবে, সেরূপ দেখিলে।।
না জেনে দল উপাসনা, আন্দাজী কি হয় সাধনা,
মিছে ঘুরে মরো গোলমালে।।
সে মানুষ চিনল যারা, পরম মহৎ তারা,
সিরাজ সা কয় অবোধ লালন, দেখ নয়ন খুলে।।

(৩০৬)

যে জন বৃক্ষমূলে বসে আছে।।
তার ফলের কি অভাব আছে।।
কল্প বৃক্ষমূলে যে বসে রয়,
যে ফল বাঞ্ছা সে ফল সে পায়,
ভুবনজোড়া গাছের গোড়া, মূল শিকড় তার পাতালে গিয়াছে।।
গাছের গোড়ায় বসে যে রয়, চৌদ্দ ভুবন সে দেখতে পায়,
একুল ওকুল দুকুল যাবে, জনম হবে না পশুর মাঝার।।
ডাল নাই তার পাতা আছে, তিন ডালে জগৎ জুড়েছে,
লালন বলে ভাবিস মিছে, ফুল ছাড়া তার ফল রয়েছে।।

(৩০৭)

সে ভাব উদয় না হলে।।
কে পারে সেই অধর চাঁদের বারাম কোন কালে।।
ডাঙাতে পাতিয়ে আসন, জলে রয় তার কীর্তি এমন,
বেদে কি তার পায় অন্বেষণ, রাগের পথ ভুলে।।
ঘর ছেড়ে ছেঞ্চেতে বাসা, অপথে তার যাওয়া আসা,
না জেনে ভেদ খোলসা, কথায় কি তাই মেলে।।
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়, ধরতে গেলে হাতে না পায়,
লালন তেমনি সাধক ধারায়, প'ল গোলমালে।।

(৩০৮)

অজান খবর না জানিলে কিসের ফকিরী।।
যে নুর নবী আমার তাহে আতযবারি।।
বলব কি সেই নুরের ধারা, নুরেতে নুর আছে ঘিরা,
ধরতে গেলে না যায় ধরা, জৈছেরে বিজরী।।
মূলাধারারে মূল সেহি নুর, নুরের ভেদ অকুল সুমুদ্দুর,
যার হয়েছে প্রেমের অঙ্কুর, ঝলক দিচ্ছে তারই।।
সিরাজ সাঁই বলেরে লালন, করগে আগে দেহের জ্ঞান,
নুরে নিরাকারে মিলন, থেকো রে নিহারী।।

(৩০৯)

হাওয়ার ঘরে দম পাকড়া পড়েছে, কি অপরূপ কারখানা।।
শুদ্ধ হাওয়া কলে, আলেক দমে চলে, হাওয়া নির্বাণ হলে দম থাকে না।।
হাওয়া যে কার গণি, নিগুম তত্ত্ব শুনি, বলিতে ডরাই অসম্ভব বাণী,
লীলা নিত্য বারি, হাওয়া যোগেশ্বরী, হাওয়ার ঘরে দমের হয় নেনা দেনা।।
ওসে বাদশা নিমা হাওয়ার, গুণ বলিব কি আর এক অঙ্গে দম হল,
এক অঙ্গে সুমার, হাওয়া দম সুমারে, খেলছে সদায় ঘরে,
কলকাঠি যার হাতে, বাহির সে জনা।।
সে হাওয়া শক্তি ধরে, যোগে জাগতে পারে,
নিগূঢ় করণ কারণ, সেই যাবে সেরে,
লালন বলে মোর, কোলে বিষম ঘোর,
হাওয়ায় ফাঁদ পাতিলে, সব যেত জানা।।

(৩১০)

ধোড় আজাজিল রেখেছে ছেজদা বাকি কোনখানে।।
কররে মন কর ছেজদা সেই জায়গা চিনে।।
জগৎ জুড়ে দিল ছেজদা, তবু ঘটল দূরবস্থা,
এমান হইল পোস্তা, থোড়ায় জমিনে।।
এমনি মাহাত্ম্য জায়গায়, ছেজদা দিলে মকবুল হয়,
আজাজিলের বিশ্বাস নাই, লানত সেই কারণে.
ইবলিছের ছেজদার পর, সেজদা দিলে কি ফল তার,
লালন বলে সেহি বিচার, ত্বরা লও জেনে।।

(৩১১)

এমন দিনে কি হবে রে আর।।
খোদা সেই করে গেল, রাছুল রূপে অবতার।।
আদমের রুহু সেই, কেতাবে শুনিলাম তাই,
নিষ্ঠা যার হলরে ভাই, মানুষ মুরশিদ করিলে সার।।
খোদ ছরাতে পয়দা আদম, জানা যায় অতি মরম,
আকার নাই তার, ছুরাত কেমন, লোকে বলে তাও আবার।।
আহাম্মদের নাম লিখিতে, মিম নফি কয় তার কিসেতে,
সিরাজ সাঁই কয় লালন তাতে, কিঞ্চিৎ নজির দেখা যায়।।

(৩১২)

মন বুঝি মদ খেয়ে পাগল হয়েছ।।
জানো না কানাচির খবর, রংমহালের খবর নিচ্ছ।।
ঠিক পড়ে না কুড়ো কাঠা, ধুল ধর সতর গণ্ডা,
অকার খাটিয়ে মনটা, পাগলামি প্রকাশ করিছ।।
যে জমির নাই আড়দিক লতা, কি কালি কর সেথা,
শুনে চৌদ্দ পোয়ার কথা, কুড়ো কাঠা আন্দাজী বানাচ্ছ।।
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত ভালো, কৃষ্ণলীলা সীমা দিল,
তার পাণ্ডিত্য চূর্ণ হল, টুনটুনি এক পাখির কাছে।।
বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যায়, তেমনি তোমার মন মনরায়,
লালন ফকির বলে কোথায়, এমন পাগল কে দেখেছে।।

(৩১৩)

কি আইন আনিলেন নবী সকলের শেষে।।
রেজাবন্দী ছালাত নামাজ পূর্বেও তো জাহের আছে।।
ইছা মুছা দাউদ নবী, বে-নামাজি নাহি কভি,
শেরেক বেদাত তখনও ছিল, নবী কি জানালে এসে।।
ইঞ্জিল তৌরিত জব্বুর, এ তিন কেতাব বাতেল হয় কিসে,
তবে নবী কি পয়গম্বর না-খাছ, ভাবিয়া না পাই দিশে।।
ফোরকানের দরজা ভারী, কিসে বলো বুঝতে নারি,
তাই না বুঝে অবোধ লালন, বিচারে গোল বাঁধিয়েছে।।

(৩১৪)

বিনা পাকালে গড়িয়ে কাঁচি, করছ নাচানাচি।।
মনেতে ভেবেছ কামার বেটার ফাঁকিতে ফেলেছি।।
জানা যাবে এ সব নাচন, কাঁচিতে কাটবে না যখন,
কারে করবি দোষী, বোকা অস্ত্র টেনে কেবল মরছ মিছামিছি।।
পাগলের গো-বধ আনন্দ, মন তোমার আজ সেহি ছন্দ,
দেখে ধন্ধ আছি, নিজ মরণ পাগলে বোঝে, তাও তোমার নাই বুঝি।।
কেনরে মন এমন হলি, আপন ফাঁকে আপনি প'লি,
আরও মহা খুশী, সিরাজ সাঁ কয় লালনেরে তোর, জ্ঞান হল নৈরাশি।।

(৩১৫)

খেয়েছি বে-জেতে কচু না বুঝে।।
এখন তেঁতুল কোথা পাই খুঁজে।।
কচুর এমন মান গোঁসাই, তারে চিনলি নারে ভাই,
খেয়ে হলাম পাগল প্রায়, এখন চুবনী ঘরা চুলকাইছে।।
ভেবে নিম বৃক্ষ তার, তাতে দিয়ে চিনির সার
কখনও সে হয় না মিঠা, এমনি কচুর বংশ যে।।
যত সব ভড়ুয়া বাঙ্গাল, কচুর মান গোঁসাই বলে,
লালন ভেড়ো দেখলো ভেবে, ঐ কথায় কি আর মজে।।

(৩১৬)

সাঁই আমার কখন খেলে কোন খেলা।।
জীবের কি সাধ্য বল, গুণে পড়ে তাই বলা।
কখনও ধরে আকার কখনও হল নিরাকার,
কেউ বলে আকার সাকার, অপার ভেবে হই ঘোলা।।
অবতার অবতরি, সে-ত সম্ভব তারই,
দেখি জগৎ ভরি, এক চাঁদে হয় উজালা।।
অণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড মাঝে, সাঁই বিনা কিবা আছে,
লালন বলে নাম ধরে সে, কৃষ্ণ করিম কালা।।

(৩১৭)

কাল কাটালি কালের বশে।।
সদায় কামে চিত্ত কাল, কোন কালে তোর হবে দিশে।।
যৌবনকালে কামে দিলি মন, হারা হলি পিতৃধন,
গেল রবির জোর, আঁখি হল ঘোর,
কোনদিন ঘিরিবে রে মন কাল শমনে এসে।।
যাদের সঙ্গে রঙ্গে ছিলি চিরকাল, কালে কালে তারাই হল কাল,
তা জানো না তার কি গুণপনা, ধনীর ধন গেল সব রিপুর বশে।।
বাদী বিবাদী সদায়, সাধন সিদ্ধি করতে না দেয়,
নাটের গুরু হয়, লালস মহাশয়,
ডুরি দাওরে লালন লোভ লালসে।।

(৩১৮)

তুমি কার আজ কে-বা তোমার এ সংসারে।।
মিছে মায়ায় মজিয়ে মন কি করো রে।।
এত পীরিত দম্ভ জিহ্বায়, কায়দা পেলে সেও সাজা দেয়,
স্বল্পেতে সব জানিতে হয় ভাবনগরে।।
সময়ে সকলে সখা, অসময় কেউ না দেয় দেখা,
যার পাপে সে ঘোরে একা, চার যুগে রে।।
আপনি যখন নয় আপনার, কারে বলো আমার আমার,
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার, জ্ঞান নাহিরে।।

(৩১৯)

যদি গুরু শিষ্য হয় এক তার।।
তার শমন বলে ভয় কিরে আর।।
যেমন গঙ্গার ন্যাতা গেড়েয় থাকলে,
সে জল কি ফুরায় সেচিলে,
তেমনি তারে তার মিশালে, হয় অমর।।
সজল ধরে মিশার লক্ষণ, করিতে হয় তার অন্বেষণ,
ভ্রমে ভুলো না অবোধ মন, ভুলো না আর।।
মিশার সন্ধান জেনে, মিশগা, ত্বরায় চরণে,
বরখাস্ত হউক শমনে, লালন বলে তা-কি ঘটবে আমার।।

(৩২০)

পড়গে নামাজ ভেদ বুঝে সুঝে।।
বরজখ নিরিখ না হলে ঠিক, নামাজ তার হয় মিছে।।
সুন্নত নফল ফরজ সকল, রেকাত গোনা নামাজে কেবল,
থাকলে এসব হিসাব নিকাশ, বরজখ ঠিক রয় কিসে।।
আপনি আপনার পানে কিসে, তাকাও জায় নামাজে বসে,
পড় আত্তাহায়ত রুকু ছালাম, তাহার প্রমাণ আছে।।
দেখে তার ভজনের মূল, হুকুম ছাবেদ করছে রাছুল,
লালন বলে আঁধলা এমাম এক্তেদা নাই তার পিছে।।

(৩২১)

নানারূপ শুনে শুনে শূন্য প'লাম রে সাধুর খাতায়।।
বুঝিতে বুঝিতে বোঝা চাপল মাথায়।।
যা শুনিতে হয় বাসনা, শুনলে মনে আট বসে না,
তার বড়ো শুনিয়ে মনা দৌড়ায় সেথায় একবার বলি যাই কাশীতে,
আবার সাজি পেড়োয় যেতে, দিন গেল মোর দোটানাতে, যাইবা কোথায়।।
এক জেনে যে এক ভজিল, সেই সে পাড়ি সেরে গেল,
লালন বারো তালে প'ল, শেষ অবস্থায়।।

(৩২২)

মন তোমার হল না দিশে।।
এবার মানুষের করণ হবে কিসে।।
কখন আসবে যমের চেলা, ভেঙে যাবে ভবের খেলা,
সে দিন হিসাব দিতে বিষম লেঠা, বাঁধবে শেষে।।
উজান ভেটেন দুটি পথ, ভক্তি মুক্তির করণ সে-তো,
তাতে হয় না জরামৃত, যমের ঘর সে।।
যে পরশে পরশ হবি, সে করণ আর কবে জানবি,
সিরাজ সাঁই কয় লালন রৈলি ফাঁকে বসে।।

(৩২৩)

কোন সুখে সাঁই করে খেলা এই ভবে।।
আপনি বাজে আপনি বাজায়, আপনি মজে সেই রবে।।
নাম শুনি লা শারিকালা, সবার শরিক সেই একেলা,
আপনি তরঙ্গ আপনি ভেলা, আপনি খাবি খায় ডুবে।।
ত্রিজগতের যে রায় রাঙ্গা, তার দেখি ঘরখানি ভাঙা,
হায় কি মজার আজব রঙ্গা, দেখায় ধনী কোন ভাবে।।
আপনি চোর হয় আপনি বাড়ি, দেখায় লয় সে আপন বেড়ি,
লালন বলে এ না-চাড়ী, কেন থাকি চুব চুবে।।

(৩২৪)

আপন ঘরের খবর লেনা।।
অনায়াসে দেখতে পাবি, কোনখানে কার বারামখানা।।
কমলকোঠা কারে বলি, কোন মুখে তার আছে গলি,
কোন সময় পড়ে ফুলে, মধু খায় সে অলি জনা।।
অন্য জ্ঞান যায় সখ্য, মুখ্য সাধকের উপলক্ষ,
অপরূপ তার বৃক্ষ, দেখলে জীবের পাপ থাকে না।।
শুষ্ক নদীর মুখে সরোবর, তিলে তিলে হয়গো সাঁতার,
লালন কয় কীর্তিকর্মার, কি কারখানা।।

(৩২৫)

দেল দরিয়ায় ডুবলে দরিয়ার খবর পায়।।
নৈলে পুঁথি পড়ে পণ্ডিত হলে কি ফল হয়।।
স্বয়ংরূপ দর্পণে নেহার, মানবরূপ সৃষ্টি করে,
দিব্য জ্ঞানী যারা, ভাবে বোঝে তারা,
মানুষ ভজে সিদ্ধি করে যায়।।
একেতে হয় তিনটি আকার, অযোনি সহজ সংস্কার,
যদি ভাবতরঙ্গে ওর, মানুষ চিনে দিনমণি গেলে কি হবে উপায়।।
মূল হইতে হয় ডালেরই সৃজন, ডাল ধরলে হয় মূল অন্বেষণ,
অমনি রূপ হইবে স্বরূপ, তারে ভেবে বিরূপ,
অবোধ লালন সদায়, নিরূপ ধরতে চায়।।

(৩২৬)

সে ধন কি চাইলে মিলে।।
হরি ভক্তির অধীন কালে কালে।।
ভক্তের বড়ো পণ্ডিত যায়, প্রমাণ তার প্রহ্লাদকে কয়,
যারে আপনি কৃষ্ণ গোঁসাই, অগ্নিকুণ্ডে জ্বালাইলে।।
বনের একটা পশু বই নয়, ভক্ত হনুমান তারে কয়,
কৃষ্ণরূপ সে রামরূপ ধরায়, কেবল শুধু ভক্তি বলে।।
অভক্তে সে দেয় না দেখা, কেবল শুধু ভক্তের সখা,
লালন ভেড়োর স্বভাব বাঁকা, অধরচাঁদকে রইল ভুলে।।

(৩২৭)

আত্মতত্ত্ব না জানিলে।।
ভজন হবে না, পড়বি গোলে।।
আগে জানগা কালুল্লা, আনল হক আল্লা,
যারে মানুষ বলে, পড়ে ভূত হসনে বারংবার,
একবার দেখ না প্রেম নয়ন খুলে।।
আপনি সাঁই ফকির, আপনি সাঁই ফিকির, ও সে লীলাছলে,
আপনার আপনি ভুলে রব্বানী, আপনি ভাসে প্রেমজলে।।
লায়লাহাতন ইল্লাল্লা জীবন, আছে প্রেম যুগলে,
লালন ফকির কয়, যাবি মন কোথায়,
আপনারে আজ আপনি ভুলে।।

(৩২৮)

মেয়ারাজের কথা শুধাব কারে।।
আদমতনে নিরাকারে মিললে কি করে।।
নবী কি ছাড়ল আদমতন, কিবা আদমতন হল নিরঞ্জন,
কে বলিবে সেই অন্বেষণ, এই অধীনেরে।।
নয়নে নয়ন বুকে বুক, উভয় মিলে হইয়ে কৌতুক,
তবে দেখল না সাঁইয়ের, নবীর নজরে।।
তুণ্ডে তুণ্ডে করিল কাহার, সেই কথাটি শুনতে চমৎকার,
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার, বসে জ্ঞানদ্বারে।

(৩২৯)

চিনবে তারে এমন আছে কোন ধনী।।
নয় সে আকার নয় নিরাকার, নাই ঘরখানি।।
বেদ আগমে জানা গেল, ব্রহ্মা যার হদ্দ হল,
জীবের কি সাধ্য বলো তাঁরে চিনি।।
কত কত মুনিজনা, করিয়ে রে যোগসাধনা,
লীলার অন্ত কেউ পেল না, লীলা এমনই।।
সবে বলে কিঞ্চিৎ ধ্যানী, গণ্য হল শূলপানি,
লালন বলে আমি হব তেমনই।।

(৩৩০)

রূপের তুলনা রূপ সে।।
ফণী মণি সৌদামিণী, কি আর তার কাছে শোভে।।
যে দেখেছে সেই অটল রূপ, রাগ নাহি মেরেছে চুপ,
পার হল এ ভবকূপ, রূপের মালা হৃদয় জ্বেলে।।
আমি বিদ্যাবুদ্ধি হীন, বলব কি সে রূপ বাখানি,
মেঘে যেমন সৌদামিনী, মনমোহিনীর মন কল্লে।।
বেদে নাই সে রূপের খবর, কেবল শুধু নামে বিভোর,
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর,
নিজরূপে রূপ দেখ সংক্ষেপে।।

(৩৩১)

কি করি কোন পথে যাই মনে কিছু ঠিক পড়ে না।।
দোটানাতে ভাবছি বসে, এই ভাবনা।।
কেউ বলে মক্কায় যেয়ে, হজ করিলে যাবে গুণাহ,
কেউ বলিছে মানুষ ভজে মানুষ হ না।।
কেউ বলে পড়লে কালাম, ভেস্তখানা পায় সে আরাম,
কেউ বলে সেই সুখের ঠাঁই, কারো কায়েম রয় না।।
কেউ বলে মুরশিদের ঠাঁই, খুঁজিলে পাই আদি ঠিকানা,
লালন ভেড়ো তাই না বুঝে হয় দোটানা।।

(৩৩২)

সোনার মান গেল বেঙ্গো পিতলের কাছে।।
শাল পটকের ফের, পাটের বনাত দেশ জুড়েছে।।
বাজিল কলির আরতি, পেচ প'ল ভাই মানীর প্রতি,
ময়ূরের নৃত্য দেখে, পেঁচায় পেখাম ধরেছে।।
শালগ্রামকে করিয়ে নাড়া, ভূতের করে ঘণ্টা নাড়া,
কলির তো এমনি দাড়া, স্থূল কাজে সব ভুল পড়েছে।
সবাই কিনে পিতল দানা, জহরের মূল্য হল না,
লালন কয় জানা গেল, চটকে জগৎ মেতেছে।।

(৩৩৩)

সদা মন থাক বা-হুঁশ ধর মানুষ রূপ নিহারে।।
আয়না আটা রূপের ছটা, চিলেকোঠায় ঝলক মারে।।
স্বরূপ রূপে রূপকে জানা, সেই তো বটে উপাসনা,
গাঁজায় দম চড়িয়ে মনা, বোম কালি আর বলিও নারে।।
বর্তমানে দেখ ধরি, নরদেহে অটল বিহারী,
মর কেনে হড়ি বড়ি, কাঠের মালা টিপে হারে।।
দেল ধোড়ে দরবেশ যারা, রূপ নেহারে সিদ্ধ তারা,
লালন কয় আমার খেলা, ডাণ্ডাগুলি সার হল রে।।

(৩৩৪)

আজব আয়নামহল মণি গভীরে।।
সেথা সতত বিরাজে সাঁইজি মেরে।।
পূর্বদিকে রত্নবেদী, তার উপরে খেলছে জ্যোতি,
যে দেখেছে ভাগ্যবতী, সে জন চেতন সব খবরে।।
জলের ভিতর শুকনা জমি, আঠারো মোকাম তায় কায়েমী,
নিঃশব্দে শব্দ উদগামী, মোকামের খবর জানগা যারে।।
মণিপুরের ঘাট মণিহারী, কলেতে হাঁটায় ত্রিবেনী,
পেতেছে জাল মাকড়ার আসে,
বন্ধি লালন বলে সন্ধি জানবে কে-রে।।

(৩৩৫)

মন কে তোর আজ যাবে সাথে।।
কোথায় রবে ভাই বন্ধু সব, পড়বি যেদিন কালের হাতে।।
যে আশায় এই ভবে আসা, হল না তার রতি মাখা,
ঘটিলরে কি দুর্দশা, কুসঙ্গে কুরঙ্গে মেতে।।
নিকাশের দায় করব খাড়া, মারিবে আতষের কোড়া।।
সোজা করবে বাঁকা তেড়া, জোর জবর খাটবে না তাতে।।
যারে ধরে পাবি নিস্তার, তারে সদায় ভাবলিরে পর,
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার যাবে ভবের কুটুম্বিতে।।

(৩৩৬)

যে ঘরেতে বসত করো সেই ঘরের খবর নাই।।
চার যুগের চাবি আটা, চাবি পরের ঠাঁই।।
কলকাঠি যার পরের হাতে, কি ক্ষমতা তার এ জগতে,
পরের ঠাঁই লেনাদেনা, পরে পরে দিবারাতি ভাই।।
এমনি বেহাত আপন ঘরে, থাকতে রতন যায় পরের দ্বারে,
দেয় সে রতন হাতে ধরে, তারে কোথা পাই।।
ঘর থুয়ে ধন বাইরে খোঁজা, বয় সে যেমন চিনির বোঝা,
পায় নারে সে চিনির মজা, সে বলদ এছাই।।
পর দিয়ে পর ধরাধরি, সে পর কেহ চিনতে নারি,
লালন বলে পরে পরে, লেনাদেনা হয়।।

(৩৩৭)

কীর্তিকর্মার খেলা কে বুঝতে পারে।।
যে নিরঞ্জন সেই নুর নবী নামটি ধরে।।
গঠিতে সয়াল সংসার, এক দেহ দুই দেহ হয় যার,
আহাদ আহম্মদের বিচার, দেখ বিচারে।।
চারেতে নাম আহম্মদ হয়, এক হরফ তার নফি কেন হয়,
সে কথাটি জানব কোথায়, নিশ্চয় করে।।
এ মরম যাহারে শুধাই, ফাজিল ঝগড়া বাঁধায় সেই ভাই।
লালন বলে স্থূল ভুলে যাই তার তোড়ে।।

(৩৩৮)

কি সাধনে পাই গো তারে।।
মন আমার অহোর্নিশি চায় গো যারে।।
হোম, যজ্ঞ, স্তব, দান, ব্রত, ইহাতে সাঁই নহে রত,
সাধু শাস্ত্রে কয় সতত, মনে কোনটি জানি সত্য করে।।
পঞ্চ প্রকার মুক্তির বিধি, অষ্টাদশ প্রকারে সিদ্ধি,
এ সকল হয় হেতু ভক্তি, এতে বশ নয় আলেক সাইজী-মোরে।।
ঠিক পড়ে না প্রবত্তের ঘর, সাধন সিদ্ধ হয়কি প্রকার,
সিরাজ বলে লালন তোমার, নজর হয় না কোলের ঘোরে।।

(৩৩৯)

খালি ভাঁড় থাকবে রে পড়ে।।
দিনে দিনে কর্পূর যাবে সব উড়ে।।
মন যদি গোলমরিচ হতো, তবে কি আর কর্পূর যেত,
তিলকাদি না থাকিত, সুসঙ্গ ছেড়ে।।
অমূল্য কর্পূর যাহা, আছে সদায় ঢাকা দেওয়া,
কেমনে প্রবেশে হাওয়া, কর্পূরের ভাঁড়ে।।
সে ধন রাখিবার কারণ, নিল না মন গুরুর স্মরণ,
লালন বলে বেড়ায় এখন, আগাড়ে ভাগাড়ে।।

(৩৪০)

আমি দেখলাম এ সংসার ভোজবাজি প্রকার,
দেখিতে দেখিতে কেবা কোথা যায়।।
মিছা টাকাকড়ি, মিছা ঘরবাড়ি,
মিছা দৌড়াদৌড়ি করছ কার আশায়।।
কীর্তিকর্মার কীর্তি কে বুঝতে পারে,
সে-বা কোথা জীবকে কোথা লয় ধরে,
একথা আর শুধাব কারে, নিগূঢ় তত্ত্ব অর্থ কথা,
কে বলবে আমায়।।
যে করে এই লীলা তারে চিনলাম না,
আমি আমি করি আমি কোনজনা,
মরি কি হায় আজব কারখানা,
আমি গণে পড়ে কিছু ঠাওর নাহি পাই।।
ভয় ঘোচে না আমার দিবারজনী,
কার সঙ্গে কোন দেশে যাব না জানি,
দরবেশ সিরাজ সাঁ কয় বিষম কেরদানী,
পাগল হয়রে লালন এবার যে যা বুঝতে চায়।।

(৩৪১)

গুরু বিনে কি ধন আছে।।
কি ধন খুঁজিস ক্ষেপা কার কাছে।।
বিষয়ধনের ভরসা নাই, ধন বলিতে গুরু গোঁসাই,
যে ধনের দিয়ে দোহাই, ভবতুফান যাবে বেঁচে।।
পুত্র পরিবার ভবের ভূষণ, মায়া ভুলিয়ে অবোধ মন,
গুরুধনকে ভাবলি মিছে।।
গুরুধন অমূল্য ধন রে, কু-মনে বুঝলি না হারে,
সিরাজ সাঁ কয় লালন তোরে, নিশ্চয় পেচোয় পেয়েছে।।

(৩৪২)

ধর রে অধরচাঁদেরে আধারে অধর দিয়ে।।
ক্ষীরোদ মৈথুনে ধরা, ধর রে রসিক নাগরা,
যে রসেতে অধর ধরা থাক স-চৈতন্য হয়ে।।
অরসিকে ভোলে ভুলে, ডুবিস না কুপ নদীর জলে,
কারনবারির মধ্যস্থলে, ফুল ফুটেছে অচিন দলে,
তাহে চাঁদ চকোরা খেলে, প্রেম বানে প্রকাশিয়ে।।
নিত্য ভেবে নিত্য থেকো লীলার বশে যেও নাকো,
সে দেশেতে মহা প্রলয়, মায়েতে পুত্র ধরে খায়,
ভেবে বুঝে দেখ মনরায়, সে দেশে তোর কাজ কি যেয়ে।।
পঞ্চবানের ছিলা কেটে, প্রেম যাজ স্বরূপের হাটে,
সিরাজ সাঁই বলেরে লালন বৈদিক বানে করিস না
রণ বাণ হারালে পড়বি তখন, রণ খোলাতে হুরড়ি খেয়ে।।

(৩৪৩)

শুদ্ধ প্রেম রাগে সদায় থাকরে আমার মন
স্রোতে গা চালান দিও না, রাগে বেয়ে যাও উজান।।
নিভাইয়ে মদনজ্বালা, অহিমুণ্ডে করগে খেলা,
উভয় নিহার উর্দ্ধ তার প্রেমের এই লক্ষণ।।
একটি সাপের দুটি ফণী, দু'মুখে কামড়ালেন তিনি,
প্রেম বাণে বিক্রমে, তার সাথে দাও রণ।।
মহারস মুদিত কমলে, প্রেম শৃঙ্গারে লও রে তুলে,
আত্ম সামাল সেই রণ কালে, কয় ফকির লালন।।

(৩৪৪)

সে করণ সিদ্ধি করা সামান্যের কাজ নয়
গরল হত সুধা নিতে আতযে প্রাণ যায়।।
সাপের মুখে নাচায় বেঙ্গা, সে বড়ো আজব রঙ্গা,
রসিক যদি হয় তার ঘোঙা অমনি ধরে খায়।।
ধন্বন্তরী গুণ শিখিলে, সে কি ডরায় রূপের কোলে,
সে গুণ উল্টায়ে ফেলে মস্তকে দংশয়।।
এক যে অনুরাগী, শুদ্ধ রতি ভয়ংত্যাগী,
লালন বলে রসিক যোগী আমার কার্য্য নয়।।

(৩৪৫)

মানুষের করণ, সে কি রে সাধারণ, জানে রসিক যারা।।
টলে জীব বিবাগী, অটল ঈশ্বর রাগী,
সেও লিখলেন বৈদিক রাগেরই ধারা।।
ফুলের ছন্দি ঘরে, বিন্দু পড়ে ঝরে,
আর কি রসিক ভাই হাতে পায় তারে,
যে জন নীরে ক্ষীর মিশায়, সে পড়ে দুর্দশায়,
না মিলালে হেম অঙ্গ বিফল পারা।।
বানে বান ক্ষেপ না, বিষের উপার্জনা,
আধোপথে গতি উভয় শেষখানা,
পঞ্চবানের ছিলে, প্রেমাস্ত্রে কাটিলে,
তবে হবে মানুষের করণ করা।।
রসিক শেখরে, সে মানুষ ব্যাস করে,
হেতুশূন্য করণ সেই মানুষের দ্বারে,
নিহেতু বিশ্বাসে, মিলে সে মানুষে,
লালন ফকির হেতু কামে যায় মারা।।

(৩৪৬)

জানরে মন সেই রাগের করণ।।
যাতে কৃষ্ণবরণ হল গৌরবরণ।।
শত কোটি গোপী সঙ্গে, কৃষ্ণপ্রেম নবরঙ্গে,
সে যে টলের কার্য্য নয়, অটল না বলয়, সে আর কেমন।।
রাধাতে কি ভাব কৃষ্ণের, কি ভাবে সে গোপীকার,
ভাব না জেনে, সে সঙ্গ কেমনে, পাবে কোনজন।।
শম্ভুরসের উপাসনা, না জানিলে রসিক হয় না,
লালন বলে সে যে, নিগূঢ় করণ ব্রজে, অকৈতব ধন।।

(৩৪৭)

সামান্য জ্ঞানেতে মন তাই পারবি রে।।
বিষ জুদা করিয়ে সুধা রসিকজনা পান করে।।
দেখাদেখি মন কি ভাবো, সুধা খেয়ে অমর হব,
পারো যদি ভালোই ভালো, নইলে বিপদ বাঁধবে রে।।
কতজনে সুধার আশায়, ফনীর মুখে হাত দিয়ে যায়,
বিষের আতষ লেগে গায়, অমনি ঢলে পড়ে রে।।
অহিমুণ্ডে উভয় যদি, হিংসা ছেড়ে হয় পিরীতি,
লালন কয় সে সুধানিধি, খেলে অমর হয় সে রে।।

(৩৪৮)

শুদ্ধ প্রেম না দিলে, ভজে কে তারে পায়।।
না মানে আচার, না মানে বিচার,
শুদ্ধ প্রেম রসের রসিক, সেই দয়াময়।।
জানো না মন শুকনা কাষ্ঠে, কবে তার মালঞ্চ ফোটে,
প্রেম নাই যার চিতে, তেমন কাষ্ঠ সে,
নিজ সুখ জন্য পরপুত বলিদান দেয়।।
সে প্রেমের প্রেমী যারা, ফণী যেমন মণিহারা,
দেখলে তার মুখ হৃদয় বাড়ে সুখ,
দয়াল চাঁদ মোর তারই হবে সদয়।।
যোগেন্দ্র মহেন্দ্র আদি, যোগ সাধিয়ে না পায় নিধি,
প্রেম দিয়ে তারে, ধরল গোপীরে,
লালন বলে সে প্রেম ঘটবে কি আমায়।।

(৩৪৯)

শুদ্ধ প্রেম রসিক বিনে কে তারে পায়।।
যার নাম আলেক মানুষ, আলোগে রয়।।
রসরতি অনুসারে, নিগূঢ় ভেদ জানতে পারে,
রতিতে মতি ঝোরে, মূল খণ্ড হয়।।
যে লীলা ব্রহ্মাণ্ডের পর, ঐ লীলা ভাণ্ড মাঝার,
হলে তার জন্মের বিচার, সব জানতে পায়।।
আপনার জন্মলতা খোঁজগে তার মূলটি কোথা,
লালন কয় পাবি সেথা, সাঁইর পরিচয়।।

(৩৫০)

কোন সাধনে তারে পাই।।
জীবনের জীবন সাঁই, শক্তি শৈব বৈরাগ্য ভাব,
তাতে যদি হয় চরণ লাভ, তবে কেন দয়াময়,
সদা সর্বদায়, বিধি ভক্তি বলে দোষীলেন তায়।।
সাধিলে সিদ্ধির ঘরে, আবার শুনি পায় না তারে,
সাজুগ্য মুক্তি, পেলেও সে ব্যক্তি,
আবার শুনি ঠকে যাবে-রে ভাই।।
গেল না মোর মনের ভ্রান্ত, পেলাম না তাঁর ভাবের অন্ত,
বলে মূঢ় লালন, ভবে এসে মন কি করিতে যেন কি করে যাই।।

(৩৫১)

যে সাধন জোরে, কেটে যায় কর্মফাঁসি।।
জানবি যদি সাধন কথা, হও গুরুর দাসী।।
স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ আর, নপুংশ শাসন করো,
যে লিঙ্গ ব্রহ্মাণ্ড পর, তায় প্রকাশি।।
মারে মৎস না ছোঁয়, পানি, রসিকের করণ তেমনি,
আকর্ষণে আনে টানি, শারদশশী।।
কারন-সমুদ্রের পারে, গেলে পাবে অধরচাঁদেরে,
লালন বলে নইলে ঘুরে, মরবি চৌরাশি।।

(৩৫২)

অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়, শুধু মুখের কথা নয়।।
তার সাক্ষী চাতক পাখিরে, কোট সাধনে যায়রে মরে,
অন্য বারি খায় নারে, থাকে মেঘের জল আশায়।।
বনের পশু হনুমান, রাম বিনে তার নাই ধিয়ান,
নিরীখ রেখে ঐ চরণের পর, অন্যরূপ না ফিরে চায়।।
রামদাস মুচির ভক্তিতে, গঙ্গা এল চামড়ার কেটোতে,
তাঁরে সাধলো কত মহতে, লালন কুলে কুলে রয়।।

(৩৫৩)

শুদ্ধ প্রেম সাধল যারা, কাম রতি রাখিল কোথা।।
বলগো রসিক রসের মাফিক, ঘুচাও আমার মন ব্যথা।।
আগে উদয় কামের রতি, রস আগমন তারই গতি,
সেই রসের করে স্থিতি, খেলছে মানুষ প্রেমদাতা।।
মন জানিত রসের করণ নয়রে সে প্রেমের ধরন,
জল সেচে হয়রে মরণ, কথায় মন বাজি জেতা।।
রাগের বাধ্য যে জন, আপনার আপনি ভোলে সে জন,
ভেবে কয় ফকির লালন, ডাকলে সে-তো কয় না কথা।।

(৩৫৪)

নীচে পদ্ম চরক বানে, যুগল মিলন চাঁদ চকোরা।।
সূর্যের সু-সঙ্গে কমল, কিরূপে হয় যুগল মিলন,
জানালি না মন হলি কেবল, কামাবেশে মাতোয়ারা।।
স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ভবে, নপুংসক না সম্ভবে,
যে লিঙ্গ ব্রহ্মাণ্ড গড়ে, কি দিব তুলনা তারে,
রসিক জনা জানতে পারে, অরসিকে চমৎকারা।।
সামর্থাকে পূর্ণ জেনে, বসে আছো সেই গুমানে,
যে রতিতে জন্মে মতি, সে রতির বা কোন আকৃতি
যারে বলে সুধার পতি, ত্রিলোকের সেই নিহারা।।
শোণিত শুক্র চম্পকলি, কোন স্বরূপ কাহারে বলি,
ভৃঙ্গ রতির কর নিরূপন, চম্পকলির অলি যে জন,
গুরু ভেবে কহে লালন, কিসে যাবে তাঁরে ধরা।।

(৩৫৫)

সেই প্রেম গুরু জানাও আমায়।।
যাতে মনের কৈতব আদি ঘুচে যায়।।
এ দাসীরে নিদয় হয়ো না,
দাও কিঞ্চিৎ প্রেম উপাসনা ব্রজের জলদ কালো,
গৌরাঙ্গ হলো কোন প্রেম সাধনে বাঁকা শ্যামরায়।।
পুরুষ কোনদিন সহজ ঘটে, শুনলে মনের শঙ্কা যায় মিটে,
তবেতো জানি, সে প্রেম করণী, সহজে সহজে লেনাদেনা হয়।।
কোন প্রেমে বশ গোপীর দ্বারে, কোন প্রেমে শ্যাম রাধার পায় ধরে,
বল বল তাই, ও গুরু গোঁসাই, দীনের অধীন লালন, বিনয় করে কয়।।

(৩৫৬)

সময় থাকতে বাঁধাল বাঁধলে না।।
জল শুখাবে মীন পলাবে, পস্তাবি রে ভাই মনা।।
ত্রিবেণীর তিন ধারে, মীন রূপে সাঁই বিরাজ করে,
উপর উপর বেড়াও ঘুরে, গভীরেতে ডুবলে না।।
মাসান্তরে মহাযোগ হয়, নিরসেতে রস ভেসে যায়,
করলে না সে যোগের নির্ণয়, মীনরূপ খেলা খেললে না।।
জগৎজোড়া মীন অবতার, ছন্দির বোঝা ছন্দি উপর,
সিরাজ সাঁ কয় লালন এবার, গেল না আওনা যাওনা।।

(৩৫৭)

সহজ শুদ্ধ প্রেম সাধন করি কেমন।।
প্রেম সাধিতে ফাঁপড়ে উঠে প্রেমনদীর তুফান।।
প্রেমরত্নধন পাবার আশে, ত্রিবেণীর ঘাট বাঁধলাম কষে,
কামনদীর এক ধাক্কা এসে কেটে যায় বাঁধন ছাদন।।
বলব কি সেই প্রেমের কথা, কাম হয়েছে প্রেমের লতা,
কাম বিনা প্রেম যথা তথা, কৈ হয় আগমন।।
প্রেম পিরীতি পরম পতি, কাম গুরু হয় নিজ পতি,
কাম বিনে প্রেম পায় কি গতি, কয় ফকির লালন।।

(৩৫৮)

জানোগা মানুষের করণ কিসে হয়।।
ভুলো না মন বৈদিক ভোলে, অনুরাগের ঘরে বয়।।
ভাটি স্রোত যার বহে উজান, তাইতে কি হয় মানুষের করণ,
পরশন না হলে রে মন দর্শনে কি হয়।।
টলাটল করণ যাহার, স্পর্শগুণ কৈ মিলে তাহার,
গুরু শিষ্য যুগ যুগান্তর, ফাঁকে ফাঁকে রয়।।
লোহা সোনা পরশ স্পর্শে, সেহি করণ তেমনই সে,
লালন বলে হলে দিশে, জঠর জ্বালা যায়।।

(৩৫৯)

শুদ্ধ প্রেমের প্রেমিক মানুষ যে জন হয়।।
মুখে কথা কউক বা না কউক, নয়ন দেখলে চেনা যায়।।
রূপে নয়ন করে খাঁটি, ভুলে যায় সে নাম মন্ত্রটি,
চিত্রগুপ্ত পাপ পুণ্য তার, কি লিখবেন খাতায়।।
মণিহারা ফণী যেমন, প্রেম রসিকের দুটি নয়ন,
কি করতে কি করে সে জন, অন্ত নাহি বোঝা যায়।।
সিরাজ সাঁই কয় বারে বারে, শোন রে লালন বলি তোরে,
মদন রসে বেড়াও ঘুরে, সে ভাব তোমার কৈ দাঁড়ায়।।

(৩৬০)

কি সে আর বুঝাই মন তোকে।।
দেল মক্কার ভেদ না জানিলে, হজ হয় কিসের।।
দেল গঠন কুদরতি সেকাম, খোদ খোদা হয় তাইতে বারাম,
তাইতে হল দেল মক্কা নাম, সর্ব সংসারে।।
এক দেল যার জিয়ারত হয়, হাজার হজ তার তুল্য নয়,
দলিলে তাই ছাপ লেখা যায়, তাইতে বলি রে।।
মানুষে হয় মক্কার সৃজন, মানুষে করে মানুষের ভজন,
লালন বলে মক্কা কেমন, চিনবি কবে রে।।

(৩৬১)

সে যারে বোঝায় সেই বোঝে।।
মককর উল্লার মক্কর বোঝা, সাধ্য কার আছে।।
যথা কাল্লা তথা আল্লা, তেমনি রে সে মক্কর উল্লা,
মনের চক্ষু থাকতে ঘোলা, মক্কা পায় কিসে।।
এরফানি কেতাব রে ভাই, হরফ নোক্তা তার কিছু নাই,
তাই টুঁড়িলে খোদাকে পায়, খোদে বলেছে।।
এলম লাদুন্নী হয় যার, সর্ব ভেদ মালুম হয় তার,
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার, বুদ্ধি অকেজো।।

(৩৬২)

সাঁইর লীলা বুঝবি ক্ষেপা কেমন করে।।
লীলার যার নাইরে সীমা, কোন সময় কোন রূপ ধরে।।
আপনি ঘেরা আপনি ঘেরি, আপনি করে রসের চুরি, ঘরে ঘরে,
আপনি করে ম্যাজিষ্টারী, আপন হাতে বেড়ি পরে।।
গঙ্গায় গেলে গঙ্গা জল হয়, গর্তে গেলে কূপ জল হয়, বেদ বিচারে,
তেমনই সাঁই বিভিন্ন নয়, জানায় পাত্র অনুসারে।।
একটি নাম অনন্তধারা, তুমি আমি নাম বেওরা, ভবের পরে,
সিরাজ সাঁই কয় অবোধ লালন, জানলে ধাঁধা যেত দূরে।।

(৩৬৩)

ধন্য আশকী জনায়। এ দীন দুনিয়ায়।।
আশক জোরে গগনের চাঁদ পাতালে নামায়।।
নাম জপে না কাম করে না, শুদ্ধ দেল আশেক দেওয়ানা,
তাইরে আমার সাঁই রব্বানা, মদত সদায়।।
সুঁইর ছুরাকে চালায় হাতি, বিনা তেলে জ্বালায় বাতি,
সদায় থাকে নিষ্ঠা রতি, ঠাঁই অঠাঁইয়ে রয়।।
আশেকের মাশুক নামাজ, যাতে রাজি সাঁই বেনেয়াজ,
লালন করে শৃগালের কাজ, দিয়ে সিংহের দায়।।

(৩৬৪)

কে বোঝে তোমার অপার লীলে।।
আপনি আল্লা ডাকো আল্লা বলে।।
তুমি নুরী নিরাকার, আগমের ফুল,
নিগমে রাছুল, আদমের ধড়ে জান হইলে।।
নিরাকারে গম্ভুধনি সেও তো সবাই জানি
সাকার সৃজন, করলে ত্রিভুবন আকারে চমৎকার রূপ দেখালে।।
আত্মতত্ত্ব জানে যারা নিগূঢ় লীলা দেখছে তারা,
সে নিরে নিরঞ্জন, অকৈতব ধন,
ফকির লালন বেড়ায় খুঁজে, বন জঙ্গলে।।

(৩৬৫)

নাপাকে পাক হয় কেমনে। জন্ম বীজ যার নাপাক কয় মৌলভী গণে।।
কেতাবে খবর জানা যায়, নাপাক জলে জান পয়দা হয়,
ধুলে কি তা পাক করা যায়, আসল নাপাক যেখানে।।
মানষের বীজে হয় না ঘোড়া, ঘোড়ার বীজে হয় না ভেড়া,
যে বীজ সেই গাছ মুলুকজোড়া, দেখিতে পাই নয়নে।।
ভিতরে লালসের থলি, উপরে জল ঢালা-ঢালি
লালন বলে মন মুছল্লি, কিসে তোর হয় না মনে।।

(৩৬৬)

মানুষ তত্ত্ব সত্য হয় যার মনে।।
অন্যরূপ সেকি মানে।।
মাটির ঢিপি কাঠের ছবি, ভূত ভাবনা দেবাদেবী,
ভোলেনা সে কোনো ভোলে, মানুষ রতন চিনে।।
জড়ই শড়ই ললা ভোলা, পেচো পেচী আলা ভোলা,
ভোলে না সে ভোলনে, মানুষ ভজে জ্ঞানে।।
ফেয়ো ফেফী ফেকসী যারা, ভাকা ভোকায় ভোলে তারা,
লালন তমনি চটা মারা, দাঁড়ায় না একখানে।।

(৩৬৭)

গুরু বস্তু চিনে লেনা।।
অপারের কাণ্ডারী গুরু তা বিনে কেউ কুল পাবে না।।
হেলায় হেলায় দিন ফুরাল,
মহাকালের ঘিরে এল,
আর কত কাল বাঁচবি বল, রংমহলে লাগল হানা।।
কি বলে এই ভবে আলি, কিনা কর্ম করে গেলি,
মিছে মায়ায় ভুলে র'লি, সে কথা তোর মনে হয় না।।
এখনও চলেছে পবন হতে পারে কিছু সাধন,
সিরাজ সাঁই কয় অবোধ লালন, এবার গেলে আর হয় না।।

(৩৬৮)

মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার।।
সর্বসাধন সিদ্ধ হয় তার।।
নদী কিংবা বিল বাওড় খাল, সর্বস্থানে একইরে জল,
একা মোর সাঁই, ফেরে সর্বদাই, মানুষে মিশে হয় বেদান্তর।।
নিরাকারে জ্যোর্তিময় যে, আকার সাকার রূপ ধরে সে,
যেজন দিব্যজ্ঞানী হয়, সেহি জানতে পায়,
কলিযুগে হয় মানুষ অবতার।।
বহু তর্কে দিন বেয়ে যায়, বিশ্বাসে ধন নিকটে পায়,
সিরাজ সাঁই ডেকে, বলে লালনকে, কুতর্কের দোকান খুলিস নারে আর।।

(৩৬৯)

গুরুপদে ডুবে থাকরে আমার মন।।
গুরু পদে না ডুবিলে, জনম যাবে অকারণ।।
গুরু শিষ্য এমনি ধারা চাঁদের কোলে থাকে তারা,
আয়নাতে লাগায়ে পারা, দেখে ত্রিভুবন।।
শিষ্য যদি হয় কায়েমী, কর্ণে দেয় তার মন্ত্রদানি,
নিজ নামে হয় চক্ষুদানী, নইলে অন্ধ দুই নয়ন।।
ঐ দেখা যায় আনকা নহর, অচিন মানুষ অচিন শহর,
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর, জনম গেল অকারণ।।

দুদ্দু শাহ ফকির

১

হাকিমল হাকিম সাঁই, তোমা বিনে দিব আর কার দোহাই।।
ঘোর সঙ্কটে তরাইতে তোমা বই আর কেহ নাই।।
সৃজন পালন কর, রুজি যোগাও সবাকার,
রাখবার হাত তোমার, তোমারই এই জগৎময়।।
বিমারির দাওয়া পানি, তুমি বৈদ্য তুমি গুণী,
জানের জান আপে রধ্বানি, দয়াময় দরদী সাঁই।।
এতিম মিছকিন কর, ভিক্ষা মাঙ্গাও দ্বারে দ্বার,
ধনের ধনী কাঙ্গাল করো, কারেও দাও ধনের বাদশাই।।
রাখো ছায়ায় ধুপে জ্বালাও, রদকে কবুলে, কবুলকে রদ দাও
দুদ্দু বলে, আমায় তরাও কদমেতে দিয়া ঠাঁই।।

২

গুরু নিজ গুণে কৃপা করে চরণ দাও আমায়।।
তবে দয়াময় তোমায় জানা যায়।।
স্বভাব দোষে আমারই মন, বাগ ছেড়ে বিবাগে গমন,
হীন হয়েছি ভজন সাধন, দাও চরণ স্ব-করুণায়।।
সাধনে পারগ যে জন, ভক্তি বলে পায় সে চরণ,
সাধন হীন না পেলে চরণ, কে বলে করুণাময়।
জগৎ করিতে তারণ, প্রতিজ্ঞা তোমার নিরূপণ,
গুরুরূপ করিয়া ধারণ, কৃপাসিন্ধু নাম তোমার।।
পতিত যদি পতিত রবে, প্রতিজ্ঞা পালন কৈ হবে,
দুদ্দু কয় কলঙ্ক রবে, পতিতপাবন নাম কৈ রয়।।

৩

তলবেল মওলা যে জন হয়।।
কেরাবন কাতেবিন তার খবর নাহি পায়।।
নাহি করে বেহেস্তের আশায়,
দোজখ বলে না রাখে ভয়,
দীন দুনিয়া তরক তার হয়,
খোদার তারে তার মিশায়।।
শোগল রাবেতা দোন, বরজখ নিরুপণ,
মোরাকাবা তার ধিয়ান, মোশাহাদায় মশগুল রয়।।
খোদরূপে করিয়ে ফানা, বে খুদি আশেক দেওয়ানা,
মাশুক রূপে তার মিলনা, খোদার রঙ্গে রং ধরায়।।
আশেক মাশুক গম যেস্ত, কেরাবন কাতেবিন খবর নেস্ত,
লালন কয় দলিল ছাবেত, দুদ্দু সে ভেদ নাহি পায়।।

৪

খোদরূপে আছেন খোদায়।।
খুদি ছেড়ে বে-খুদ হলে, খোদাকে সেই দেখতে পায়।।
খুদি শব্দের দুই অর্থ হয়, আমি খুদি আর সে খোদায়,
জাতেতে ছেফাত দেখা যায়, সেফাতে জাত রয়।।
মোকাম মুঞ্জিল লতিফাতে, খোদা ছাড়া সাধন তাতে,
শেরেকি হইবে তাতে, জানহ নিশ্চয়।।
খোদ রূপেতে খোদাতালা, খেলছে সে কুদরতি খেলা,
কুল্লে সাঁই মোহিত আলা, স্বয়ং কাদের হয়।।
খোদ রূপেতে সেরূপ জানা, দ্বিদল তার বারামখানা,
লালন বলে সে ভেদ জানা, দুদ্দুর কর্ম নয়।।

৫

নবী চেনা হয় কামনা, আগে মুরশিদ ধরো।।
আওল আখের জাহের বাতেন, তবে সে ভেদ জানতে পারো।।
আল্লার নুরে যে নবী হয়, ছারে জাহান তার নুরে কয়,
হায়াতাল মুরছালিন নাম, জেন্দা চার যুগের পর।।
নবী অঙ্গ অংশ কলারূপে, তিন রূপ ধরে এক রূপেতে,
অংশরূপ রয় সব ঘটেতে, বাতুনে নুর কয় যার।।
কলারূপে মদিনাতে, জাহের হলে তরিক দিতে,
জাহেরা আর পুশিদাতে, ছিনা ছফিনা ভেদ তাহার।।
নবী মুরশিদ ভজন আইন দিয়ে, খাকের দেহ খাকে থুয়ে,
নুরেতে নুর যায় মিশিয়ে, দুদ্দু কয় আকারে সা-কার তার।।

৬

আপনাকে আপনি চিনা যায় কিসেতে।।
যে চিনা আল্লাকে চিনা, ফরমায় নবী হাদিছেতে।।
রোজাকিয়া নামাজ পড়া, কলমা কি হজ জাকাত দেওয়া,
তাম্বি ভারি পাঞ্জাগানা, নিজ পরিচয় কৈ তাহাতে।।
কাবাতে নিয়ত নিরুপণ, আপন কাবার নাই অন্বেষণ,
খলিলের কাবায় কি কখন, আল্লাজীকে পারো দেখিতে।।
আপনাকে আপনি ভুলে পশ্চিম তরফ খাড়া হলে,
দুদ্দু কয় রুকু সেজদা দিলে, খোদার দিদার কৈ তাহাতে।।

৭

নবী মুরিদ হয় যথায়।।
জাহেরা নাইক সে ভেদ পুশিদায়।।
নুরের ছাঁদরাতলে, ছাদরাতল মন্তাহা বলে,
নীরের পিয়ালা দিলেন নবীকে খোদায়।।

ফকিরী ছুরাত নিজরূপ, নবীকে দেখায় স্বরূপ,
স্বরূপে রূপ রূপে স্বরূপ, চক্ষুদানী হয়।।
কালামে আহাদ যারে কয়, সেই কালাম নবীকে পড়ায়,
আহাদে আহম্মদ হয়, সে ভেদ জানায়।।
কোন বস্তু কোন পিয়ালা হয়, সেই উপাসনা জানায় খোদায়,
দুদ্দু কয় নবী সেধে তার দাতা হয়।।

৮

মুরশিদের খেদমতে রুজু যারা।।
জানতে পারে পুশিদাতে অধর ধরা।।
মুরশিদের যে রূপ হয়, খোদারূপ সেই রূপে নির্ণয়,
আকারে সাকার রূপ রয়, স্বরূপে রূপ নেহারা।।
আলি নবী হাসান হোসেন, ফাতেমা জোহরা খাতুন,
আল্লার কাছে এই পঞ্চতন, নুর ছেতারা।।
লাল জরদ ছিয়া ছফেদ কয়, চার রঙ্গেতে রংমহাল তায়,
আয়নামহল কাজল ফোটায়, স্থির বিজরী পারা।।
কি বস্তু নুর কি বস্তু নীর কয়, নুর নীরের পাত্র কি নির্ণয়,
নুর নীরের সাধন কি রূপ হয়, দুদ্দু কয় জানে তারা।।

৯

নবীজির আইন মাফিক, ধরবি তরিক শরিয়ত আর মারফতে।।
ছালেকী মজবী হয়, দুই রাহা তায়, জাহেরা আর পুশিদাতে।।
শরাতে পঞ্চবেনা হজ কলেমা রোজা নামাজ আর জাকাতে,
বেহেস্ত তলব করয় আহাম্মক কয় নবীজীর হাদিছেতে।।
মারেফাতে দাখেল যারা কামেল তারা, এরফানের ভেদ বেলেয়তে,
তলবেল মওলা সে হয়, বরজখ ধিয়ায় মজবী তরিকতে।।
ছাদেকী এসকী সে হয়, দেল হুজুরায়, মিলে মাশুকের সাথে।।
এশকবাজি কারখানা, হয় দেওয়ানা, মিলে মাশুকের সাথে।।
নবীজির আইন ছাবেদ, দুই রাহা ভেদ, নবুয়ত আর বেলায়েতে,
লালন সাঁই কয় সে বেনা, হয় দিন কানা, দুদ্দু ডোবে শরিয়তে।।

১০

জীবন থাকিতে মরতে কয়।।
জানি না সে কেমন মরণ, শুনতে মনন হয়।।
জীবন থাকিতে মরণ, গোস্বামীর কলম নিরুপণ,
মরায় মরায় করে সাধন, সে মরণ কারে বলা যায়।।
করিলে অটল সাধন, সে তো আত্মসুখের কারণ,
লোহায় লোহায় করে ঘর্ষণ, জীবনে মরণ কৈ সে হয়।।
বানে বানে রণ করয়, পূর্ব স্বভাব তাহাতে রয়,
মাসী পিসী জ্ঞান নাহি রয়, পশু ব্যবহার তারে কয়।।
রসিক রসিক বলে ঘোষণা কোটির মধ্যে দু-একজনা,
দুদ্দু মরার ভাব জানে না, চটকে মাতায়।।

১১

মর জেন্দেগীর আগে।।
দেখে শমন যাক ভেগে।।
আয়ু থাকিতে আগে মরা, সাধক যে তার এমনি ধারা,
প্রেম উল্লাসে মাতোয়ারা, সে কি বিধির ভয় রাখে।
মরে যদি ভেসে উঠে, সে-তো বেড়ায় ঘাটে ঘাটে,
মরে ডোবে ঐ শ্রীপাটে, বিধির অধিকার ত্যাগে।।
হায়াতের আগে মরে, বাঁচে সে মউতের পরে,
কররে মন এসব দিশে, দুদ্দু কয় ডেকে।।

১২

হবে না বন্দেগী কবুল, দুনিয়ার বশে থাকিলে।।
দুনিয়া তরক না হলে।।
লা-তাকাররাবর্চ্ছালাতা, ইল্লা ব-হুজুরেল কলব,
আইনে প্রমাণ ধারা, দলিলে খোলসা বলে।।
মনে থাকিতে দুনিয়ার বাত, যেও না করতে এবাদত,
তাহাতে পাবা না নাজাত দলিলে তাই প্রমাণ দিলে।।
এবাদতে হয়ে খাড়া, দুনিয়ার বাত তোলাপাড়া,
দুদ্দুর রুকু সেজদা মাথা নাড়া, লালন সাইজির চরণ ভুলে।।

১৩

না দেখে রূপ সেজদা করে অন্ধ তারে কয়।।
রূপ দেখে সেজদা দিলে রাজি হন খোদায়।।
গাওয়াহী কালাম উল্লা দেয়, মান কানা ফি-হাজেহি আমায়,
কানা বলে গাল তারে দেয়, আয়াতে খোদায়।।
সাক্ষাতে থাকিতে রতন, অন্ধ কি তার পায় দরশন,
না দেখে সেজদা দেয় যে জন, সেওতো তেমনি প্রায়।।
রূপ দেখে বন্দিগী আদায়, ফরমিয়াছে আপে খোদায়,
অহুয়া মায়াকুম দলিলে কয়, নজির দেখা যায়।।
মুরশিদকে চিনিয়া যে জন, করেছে সে রূপ অন্বেষণ,
দরবেশ লালন সাঁইয়ের বচন, দুদ্দুর ভুল সদায়।।

১৪

পয়গম পেয়ে পয়গম্বর নাজেল হলেন নবীর পরওয়ানায়।।
লিখিত পড়িত নাই তাহাতে, জীবরাইল মুখেতে কয়।।
মুখে ফরমান করেন সাঁই, জীবরাইল শুনে পৌঁছান তাই,
নবী বিনে কেউ জানে নাই, গোপনে জীবরাইল শুনায়।।
জাহেরা পুসিদা বেনা, দুই হকিকত তাতে জানা,
বিনা হরফের পরওয়ানা, নবীর উপর নাজেল হয়।।
ছয় হাজার ছয়শো ছয়শট্টী, জীবরাইল পৌঁছালেন চিঠি,
পরওয়ানা খাটি তরজমা করে নবী তাহার।।

খোদা বান্দা বস্তু নির্ণয়, খোদে আল্লা নবীকে কয়,
দুদ্দু কয় সে ভেদ পুসিদায়, নবী জানায় বান্দার ছিনায়।।

১৫

প্রেম স্কুলে পড়লে পরে।।
শুদ্ধ প্রেম সাধন সে জানতে পারে।।
পঞ্চবিধ মুক্তি কিসে হয়,
অষ্টাদশ প্রকারে সিদ্ধি কারে কয়
হেতু সাধ্য কারে বলা যায়, বিচক্ষণ হয় শিক্ষার দ্বারে।।
অহৈতুকি ভক্তি কিসে হয়, নিহেতু সাধন কারে বলা যায়,
কামের শৃঙ্গার কাহারে কয় ভাবের শৃঙ্গার কিরূপে হয়
অকৈতব প্রেম কৈতব সে নয়, বসতি হয় নিত্যপুরে।।
প্রেম শৃঙ্গার কারে বলা যায়, উপাসনায় জানতে পারে।।
শুদ্ধ প্রেম করিলে সাধন, হইলে রসিক নিরুপণ,
লালন সাই দরবেশের বচন, দুদ্দু সে প্রেম জানতে নারে।।

১৬

শুদ্ধ ভক্তি হইতে হয় শুদ্ধ ভক্তির উদ্দীপন।।
যে প্রেমেতে বাঁধা আছে, সহজ মানুষরতন।।
অন্য বাঞ্ছা অন্য পুজন, জ্ঞান কর্ম উপশাখাগণ,
ভক্তি কন্ট হইলে ছেদন, হবে শুদ্ধ প্রেমের উদ্দীপন।।
টলাটল ছাড়িয়ে সাধন, রসিকের হয় নিরুপণ,
হেতুশূন্য মানুষের করণ, অধরে অধর মিলন।।
ভেক ফণীতে করে জাজন, ভেকের বাটে ফণীর বসন,
প্রেম শৃঙ্গারে মতি দুজন, প্রেমেতে হয় মগন।।
শুনতে লাগে বিষম ত্রাস, ভেক ফণীতে করে বিলাস,
লালন সাঁই কয় রসিক নির্য্যস, গরল খেয়ে দুদ্দুর মরণ।।

১৭

দরবেশ হয় কি মুখের কথায়।।
বরজখ ধিয়ানে দরবেশ, অধরচাঁদকে দেখিতে পায়।।
দম মেরে দম শুমার ধরে, পলক দেয় না রূপ নিহারে,
বেখুদি পিয়ালা ভরে, দিবা নিশ্চেজ্ঞা নাহি রয়,
ফানাফিশ্বেখ কাহারে কয়,
কাহারে কয় ফানাফির রাছুল কিবা কয়,
ফানা বাকা স্থুলের নির্ণয়, আরেক দরবেশ ধিয়ায়।।
মুরশিদ বীজে যে হয় ফানা, রাছুল রূপে সে রূপ জানা,
জাত ইলাহির জাতে মিশায়।।
কাজের কাজি না হলে মন, লানত উল্লায় হবি গনন,
লালন শাহ দরবেশের বচন ভাবটি জারি দুদ্দুর সদায়।।

১৮

বরজখ ধিয়ান যাহাতে।।
চলো যাই বেলায়েতে।।
এলমে লাদুন্নী জারী, রেখেছে করে পুসিদাতে,
সে ভেদ জানে শরায়, ভেদ খুলে দেয়,
ছিল আরেফের ছিনাতে।।
আরেফ যে জনা মজাহাব রাখে না, বেখুদী পিয়ালা সাথে,
আশোক জোরে মাশুকে ঘুরায়, রাখে সদা নয়নেতে।।
আরেফের মনের কথা, কেরাবন কাতবিন জানে না তা,
দুদ্দু ভাবে সদায়, লালন সা কয়, হাসেল কর মারফতে।।

১৯

লায়লাহা ইল্লালাহ জেকের মওলা, পড় দম ব-দমেতে।।
দমেতে করো লেহাজ, আকবরী হজ, হবে তোমার দেল কাবাতে।।
নবীজীর হুকুম সার-এ জারি করে আবু হোরা জেকেরেতে,
জেকেরের গুণাগুণ, সব মজমুন লিখিলেন বেলায়েতে।।
দমে যে করে ধিয়ান, পায় সে সন্ধান, মোরা কাবা হয় যাহাতে,
মোশাহাদা করে হাছেল, হয় সে কামেল, হাজির থাকে হুজুরেতে।।
ছাদেকী এস্ক হলে, নেস্তহালে, গম হয়ে যায় নুরের সাথে,
বাতাসা পানিতে জ্যায়ছা, মেলে ত্যায়ছা, নফি এজবাতেতে।।
কামেল মুরশিদ যার হয় সেই জানতে পায়, আয়নাল ফোকারে যাতে,
লালন শাহ দরবেশের বচন, হয় না স্মরণ, দুদ্দু না ডুবিল তাতে।।

২০

মাবুদ মউজুদ খোদা এই দেহেতে রয়।।
কি বস্তু কি আকার সে যে, করো তার নির্ণয়। ।
এই দেহের মালেক রব্বানা, কোন মোকাম তার বারামখানা,
তার পাবে নাই দেখাশুনা, থেকে এক জায়গায়।।
প্রমাণ কালাম উল্লাতে, নাহ্নো আকরাব এক আয়তে,
আছে বান্দার কালেবেতে আরোশ খোদার।।
বস্তু হাছেল হলে পরে, আকবরী হজ হয় তাহাতে,
সাক্ষাতে রূপ সেজদা করে, বন্দেগী আদায়।।
বস্তু না হলে পরিচয়, চিনি বহা বলদেরই ন্যায়,
বহে বোঝা লর্জত না পায়, দুদ্দু তেমনি প্রায়।।

২১

যাতে দিন দুনিয়া তরক হয়।।
ছাদেকী আশক তারে কয়।।
দিন দুনিয়া দোন তলব হ্যায়,
নারী ব্যবহার লিখে দুই জায়গায়,
নফস আম্মারার, উভয় তাবেদার,

ফাছেকী আশোক তাহারে কয়।।
ছাদেকী আশোক যারে, নফস আম্মারে কতল করে,
মরদুনা মরদ, আশোক হয় সাবুদ,
খোদার তলবে মশগুল রয়।।
মাশুক রূপে আশোক সহিত রয়,
যারে বেখুদী পেয়ালা বলা যায়,
আশোক নেস্ত হয় মাশুক গমে রয়,
ফানা বাকার দাড়া সেই পায়।।
লা মজহাবী আশেক দেওয়ানা,
দরবেশ লালন কয় একের বেনা,
দুদ্দু জানলি না, আমল করলি না, ডুবে রইলি লোভে দুনিয়ার।।

২২

কৈ হল বন্দেগী আদায়।।
দুনিয়া জাদুকর বুড়ী ভুলালে ফেরেব বাহানায়।।
বন্দেগী করিব বলে, এসেছ করার দিয়ে,
সে সকল গিয়াছ ভুলে, দুনিয়ার খেয়ালে সদায়।।
দুনিয়া জানানা মালে, তাহাতে গ্রেপ্তার হলে,
দুনিয়াদার তারেই বলে, এবাদতে মন নাহি রয়।।
আদ্দুনিয়া জেফাতন, কেলাবহা তালেবন,
নবীজির হাদিছ লিখন, কুত্তা বলে গাল তারে দেয়।।
তরকে দুনিয়া যারা, এবাদতে কামেল তারা,
লালন কয় দুদ্দু তেরা, দেখে শুনে জ্ঞান নাহি রয়।।

২৩

মেরাজে আল্লার সনে।।
মিলন হলেন নবী, আরশ ভুবনে।।
হস্তপদ নাইকোরে যার, হাদিছে করেন প্রচার,
তবে গলে গলে তাহার, মিলিল কেমনে।।
পুরুষ হয় কি মালেক রব্বানা, নবী কি হলেন জানানা,
মিলন হলে এই দুই জনা, নুর দেহে কি আদম তনে।।
আকার শূন্য দেহ নাই যার, আশক অনল হয় কিসের পর,
সিংহাসনে বসে কে তার, আকার শূন্য যেহি জনে।।
আকারে মাশুক গমে রয়, আশেকেতে সে রূপ ধিয়ায়,
লালন সা কয় সে ভেদ কি পায়, দুদ্দু ছফিনাতে দেখেশুনে।।

২৪

শ্রীরূপ আশ্রিত যারা জেন্দা মরা, সহজে সহজ ধরে।।
ছেড়ে জীবের ব্যবহার, বেদের আচার,
লঙ্ঘ্যে সেরূপ নিষ্ঠা করে।।
সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র সাধন, বানে পঞ্চগুণ করে,
শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-রূপ-রস-করিয়ে বশ, ত্রিভুবন আকর্ষণ করে।।
তারুণ্য কারুণ্য ধারে, তদ উপরে, লাবন্যেতে স্নান করে,
শুদ্ধ করিয়ে ভাণ্ড, যার অখণ্ড ধামের উপরে।।
ধামে নাই দিবারাতি, রূপের জ্যোতি, ঘন সৌদামিনী সুরে,
বসে রূপ রূপাসনে, সেই চরণে দাসী হয়ে সেবা করে।।
হয়ে সেই কর্মক্ষুন্ন, তাপত্রয় জারন করে,
দুদ্দু করে বিনয়, স্বকরুণায়, দরবেশ লালন যদি দয়া করে।।

২৫

নফি এজবাত জেকের যে করে।।
পায় সে নাজাত আল্লারই জাত, নবীর আইন প্রচারে।।
লায়লাহা কোথায় উৎপত্তি, ইল্লালা কোথায় বসতি,
লায়লাহার কি আকৃতি, ইল্লাল্লা কি আকার ধরে।।
নেস্ত গম নফি লেখা যায়, ইল্লাল্লা এজবাতে সে হয়,
আশেকে মাশুক মিশায়ে, ফানা বাকা কয় যারে।।
লায়লাহা নামায়, ইল্লাল্লা উঠায়, লালন সে জেকেরের ভেদ পায়,
দুদ্দু কমিন না বুঝে তায়, কেবল মুখে তোড় ধরে।।

২৬

আপনাকে চিনলে পরে।।
চেনা যায় পরওয়ার দেগার।।
খোদ খোদা নয়রে জুদা, আরশ খোদা দেহের ঘরে,
আছে দশ জাঙ্গারে সে ঘর ঘেরা,
দেখতে পাবি নফির জোরে।।
মান আরাফা নাফছাহু, ফাকাদ আরাফা রব্বহু, হাদিছ প্রচার,
আপনাকে আপনি চেনা, বলেছে নবী ছরওয়ারে।।
নেস্ত গম সেই মোকামে, হাজির থেকো দেল হুজুরে,
হবে ফানা রূপের থানা, আশুকে মাশুক ঘিরে।।
দরবেশ লালন সা কয়, তরিক এই রয়, বন্দিগী হাছেলের তরে,
দুদ্দু তরিক ভুলে খাবি খেয়ে, দেশান্তরে বেড়াও ঘুরে।।

২৭

যে ভাবে সাঁই নবীর সাথে।।
মিশলেন মেয়ারাজে, তা কেউ না জানে দুনিয়াতে।।
নালায়ন পায় নবীজিরে, নিলেন সিংহাসনে শূন্য ভরে,
সেহিত মহব্বত জোরে, তিরিশ বৎসর যায় এক রাতেতে।।
আশেকে মাশুক মিশিল, দুই দেহ এক দেহ হল,
চিহ্ন ভিন্ন না রহিল, যেমন কূপজলে গঙ্গাজলেতে।।
নবীর মতো পিয়ারা নাই, নবী দেহ, জান মালেক সাঁই,
দেহ ছাড়া জান থাকে নাই, প্রেমের নাইকোরে সীমা দিতে।।
অতুল্য প্রেম তুলনা নাই, আল্লা নবীর মিলন যেয়াছাই,
দুদ্দুরে ডেকে কয় লালন সাঁই, নবীর ছায়া নাই এই ভূমেতে।।

২৮

আউয়ালেতে আল্লা নুরে নবীর জন্ম হয়
আল্লা কি বস্তু কি আকার নির্ণয়,
শূন্যাকারে একেশ্বরে, ছিলেন আপে পরোয়ারে,
কিরূপে তাহার নুর প্রচারে, আশেক মাশুক নাহি যে সময়।।
নুরের স্থিতি হয় কিসের পরে, জন্মায় নবী কার উদরে,
কিরূপ নবীজি ধরে, জন্মে নবী কিসের পর রয়।।
কোন পানিতে খাক করে মৈথুন,
কিসের পর হয় আদমের গঠন,
আদমের জান হল কোন জন,
হাওয়ার জন্ম কার নুরে, দুদ্দু কয়।।

২৯

দেহ মেদ যজ্ঞ যে করে।।
যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ দেহ রতি জারণ করে।।
বসুতে গৃহেতে মিলন, জানে সে রতি বিশ্লেষণ,
জীবাত্মা অনিত্য দাহন, রতি গাঢ় হয় ভিয়ানদ্বারে।।
অনলে ঘৃত আহুতি, খেলে তাহে পঞ্চজ্যোতি,
আত্মস্মৃতি হয় বিস্মৃতি, পুরুষ প্রকৃতি জ্ঞান হরে।।
জীবনে মরণ পারা, সহজে অধর ধরা,
প্রেম উন্মাদে মাতোয়ারা, অষ্ট সাত্বিক হয় শরীরে।।
লালন সা কয় গোপীভজন, দেহ যজ্ঞ হয় নিরুপণ,
রসিকের হয় উদ্দীপন, দুদ্দুর ভূতের যজ্ঞ করে ফেরে।।

৩০

নুরে নীরে গুপ্তবারি রাখিলেন সাঁই ঘিরে।।
আদ্য নুর অচিন মানুষ কয় যারে।।
শূন্যকারে ছিলেন একা একেশ্বরে,
আপনার শক্তি জোরে, নিজ শক্তি প্রকাশ করে।।
শিরবাউ হেমন্ত যারে কয়, যোগেশ্বরী সত্যমণি হয়,
সৃষ্টি স্থিতি লয়, তাহারই প্রলয়,
সারেজাহান জন্মায় তার উদরে।।
খোদ অঙ্গের অগুনী যিনি,
চম্পকলি সেহি ধনি আদ্যাশক্তি প্রিয়সিনী,
নবী জন্ম নিল তার শরীরে।।
ছিতারা রূপে ছিলেন যখন, বিম্ব শিম্ব না হয় তখন,
লালন কয় রসের বচন, দুদ্দু ভেদ সে বুঝতে নারে।।

পাঞ্জু শাহ

(১)

এক দমে হয় লীলা খেলা, দলিলে বলেছেন খোলা,
রাছুল দয়াময়, নাফাকত ফিহে বলে, দেখ না হাদিছ দলিলে,
দিন-কানার কথায় ঘুরে মলে, পেড়পীড়ে মদিনায়।।
আঠার হাজার আল্লার আলম, আঠার মোকামে মিলন,
আরশ কোরশ লওহ কলম, অজুদে সবায়,
এই কালোব মালেক আল্লা, চেঁচালে পড়িবে গলা,
পাঞ্জু তমনি আলাঝালা, আছমানে চেয়ে খোদা চায়।।

(২)

মাবুদ আল্লার খবর না জানি।।
আছে নির্জনে সাঁই নিরঞ্জন মণি।।
অতি মিগুম ঘরে বিরাজ করে সাঁই গুণমণি,
তথা নাহি দিবা রজনী।।
যখন নাহি ছিল আছমান আর জমিন,
অন্ধকারে হেমান্ত বাও বইছিল আপনি।।
সেই বাতাসে গায়বী আওয়াজ হলো তখনি, তা জানেন জগৎজননী।।
সেই আওয়াজ ভরে ডিম্ব হয় শুনি, ডিম্ব ভেঙ্গে আছমান জমিন গঠলেন রব্বানি,
শুনি সাততালা আছমানের পরে রয়েছেন তিনি, আছে অচিন মানুষ অচিনি।।
সেই ডিম্বর খেলা আদমে খেলে, চেতন মুরশিদ চিনে ধরলে সে ভেদ জানাবে,
পাঞ্জু বলে না ডুবিলে রতন কি মিলে, ডুবিলে হবি ধনী।।

(৩)

শুধু কথায় রতন কি মিলে,
চেতন মানুষেরই সঙ্গ না নিলে।।
আল্লা নবী আদম ছবি করেছে নিলে,
দেখো কে আছে মন কি কলে।।
সিংহাসনে বসে একেলা, ছাদেকী এশক পয়দা করলে মালেক আল্লা,
সেই এশক জোরে নুরে পয়দা করলেন রাছুলে, এসে দোস্তী করলেন দ্বিদলে।।
সেই মহব্বতে আদম গঠিলে, হাওয়া আদম আল্লা নবীর ভেদ কেবা বলে,
ভেদ জানিলে অধর মিলে এ ত্রিভুবনে, জানা যাবে মুরশিদ ভজিলে।।
বেহেস্ত যাওয়ার আশা করিলে, দোজখ বেহেস্তের মালেক যে জন তারে না চেলে,
অধীন পাঞ্জু বলে ভেদ না জেনে কলমা পড়িলে, শেষে পড়বিরে গোলেমালে।।

(৪)

আল্লার বান্দা কিসে হয়,
নবীর উন্মত হলে জানা যায়।।
আল্লার বান্দা নবীর উন্মত এজগতে সবাই হয়।।
আঠার হাজার আলমে আছে নব্বই হাজার কালাম তার,
ছিনা সফিনা দুই ভাগে রয় যাইট হাজার এই দুনিয়ায়,
তিরিশ হাজার কালামে আহাদ, তার খবর আর কেবা পায়।।
জেন্দেগী ভর বন্দেগী করিতে মোরে সরায় কয়,
গোলামী করিলে বান্দা হাদিসে তা জানা যায়,
কিসে হয় আল্লার গোলামী খোলা নাই ভেদ ছফিনায়।।
ভেদ জানিয়া নুর সাধিলে কালাম ছিনা হয় আদায়,
সাধন বর্ত নুরে নীরে বর্জোখে ভজন তায়,
পাঞ্জু বলে আহাদ কালামে দয়া করবেন দয়াময়।।

(৫)

ফানা ফিল্লাহ হওরে মন,
দেখো বান্দা হওয়া ভেদ কেমন।।
ফানা হয়ে জাতে মিশে আল্লারে করো সাধন।।
আদম জাতে ফানা হতে বলেছেন, সাঁই নিরঞ্জন,
আল্লার জাতে মিশলে তাতে গোলামী না হয় একজন,
জানতে হয় কোন জাতে ফানা কবুল করবেন মওলাধন।।
আদম রূপে ফানা হলে নাস্তি হল এ জনম,
কোন জাতে কোন রূপে বাঁকা হয়ে ভজি সাঁইর চরণ,
ছাদরাতল মন্তাহায় খোদা গোলামের হয় কোন আসন।।
দাস্যপানা সাঁই রব্বানা আমায় করিবেন কবুল,
যদি মিমেতে মশগুল করেন, আপে মহম্মদ রাছুল,
হিরুচাঁদ কয় অধীন পাঞ্জু দিন থাকিতে লও স্মরণ।।

(৬)

শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে পাবি ওরে মন পাগেলা,
যে ভাবে আল্লাতালা বিষম লীলা ত্রিজগতে করছে খেলা।।
কতজন জপে মালা তুলসীতলা, হাতে ঝোলে মালার ঝোলা,
আরো কত হরি মারে তালি নেচে গেয়ে হয় মাতেলা।।
কতজন হয় উদাসী তীর্থ বাসি, মক্কাতে দিয়াছে মেলা,
কেউবা মসজিতে বসে তাঁর উদ্দেশ্যে সদায় করছে আল্লা আল্লা।।
স্বরূপে মানুষ মিশে স্বরূপ দেশে বোবায় কালায় নিত্য লীলা,
স্বরূপের ভাব না জেনে চমর কিনে হচ্ছে কত গাজীর চেলা।।
নিত্য সেবায় নিত্য লীলা, চরণ মালা, ধরা দিবে অধর কালা,
পাঞ্জু তাই করে হেলা, ঘটল জ্বালা।।

(৭)

ভজ নিরঞ্জন, লায়লাহা ইল্লালা পড়ো আমার মন।।
বড়ো অমূল্য রতন, এ নাম নিদানের ধন।।
যখন নাহি ছিল আছমান জমিন রে, ছিলেন একা মওলাধন,
বড়ো সাধ করিয়ে গঠলেন আল্লা খাকি আদম তন।।
কে বুঝিতে পারে আল্লারে তোমারই মক্কর,
বড়ো দোস্ত ছিল তোমার আজাজীল খাযতন,
তাঁবেদার ছিল তার রে ফেরেস্তা যত জন,
সেই আজাজীল দোষী হলো আদমের কারণ।।
খাক হতে খাকি আদমারে গঠলেন আদম তন,
কোন চিজেতে হাওয়া বিবি করিলেন সৃজন।।
মক্কর মাকারুল্লা আল্লারে তারে খাওয়ালে গন্দম,
গন্দম খেয়ে আশক জ্বালায় জ্বলে দুইজন।।
আরফার মাঠে দোহায় রে করিলে মিলন,
নুর নীরেতে করলে আল্লা সৃষ্টিরই পত্তন,
কে বুঝিতে পারে আল্লারে কুদরতের বিবরণ,
পাঞ্জু বলে নুর সাধিলে পাইতাম চরণ।।

(৮)

চেয়ে দেখ ভবের হাটে মনরে তোর ব্যাপার হল কি।।
দেশ ছেড়ে বিদেশে আলি, দেশে যাবার উপায় কি।।
হাকিম দিয়াছিল ধন, মন তোর লাভেরই কারণ,
লাভে মূলে সব হারালি, হিসাবে ফাঁকিজুঁকি।।
যে ধন লয়ে ভবে এলে রে,
তা চেনো আমার মন, কিসে লভ্য হবে তার জানো সে কারণ,
মায়া দালালে ধরে, ফতুর করল যে তোরে,
কলুর বলদের মতো, ঠুসি দিল তোর চোখী।।
আশার একটি বাসা বেঁধে রে, ভবে করছি গোজরান,
কোনদিন আশার বাসা ভেঙ্গে নিবেন মালেক ছবহান,
ভাই বন্ধু যত জন, তোর কে হবে আপন,
হেন যে দরদের বেটা, মাটি দিবে তোর মুখি।।
হাসরের মাঠে আল্লারে আপনি পরওয়ার,
নেকী বদির আল্লা করিবেন সবার,
অধীন পাঞ্জু কেঁদে কয়, জানি কি হবে উপায়,
পাষাণে ঠুকিবে মাথা হিসাবের কাগজ দেখি।।

(৯)

দম টান মন দমের খবর জেনে।।
দম থাকিতে দমবাজিতে ভুলে রইলি কেনে।।
তিন দমের তিনটি ধারা, জানলে হয় জেন্দা মরা,
আদমে অধর ধরা, দেখ জেনে, শুনে,
দিদম শনি দম গোপ্ত দমে নাম কর গোপনে।।
দিদমে দেখ তারে, যে আনে ভবের পরে,
পাঞ্জাতন সঙ্গে করে বসে সিংহাসনে,
নুর ছেতারা ঝলক দিচ্ছে, দেখরে নয়নে।।
শনিদমে সাধন কথা, শোন অমূল্য যথা,
পাবা সাঁই জগৎকর্তা গুরুর ধিয়ানে,
পাঞ্জুর হল মুখের কথা, ভজন সাধনে।।

(১০)

আল্লার নামে মন ভোলে না দুনিয়াদারি ফাঁদে।।
আজরাইল আসিয়া কোনদিন নিবে ধরে বেঁধে।।
যে দিনে গোর আজাব হবে, দুনিয়ার মায়া কোথায় রবে,
মনকীর নকীর, দেখে সেদিন মরবি কেঁদে কেঁদে।।
রোজ হাসরে সূর্য্যের তাপে, তাপে সেতে মারা যাবে,
সেই দিন মনে জানতে পাবে, কপালের নিধে।।
আল্লাতালা কাজী হবে, নেকী বদির হিসাব নিবে,
দুই ফেরেস্তা সাক্ষী দিবে, বসে বান্দার কাঁধে।।
পোলছুরাতে হিরার ধারে, বড়ো সঙ্কট হবে পারে,
পাঞ্জু বলে পারের সম্বল, আছে হিরুচাঁদে।।

(১১)

ভবে এসে রলাম বসে হারা হয়ে দিশে।।
পাছের কথা ভুলে রলাম দুনিয়াদারি বেশে।।
কার সাথে এই ভবে এলাম, আগে ছিলাম কোন দেশে,
যার সাথে এসেছি ভবে তারে পাব কিসে।।
সাথের সাথী হারা হয়ে, ভুলে রলাম রঙ্গরসে,
আলাভোলায় পথ ভোলালো, ভূতে মারবে ঠেশে।।
সঙ্গের মানুষ অঙ্গে থুয়ে, ঘুরে মলাম দেশে দেশে,
পাঞ্জু বলে দিন ফুরালো, চরণ পাব কিসে।।

(১২)

আল্লার নাম করো দম বদমে।।
হল নফি এজবাত নিজ নামে।।
নাম করিলে উদ্ধার হব, আল্লা পাব কোন কামে।।
শুনি বার বুরুজে, কোন বুরুজে কিসে থাকে কি নাম ধরে,
বরজোখ ধ্যানে রূপ দেখা যায়, মঞ্জিল আর মোকামে।
মলকুত-মোকামে, ছিয়া ছফেদ লাল জরদে চার রং ধরে,
অতুলনা মুরশিদের রূপ মাখা আছে আদমে।।
রং দেখি ধ্যানে, অধরচাঁদকে ধরা যাবে কোন সাধনে,
সাধন সন্ধানে বল বলি সাধুর কদমে।।
সিদ্ধি হবে সাধনে, খোদা প্রাপ্তি কিসে হবে, ভজন বিনে,
পাঞ্জু বলে ভজন আল্লার কলমে আর আলমে।।

(১৩)

কি সাধনে আল্লাতালা পাই।।
সাধন ভজন ভুলে দিন গেল ভাই।।
সন্ন্যাসী হইয়ে কেউ, সর্বত্যাগী হল কেউ,
সাঁই গো, শুনি সেও ভ্রমে ভুলে ফিরিছে সদাই।।
ঘর ছেড়ে বনে যায়, রিপু তার সঙ্গে রয় সাঁই গো,
বনে গেলে আল্লা পাব, এখানে কি নাই।।
আমি কোথায় সে কোথায়, কোথা গেলে তারে পাই সাঁই গো,
ভেবে দেখি দেহ ছাড়া নাহি কোনো ঠাঁই।।
নুরে আছে নিরাকার, জেনে সাধ্য করো তার,
মন রে, পাঞ্জু বলে দিন গেল, আর হবে নাই।।

(১৪)

আল্লা খুশি হবে কোন কামে।।
সাধু গুরু দয়া করে বলো এ গোলামে।।
রোজা ও নামাজ করি, ভালো হল আপনারই সাঁই গো,
নেক কামে বেহেস্তে যে দিবেন আদমে।।
খয়রাত যাহা করি, সেহ নেকী আপনারই হায় গো,
আত্মসুখ জন্য আল্লা ডাকি দমে দমে।।
সাধনে অটল হই, খোদা সাথে মিশে যাই সাঁই গো,
গোলামি কি তাতে হয়, খোদার কদমে।।
যেই হয় গুরু কাজি, আল্লা তাহে হয় রাজি,
সাঁই গো, পাঞ্জু বলে মন তুমি মজো গুরুপ্রেমে।।

(১৫)

ছাদেকী আশকে হয় সতী।।
রূপ দেখে পাগল হয় কুলের কুলবতী।।
কুলেতে সে দিয়া ছাই, এলাহির জাতে যায় সাঁই গো,
জীবে তারে নিন্দা কয়, থাকে সে খুশিতি।।
সে লয়েছে স্কন্ধে ঝুলি, পেয়েছে কলঙ্কের ডালি, সাঁই গো,
লোকে তারে গালি দেয়, পারে না ভুলিতি।।
আশকে উদাস হয়, গুরুপদে মন দেয় সাঁই গো,
পিরীতি পাগলের প্রায়, এই তার গতি।।
ভজন সাধন ভাই, মুরশিদের কদম তার সাঁই গো,
শমনেতে পারে নাই, মৃত্যুকালের ছুতি।।
পাঞ্জু বলে ওরে মন, ভজ আল্লা নিরঞ্জন, সাঁই গো,
সাঁই হিরুচাঁদের চরণ হবে সাধের সাথী।।

(১৬)

আদমেতে আল্লা আছে মিলে।।
আলা কুল্লে সাইন মেহিত কোরাণেতে বলে।।
মোকাম মঞ্জিল ভাই, দেহেতে দিয়াছে সাঁই হায় গো,
দেহ ছাড়া আল্লা জানে শয়তানি ভোলে।।
যে ভাবেতে আল্লা সাঁই, আদমেতে আছে ভাই, হায় গো,
না জেনে কিনার নাই, বন্দেগী করিলে।।
দলিল পড়িয়া ভাই, মৌলভী হইল তায় হায় গো,
মনেতে ভেবেছে এই, বেহেস্তে যাবে চলে।।
ইঞ্জিল পড়িয়া কেউ, সৎ আদমি হল সেও, হায় গো,
মোর দিন ভালো বলে, ডঙকা মেরে চলে।।
ভাগবত পড়ে কেউ, পণ্ডিত হল সেও হায় গো,
বলে সেও স্বর্গে যাবে হিন্দুর লোকের দলে।।
সেই স্বর্গপুরী ভাই, হাতে ধরা কারো নাই হায় গো,
নাচানাচি করে তাই, পোলো গোলমালে।।
দেহ চিনে সাঁই ধরো, পার পাবা পারাবার, হায় গো,
গুরুর চরণ ধরো, পাঞ্জু কেঁদে বলে।।

(১৭)

খোদার আশকী যেই হবে।।
ষোল আনা এক তোলা ওজন হইবে।।
ভবের ওজন ভাই, রতি হতে ঠিক তাই হায় গো,
বে ওজন মাল সেই খোদা নাহি লবে।।
ওজনের মূল এই, এক তোলা জানো ভাই, হায় গো,
কিসে হয় তোলা ঠিক, জানিয়া লইবে।।
এক তোলা বাটখারা, দেখ সে কেমন ধারা হায় গো,
সের মণ কাঁচা পাকা, তোলা ঠিক রবে।।
যথায় যে ওজন হয়, তোলা কভু নড়ে নাই, হায় গো,
শরিয়ত মারেফাত তাহাতে জানিবে।।
ভবে যত কারবার, করিবারে, পরওয়ার, হায় গো,
খাসভাণ্ডারের তোলা ভেঙ্গে দেয় সবে।।
অচিন সে তোলা ভাই, ইমান আমান তাই হায় গো,
তাহার ওজন সাঁই কবুল করিবে।।
হীন পাঞ্জু কেঁদে কয়, সত্য করে বলি ভাই হায় গো,
ভজন সাধন ভাই তোলাতে হইবে।।

(১৮)

সহজে কি আল্লাতালা পাবে।।
মায়া কেটে দয়ার দেল আগে বানাইবে।।
আল্লাতালা দয়াময়, দয়া ভিন্ন পাবা নাই হায় গো,
দয়াতে যে ধর্ম আছে, সকলে জানিবে।।
মাতা পিতা দেখো ভাই, মেরে ধরে বিদ্যা দেয় হায় গো,
মায়া করে নাহি মারে বিদ্যা কোথা পাবে।।
আল্লাতালা সেই মতে, এমান বুঝিয়া নিতে, হায় গো,

কুল মান মেরে তায়, বেহাল বানাবে।।
জানে মালে কষ্ট দিয়ে, এমান বুঝিবে ভেয়ে, হায় গো
থাকে যদি সই হয়ে, তাকে ধরা দিবে।।
পাঞ্জু বলে ওহে সাঁই, দয়া দেল আগে চাই হায় গো,
যাহা করো হবে তাই, আমার নছিবে।।

(১৯)

আল্লা পাবে সত্যপ্রেমী হলে।।
সূর্য্যের ধিয়ানে যেমন রয়েছে কমলে।।
জলেতে কমল রয়, স্বভাব তাহার হয় সাঁই গো,
বিকশিত সূর্যোদয়ে মুদিত অস্ত গেলে।।
যেদিকে সুরুজ চলে কমল সেইদিকে হেলে সাঁই গো,
ফেরে না সে কোনোকালে ঝড় তুফান হলে।।
তেমনই আশকদার পতিকে করেছে সার সাঁই গো,
যদি হয় ছারেখার, তবু নাহি টলে।।
মনরে কমল হও, গুরুপদে মন দাও সাঁই গো,
ভবকুলে কালি দাও, ভুলো না কারো ভোলে।।
হীন পাঞ্জু আলাঝালা, না জানে পিরীতি জ্বালা সাঁই গো,
মেলে কি মালেক আল্লা মূঢ়ার কপালে।।

(২০)

যে ভাবে ফিকির করে সাঁইজি মোরে বানিয়েছে মানবলীলে।।
এই লীলা কি চমৎকার, ভেদ বোঝাভার, নিজরূপ মিশাইলে।।
নিরাকারে আকার মিলে, সাঁই নিরলে দ্বিদলেতে বারাম দিলে,
আপনলীলাতে ভুলে, সাঁই পাতালে, পদ্ম ফুলে মধু খেলে।।
লীলাছলে সাঁই মিশিলে, ধোঁকা দিলে, জীবেরে ধরিল কালে,
ধোঁকার টাটি পরিপাটি, কুলের লাটি, কেন জীবের হাতে দিলে।।
জীবের মনে কুটীনাটি ধুলামাটি, কত জনার খাওয়াইলে,
কারে করে উদাসী তীর্থবাসী, বনে বনে ঘুরাইলে।।
গোঁসাই হিরুচাঁদ বলে, ভাব না জেনে, দিন হারালে গোলেমালে,
যাঁর ভাবে চরণ মিলে, তারে ভুলে পাঞ্জু মিছে ঘুরে মনে।।

(২১)

নুরের খবর জানি নাই।।
আল্লার নুরে নবীর জন্ম শুনতে পাই।।
নবীর নুরে ছারে জাহান, নুর ছাড়া আর কিছুই নাই।।
নুর কোন পাত্তরে খণ্ড করলেন দয়াময়,
খণ্ড করে আঠার হাজার আল্লার আলম গঠলেন তায়,
ইনছান হায়ান বৃক্ষ আদি, নুরে পয়দা করলেন সাঁই।।
আদমের দেহে নবীর নুর সব বর্ত্ত রয়,
আবার কোন নুরেতে কোহতুরেতে, মুছা নবী দিদার পায়,
নুরতাজেল্লার তাপে জলে, কোহতুর পাহাড় পুড়ে যায়।।
নুর চিনিলে আল্লা নবী পাওয়া যায়,
এই দেহের মাঝে সেই নুর আছে, মুরশিদ ধরে জানতে হয়,
হিরুচাঁদ কয় অধী পাঞ্জু, নুর বিনে তোর উপায় নাই।।

(২২)

এই মানুষে নবীর নুরে ঝলক দেয়।।
দেহ খুঁজলে পাওয়া যায়।।
ছিয়া ছফেদ লাল জরদে, নুরের আসন রয়।।
মোকাম লাহুত-নাছুত-মলকুত জবরুত চারি হয়,
পর মোকামে মঞ্জিলদ্বারে, গুপ্তবেশে কিরণ দেয়,
লা মোকামে নুরের আসন, হাহুতে নহবত বাজায়।।
নুরের হস্তপদ নাসা কর্ণ কিছুই নাই,
অঙ্গহীন সে আপন জোরে বেগ ধরে ত্রিবেণী যায়,
সেই না ঘাটে পদ্মফুলে ভ্রমর হয়ে মধু খায়।।
বড়ো যত্ন করে ঐ ভ্রমরকে ভজতে হয়,
কিসে যত্ন হবে তার, এও ঠেকিলাম বিষম দায়,
অধীন পাঞ্জু বলে নুরের যত্ন কেবল জানেন ফাতেমায়।।

(২৩)

হায় আল্লার কোদরতে।।
সব পয়দা করলেন জগতে।।
কোদরত কোদরত সবাই বলে, পারলাম না তাই জানিতে।।
কোদরত কয় কারে,
কিসে থাকে আল্লার কোদরত কি রং ধরে,
চরণ ধরি বিনয় করি, যে পারো ভাই বলিতে।।
যখন সাঁই নিরাকারে, ভেসেছিলেন বারিতলা ডিম্বভরে,
আছমান জমিন কোদরতে হয়, ডিম্ব হল কিসেতে।।
নিরঞ্জন নীরে, হজরত নবী পয়দা হলে, আল্লার নুরে,
নুর নীরেতে মালেক আছে, কোদরত আছে কার সাথে।।
সাঁই হিরুচাদ বলে, আল্লার কোদরত না চিনে তুই ভজলি কারে,
পাঞ্জু বলে ভ্রমে ভুলে বেড়ালি পথে পথে।।

(২৪)

মুরশিদ ভজিলে, আল্লা পাওয়া যায় ভবে।।
সত্য সত্য সত্য শুনি, কোরাণে বলে।।
অলিয়েম মোরশেদা বলে, কোরাণে সাঁই খবর দিলে,
মালেক মোক্তার, ধরো মুরশিদ, ভজো মুরশিদ, আছে ঐ কলে।।
আছমান সপ্ততালার পরে, আছে সত্তর পরদা ঘিরে,
সিংহাসন পর, এমন অমূল্য মেলে বান্দার কপালে।
খালাকা আদামা বলে, আলা-ছুরাতিহি লেখে,
আদম রূপে সাঁই, পাঞ্জু বলে ঝলক দিচ্ছে এসে দ্বিদলে।।

(২৫)

আদামেরে কি দোষে খোদায়।।
বেহেস্তে হইতে তারে এ ভবে ফেলায়।।
গন্দম যে মানা হল কে গন্দম খাওয়াইল সাঁই গো,
কারে দোষী করি বলো, কি করি উপায়।।
পয়দা করিলে তারে, ভালোবাসা আদমেরে সাঁই গো,
তোমার যে ভালোবাসা, মন্দ কেনে তায়।।
তোমার যে বে হুকুমে, কেহ নাহি কোনো কামে সাঁই গো,
জারা বালি নাহি নড়ে, শুনেছি তাহাই।।
দীন পাঞ্জু কেঁদে বলে, কি লিখেছে এ কপালে সাঁই গো,
ভালোবাসা কিসে হব ভাবি তাই।।

(২৬)

ফকির হয়েছি আল্লার রাহেতে।।
সাধুগুরু চরণধুলি দাওগো আমার মাথাতে।।
কত রাশি রাশি পাপের কর্ম করেছিলাম এই হাতে।।
ছবরকে বলিলাম মাতা, একিনকে, মাতা,
আল্লার নাম মোর হৃদয় গাঁথা, মুরশিদ বন্ধুর যাই সাথে।।
ধনীর ধন ফুরায়ে গেলি, পথের ফকির হয় তার গালি,
পাপের ভারা দিলাম ফেলি, চালাও গুরু সুপথে।।
লয়েছি এমানের ঝুলি, আর কি কলঙ্কে ভুলি,
এসেছি এই সাধুকুলে, চলিব হাসতে খেলতে।।
সাধু গুরু দয়া করো, পতিতপাবন নামটি ধরো
পাঞ্জু বলে দাও কিনার, হয় না যেন ফিরিতে।।

(২৭)

ডোর কৌপীন দাওগো মুরশিদ আমারে।।
কাঙ্গাল হব মেঙ্গে খাব, আল্লাজির দ্বারে।।
সুখের শয্যা ত্যজ্য করে এসেছি সাধুর দ্বারে।।
পূর্ণ হল ভবের খেলা, ভেবে দেখি গেল বেলা,
ঘিরে এল শমন জ্বালা, থাকি মরার হাল ধরে,
স্কন্ধে লয়ে আছলা ঝোলা, ভিক্ষার ছলে বলব আল্লা,
তাতে যদি বারি তালা, অধমের দয়া করে।।
কোথায় ছিলাম ভবে এলাম, কুল বলে মুই ভুলে রলাম,
ভোজের বাজি করে গেলাম, কোন গুণে পাব তারে।।
কি করিবে ভবের কুলে, সঙ্গে নাহি যাবে মলে,
অধীন পাঞ্জু বলে চরণ ভিক্ষা, দাও সাঁই মোরে।।

(২৮)

ঠিক রেখো মন নবীর তরিক সই ষোল আনা।।
দর্জালের আমলে তরিক ঠিক রবে না।।
দর্জালের আমল হবে, বলেছে মুরব্বি সবে, হবে তা আখেরি জামানায়,
আখেরি জামানার কিছু হচ্ছে নমুনা।।
(হায়) দরবেশের চেলা যত, বিচার করে আত্ম মত,
সাধুগুরুর বাক্য মানে না, নিজ বুদ্ধি বড়ো জেনে দেয় উপাসনা।।
(হায়) হাদিছ পড়ে আলেম হল, এলমের জোর সে করিল,
তেমনি করে মুরশিদ ভজে না, মোরশেদ বিনে নবীর তরিক, ঠিক রবেন।।
(হায়) নবীর তরিক ভুলে গেল,
হিংসা নিন্দা বৃদ্ধি হলে খোদার বান্দা ভেবে দেখো না,
পাঞ্জু বলে দিনের বাতি আঁধার কোরো না।।

(২৯)

এ জামানায় নবীর তরিক ঠিক রাখা দায়।।
ধোঁকাবাজি ছন্দি কথায় মন ভুলে যায়।।
নবীজীর আইন মতো, রাছুলোল্লার অনুগত, হয়ে থাকো মমিন সবায়,
পড়ো না পড়ো না কেহ কাহারও ধোঁকায়।।
মিথ্যাবাদীর নেকী যত হয়ে যাবে বরবাদ,
দলিলেতে লেখা আছে তাই, ভেবে দেখি সত্যবাদী ভবিষ্যতে হয়।।
সন্ন্যাসী উদাসী যত, আলেম ফাজেল মোল্লা কত,
ছল কথা সকলেতে কয়, ভেবে মল উম্মি লোকে কি করি প্রত্যয়।।
দিন গেল দুনিয়ার লোভে, নিকাশের দিন কিবা হবে,
অধীন পাঞ্জু ভেবে ইহা কয়, তরিকে ঠিক রাখো মুরশিদ হয়ে দেখো না।।

(৩০)

শ্রীচরণ পাব বলে ভবকুলে ডাকে দীনহীন কাঙ্গালে।।
পড়ে এই ঘোর সাগরে, কেউ নাই মোর, ঘিরে নিল মায়াজালে।।
সৃষ্টি করে আপ্তরসে, কোন-বা দোষে, কালের বশে ফেলাইলে,
কার ভাবে ভবে এসে, বেহাল বেশে দয়াল নাম প্রকাশিলে।।
পতিত পাষণ্ড যারা, গেল তারা, মার খেয়ে তায় চরণ দিলে,
আমি হলাম এতই পাপী, দুঃখী তাপী, আমার ভাগ্যে লুকাইল।।
কল্পতরু নামটি ধরো, বাম নয় কারো শুনে এলাম সাধুকুলে,
দয়াল নামের মহিমা যাবে জানা, এই অধীনে চরণ দিলে।।
গোঁসাই হিরুচাঁদের চরণ হয় না স্মরণ, ভজনহীন তাই পাঞ্জু বলে,
আমায় না চরণ দিলে, একই কালে, মানবজনম যায় বিফলে।।

(৩১)

গুরুপদে নিষ্টারতি হয় না মতি, আমার গতি হবে কিসে।।
মন আমার মূঢ়মতি, সাধনভক্তি, হল না মোর মনের দোষে।।
মন আমার দিবারাতি, গুরুপ্রতি থাকত যদি চরণ আশে,
তবে চরণদাসী হতাম ব্রজে যেতাম, থাকতাম ঐ চরণে মিশে।।
পেতাম যদি সাধুবৈদ্য, মনের বেয়াদ্য, সেরে দিত সেই মানুষে,
লেগে চরণের জ্যোতি জ্ঞানের মতি সদায় হয়ে উঠত ভেসে।।

দীনহীন পাঞ্জুর উক্তি, চরণরতি, পান করিতাম ঘরে বসে,
বাঁচতাম শমণের হাতে, অন্তিমেতে সদয় হতেন গুরু এসে।।

(৩২)

গুরু দয়া করো মোরে গো বেলা ডুবে এল।।
চরণ পাবার আশে, রলাম বসে সময় বয়ে গেল।।
অমূল্য ধন লয়ে হাতে, ভবে এসেছিলাম ব্যাপার বলে,
ছয়জনা বোম্বেটে জুটে, পথ ভুলায়ে সেধন লুটে নিল।।
বেলা গেল সন্ধ্যা হল, যম রাজার ডঙ্কা বাজাইল,
মহাকালে ঘিরে এল, সঙ্গের সাথী কেহই নারে হল।।
কি হবে অন্তিমকালে, রয়েছি বিনা সম্বলে,
পাঞ্জু বলে গুরু ভুলে, সাধের জনম বিফলেতে গেল।

(৩৩)

আমারে ফেলো না গো মুরশিদ দয়াল হয়ে।।
চাতকের মতো আছি তোমার চরণপানে চেয়ে।।
অধম তারণ নাম শুনেছি, তাইতে কুল ছেড়ে বেহাল হয়েছি,
ভবমাঝে পতিত হয়ে, ফিরতেছি কলঙ্কের ডালি বয়ে।।
তোমার রূপে নয়ন দিয়ে, যাই যদি নরকী হয়ে,
দয়াল বলে কেউ ডাকাবে না ওগো মুরশিদ আমার হাল দেখিয়ে।।
শুনে তোমার নামের ধ্বনি, ডাকতেছি এই রাত্রিদিন,
পাঞ্জু বলে গুণমণি, দয়া করো শ্রীচরণ দিয়ে।।

(৩৪)

দয়াল দরদী, কাঙ্গাল এল তোমার দ্বারে।।
অক্ষয় ভাণ্ডার তোমার কেউ যাবে না ফিরে।।
সর্বধনের দাতা তুমি ক্রিমহীন মণ্ডলে,
বিনা মাঙ্গায় কত ধন গুরু দিয়াছিলে মোরে,
আর কোনো ধন চাই না গুরু, চরণ দাও আমারে।।
কুলের বাহির হলাম আমি, চরণ পাব বলে,
কত মহাপাপীর দিলে চরণ তাই এসিছি শুনে,
দাঁড়ালাম দরজায় এসে স্কন্ধে ঝুলি করে।।
দাও কি না দাও রাঙ্গা চরণ, বেলা গেল চলে,
দাতার চেয়ে বখিল ভাল তুড়ুক জবাব দিলে,
পাঞ্জু বলে জবাব পেলে, যাই আমি চুপ মেরে।।

(৩৫)

দয়াল ধনী, আমি ডাকি ঐ নাম শুনি।।
হেলায় চরণ দিতে পারো দিবা না সাঁই কেনে।।
যা করো তাই করতে পারো, এ তিন ভুবনে,
ভক্ত রক্ষা করলে যেয়ে স্মটীক স্তম্ভনে,
তোমার স্মরণে প্রহ্লাদ মলো না বিষ পানে।।
তাই শুনে হয়েছি পাগল, পাপ পুণ্য জানিনে,
সুধা বলে গরল খেলাম, তোমার ধিয়ানে,
আমারে দিবা না চরণ, কিসের কারণে।।
প্রাণ সপেছি মান সঁপেছি, চরণ পাব বলে,
পাঞ্জু বলে দাও না চরণ ভেবেছ কি মনে,
ধর্মেতে সবে না তোমার, বলছে দীনহীনে।।

(৩৬)

আমারে দাও চরণতরী।।
তোমার নামের জোরে পাষাণ গলে অপারের কাণ্ডারী।।
ভক্ত অধীন নামটি শুনেছি, ভক্তের পিছে ফিরতেছ হরি,
ভক্তিহীন হয়েছি আমি, স্মরণ নিলাম তোমারই।।
নির্ধনের ধন অন্ধলার নড়ি, দুর্বলের বল হও গুণমণি,
পাপী তাপী সব তোমারই আমায় ফেলো না হরি।।
অহল্যা এক পাষাণী ছিল, চরণধুলায় সেও মানব হল,
পাঞ্জু কাঁদে ঘোর তুফানে, পারের উপায় কি করি।।

(৩৭)

বড়ো চিন্তা ঘুণ লেগেছে আমার অন্তরে।।
মুরশিদ কোন গুণে পাব তোরে।।
আমার দুই নয়ন ঝরে দুঃখ বলব আর কারে,
কে আছে মোর ব্যথার ব্যথীত -- আমার কেবা আদরে,
আমি প্রেম সাগরে, ভাসাই তরি রে, আমার ডুবলো ভারা কিনারে।।
আমার মন পাগল পারা, হয় না নিহারা,
বনে বনে কেঁদে ফিরি, আমি পাই না অধরা,
যেমন কলমীলতা জলে ভাসেরে, তেমনি ফিরতেছি দ্বারে দ্বারে।।
দুঃখ কই যারে তারে, এই ভবসংসারে,
তো বিনে ভরসা নাই, গুরু চরণ দাও মোরে,
অধীন পাঞ্জু বলে মুরশিদ বিনে রে, কেঁদে ফিরতেছি দ্বারে দ্বারে।।

(৩৮)

ক্ষমো হে অপরাধ।।
দাসী করে অনুরোধ।।
তুমি দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু, আমারে দিও না বাদ।।
গগন চন্দ্র উদয় করো, তিমির পাপী তাপী সবাকার,
জ্যোতি লাগে তার, কোটি চন্দ্র যিনি কিরণ, নামটি শুনি দয়ালচাঁদ।।
সৃষ্টিকর্তা তোমার দেখি, কেন করো দুঃখী তাপী,
ভক্তের করো দীপ্ত আঁখি, পাপীর অন্ধকার,
করো কারো দীপ্ত কারো অন্ধ, তুমি আবার কেমন চাঁদ।।
তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু, পতিতপাবন জগৎগুরু,

পাঞ্জু বল করে না কারো, যা করো এবার,
তোমার নামের জোরে পাষাণ গলে আমার গলায় মায়াফাঁদ।।

(৩৯)

যা করো হে এবার।।
গুরু দিলাম তোমায় ভার।।
ভবে মাতা পিতা জ্ঞাতি বন্ধু,
সঙ্গের সাথী কেউ নাই আর।।
মুচির ছেলে রামদাস ছিল, গুরু ভজে সাধু হলো,
কেঠোয় গঙ্গা সে দেখাল, জগতে প্রচার,
শুনি ত্রাসে ঘণ্টা স্বর্গে বাজে, এতই দয়া করলে তার।।
জোলার ছেলে কবীর ছিল, গুরু সেবা সে করিল,
ছত্রিশ জাত তুড়ানী খেলো, জগন্নাথে তার,
ভবে জানা গেল তীর্থ ধর্ম, গুরুর চরণ হল সার।।
গুরু সেবা যে করিল, শমনজ্বালা দূরে গেল,
জগতে নাম প্রকাশিল, দাস হল তোমার,
পাঞ্জু কেঁদে বলে গুরু, ফাঁকি দিও না আমার।।

(৪০)

ও দয়ালচাঁদ আমারে।।
তোমার ঐ চরণে দাসী করো মোরে।।
তোমার আশার আশে রলাম বসে হে,
দয়া করো ভজনহীনেরে।।
এ অধীনে না তরালে হে, দয়াল বলি কোন গুণে,
দয়াল নামের গৌরব যাবে, কে ডাকবে তোমারে,
পাপী তাপী উদ্ধারিলে হে, শুনেছি সাধবাজারে।।
দীনবন্ধু করুণা সিন্ধু হে, পতিতের কাণ্ডারী,
জগাই মাধাই উদ্ধারিলে, মার খেয়ে তাহারই,
তাই শুনিয়ে তোমায় ডাকি হে,
দয়াল ফেলো না কাঙ্গালেরে।।
দয়া যদি না করিবে হে, ত্রিমহি মণ্ডলে,
তোমা বিনে কে আছে মোর, বলিব কাহারে,
অধীন পাঞ্জু বলে যা কর হে সাঁই, আমি রয়েছি আশা করে।।

(৪১)

দয়া করো গো সাঁই।।
এই ভবে আমার কেহ নাই।।
বলি চরণে তোমায়।।
পিতৃধন যতনে লয়ে, এসেছিলাম সাধ করিয়ে,
এ ভবে জুয়োচোরে লুটে নিল তাই।।
ঘিরে নিল মায়াজালে, ত্রিবেণী ধরিল কালে,
সে কালে চোর আশি ঘুরালো আমায়।।
মণিহারা ফণী হয়ে, মলাম ভূতের বোঝা বয়ে,
মনরে সাধের জনম বিফলেতে যায়
অধীন পাঞ্জু কেঁদে বলে
পতিতপাবন নাম ধরিলে,
জানিব অন্তিমকালে, যদি চরণ পাই।।

(৪২)

আমায় কিসে গুরু করবেন পার।।
পারের ঘাট না চিনে, ভাব না জেনে,
সাগর বলে উলুবনে দেই সাঁতার।।
ঘাটে জাহাজে পুরে আসে রতন কাঞ্চন,
ঐ জাহাজ আছে খোদ মহাজন,
বিলাচ্ছে সেজন, মহারত্ন ধন,
না চিনে সে ধন হবে না কিনার।।
ঐ ঘাটের কুলে বসে আছে যেবা জন,
লাভ করিছে সদায় অমূল্য রতন,
ধরে শ্রীচরণ, পারে যাবি মন,
ঘুচে যাবে ভবের ঘোরা ফেরা তারা।।
ঐ ঘাটে ঘোরাফিরা করি সর্বক্ষণ,
না চিনি সে ঘাট একি বিবরণ,
জাহাজের ধন জলে ফেলে মন,
পাঞ্জুর হল আদা পেঁয়াজ বেচা সার।।

(৪৩)

ভজনহীন বলে গুরু আমার হালের কাঁটা ছাড়িয়াছে।।
জরাতরী ভরাগাঙ্গে মনরায় ভাসায়েছে.
এ ভবসাগরে তরী ঘুরলো পাকে ঘুরতেছে।।
ছয়জনা ছিল দাঁড়ি, সদায় করিছে আড়ি,
উঠে এল বিষম ঝড়ি, চৌষট্টি ঢেউ বাঁধিয়াছে।।
দশখানে উঠছে পানি, সেচে পার না পাই আমি,
ডুবে এল সাধের তরী, পালের কানি এড়িয়াছে।।
অধীন পাঞ্জু কেঁদে বলে, একপালে কুল না মেলে,
দেবংশে, ধন নৌকায় ছিল, তাইতে দশা ঘটিয়াছে।।

(৪৪)

গুরু কোনরূপে করো দয়া ভুবনে।।
অনন্ত অপার লীলা তোমার মহিমা আর কে জানে।।
তুমি রাধা তুমি কৃষ্ণ, মন্ত্র দাতা তুমি ইষ্ট,
মোর কানে মন্ত্র জানতে সঁপে দিলে সাধু বৈষ্ণব গোঁসাইর চরণে।।
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গচাঁদ, শ্রীক্ষেত্রে হও জগন্নাথ,

তাই শুনি, সাধুবাক্য ইহাই হল, দয়া হবে না স্বরূপ বিনে।।
বৃন্দাবন আর গয়া কাশী, বালাকুণ্ড, বারাণসী, মক্কা মদিনা,
তীর্থে যদি গৌর পেত, ভজনসাধন করে জীব কোণে।।
সাধুগুরুর চরণপদ্মে, সর্ব-সর্বতীর্থ আছে বর্ত, তা জানিনে,
পাঞ্জু বলে অবোধ মন তোর মতি সরল হবে কোনদিনে।।

(৪৫)

না ভজে সাধের জনম বিফলে যায়।।
গুরু আমার সত্য দয়াময়।।
দয়া করে দীনবন্ধু, গুরুরূপে এসে,
কিবা যবন কবা হিন্দু চক্ষুদানী দেয়।।
যখন ভবে এলে, বলেছিলে গুরুর চরণ সাধব মনের সাধে,
জননী জঠরে জন্মে, নিল মহামায় ঘিরে,
ভুলে গেলাম পূর্ব কথা, পেটের জ্বালায়।।
গুরু বলে তোরে, সাধু হেল্লায় বনের কাষ্ঠ চন্দন হতে পারে,
কুমতি কুস্বভাবে, হল মাৎসর্য্য উদয়,
সাধুগুরু পদে আমার, মতি নারে হয়।।
জনম গেলাম হেরে, শমন ভবন যেতে হবে হবে, সেদিন এল ঘুরে,
এ ভবের বন্ধু যারা, পর হয়ে যাবে তারা,
পাঞ্জু কেঁদে বলে সেদিন, কি হবে উপায়।।

(৪৬)

অযোগ্য বলে গুরু ফেলো না আমায়।।
আমি চরণদাসের যোগ্য নয়।।
যোগ্য লোকের দয়া গুরু, করে জগতে সবায়,
তোমা বিনে অধম জনে কেহ না সুধায়।।
দয়াল সাধু মুখে শুনি, পাষাণ দলন পতিতপাবন তোমার নামের ধ্বনি,
তাই শুনিয়ে স্মরণ নিলাম, যদি দয়া হয়,
এ জগতে আমা বলতে আর তো কেহ নাই।।
গুরু শুনি তোমার রায় জগাই মাধাই মেরেছিল,
কাঁদা ফেলে গায়, বুকে বহে রুধির ধারা,
তবু হয়ে দয়াময়, হরি নাম দিয়ে তারে, কোল দিলে নিতাই।।
শুনি অহল্যা এক নারী, মুনি পত্নী স্বামীর বাক্যে, পাষাণ হলেন তিনি,
চরণধুলা দিয়ে তারে, মানব করলে তায়,
অধীন পাঞ্জু চেয়ে আছে, ঐ ধুলার আশায়।।

(৪৭)

গুরু গো কোন গুণে আর তোমায় পাব।।
যেদিন একা পথে পারে যেতে, ভবলোক ছেড়ে।।
ভুলে মহামায়ার ভোলে, মন গেলে না সাধুর দলে,
ভাবনা মন একই কালে, কিসে কাল কাটাব।।
মন ভবের হাটে জুয়া খেলে, গুরুবস্তু ধন হারালে,
হায়রে মন কি করিলে, কার-বা দোষ আর দিব।।
ও মন কি করিতে কিবা হল, নিকাশের দিন ঘুরে এল,
অধীন পাঞ্জু কেঁদে বলে, কার পানে চাহিব।।

(৪৮)

আমি কি হলাম তোমায় ভিন।।
কত পাষণ্ড পামর গুরু তারে দিলে শুভদিন।।
এ ভবসাগরে গুরু ঘুরে মল দীনহীন।।
বানায়ে সাধের তরী, বোঝাই দিয়ে নীর ও ক্ষীর,
হেন তরী সঁপে দিলে, কুমতি এক মাঝির টিন।।
তোমার তরী তুমি মাঝি, হলে বাঁচে দীনহীন,
কেন রিপু ইন্দ্র মায়ার হাতে, দিয়ে থুলে চিরদিন।।
যা করাও তাই করি গুরু, এ তরীর তুমি স্বাধীন,
স্বাধীন হয়ে সাধ্য পথে, আমায় করলে পরাধীন।।
ভবনদীর মাঝে পড়ে, পালাম না তো কুলের চিন,
দয়াল নাম প্রকাশে গুরু, অধীন পাঞ্জুর দাও গো দিন।।

(৪৯)

পাপী বলে আমায় ফেলো না।।
তোমার ধর্মে সবে না।।
ধর্ম বলতে তুমি ধর্ম কর্মফল তো গেল না।।
তোমার ধর্মের দয়াল স্বভাব আমার নাইতো পাপের অভাব,
এ পাপীরে উদ্ধারিতে দয়াল স্বভাব ছেড়ো না।।
বন্ধুবান্ধব যত ছিল, আমা বলতে কেউ না হল,
তো বিনে এ পাপীর বন্ধু আর কে আছে বলো না।।
পতিতপাবন নামের ধন্য, শুনে পাপী করে দৈন্য,
পাঞ্জু হল সাধনশূন্য, তাইতে গণ্য হল না।।

(৫০)

তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু বাঞ্ছা পূর্ণ করো না।।
বাঞ্ছা করি চরণ পাব, কর্মফল তো রবে না।।
বড়ো বাঞ্ছা মনে করি, ডাকি তোমায় বলে হরি,
পাপ তাপ হরো হরি, আশাতে নিরাশ করো না।।
শুনে বাঞ্ছা করি হরি, মার খেয়ে দাও চরণতরী,
জগাই মাধাই দুভায়েরই, আমায় কি চোখে দেখো না।।
অহল্যা পাষাণী ছিল, চরণধুলায় মানব হল,
তারা কি তোর আত্ম ছিল পাঞ্জু কি তোর কেউ হল না।।

(৫১)

দিন আমার গিয়াছে, দিনমণি লুকাইয়াছে।।
দীনবন্ধু গুরু কোথা রয়েছে।।
মন আমার হয় উদাসী,
কার সনে পোহাব নিশি মনের বাসনা মনে বসে রয়েছে,
জানি কার বাসরে, বন্ধু পালিয়েছে।।
মন একা ভবে এল, গুরু এসে দোসর হল,
পাষণ্ড মন আমার দোসর ছেড়েছে,
তাইতে আশাবৃক্ষ ছেদন হয়েছে।।
ঘোর নিশি চোকে ছানি, আমি হলাম একাকিনী,
কিসে পোহাই রজনী কম্প হয়েছে,
অধীন পাঞ্জু গুরুর দোহাই দিতেছে।।

(৫২)

গুরু তুমি ফেলো না অধমে।।
বাঞ্ছা আছে গোলাম হব তোমার কদমে।।
অযোগ্য হইয়ে মুই, কদমেতে ছায়া চাই সাঁই গো,
বাঞ্ছা হয় তব রূপ ভাবি দমে দমে।।
তোমা পানে যেবা চায়, রিপু তার বাদি হয়,
সাঁই গো, রিপু শান্ত করি আমি বলো কোন কামে।।
দয়া করো দয়াময়, ভেবে দেখি বেলা নাই সাঁই গো,
কোন ঘড়ি এসে মোরে, ধরে নিবে যমে।।
চালাও সিদা রাহে সাঁই, তোমায় যেন ভুলি নাই সাঁই গো,
পাঞ্জু বলে এমান যে হয় আল্লার নামে।।

(৫৩)

আমার কি এত দয়া হবে।।
জগতের স্বামী এই কপালে মিলিবে।।
জনম নাপাকে যায়, পাক দেহ হল নাই সাঁই গো,
ভক্তিহীন জীবের দয়া কিসে বা হইবে।।
জীবের জীবন ধন, আহারে সে নিরঞ্জন,
সাঁই গো, এমন অধম জনে কেন দেখা দিবে।।
ভজন নাহিক, কোন গুণে গুণমণি,
সাঁই গো, এমন যে অভাগিনী, দাসী বানাইবে।।
গেল জনম বিফলে, ঘিরে নিল মায়াজালে সাঁই গো,
পাঞ্জু বলে অন্তিমকালে, বাম না হইবে।।

(৫৪)

আমার কপালে এই ছিল।।
গোনাগার হয়ে জনম বিফলেতে গেল।।
সময় যে মন্দ হলে, দোস্ত বন্ধু যায় ফেলে সাঁই গো,
নিদানের বন্ধু গুরু দয়া না করিল।।
কুয়া হতে ইউছুফের, খালাস করিলে তারে সাঁই গো,
এই অধমের দয়া তোর নাহি হল।।
কত কত পাপী লোকে, দয়া যে করিলে তাকে সাঁই গো,
আমার কি পাপ আল্লা মাফ না হইল।।
বড়ো সাধ মনে করে, ধরেছিনু মুরশিদেরে, সাঁই গো,
তাহার কদম মোর কপালে না হল।।
পাঞ্জু বলে ওহে বারি, আমি তো অবলা নারী,
সাঁই গো, দাও গো চরণতরী দিন বয়ে গেল।।

(৫৫)

চরণ ভিক্ষা দাও সাঁই মোরে।।
ফেলো না ফেলো না আল্লা এই অধমেরে।।
মাতা পিতা বন্ধু ভাই,
ভেবে দেখি কেহ নাই সাঁই গো,
পাপী বলে দয়া আল্লা করো কাঙ্গালেরে।।
এই ভবে আসা কালে, আসিয়াছি খুশি হালে,
সাঁই গো, লাভে মূলে ফুরাইল, সঙ্গে যাবে কে রে।।
নেকী বদি তেরা সাঁই, আমি কিছু জানি নাই,
সাঁই গো, নেক বান্দা ভালো তেরা, বাদির কি তুই নয়রে।।
পাপীর দয়াল তুমি, শুনে বলো করি আমি,
সাঁই গো, নেকেরে করিলে দয়া ডাকি কেনে তোরে।।
হীন পাঞ্জু কেঁদে বলে, গুরুর চরণতলে,
সাঁই গো, অন্তিমকালেতে ফাঁকি দিও না আমারে।।

(৫৬)

নিজগুণে দয়া করো গুরু ভজন না জানি।।
ভজনহীন হয়ে ডাকি দয়াল নাম শুনি।।
তুমি দীনের ধনি, আমি হই দীনহীনি,
চাতকিনী হয়ে ডাকি পাব চরণ দুখানি।।
আমি নির্গুনে এক দাসী হয়েছি,
তোমার নামের জোরে ডঙ্কা মারতেছি,
নামে ভাসালাম তরী, যদি ডুবিয়া মরি,
তবে আমা হতে নামের গৌরব যাবে ও গুণমণি।।
তোমার নামের জোরে অধম তরে যায়,
আমি চেয়ে আছি ঐ নামের আশায়,
আমি বড়ো অভাগী, কোনো উপায় না দেখি,
ভরসা করি তরে যাব নামে, এ ঘোর তুফানি।।
এবার যা করো এই দীনহীনেরে, পড়ে রলাম চরণের আশা করে,
অধীন পাঞ্জু কয় বাণী, আমি এই ভিক্ষা মাঙ্গি,
তোমার রূপে নয়ন থাকে যেন এ দিন রজনী।।

(৫৭)

গুরু চরণ ধরে পারে যাব গো, মনে ছিল বাসনা।।
স্বভাব দোষে রিপুর বশে, হারালাম ষোল আনা।।
ভবসাগর বিষম নদী গো, নদীর কুল বহু দুর,
তুফান দেখে হত হলাম, কিসে পাব কুল,
আমার কপাল দোষে পারের তরী, ভবে চেনা গেল না।।
দুঃখী তাপী দেখে দয়াল গো, ভালো তরী সাজায়েছে,
তাতে রাধা নামে বাদাম তুলে ঘাটে এসেছে,
ঐ নামের সুধায় জগৎ ভাসে মন কেনে তায় ডোবে না।।
বেহাল বেশে দয়ালচাঁদ গো, ভালো ঘাটে এসেছে
কত পাপী তাপী অনায়াসে পারে নিতেছে,
সাঁই হিরুচাঁদ কয় অধীন পাঞ্জু, ঘাটে কেন বসো না।।

(৫৮)

আমার মনের কথা এ জগতে গো, আমি বলিব আর কার কাছে।।
গুরু বিনে এ জগতে আমা বলতে কে আছে।।
দয়া করে রূপ দেখায়ে গো বেহাল বানাইলে,
কু-স্বভাব এই দেহে কেন বা রাখিলে,
একুল ওকুল দুকুল গেল কলঙ্ক হল মিছে।।
ষোল আনা এনেছিলাম গো, ব্যাপারের আশে,
সাধের তরী বোঝাই করে, যাবরে দেশে,
ত্রিবেনীর তীরধারে, তরী মারা গিয়াছে।।
মণিহারা ফণী হয়ে গো, ভবে ঘুরাইলে,
চৌরাশীর কোপে পলাম শ্রীচরণ ভুলে,
পাঞ্জু কাঁদে কর্ম ফাঁদে মানবজন্ম যায় মিছে।।

(৫৯)

কি দিয়ে ভজিব গুরুজিরে।।
ভজনের কথা শুনি হাটবাজারে।।
এমান আমান নাই, কোন গুণে গুরু পাই, সাঁই গো,
গুরুকে ভজিতে সদা সাধু বলে মোরে।।
দুধ দিয়া ভজিব গুরু আগে তাহা খায় গরু সাঁই গো,
এঁটো দ্রব্য গুরু নিবে এমানের জোরে।।
ভাত মাছ যত খাই, তাহাতে কি সেবা হয়,
সাঁই গো, ভক্তি বিনে গুরু সেবা কিছুতেই নাইরে।।
মন দিয়ে ভজি তাই, সে মন আমার নয়,
সাঁই গো, কি দিয়ে ভজিব গুরু, দিশা নাহি হায়রে।।
অমাপা অজপা সেই, গুরুসেবা তাহাতেই,
সাঁই গো, পাঞ্জু বলে অমাপা যে বলে এমানেরে।।

(৬০)

যার হয়েছে নিষ্ঠারতি।।
গুরুপ্রতি সদায় মতি, গুরু ভিন্ন নাই গতি।।
তার সাক্ষী দেখো রাম অবতারে, হনু শিষ্য রাম নিষ্ঠা করে,
কৃষ্ণ পশুর হল, নিষ্ঠা প্রেমের এই রীতি।।
গুরু নিষ্ঠ হলে ভজনের উপায়, আছে সত্য সর্ব শাস্ত্রে কয়,
সত্যপ্রেমী গণ্য হয় তার, শমন পারে না ছুঁতি।।
যার বাঞ্ছা আছে শ্রীচরণ বলে, পরের কথায় সে কি যায় টলে,
ভুলো না মন কারো ভোলে, করি তোমায় মিনতি।।
যেমন গোবরে পোকা ভ্রমরে সাথে, যে পিরীত করেছিল জগতে,
পাঞ্জু বলে সৎএর সঙ্গে মলেও হয় গঙ্গা প্রাপ্তি।।

(৬১)

হেলায় হেলায় দিন ফুরালো।।
বেআইনি বেলা জানি কয়টা বেজে গেল।।
দিন থাকিতে মন রসনা হে,
মুখে আল্লার নাম সদায় বলো।।
আশা করো বিষয় করে হে, বড়ো সুখে রবা,
ভেবে দেখ মন শমন এলে, কোন বা দেশে যাবা,
অন্তিমকালে মধুসূদন হে,
মন কার ভোলায় সে নাম ভোলো।।
যা হবার তা হল ভবে হে, ত্বরায় দোকান সারো,
যে ধন আছে সে ধন নিয়ে মন, সাধবাজারে চলো,
বড়ো লাভের বাজার মন রসনা হে,
ঐ লাভ হবে পথের সম্বল।।
বাজারেতে সন্ধান জেনে হে, প্রেমের ঘাটে নামো,
অমূল্য ধন পাবা হাতে, সরল হয়ে ডোবো,
পথ না চিনে সে ঘাট ভুলে হে,
অধীন পাঞ্জু জনম হারালো।।

(৬২)

মুখে বল্লে কি হয়, গুরু ধরে সাধন জানতে হয়।।
ডুবে দেখ মনরায়।।
নিষ্ঠারতি যার হয়েছে, রসরতি সেই চিনেছে,
এ ভবে উজানে সে তরী বেয়ে যায়।।
তিন রতি তিন রসের খেলা, জানিলে মন যায় রে জ্বালা,
এ সাধন দয়া করে গুরু যারে কয়।।
আছমানে তিন রতি রয়, জমিনে তিন রসের উদয়,
সুরসিক শুভযোগে মিলন করে তায়।।
অধীন পাঞ্জু কেঁদে বলে, গুরু সুখের সুখী হলে,
সে জনে সহজ মানুষ ধরেছে নিশ্চয়।।

(৬৩)

এসো মন পারের চিন্তা বসে করি।।
এনে মহাজনের ধন, ভবের হাটে মন, হারাবি সে ধন করিলে দেরি।।
মায়া দাগাদার তারই কারবার, এই হাটে মন হবে না বেপার,
এমনি দাগাদারী সদায় ভিলকী মারী, মহাজনের ধন করিল চুরি।।
এসো পারঘাটার কলে বসি যেয়ে মন,
পারের তরী সদায় করিগে স্মরণ,
এসেছে একজন, দয়াল সে জন,
গুরুবস্তু নিতাই কাণ্ডারী।।
পারের কাণ্ডারী কেবল আছে গুরুধন,
না চিনিলাম তারে বিধি বিড়ম্বন,
হিরু চাঁদ ভনে, পাঞ্জু ঘুরিস কেনে,
পারের সম্বল কেবল শ্রীচরণ তরী।।

(৬৪)

ভাবিনির ভাবে মনা, কাণ্ডারী নাও বশ করে।।
অনুরাগের চরায় তুলে জরাতরী নাও সেরে।।
সাঁই নামে গাউনি করে, গাব কালি দাও নিরে ক্ষীরে।।
ছয় দাঁড়ি মাঝির কাজে, দাও গো মন যার যা সাজে,
শ্রীরূপের বাদাম তুলে তরী ভাসাও সাগরে।।
ভক্তিশীলারি মনরে, এটে ধরো না তারে,
দাঁড়াইবে মেঘের আড়ে, তম ঝড় যাবে দূরে।।
হিংসা নিন্দা দেবংশে ধন, ক্ষমা ধৈর্য্যে ফেলবে যখন,
পাঞ্জু বলে যাবে তুফান, হিরুচাঁদ নিবেন পারে।।

(৬৫)

গুরু যার মনে তব রূপ লেগেছে।।
এই তো ব্রহ্মাণ্ড মাঝে তার চক্ষুদানি হয়েছে।।
পুত্র পিতা দ্বারা সুত, ভবের বন্ধুর আছে যত,
তুচ্ছ জ্ঞান করে, তীর্থযাত্রা পর্যটন, গুরুর চরণে সব জেনেছে।।
গোবিন্দ হয় গৌরাঙ্গচাঁদ, জগন্নাথ আর নিত্যানন্দ,
গুরু সব জানে, নিষ্ঠারতি গুরুপদে, অন্যরূপ সে ছেড়েছে।।
গৌর কি আর গাছে ধরে,
গুরুরূপে গৌর ফেরে, এই সংসারে,
গুরু সুখের সুখী হলে, ভবপারের ভয় কি তার আছে।।
গুরু যার সদয় আছে, তার যমযাতনা দূরে গেছে,
সাধু হয়েছে, হিরুচাঁদের চরণ ভুলে,
পাঞ্জুর মানব জনম যায়, মিছে।।

(৬৬)

ভেবেছ দিন এমনি যাবে।।
দিনে দিনে দিন ফুরালো কয়দিন র'বি ভবে।।
ধন যৌবন জোয়ারের পানি, দেখতে দেখতে ভাটা হবে।।
যৌবন ভাটা হলে কে শুধাবে তোরে,
ভবের বন্ধু না চাহিবে ফিরে,
পিতৃধন সব ফুরাইলে, শমনে ধরিবে।।
যেমন স্বপ্নে দেখি লক্ষ চাঁদের জ্যোতি,
চেতন হয়ে পাইনে একটা বাতি,
অন্তিমকালে এ যৌবনে, তেমনি ফাঁকি দিবে।।
করো দিন থাকতে গুরুপদে মতি,
অন্তিমে চরণ হবে সাথের সাথী,
অধীন পাঞ্জু হল মূঢ় মতি,
কোন গুণে চরণ পাবে।।

(৬৭)

কে আছে মন সাথের সাথী।।
ভেবে দেখ মন কয় দিন র'বি ভবের পিরিতি।।
ভবপারে হবে যা'তি, কর গুরুপদে মতি।।
পিছে পিছে ফিরছে যম রাজা,
মিছে মায়ায় ভুলে করলি বড়ো মজা,
যে দিন ধরবে শমন করবে সোজা,
হবে কবরেতে যা'তি।।
রাজার রাজ্যে এত সুখ ঐশ্বর্য্য, ভবের বন্ধু সব করিবে ত্যাজ্য,
ভেবে দেখ মন সেই কবরে, কিসে হবে গতি।।
কে তরাবে সে হিত বিপদে,
দিন থাকিতে চেনো দীননাথ,
অধীন পাঞ্জু বলে গুরুর চরণ, রাখ হৃদয় গাঁথি।।

(৬৮)

তারে ধরব কি সাধনে।।
ব্রহ্মা আদি না পায় তারে যুগ যুগান্তর বসে ধ্যানে।।
বেদ পুরাণে পাবে নামে নিরূপ নিরাকারে,
নিরাকার জ্যোতির্ময়ে আছে বসে নিত্য স্থানে।।
অনাদির আদি মানুষ আছে সে গোপনে,
সেই মানুষে সাধ্য করে রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবনে।।
চিন্তামণি ভূমিবৃক্ষ কল্পমহি বনে,
গোপীকৃপা যার হয়েছে, সেই পেয়েছে রত্নধনে।।
সখীরূপ যে দেখেছে গুরুর ধিয়ানে,
পাঞ্জু বলে সেই রসিকে, দাসী হব শ্রীচরণে।।

(৬৯)

মন কেন তুই ভুলে র'লি মউতেরই কথা।।
তোর ব্যাথার ব্যাথিত কে আর আছে, কে ঘুচাবে ব্যথা।।
আ'লি বড়ো সাধ করে এই ভবের বাজারে,
লাভে মূলে সব হারালি আশা হল বৃথা।।
মন তুই সম্বল হারায়ে, মিছে র'লি ভুলে
বাজিকরের ভিল্কি দেখে, বোধ এই মায়াজালে, কোনদিন ঘিরিবে কালে,
হাকিমের যেমন ঝাঁকের পাখিতে,
ঝাঁকে ঝাঁকে বিলে পড়ে আহার করিতে,
আহার করে সকল বড়ো আনন্দ করে,
কারো কপাল গুণে আহার খেতে, ফাঁদে বাঁধে মাথা।।
তেমনি এই ভবে এসে, অধীন পাঞ্জু খাচ্ছে আহার দলে মিশে,
সদায় করি হায়রে হায়, ভবে রহিবে সবায়,
কোনদিন পাঞ্জু নাম মোর ভেঙ্গে নিবে, আগে জগৎকর্তা।।

(৭০)

ভেবে দেখ তলব হলে হুজুরেতে যাবি।।
আশার আশে বিষয় করে, আর কত কাল খাবি।।
ভবে আ'লি কি বলে, মালেকের হুজুরে,
ভেবে দেখ মন সেই কথা কি জবাব দিবি।।
মন এই ভবমাঝে, সুখের সময় সুখের বন্ধু সবায় মিলে,
ও মন অন্তিমকালে, কি হবে কপালে,
গুরু বিনে দুঃখের কথা, আর বা কারে বলবি।।
মন সেই নিদানকালে, ডাকতে হবে সেদিন কেবল আল্লা বলে,
আহা করবে সকলে, তোর চৌদিকে ঘিরে,
ধরে নিবে কাল শমনে, কার বা পানে চা'বি।।
মনরায় যাবে ছাড়ি, সাধের দেহ র'বে পড়ি,
কেবল ধুলায় পড়ি,
সাঁই হিরুচাঁদে কয়, পাঞ্জু হল না তোর ভয়,
দিন থাকিতে না ভজিলে কোন গুণে আর তরবি।।

(৭১)

আগে মন গুরু কররে ভাণ্ডারী।।
পারঘাটায় তুফান মাঝে, চালাইবেন তরী।।
আছে পঞ্চজন দাঁড়ি, তাদের সহায় করি,
যার যার দাঁড়ে তারে তারে, বসাও সারি সারি।।
মাস্তুলে বাদাম দাও তুলি, সুবাতাসের ভাব জানি,
উজান বাঁকে চালাও তরী, নামে গাও সারি,
নদী বেগ ধরে ভারি, মন ভয় কি তোমারই,
দাঁড়ি মাঝি ঐক্য হয়ে, রাখবে নঙ্গর করি।।
যখন ভাটা যায় সারি, নদী দেখ নিহারী,
নদীস্থলে মণি মুক্তা রহিবে পড়ি,
মন আমার হয়ে ডুবারু, মণি মুক্তা নাও তুলি,
দেখবি গুরু রূপের জ্যোতি উঠবে ঝলক মারি।।
জ্বালায়ে রূপের বাতি, তরী বাও দিবা রাতি,
বেয়ে সাধুর ভারা লও কিনারা ও মন বেপারী,
অধীন পাঞ্জু কয় বাণী, শ্রীগুরু না চিনি,
মিছে সাধুর ভারা ডুবাইয়ে খাবি খেয়ে মরি।।

(৭২)

আমার অধরচাঁদ বিরাজ করে ভক্তের দ্বারে।।
ধনীর নয়রে মণির নয়রে, ভক্তির কাঙ্গাল সাঁই মোরে।।
কুলবতীর কুলের গৌরব, রূপসীর গৌরব যৌবন,
ধনীর গৌরব ধন, কোনো গৌরবে পাবে না তারে,
ভক্তির জোরে পায় বিদুরে।।
কেউ ধরব বলে হয় সন্ন্যাসী, বৈরাগ্য কেউ তীর্থবাসী,
ব্রহ্ম হুতাসী, তারা জনম ভরে ঘুরে মরে,
ভক্ত পায় মূলাধারে।।
জোলার ছেলে ভক্ত কবীর, ঘরে বসে গুরু ধরে,
সে চরণ ধরে, মুচিরামের স্বর্গে ঘণ্টা, পাঞ্জু মরে অহঙ্কারে।।

(৭৩)

আয় নাগরী অধর ধরি ভক্তি ডোরে।।
যারে যোগী ন্যাসী পায় না ধ্যানে,
সে চাঁদ ফেরে ঘরে ঘরে।।
ভক্তি জোরে নন্দরানী, খাওয়াইয়া ক্ষীর লনী,
বেঁধেছে তারে, মাখনচোরা বলে মারে,
তবু সে বিনয় করে।।
ভক্তিভাবে রাখালগণে, খেলা করে বৃন্দাবনে,
স্কন্ধে চড়ে তার এঁটো ফল দেয় সে বদনে,
মিঠাবলে পান করে।।
ভক্তিভাবে গোপীনিরে, বেঁধেছিল প্রেমডোরে,
সে ব্রজপুরে, প্রেম দায়ে গোপীর চরণধূলা, সে মাথায় করে।।
সে চাঁদ উদয় নদে পুরী,
অঙ্গে মাথা রাধা প্যারী, ফেরে নগরে,
তারে রসিকজনা ধরে চিনে, পাঞ্জু চৌরাশী ঘুরে।।

(৭৪)

মনরে দিনের কথা করো মনে।।
এদিন গেলে অন্তিমকালে,
গতি নাই গুরু বিনে।।
মনগুরু ভবপারের কর্তা,

সত্য সত্য সাধু বার্তা,
গুরু যিনি পরমাত্মা, ভজো বর্তমানে।।
মন ভবপারে যাবি যদি, গুরুপদে কর মতি,
যদি হয় মন নিষ্ঠারতি, ভাবনা কি সেই দিনে। ।
মন যে সাধনে গুরু বর্ত, দিন থাকিতে জানো অর্থ,
অধীন পাঞ্জু অপদার্থ, ভজন সাধনে।।

(৭৫)

মন আমার বৃথা গেল দিনরজনী।।
মিছে ভোজের বাজিতে ভুলে হারাই রতনমণি।।
ছিলি অন্ধকারে মন, দিয়ে অমূল্যরতন,
বড়ো যত্ন করে, ভবে তোরে পাঠায় কাদির গণি।।
সাজায়ে এ সাধের তরী. বোঝাই দিয়ে নুর নীরি,
পাঠায়ে ছিল মালেক তোর মন বেপারী, না চিনে কাণ্ডারী,
মিছে ঘুরে মরি, সে ধন ফুরাইল জরা হল এ সাধের তরণী।।
যে ধন ভবে বিকা'লি, তার মূল্য না নিলি,
কি বলে জবাব দিবি মালেকের হুজুরী,
মাল কার কাছে দিলি, তার কি সদায় নিলি,
না বুঝিয়ে ঢেলে দিলি বালুচরে চিনি।।
সাধের জনম হারালি, মন ফিরে না চা'লি,
কোনদিন ভোজের বাজি ভেঙ্গে যাবে মন তোমারই,
হেলায় এ দিন ফুরালি, সাঁই হিরু কয় বাণী
পাঞ্জু মনের ভুলে ঘুরে মলি, আশি লক্ষ যোনি।।

(৭৬)

রূপে যে দিয়াছে নয়ন।।
জেনেছে ব্রহ্মাণ্ড মাঝে, গুরুরূপে নিরঞ্জন।।
জেনে শুনে সঁপেছে সে গুরুপদে দেহ ধন।।
তার মন হয়েছে ফুলের জ্যোতি,
মধুর লোভে গুরু করে, আত্মার সঙ্গে সম্মিলন।।
তার হৃদয় গুরু রাজা, গুরুপূজা সর্বক্ষণ,
পূজা করে প্রাপ্তি করে, নিত্য মধুর বৃন্দাবন।।
নিত্য সেবায় বর্ত হয়ে, করছে প্রেম আস্বাদন,
সে যোগ্য অযোগ্য হয়ে, অধীন পাঞ্জুর যায় যায় জীবন।।

(৭৭)

সুখের দিন গিয়াছে, গুরু বিনে আমার কে আছে।।
এ ভবের যত খেলা, হল সব মিছে।।
যৌবনের গুমার ছিল, দেখতে দেখতে ভাটা হল,
কোনদিন ধরবে কাল শমনরে,
মন দাঁড়াবি কার কাছে,
গুরু বিনে বন্ধু নাই, সাধু বলেছে।।
চুল পাকল দন্ত প'ল, বুদ্ধিবল হত হল,
কি করতে ভবে এসে মন, কি করলি পাছে,
আমার পাছের কথা ভুলে রয়েছে।।
গুরু দেয় উপাসনা, দিন থাকতে মন রসনা,
না করে সে ভজনারে, যাবি নরক বিছে,
না ভজে পাঞ্জুর জনম বৃথা হয়েছে।।

(৭৮)

কোন গুণেতে ধরব গুরু মনের বিকার সারে না।।
মহামায়ার ঘোরে প'রে, আমার স্বভাব ফিরে না।।
জানি কোন অপরাধে, ভুলে এই মায়ামদে,
অপারের কাণ্ডারী গুরুপদে নয়ন থাকে না।।
গুরুর মন না জেনে ভজন করতে চায়,
শিশু হয়ে চাঁদ ধরা তার হয়,
সদা করে সে আয় আয়, চাঁদ অমনি সরে যায়,
তেমন অবলা শিশুর মতো গুরুর চরণ চেয়ো না।।
ধরার ভাবনা জেনে যোগী হয়েছি,
সাধুজনে বলবে রে ছি ছি,
এই দেহে থেকে, জ্ঞান হল না দেখে,
সাধুজনে গুরু পাব বলে কুলমান রাখে না।।
যে প্রেমেতে গুরু ধরা যায়, সামান্য কি সে প্রেম জানা যায়,
সাধু কৃপা হয়, পাঞ্জু বলে গোপীকৃপায় গুরু ফেলে যাবে না।।

(৭৯)

দেখো স্বরূপ নেহারে।।
যদি দয়া করে মন তোমারে চক্ষুদানি গুরু করে।।
দ্বিদলেতে সিংহাসনে, কিবা শোভা করে,
কোটি চন্দ্র জিনি কিরণ, অক্ষয় চাঁদের উপরে।।
সখীগণ সঙ্গে লয়ে অটল বিহরে,
তিল প্রমাণ জায়গায় বসে আছে মানুষ সভা করে।।
চর্ম চোখে হবে নারে, গুরুকৃপা বিনে,
অধীন পাঞ্জু কেঁদে বলে, খেলছে মানুষ নীরে ক্ষীরে।।

(৮০)

মুরশিদ চাঁদ কি ধরা যায় রে।।
আগে জেন্দা মরা নাহি মরে।।
মরার সঙ্গে সঙ্গ ধরে, মরতে হয় স্বরূপ দ্বারে।।
দুজন মরা জেন্দা মরারে সদায় মরে বাঁচে,
দুজন মরার মূল রয়েছে অধর মানুষের কাছে,
মরা ধরে সন্ধি করে, থাক মরার ভাবে মরে।।

এমন মরা কে দেখেছে রে, আপনি মরে আছে,
যমে এসে যখন ধরে তখন মরা বাঁচে,
তারা যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে, দুজনা যায় দুদিক সরে।।
মরা ধরে ভজন সাধন রে কর অনুরাগে,
রাগে বাগে মরার ফাঁদে, ধর মুরশিদ চাঁদে,
অধীন পাঞ্জু বলে অবহেলে, পারে যাবে চরণ ধরে।।

(৮১)

মরার ভাব লয়ে মন না মরিলে।।
দয়া করবে কেন মরণকালে।।
দুজন মরা সুজন তারা রে, থাকে মানুষের কাছে,
জীবেরে ডুবায়ে মারে মায়ানদীর মাঝে,
যে ডুবায় সে তুলতে পারে, তারই সঙ্গে প্রেম করিলে।।
মরার প্রেমে মত্ত হলেরে, সহজ মানুষ মিলে,
সহজ রূপে নয়ন দিয়ে, রসের খেলা খেলে,
সে নিত্যপ্রেমে বর্ত হবেরে, কি করবে তার যমদূত কালে।।
যে মরেছে এমন মরারে, তার কিসের অভাব আছে,
ভবের খেলা মরার জ্বালা সকল জানে।।
সাঁই হিরুচাঁদের চরণ ভুলে, পাঞ্জুর জনম যায় বিফলে।।

(৮২)

আছে আয় গলায় গাঁথারে, ও জাড়ের কাঁথা
মন সুঁচে ধ্যান কাপড়ে নামের সুতা।।
অনুরাগ হৃদয় জ্বেলে, কাঁথা লয় গলায় তুলে,
মহামায়ার শীত এড়ায়ে, প্রেমে মাতা।।
কাঁথা গলায় করে, ভাবে মজে কৌপীন পরে,
শ্রীরূপের দ্বারে যায়, ভিক্ষা মেঙ্গে খায়,
ভবের ক্ষুধা মেরে কয় সে গুরু কথা।।
চিন্তামণির ভাবে, চিন্তা কাঁথার বেহাল পরে,
থাকে চাতক হয়ে, রূপে নয়ন দিয়ে,
গুরুসুখের সুখী হয়ে মুড়ায় মাথা।।
চরণদাসী হয়ে, বেড়ায় ভাবের কাঁথা লয়ে,
সাঁই হিরুচাঁদে কয়, ভজন নাই আমায়,
কোন গুণে হিরু চাঁদ মোর ভাব জানাবে।
হয়ে দয়াময়, পাঞ্জু তুই ধরে থাকরে প্রেমের লতা।।

(৮৩)

ভজন সাধন করবি রে মন কোন রাগে।।
আগে মেয়ের অনুগত হ'গে।।
জগৎজোড়া মেয়ের বেড়া রে,
কেবল এক পতি সাঁইজি জাগে।।
মেয়ে সামান্য ধন নয়, জগৎ করছে আলোময়,
কোটি চন্দ্র জিনি কিরণ, বুঝি আছে মেয়ের পা'য়,
মেয়ে ছাড়া ভজন করারে, তা হবে না কোনো যোগে।।
যদি রূপার টাকা পায়, জীব কপালে ছোঁয়ায়,
রজত কাঞ্চণ স্বর্ণ রূপা, পতি দিচ্ছে মেয়ের পা'য়,
মেয়ে এমনি ধনী নাহি চিনিরে, জীব পড়বেরে পাপের ভোগে।।
মেয়ে মেরো না ভাই, মারলে গুরুমারা হয়,
আহ্লাদিনী নাম রেখেচেন চৈতন্য গোঁসাই,
যার দরশনে দুঃখ হরে রে, তার চরণে স্মরণ নিগে।।
বলে হিরুচাঁদ আমার, মেয়ে মনোহর,
যার আকর্ষণে জগৎপতি দিল রাধার দাস স্বীকার,
তুই ধরবি যদি গুরুর চরণ মেয়ের চরণ ধর আগে।।

(৮৪)

যে মানুষে মানুষের মনপ্রাণ হরে।।
সে রয়েছে জগৎ ঘিরে।।
যে মন হরে প্রাণ হরে রে, সে পরকাল দিতেও পারে।।
দেখে লাগে চমৎকার, চার যুগের অবতার,
আসামির কাছে মহাজনে হচ্ছে তাঁবেদার,
বাপবেটায় পুরুষ পুরুষরে, যার বেঁধেছে দেনমোহরে।।
বুঝা সাধ্য নাই আমার, ভবে এ কেমন বিচার,
চার যুগের মা বাবার আগে চাতকের প্রকার,
পুরুষমণি পরশধনীরে, তবু দেন করে মা বাবারে।।
জানি কি ধন আছে তার, কিসে করে দেনাদার,
না বুঝিয়ে ঘটল বুঝি চৌরাশির ফের,
মন উদ্ধার হবি ফের ঘুচাবিরে, আগে চেন মহাজনেরে।।
এই ভবসাগরে, মহাজনের ধন মেরে,
আমি দায়মালি আসামী হলাম, আমায় কেবা উদ্ধারে,
মুরশিদ হিরুচাঁদে কয়, জেন্দা মরে রে,
পাঞ্জু থাকগে ঐ চরণ ধরে।।

(৮৫)

রসের কথা অরসিকে বলো না।।
যেমন কয়লাকে দুগ্ধে ডুবালে, দুগ্ধের বরণ ধরে না।।
এক মহারাজা বাঞ্ছা করলে, তিন মিঠা করবে বলে,
শত ভারা চিনি নিম্ব বৃক্ষ রোপ না,
তাহে তিন গুন তিত বৃদ্ধি হল।।
মিঠাগুণ তার হল না।।
যেমন কাকা তোতা এক খাঁচাতে,
যত্ন করে পোষ মানাতে, বুলি ধরাইব বলে,
খেতে দেয় মাখন ছানা,

তোতা বুলি ধরে নিরে, কাকের বুলি হবে না।।
দরিদ্র এক জংলা হতে, দাঁড়ায়ে বাদশার দ্বারেতে,
বাদশা তারে দয়া করে, খেতে দেয় ডাব চিনি পানা,
ডাব কামড়ে খেয়ে দন্ত ভাঙ্গে, ছুলে খেতে জানে না।।
রসনগরে বিষম নদী, ডুবলি না মন নিরবধি,
হিরুচাঁদের বাক্য ভুলে মন হলি টোপা পানা,
পাঞ্জু বলে ডুবে দেখ মন, পাবি লালমতি দানা।।

(৮৬)

যার জ্ঞান আছে, সে গুরুপদে নিহার দিয়ে রয়েছে।।
সর্বস্ব ধন গুরুপদে সমর্পণ করেছে।।
অনুরাগের বাতি জ্বেলে, নয়নে রেখেছে,
তীর্থ ধর্ম ত্যাজ্য করে স্বরূপ নিষ্ঠা করেছে,
গরল খেয়ে সরল হয়ে, জেন্দা মরা মরেছে।।
অধরচাঁদের ভাবে, রতি শান্ত করেছে,
ছয় রিপু ছয় কাজে দিয়ে, প্রেমের রসিক হয়েছে,
রসামৃত পান করে, শমন ফাঁকি দিয়াছে।।
গুরুসুখের সুখী হয়ে, সেবাদাসী হয়েছে,
অন্ধকারে বাতি জ্বেলে, নিত্যধামে গিয়াছে,
পাঞ্জু বলে মায়াজালে, আমায় ঘিরে রেখেছে।।

(৮৭)

দয়াল গুরু বিনে,
পারের উপায় কি তোমার রে, সে ঘোর তুফানে।।
দিনে দিনে দিন ফুরালো,
মৃত্যুকাল আছে সামনে রে, ভাবনা মনে।।
ভবনদীর তুফান দেখে মরবি হুতাশে,
কেউ হবে না সঙ্গের সাথী,
পারে যাবি কেমন করে রে, সে কঠিন দিনে।।
ভবনদী বল যারে, কুলে যাওয়া ভার,
চক্ষু হবে ঘোর অন্ধকার,
সেদিন কে তরাবে আর রে, সেই নিদানে।।
কেবা আমার কার-বা আমি, কে আমার আছে,
ভবপারে যাবি যেদিন, সকল হবে মিছেরে, দেখ না জেনে।।
ভবে কর পারের সম্বল শুন আমার মন,
গুরুতে সম্বন্ধ হলে, অধীন পাঞ্জু কেঁদে বলেরে, তরবি সেখানে।।

(৮৮)

দয়াল গুরু ভুলে, জনম মায়ার ভোলে পড়ে রে, গেল বিফলে।।
ভুল হল মোর মূল সাধনে, কি বলে জবাব দিবিরে, নিকাশের কালে।।
ভবনদী পারের বিধি, কি আমার আছে,
ভজনশূন্য দেহ গুরু, ছোঁবে কোন গুণেরে, অন্তিমকালে।।
গুরুর চরণ পারের সম্বল, ভবনদীতে,
মন হলি তুই ভক্তিহীন, গুরুর চরণ মিলে কিসেরে, আমার কপালে।।
ভুলে র'লাম ভবের কুলে, কুল পাব কিসে,
ভেবে দেখরে অবোধ মন তুই, হারা হলি দিশেরে, কুল গেল কুলে।।
মন প্রাণ দিন থাকিতে সঁপো গুরুতে,
এদিন গেলে সেদিন পাব, গুরু সখা হলেরে, পাঞ্জু তাই বলে।।

(৮৯)

গুরুরূপে নয়ন দে রে মন।।
গুরু বিনে কেউ নাই তোর আপন।।
গুরুরূপে অধর মানুষ দিবে তোরে দরশন।।
পিতার ভাণ্ডে কিরূপ ছিলি,
মায়ের গর্ভে কিরূপ হলি মন,
পূর্ব পরে নিরন্তরে, গুরুরূপে নিরঞ্জন।।
রজবীজ মিলন কে করিল, কোথায় আছে তার আসন,
ব্রহ্মাণ্ডের গড়ন গড়ে সে কোনজন।।
কোথায় ছিলি কার-বা সাথে ভবে আ'লি ওরে মন,
অধীন পাঞ্জু বলে গুরু ধরে কর তার অন্বেষণ।।

(৯০)

ধরা যায়রে অধরে।।
যদি নিষ্ঠা হয় স্বরূপ দ্বারে।।
মূলাধারে সেই অটল বৃক্ষ, আছে দুটি ফল ধরে।।
লাল শ্বেত দুটি ফুল, পিতামাতা নাম ধরে,
অটলের বরাতী মানুষ, গড়ছে ফল মৈথুন করে।।
অটল মানুষ নিজরূপ, স্বরূপে সে রং ধরে,
পিতামাতা পদ্ম ফুলে ভাসিছে সমুদ্দুরে।।
মহাযোগ সমুদ্দুরে অটল রূপ ঝলক মারে,
পাঞ্জু বলে তীরধারে, ধর ভাটা জোয়ারে।।

(৯১)

অধরচাঁদ মিলে।।
মুরশিদ আঁধার ঘুচালে।।
দেখবি লীলা চাঁদের খেলা, খেলা দ্বিদলে।।
চাঁদের সিংহাসন উদয়, তিল প্রমাণ জায়গা বুঝায়,
রংমহাল তায়, পাঞ্জাতনে সে আসন, ঘিরে সকলে।।
অমাবস্যা সে চাঁদের নাই, দিবা নিশি হচ্ছে উদয়,
দেখলে দেখা যায়, মানবজনম সফল হবে, সে চাঁদ দেখিলে।।
দেখে শুনে সাধন করে সেজন যাবে ভবপারে,
সে চরণ ধরে, পাঞ্জু বলে সাধের জনম গেল বিফলে।।

(৯২)

পাপের কারখানা।।
গুরুবাক্য কেটে সাধু হবা মনে ভেবো না।।
গুরুসুখের সুখী হবা, অন্তিমে শ্রীচরণ পাবা মনরে,
তাই বলে কুল নাশ করিলে, মদনজ্বালা গেল না।।
রস না জেনে রসিক হলে, গুরুনিষ্ঠা না করিলে মনরে,
মদ খাওয়া মাতালের মতো, মাতলে চরণ পাবা না।।
বাঞ্ছা ছিল ভজন করে, ভবসিন্ধু যাব তরে,
মনরে পাঞ্জু ফকির রিপুর দোষে, হয়ে গেল দীনকানা।।

(৯৩)

লোভে মেতো না।।
গোপীর ভজন সত্য জাজন, মিথ্যা বলা গেল না।।
গোপী চিনে সরল মনে, গুরু কেন ভজো না।।
এলে যদি ভবের হাটে, হয়ো নারে ভূতের মুটে,
মনরে, এক দোকানে বিকিকিনি, সদায় কেন করো না।।
রসের ধারা জেনে নিয়ে, ভিয়ান করো ময়রা হয়ে,
মনরে, পাবারে সে প্রেমরতন, জঠরজ্বালা রবে না।।
যেমন কানা বিড়াল দধি বলে, মরেছিল তুলো গিলে,
মনরে, পাঞ্জু ম'ল চিঁটেগুড়ে, ভুলেরে মিছরী দানা।।

(৯৪)

আবার মন আপন দেহ চেনো।।
দেহের খবর না জানিয়ে কোর্ট কাছারী করছ কেন।।
কুল দুনিয়ার খবর আছে, আঠারো মোকমের মাঝে,
কোন মোকামে সাঁই বিরাজে, হুশিয়ার হয়ে অর্থ জান।।
লাহুত-নাছুত মলকুত-জবরুত, কালেব রুহু দেল দম ধরো,
চার মোকামে চারি ধরো, লা-মোকামে সাঁইর আসন।।
হাহুত মোকামের ধারা জানলে যাবে অধর ধরা,
তবে পাবি কুল কিনারা জেনে, ভজো গুরুধন।।
আত্মতত্ত্ব পরমতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব জানো সত্য,
অধীন পাঞ্জু পায় না অর্থ, মিছে ফকির হলাম লোক জানানো।।

(৯৫)

গুরু বিনে মনের কথা বলব না।।
কারো বলব না কিছু শুনব না।।
ব্যাথার ব্যাথিত বিনে অন্য জনে বল্লেও কিছু হবে না।।
শুন ওরে আমার মন, গুরু দিল পরম ধন,
নিজে না করিয়ে যতন, করলি তারে বিতরণ,
কেন বেনাবনে মুক্তা ফেলে, মন হলি তুই দিনকানা।।
না করে ভজন সাধন, যারে তারে বলো না মন,
পাষাণ দলন তোর কথায় মন হবে না,
কারো ঠেশে ঠুশে ভজাইলে, কখনও সে ভজবে না।।
যেমন কাঠুরে এক মাণিক পেয়ে, বাজারেতে জায়গো ধেয়ে,
দোকানেতে ফেলে দিয়ে, মূল্য নিতে জানে না,
তেমন অবোধ কাঠুরের হাতে, মানিক কেহ দিও না।।
মন হয়েছে আলা ঝালা, ভজন সাধন করলে ঘোলা,
হিরুচাঁদের চরণদুটি ভুলো না,
অধীন পাঞ্জু বলে, মন রসনা, পরের মজায় মজো না।।

(৯৬)

ও মনরে, গুরু বিনে কে তরাবে অপারে।।
যেদিন মনরায়, যাবেরে ফাঁকি মেরে।।
কোনদিন ভোজের বাজি করে,
সুখের পাখি যাবে উড়ে,
আদরিণী ছেড়ে গেলে আদর কে করবে তোরে,
ভাই বন্ধু প্রিয়জনে, দিবেরে বাহির করে।।
খাট পালঙ্ক ছেড়ে, মন তোর বিষয় র'বে পড়ে,
খালি হাতে একা পথে যেতে হবেরে,
চৌরাশির কোপে পড়ে, মরবি রে ঘুরে ঘুরে।।
এমন সাধের জনম পেয়ে, মিছে রইলি মন তুই ভুলে,
দিন থাকিতে গুরুর চরণ আগে লও সাধ্য করে,
পাঞ্জু বলে সাধের জনম, হারালাম হেলা করে।।

(৯৭)

বিনা সাধনে তারে কি পাওয়া যায়।।
বেদ পুরাণে যার চিহ্ন নাই।।
আছমান জমিন জোড়া মানুষ, মাকড়ার জালে ছাপিয়ে রয়।।
কিঞ্চিৎ রূপে জগৎ আলো চর্ম চোখে টের না পায়,
দিব্যনয়ন হলে পরে, দেখতে পায় সে জ্যোতির্ময়।।
নিরাকারে জ্যোতির্ময় সে, তারই আকার জ্যোতির্ময়,
নীরের হিল্লোলে মানুষ, স্বরূপ দ্বারে বারাম দেয়।।
দেখলে সে দ্বার হয় চমৎকার, জীবে কি তার গর্ম পায়,
পাঞ্জু বলে সাধুজনে যোগসাধনে ধরে তায়।।

(৯৮)

আজব কারখানা বোঝা সাধ্য কার।।
সাঁই করে লীলা ভবের পর।।
এই মানুষে রঙ্গ রসে, বিরাজ করেন সাঁই আমার।।
একটি ছিলেন দুটি হলেন, নীরে ক্ষীরে যুগল তার,
পুরুষ প্রকৃতি ঘটে, হরেক রঙ্গে দেনবাহার।।
পাপীর ঘটে রঙ্গ দেখে হাকিম ঘটে দেনবিচার,

দরিদ্রের ঘটে বসে ফিরতেছেন সাঁই দ্বার বেদ্বার।।
পাঞ্জু বলে মানবলীলা করেছেন সাঁই চমৎকার,
মানুষ ধর, মানুষ ভজ, মন যাবি তুই ভব পার।।

(৯৯)

ঘুমায়ে থেকো নারে মনা নয়ন খোলো।।
চক্ষু মেলে দেখো, দীনবন্ধু রূপে করে আলো।।
দেখো স্বরূপে রূপ করে আলা, গুরু খোলে রূপের গোলা,
চোখে উদয় চিকণকালা, ভালো একাল পরকাল।।
সিংহাসনে বসে কালা, করে সখীসঙ্গে লীলা খেলা,
গলায় দোলে তারার মালা, দেখে কুলবতীর কুল গেল।।
দেখলে যাবে জঠরজ্বালা, খেলবি তখন সখের খেলা,
পাঞ্জু বলে ও মন ভোলা, ধন্য হিরুচাঁদে জাগাইল।।

(১০০)

যে দেখেছে বন্ধুর রূপ সেতো আর ভুলবে না।।
সেরূপ দেখতে আছে কইতে নাইকো, রূপের না মেলে তুলনা।।
দর্পনে যে রূপ দেখেছে, মনের আঁধার ঘুচে গেছে,
রূপে নয়ন দিয়ে আছে, দূরে গেছে পারের ভাবনা।।
সদা থাকে রূপ ধিয়ানে, দেবা দেবী মানবে কেনে,
মন দিয়াছে শ্রীচরণে, গুরু ভিন্ন অন্য রূপ মানে না।।
সাধ্য সাধন গোপী সনে, ভজে গুরু বর্তমানে,
প্রাপ্তি হয় তার নিত্যস্থানে, অধীন পাঞ্জুর মনের ঘোর গেল না।।

(১০১)

মিলবে গুরু কল্পতরু যে করে ধিয়ান।।
ছত্রিশ জাতের কর্তা গুরু হিন্দু মুসলমান।।
হিন্দু তরায় হরি নামে, হজরত মুসলমান,
হরি হজরত একই রূপ দেখ না বিধান।।
গৌরব হল কুলমানে, যার জাত সেই বড়ো জানে,
যার নাই কুলবালা, করো না সন্ধান।।
কেউ বলে নীরদ আহ্লাদিনী, কেউ বলে নবী আল্লা গণি,
কেউ সুন্নতে ছাফ করে তনু, কেউ ফোঁড়ে দুই কান,
এ সকল বিধির কাহিনী, দরগা দুর্গা চূড়ামণি,
পাঞ্জু করে ঠেনা ঠেনি, হইল না জ্ঞান।।

(১০২)

পেয়েছ মানবজনম ভুলো নারে আর।।
আসা যাওয়া যে যাতনা, পেয়েছ মন বারে বার।।
মানবজনম আল্লা দেয় যখন, কড়ার করেছিল করব ভজনসাধন,
করার মতো কার্য্য হলে জনম সারা হবে তার।।
মহামায়ার সংসারে এসে, একদিন প'লো না মনে যাবরে দেশে,
জীবের ভুল সারিব বলে, গুরু ফেরে ঘরে ঘর।।
পূণ্য মুক্তি যতই করো মন, কোনো ধর্মে হয় না জন্ম মৃত্যু যে খণ্ডন,
পাঞ্জু বলে গুরুপ্রাপ্তি হলে যাব ভবপার।।

(১০৩)

এমন দুর্লভ জনম হারাইও না।।
পাথরে ঠুকিলে মাথা, এমন জনম আর হবে না।।
চৌরাশি লক্ষ যোনি, পশু আদি শৃগাল গৃধিনী,
ব্রহ্ম দরেন্দা, জনম পেয়ে মানব হয়ে, মানুষ কেন চিনো না।।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, চার যুগে মন কোথায় ছিলি, ডুবে দেখতে হয়,
মিছে দুদিনের দায় দুকুল হারায়, শেষ ভাবনা ভাবো না।।
ধন পুত্র জরু মালে, কে ঠেকাবে অন্তিমকালে,
কি হবে উপায়, সেদিন আপন জনে কাঁদবে সবায়,
তোর জন্য কেউ কাঁদবে না।।
ব্যথার ব্যথিত কে আছে মন, কারে বলো আপন হিরুচাঁদে কয়,
অধীন পাঞ্জু বলে মায়াজালে, গুরুর চরণ ভুলো না।।

(১০৪)

মানুষ মিলে, ভাগ্য ফলে।।
ডাকে যদি ভক্তিভাবে দীনের কাঙ্গালে।।
ব্রহ্মাণ্ডের পারাপারে, মূলাধার মূলে।।
নাহি দিবা নাহি রাতি মন, মানুষের মহলে,
চন্দ্র সূর্য্য যেতে নারে সে দলকমলে,
জীবের ভাগ্যে মিলবে কেনে, বেহাল না হলে।।
যোগেশ্বরীর মহাযোগে মন, কলে রস খেলে,
সহজ রূপে দিচ্ছে বারাম, পবন হিল্লোলে,
এসে মানুষ রংমহালে, দরজা খোলে।।
চিন্তামণি ভূমি বৃক্ষে মন, সে ফল ফলে,
সহজ হয়ে সহজ মানুষ ধরে বেহালে,
পাঞ্জু বলে মিলবে কেনে, আমার কপালে।।

(১০৫)

মুরশিদ তত্ত্ব কে শুধায় তা চিন্তে নারে।।
যে শুধায় জ্ঞান পাবার আশে, সে কি পুরাতন নহেরে।।
রুহু ইনছানি হায়ানি, মুরশিদ বালকা এই দুই শুনি, লেখে ফোরকানে,
মহামায়া রিপুর ভোলে, হায়ানি গোলমালে পড়ে,
আপন মুরশিদ ইনছানিরে, না চিনে পড়েছে ফেরে।।
হাওয়া লতিফা রুহানি, সবের মুরশিদ হয় ইনছানি,
পূর্ব পরে তাই, মহম্মদি রুহু বহে, ইনছানি লা মোকাম নুরে,
হায়ানি কালেবে থেকে, না চিনে ফের মুরিদ হয়রে।।

বে মুরিদ এই অজুদেতে, কেহ নাই তা সত্য বটে, চিনারই দরকার,
দয়া করে মুরশিদ দেখায়, তারে মুরশিদ বলিতে হয়,
পাঞ্জু বলে আঁধার ঘুচায়, থাকব তার চরণ ধরে।।

(১০৬)

বিছমিল্লার মানে তোরে বলব কি।।
বিচেতে বিছমিল্লা আছে, শুনেছি সাধুর মুখি।।
নব্বই হাজার মানে আছে বিছমিল্লায় শুনেছি,
বিচের কথা না জানিলে সাধন ভজন হবে কি।।
নিরাকারে ডিম্বভরে অন্ধকার হল কি,
বিছমিল্লা বলেছেন আল্লা কুদরতি এক নুর দেখি।।
আদ্যমাতার আদ্য বস্তু জীবে তার জানে কি,
পাঞ্জু বলে ভেদ খুলিতে ঝরে আমার দুই আঁখি।।

(১০৭)

যেভাবে সাঁই লীলা করেছে আমার।।
ভবে জ্ঞান হলা না মন তোমার।।
বড়ো সাধ করিয়ে সাঁই দরদীরে,
করলেন মানবলীলা চমৎকার।।
সাঁই মনের সাধে আদম গঠেছে,
স্বরূপ রসে মিশে বারাম দিতেছে,
প্রভু রসে ডোবে রসে ভাসেরে,
প্রভু রসের নদী দেয় সাঁতার।।
যে রসে সাঁই নিত্য বিহরে,
সে ভাব ব্রহ্ম আদি নরে না জানে,
প্রভু জীবের জন্য সে ভাব এনেরে,
কেঁদে ফেরে সদায় ঘরে ঘর।
সেভাব জানাতে দয়ালচাঁদ মোরে,
বড়ো অমূল্য নাম দিচ্ছে সবারে,
গুরুনাম না জপে প্রেম না জেনেরে,
পাঞ্জুর আসা যাওয়া হল সার।।

(১০৮)

মন আয় না চলে যাই সাঁইজির লীলা দেখিতে।।
সুরধনী গঙ্গার ঘাটেতে।।
জলের মধ্যে ফুল ফুটেছেরে, সৌরভে জগৎ মাতে।।
ফুলের মূল রয়েছে গোলক নগরে,
পাতাল পুরে দীপ্ত করতেছে, সে ফুল ধরব বলে সাধু জনারে,
বসে আছে যোগ ধিয়ানেতে।।
ফুলের মধু পান করব বলে,
দয়াল কেলে সোনা ভ্রমর হয়েছে,
প্রভু গুনগুন স্বরে রব ধরেছে রে, জীবে না পায় জানিতে।।
শুভ যোগে মেঘে সে ফুল ফুটতেছে,
যেজন যোগ চিনে সেই ঘাটে বসেছে,
সে কোটি তীর্থের ফল পেয়েছেরে, পেরেছে অধরচাঁদকে ধরিতে।।
বড়ো আজব লীলা হচ্ছে সেই ঘাটে,
বিষম অন্ধকারে বাতি জ্বলতেছে,
পতঙ্গের মতো হয়ে পাঞ্জুরে, উড়ে পড়ে পুড়ে মরিতে।।

(১০৯)

গুরুপদে নিষ্ঠা রতি করো আমার মন।।
গুরুর আসক্তি হলে খুলে যায় ভববন্ধন।।
আশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ, করিয়ে মানবজনম পেয়েছেরে মন,
গুরুকৃপা না হইলে, জনম যাবে অকারণ।।
এ সাধের জীবন যৌবন কোন মরিতে হয়ে যাবে পলকে পতন,
গুরু বিনে ভবের খেলা হবেরে নিশির স্বপন।।
হেলায় বেলা ডুবে এল মন, গুরুতে সম্বন্ধ করে করোরে আপন,
পাঞ্জু বলে দিন ফুরাল আল্লা নাম করো স্মরণ।।

(১১০)

ভক্তির জোরে না ধরিলে মুখের কথায় কে পায় তারে।।
ভক্তের হৃদয় হরি বসে, সদায় ঝলক দেয় অন্তরে।।
বনের পশু ভক্ত হনুমান, শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে সঁপে ছিল প্রাণ,
তার চিত্তপটে রামরূপ ছিল, দেখায় হনু বক্ষ চিরে।।
হরি ভক্ত ছিল বিদুরে, ভবের পর এক দরিদ্র সে অন্ন নাই ঘরে,
ভক্তিজোরে তাহার ঘরে, খুদের অন্ন ভজন করে।।
হরিভক্ত মুচিরাম একজন, কেটোর জলে গঙ্গা এসে দিল দরশন,
গ্রাসে ঘণ্টা স্বর্গে বাজে, অধীন পাঞ্জু ঘুরে মরে।।

(১১১)

মানুষগুরু কল্পতরু বিশ্বাস হবে যার অন্তরে।।
গুরুকে গৌরাঙ্গ জেনে সদায় ঐরূপ নিহার করে।।
অনুরাগে ধরেছে যারে, মন প্রাণ দেহ ধন অর্পণ করে,
কুলশীলের ভয় রাখে না, ব্রজ গোপীর ভাবে ফেরে।।
মানবরূপে ফিরতেছে হরি, নিষ্ঠারতি যার হয়েছে হরি হয় তারই,
রসিক ভক্ত হরি প্রাপ্ত করতেছে ভজন করে।।
ব্রজ গোপীর মহাভাব ধরে, পঞ্চভাবের পঞ্চগুণে বেধেছে তাঁরে,
নিত্যসেবায় বর্ত থাকে, আত্মসুখে পাঞ্জু ফেরে।।

(১১২)

গুরু কেনে ভাবো না।।
আমার অবোধ মন তুমি চেতন হয়ে দেখো না।।
সে চরণ বিনে, ভবসিন্ধু নীরে, পারে যেতে পারবা না।।
গুরুধনে ধনী, যত গুণমণি, চরনের গুণী,
মানব হয় পাষাণী, অমূল্য রতন, গুরুর চরণ,
অমূল্য রতন, কি দিব তার তুলনা।।
গুরুরূপে মন, দিয়াছে যে জন, সে জন সুজন,
জয় করে শমন, ধরে সে চরণ, জঠর যাতন, ঘুচায়েছে সে জনা।।
যে পদ পরশে, পরশ হয় এ দেশে, বিপদে সুপদে সে পদ ভুলো না,
গুরুর চরণ, জানে সাধুজন, পাঞ্জু হল দিনকানা।।

(১১৩)

গুরুবস্তু না জেনে।।
এমন সাধের জনম, যায়রে যমের ভুবনে।।
স্বভাবের গুণে, কুমতি কুপথ গমনে, হারালি গুরুধনে।।
করিয়ে যতন, গুরু দিল ধন, সে ধন সাধনে, বঞ্চিত হলি মন,
সেবা অপরাধী, নামে হলি বাদি, ঘিরে এল শমনে।।
মন করিলি হেলা, ডুবে এল বেলা, ভবপারের ভেলা,
শ্রীগুরুর চরণ, ভজনবিহীন, হলি চিরদিন, চরণ পাবি কোন গুণে।।
করে ভবের খেলা, সুখে হলি ভোলা, ঘটে এল জ্বালা,
অন্তিম সামনে, সাধনশূন্য দেহ, শুধাবে না কেহ, বোঝে না পাঞ্জুর মনে।।

(১১৪)

শুনরে মন রসনা।।
যদি করো প্রেমের বাসনা।।
ভক্তি মূল্যে না কিনিলে, অমূল্য প্রেম পাবা না।।
সাধু শাস্ত্রে গেল জানা, প্রেম প্রাপ্তির উপায় ভক্তি, ভক্তি চেনা গেল না,
কিরূপ ভক্তি কি আকৃতি, জানলে হয় উপাসনা।।
শুনি ভক্তি এই পদার্থ, অহং না থাকিলে তিনি, এ ব্রহ্মাণ্ড শোষিত,
কি জন্য অহং মাৎসর্য্য করে তার প্রবঞ্চনা।।
ভক্তি কোথায় হয় উৎপত্তি, উর্দ্ধ কি হয় অধোগতি, কোথায় বারামখানা,
ভক্তির সৃষ্টিকর্তা যে জন, সে বা হয় কেমন জনা।।
ভক্তি চিনে কর সাধ্য,
ভক্তি দেশে সাঁইজি এসে, প্রেমরসে হয় বাধ্য,
হিরুচাঁদ কয় অধীন পাঞ্জু, মানবদেহে দেখো না।।

(১১৫)

দিন থাকিতে গুরুর চরণ সত্য বলে ধরো।।
গুরুর চরণ ধরে, ভবপারের, উপায় কিছু করো।।
আসতে গুরু যাইতে গুরু, একাল পরকাল,
সুখ পেয়ে আনন্দে ভোলো, দুঃখে ডেকে মরো।।
সুখের সময় আনন্দেতে, নিত্যসেবা করো,
ঐরূপ হৃদকমলে উদয় করে, নামে ডঙ্কা মারো।।
যত্ন করলে রত্ন মেলে, শুনি সাধুর দ্বারে,
গুরু যত্ন করে, কত অধম পেয়েছে কিনারা।।
অধীন পাঞ্জু বলে, মোর কপালে এত ছিল ফের,
হিরুচাঁদ নিজগুণে ভজনহীনে, মনোবাঞ্ছা পোরে।।

যাদুবিন্দু

(১)

আমার এই কাদা মাখা সার হল।।
ধর্ম-মাছ ধরব বলে, নামলাম জলে, ভক্তিজাল ছিঁড়ে গেল।।
কেবল হিংসে নিন্দে গুগলি ঘোঁঙ্গা, পেয়েছি কতকগুলো।।
এই সত্য ধর্ম-বিলে, সুরসিক বাগদি দুলে,
শুদ্ধভাব সিকটি জালে, আনন্দে মাছ ধরছে ভালো।।
আমি পরলাম পাঁকে, মায়া পাঁকে বলবুদ্ধি চুলোয় গেল।।
কুসঙ্গে বিল গাবালাম, কুক্ষণে জাল নামালাম,
ক্ষমা খালুই হারালাম, উপায় কি করি বলো।
আমি বিল ঘুণে পাই চাঁদা পুঁটি, লোভ চিলে লুটে নিলো।।
পাঁচটা ভূত লাগলো পিছে, মাছ ধরার পেঁচ পড়েছে,
ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেছে, আর বাদী জনা ষোল।।
আমি মাখাল পূজার মন্ত্র ভুলে, হয়েছি এলোমেলো।।
গোঁসাই কুবীরচাঁদ ভাবে, হৃদার গদিতে বসে,
এই যাদুবিন্দুর দাসে পাঁচলোকির পাট মস্ত হল,
দিলে মোয়ান তাড়া মূর্খ মেড়া, আপনার দোষে ম'ল।।

(২)

যদ্যপি হয় মহা ভাবুক জেলে ধর্ম মাছ ধূর্ত্তে পারে
ভাবের দ্বারে গুরুভাব ভক্তিজালে।।
ও সে প্রাপ্তি মৎস প্রাপ্ত হয় সে, হিংসে গুগলি দেয় ফেলে
সদাই সুসঙ্গে থাকে, পড়ে না মায়ার পাঁকে,
চলে ও ফাঁকে ফাঁকে, চেতন গুরু কৃপাবলে।।
ও সে মাছ ধরে লাগে না কাদা, প্রেম-সরোবরের জলে।।
গুরু রূপ নেহার করে, মাছ ধরে ধীরে ধীরে,
রাখে ক্ষমা খালুইতে পুরে, সে আপন হৃদয়-কমলে।।
ও তার মন নয়ন রয়েছে তাতে, করবে কি তার লোভ চিলে
পাঁচটা ভূত থাকে যদি, হয় নাকো প্রতিবাদী,
দিয়ে তায় নাম ঔষধি, বশ করে কলে কৌশলে।।
ওসে মাখাল পূজে, হৃদয় মাঝে, প্রেমবারি মন ফুলে।।
গাব করে তায় স্বরূপ রসেকসে, ও সে দেয় মাসে মাসে,
শক্ত জাল ছিঁড়বে আর কিসে, পতন তার নাই কোনোকালে।।
তার জাল বয়ে যায়, বলে জানায় পিরীতে প্রাপ্তি অঞ্চলে।।
জগতে যে জেলে, এই যাদুবিন্দু হয় বোঁচা
অতিশয় বুদ্ধি তার কাঁচা, গোঁসাই কুবীরচাঁদের বলে।।
ও সে আলসে কুড়ে, জগৎ জুড়ে, বোসলে গে কাদায় গুণ ঢেলে।।

(৩)

সাধ্যকার সুখ-সাগরে মাছ ধরে, আছে কামরূপের কুম্ভীর,
মানে না পীর, শির ছিঁড়ে ভক্ষণ করে।।
সাগরের বিষম গভর, জাল ফেলে পায় না লহর,
ইন্দ্র ভাষ চন্দ্র তিওর খেপলা লয়ে গেছে ফিরে।।
কত বাগদি দেবা, হয়ে হাবা, বেঁওতি বগলে করে।।
বাগা আড় ভেটকি ইটে, মোহ মোহ দম্ভ জুটে,
পাকা জাল ফেল্লে কেটে, হাপ কাছি তায় হাতা মেরে।।
ওসে ভগবতী, রূপের জ্যোতি, ওরূপ দেখগে যা নেহার করে,
যাদুবিন্দু পাজি, হারিয়ে পুঁজি, দেয় গো জালের ঘাই সেরে।।

(৪)

মদনা ইঁদুর একটু ফাঁক পেলে, দেয় একবারে ভিটে চেলে।।
ও সেইসঙ্গে সিঁদ কেটে মাণিক নাবিয়ে আনে পাতালে।।
কাটে না সে সামান্য কাপড়, আকারশূন্য শক্ত ইঁদুর, দাঁতের ভারি জোর,
আসল মালেরা গোলার তলা কেটে, সব খেয়ে তুঁষ করে ফেলে।।
ঘরের মাঝে ঢুকতে যদি পায়, ওসে সকল জিনিষ ফেলে রেখে ব্রীজের মাথা খায়।
কত দেবতাগণের ঘরে ঢুকে, পাকা ঘর খুঁড়ে দিলে।।
সামান্য জ্ঞান করো না তাকে,
ও সে অনেক মুলক ফেরে ঘোরে আঁখির পলকে।।
এবার কাঙ্গাল যাদুবিন্দু বলে, থাকি কুবীরের চরণতলে।।

(৫)

দশটা ইঁদুর ছটা ছুঁচো ভাই, করে এক ঘরে বাস সর্বদাই।।
ভারি নটখটি বাঁধালে এরা, আমি কেমন করে প্রাণ বাঁচাই।।
নেংটে ইঁদুর নষ্ট বিলক্ষণ, করে দিবানিশি খুটুস খাটুস কল্লে জালাতন,
আমার উপর ঘরের কপাট কেটে, এবার ঘটালে বিষম বালাই।।
উড়ন পেকে ছুঁচো যে কয়জন, মনের আনন্দেতে ঘরের মাঝে জুড়েছে কীর্তন।।
তারা কারো কথা কেউ শোনে না, আমি দেখে শুনে ভাবছি তাই।।
ঘরের মালিক ঘরে থাকে না, ছুঁচো ইঁদুর লাফালাফি দেখেও দেখে না।।
এবার কাঙ্গাল যাদুবিন্দু বলে, আমি ছুঁচোর জ্বালায় কোথায় যাই।।

(৬)

মনবেদে কেঁদে মরবিরে ফণী ধরে, কোন সাপের বিষ বেশি তায়,
কামড়ায় মাথায়, যায় যমের দক্ষিণ দ্বারে।।
তুই যাসনে নেচে, সাপের কাছে, বলিরে আমি তোরে।।
ফণা যখন ধরে সাপে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ভয়ে কাঁপে,
সামনে যায় কোন রোজার বাপে।।

কত মুনি ঋষি, ইন্দ্র শশী, নাম শুনে প্রণাম করে।।
কেলে সাপের হাই লাগিলে, কত গুণী পড়ে ঢলে, আপ্তসারা মন্ত্র যায় ভুলে।।
চোখে দেখলে সাপে, ধরে চেপে, পা দিয়ে চুমে মারে।।
আশুতোষ ধরেছে ফণী, বলো কে আছে আর তেমন গুণী,
মৃত্যুকে জয় করেছেন তিনি।।
তার শক্তি সহায়, তার কিসের ভয়, আছে জগৎসংসারে।।
যাদুবিন্দু দেখলে ঢোঁড়া, হয়ে যাবে মুলুক ছাড়া, দূরে থাকুক কেউটে আর গোখুরা।।
নিতান্ত পেটি, এ জোড় খুঁটি, বলে গোঁসাই কুবীরে।।

(৭)

রসিক গুণী ফণী ধরতে পারে অনায়াসে,
শিখেছে বিষহরা, আপ্তসারা, শ্রীগুরুর কৃপায় সে
ও সে তন্ত্র মন্ত্র ত্যাগ করেছে, শুদ্ধ ভক্তি বিশ্বাসে।।
ফণীর শিরের মণি খুলে, আপন শিরে নেয় গো তুলে,
পাকা গুণী নয় কাঁচা ছেলে।।
ও সে সাপ খেলে, হৃদয়ে তুলে উন্মত্ত প্রেমরসে।।
ফণী তাকে পোষ মেনেছে, কেশবারি হয়ে আছে, বিষদন্ত ভেঙে গিয়েছে।।
ফণী ঘাড় তোলে না, মুখ মেলে না, রয়েছে বেদের বশে।।
গুণী যখন সাপকে ধরে, হাত বাড়ায় সে ধীরে ধীরে, কোন সাপে দু-নজর করে
তখন হাঁপ লেগে সাপ লটকে পড়ে, সেই সময় ধরে ঠেসে।।
রসিক গুণী কুবীর গোঁসাই, সে কথা কি বলবরে ভাই,
যাদুবিন্দুর মুখে আখার ছাই।।
ও কুবীর ছেড়ে, মরে ঘুরে, এমনি কপালে একপেশে।।

(৮)

মন আমার যাসনে ভয়ঙ্কর জংলা মুলুকে।।
ও তুই পড়বি ফেরে, অন্ধকারে, যাবে মুণ্ডু ঘুরে বন দেখে।।
জংলা হাওয়া লাগে যদি গায়, মণির মগজ গলে যায়,
বস্তু ছাড়া দিশেহারা হয়সে মাথার ঘায়।।
শেষে হারিয়ে সিঙ্গে তোলে ঝিঙ্গে, ও তার দিশে লাগে দুই চোখে।।
জঙ্গলেতে আছে হুম বাঘ, যদি পায় সে তোরে বাগ,
কোসে কামড় মারবে ঘাড়ে জন্মাবধি দাগ।।
তোকে ধরবে ঠেসে, খাবে চুসে, ও সে জোর কোরে বসে বুকে।।।
তাইতে নিষেধ করি এক্ষণে, তুই যাসনে সেখানে, বাঘে ছুঁলে হবি ঢিলে বাঁচবি না প্রাণে।
আছে হাঁ করা রাক্ষসী বসি, তারে শঙ্কা করে ত্রিলোকে।।
ভেবে বলে কুবীরচাঁদ গোঁসাই দিলে বুনো সাপে হাই,
মাজাকোঙ্গা, টোলো ডোঙ্গা, হয়ে যায় সবাই।।
মোলো জংলা দেশে, আপন দোষে, যাদুবিন্দু হয় উড়ন পেখে।।

(৯)

বনে তার ভয় কি হাতে যার ধনুক অনুরাগ।।
তাতে দয়া গুণ নিপুণ করিয়ে, মারে সে ভক্তি-বাণে সিংহ বাঘ।।
বনে বনে ফেরে সর্বদাই, ও তার শঙ্কা কিছু নাই,
হাঁ করা রাক্ষসী তারে হার মেনেছে ভাই।।
তাকে দেখলে ভাগে, লক্ষ বাঘে, যেমন একটি গুলি হাজার বাঘ।।
জঙ্গলেতে জন্তু ভয়ঙ্কর, ও সে করে নাক ডর,
গুরুর কাছে বশ করেছে অস্ত্র বহুতর।।
জানে সন্ধি ভারি, সেই শিকারি, করে ইষ্টমন্ত্র যোগ-যাগ।।
আপ্তসেরে জঙ্গলেতে যায়, ও তার হয় না কোনো দায়,
গুরুপদে নেহার রেখে বন সাপে তাড়ায়।।
গোঁসাই কুবীর বলে শোনরে যাদু, রসিকে জলের ভিতর জ্বালায় আগ।।

(১০)

ওরে তুই কোনখানে মন, ধন হারালি, খুঁজলে কোথায় পাবি।।
ছিল মণিকৌটায় মাণিক আঁটা, সে ঘরের খুল্লি কেন চাবি,
ও তোর ঘরের ছলে, ঘর মজালে, সে কথা কার কাছে জানাবি।।
আমি কি আর বলব তোকে, তুই সব হারালি থোকে থাকে,
দেখবে তাই সকল লোকে, অর্থশোকে খাবি খাবি।।
ও তোর বুকেতে হাঁফ লেগে এবার হাঁফিয়ে মরে যাবি।।
ছজন চোরে করে ছলা, তোকে লাগিয়ে দিলে আলা-ভোলা,
নিলে তোর মালের জালা দেখিয়ে ছায়াবাজির ছবি।।
তোকে মূলে হাবাৎ করে দিলে, আর আছে কি দাবি।।
সোনার ঘর হয়েছে শূন্য, তাতে নাইকো কোনো স্বভাবচিহ্ন,
হল তোর দশা দৈন্য, কিরূপেতে কাল কাটাবি।।
যাদুবিন্দু বলে কুবীরচাঁদের রাঙ্গা চরণ ভাবি।।

(১১)

বিষম নদী পাতাল ভেদি ত্রিবেণী।।
তায় নামলে পরে, উঠতে নারে, প্রাণে মরে তখনি।।
তড়খা তুফান ভাটি উজান বইছে দিবারজনী।।
তার বাঁক দেখে যায় অবাক হয়ে মুনিগণ ধ্যানী জ্ঞানী।।
অকুল পাথার সাধ্য বা কার, তায় বেয়ে যায় তরণী।।
কত সাধুর ভরা গেছে মারা, দেবতারা খায় চুবানি।।
মণীন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র সজ্ঞা পান চন্দ্র যিনি।।
নেবে সেই নদীতে ব্রহ্মা বিষ্ণু, প্রাণ লয়ে টানাটানি।।
মহেশ্বরের সাধন জোরে, পার হয়ে গেছেন তিনি।।
আছেন সেই নদীতে নয়ন দিয়ে করিছেন হরির ধ্বনি।।
সামাল সামাল সেই নদীতে, গোঁসাই কবীরের বাণী।।
কাঙাল যাদুবিন্দু ডুবে ম'ল, হল না সুসন্ধানী।।

(১২)

নোনাগাঙে সোনার তরী বেয়ে যায়।।
সুরসিক নেয়ে ঠান্ডা হয়ে বাগ বুঝে পাড়ি জমায়।।

অনুরাগী মায়া ত্যাগী, হরি নামের গুণ গায়।।
ও সে গুরুপদ নেহার করে, বসে আছে হাল মাচায়।।
নগী ধরে ধীরে ধীরে গভীর নীরের খবর পায়।।
ওসে জোয়ার হলে নৌকা খোলে ছাড়ে না ভাটার সময়।।
ঘাগী মাঝি কাজের কাজি, পাল তুলে দেয় সুহাওয়ায়।।
তার রূপ-রসানের তরীখানি জল গাবি লাগে না তার।।
ছজন দাঁড়ি আজ্ঞাকারী, সাধ্য কি যে গোল বাঁধায়।।
তারা পোষ মেনেছে মাঝির কাছে, ডুবে আছে নামসুধায়।।
গোঁসাই কুবীরচাঁদে বলে, রসিকে পার হয়ে যায়।।
কাঙ্গাল যাদুবিন্দুর টোল ডোঙ্গা ডুবে ম'ল সাঁঝবেলায়।।

(১৩)

চৌদ্দ ভুবন মধ্যখানে হদ্দ কল।।
কলে পড়ছে সবাই, কেউ বাকি নাই, হারাইয়ে বুদ্ধিবল।।
কারিকরের বলিহারি করেছে কত কৌশল।।
সেই কল দেখে যার চেতন থাকে গুরুর কৃপায় হয় অটল।।
মণিপুরে সমুদ্দুরে সেই কলে হয় চলাচল।।
সুরসিক হলে সাধনজোরে কলে ফলায় প্রাপ্ত ফল।।
আপনি অধর কলের ভিতর করেছেন কত উজল।।
আছে কালের বসে সেই কলের মুখে বিষম কঠিন রণস্থল।।
গোঁসাই কুবীরচাঁদে বলে, কলের ভিতর বাঁকানল।।
কাঙাল যাদুবিন্দু বুঝবি কি তুই সৃষ্টি ধরে কতই ছল।।

(১৪)

কি ভাবে যাবি বৃন্দাবনে।।
সে তো নয় কথার কথা ভেবেছ মনে, যেতে তিরাটির পথে,
হবে নিপাত বাঘার হাতে, লবে তোর মণির মগজ টেনে।।
সিংহ দরজায় সিঙ্গি বসে রয়, মানুষ আস্ত ধরে খায়,
ভৃঙ্গি হয়ে করে নাকো ভয়, পরাজয়, দেবতা মুণিগণে।।
তোরে দেখলে পরে, খাবে ধরে, বাঁচবিনে প্রাণে।।
মধ্যে রাস্তা চারিদিকে বন আছে তস্কর ষোল জন,
কেড়ে লবে অমূল্য রতন, বেড়াবি হাবু গুণে গুণে।।
তখন জ্বলবে জীবন, শোন বলি মন, মদনের বাণে।।
ঝাড়খণ্ডের পথ নয়নে দেখে, অমনি মন হবে ফিকে,
পথ ভুলে মন পড়বি বিপাকে, সেথা নাই দেবতা মুণিগণে।।
ভেবে কুবীর বলে শোনরে যাদু চরণ নাও চিনে।।

(১৫)

আগে গুপ্তিপাড়া ছাড়ারে, তবে শান্তিপুর যাবি। সদানন্দে রবি।।
দেখে গুপ্তিপাড়ার বন, করে বলবুদ্ধি হরণ,
ঠাওরাতে পারে না জীবের মরণ সেই কারণ।।
গুপ্তিপাড়া গোপন, বৃন্দাবনচন্দ্র যে জন,
রয়েছেন গোপনে করে আসন।।
সাধকের কাছে তুই সন্ধি পাবি।।
গেলে তেঘরি নদে, কথা নয় বড়ো সিধে,
তেঘরি নদিয়ার মাঝে বিষম গোল বাঁধে।।
তাই তোরে করি বারণ, তেঘরি যেও না মন,
মজা দেখাবে সেই রাজা শমন,
শেষ বেলা কোপলাতে ভেপলা হবি।।
গেলে অম্বিকা কানল্লা, চেপে ধরবে তোর কল্লা,
পার হতে পারবি নারে ভাই জামতিনি গোল্লা।।
ভুলে যায় সেই হরিপুর, শান্তিপুর বহু বহু দূর,
কানল্লাতে খাটবে না ফাকুর ফুকুর, কালের ঘা মেরে দেয় সে খায় খাবি।।
শ্রীগুরুজির কৃপায়, যেজন শান্তিপুরে যায়,
শ্যামচাঁদের সুশীতল পদ করেছে মাথায়।।
ভুলে যায় তৃষ্ণা ক্ষুধা, হরি-গুণ গায় সর্বদা,
পরকাল করেছে সে চৌচাঁদা, হয়েছে সে মহাভাবুকের ভাবি।।
গোঁসাই কুবীরচাঁদ রটে, ও সেই নদের নিকটে,
স্বরূপগঞ্জে বাস করিলে সন্দ যায় মিটে।।
শোন যাদুবিন্দু বলি, চিনে নে, নদের গলি,
অনায়াসে শান্তিপুর যাবি চলি,
নিতান্ত হসনে গোবরের ঢিবি।।

(১৬)

খেলাতে যাসনে সখের খেলা, যাবে সর্ব্বস্বধন ওরে মনভোলা।।
শেষে ঘর ভুলে মনঘুটি চেলে পড়বি ফেরে হয়ে চঞ্চলা।।
খেলতে গেলে সখের মুলুকে হেরে যাবি ভুলচুকে,
ঘর দেখে ঘোর লাগবে দুই চোখে ঠাওরাতে পারবিনে একলা।।
ঘরে বসতে বসতে অমনি হবে তোর সাপে ছুঁচো গেলা।।
মদন সিংহের বিস্তির ব্যবস্থা, হঠাৎ ঘটায় ব্যোমভেস্তা,
যাসনে রে মন হবে অবস্থা, মদনের অনুসঙ্গিক মেলা।।
ও তুই নালিশ করবি কার কাছে, সেখানে হক না হকের জেলা।।
দেবাদি নর পশু সমুদয়, খেলায় সবাই পরাজয়,
কিছু কিছু জানেন মৃত্যুঞ্জয়, গলে যার হাড়ের মালা।।
গোঁসাই কুবীর বলে, যাদুবিন্দুর এ কথায় করিসনে তুই হেলা।।

(১৭)

মন আমার কোন শহরে যাবি।।
এ ঘোর অন্ধকারে সেথা কি পাবি।।
শেষে হুমড়ে পড়ে আপগরজে জীবন হারাবি।।
কোন শহরে বিষম কুচল পথ,

লয়ে চৌদ্দ পোয়া রথ, এসেছিরে ভাই দিয়ে নাকে খৎ,
দণ্ডবৎ কোরে কুলদেবী।।
সেদিন নাই কি মনে, শুনে শুনে এক্ষণে ভাবি।।
কোনো শহরে কেউ কেউ গিয়েছে, নানা রত্ন পেয়েছে,
কারু দফারফা হয়েছে, হারিয়েছে মালের ঘরের চাবি।।
কেউ শুকনো ডাঙ্গায় সুখ-সাগরে খেতেছি খাবি।।
জানাশুনো রাস্তা যদি হয়, তবু পড়ে ডাইনে বাঁয়,
অজানা পথ কোল আঁধারি তায়, সেখানে খাটবে না মুনসবি,
শেষে উলুবনে ভুলো লেগে ঘুরে বেড়াবি।।
গোঁসাই কুবীরচাঁদের এ বচন, কাঙ্গাল যাদুবিন্দু শোন,
কোন শহরে ঝাপাঝুপো বন, সেখানে উদয় হয় না রবি।।
প্রভুর রাঙ্গা চরণ করে স্মরণ, জীবন বাঁচাবি।।

(১৮)

আশাপথ আগলে আছে মস্ত বীর।।
গেলে তার নিকটে ধরে সেঁটে, মানে নাকো গুরু পীর।।
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ সবে, তারা হার মেনেছে, বীরের কাছে, আছে নীরবে।।
আবার মনুষ্য কোনখানে লাগে, ও তার আকৃতি দেখে অস্থির।।
সেই পথে কল পাতা চিরকাল, যায় মুণ্ডু ঘুরে পিছলে পড়ে হইয়ে বেতাল।।
ও তার বলবুদ্ধি থাকে না কিছুই হেরে রণস্থল এলোকেশীর।।
তার কাছে জোর করোনারে মন, ও তার ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে মহেশ ত্রিলোচন।।
বহু কষ্টে হয়েছে সে করে সাধনা আদ্যাশক্তির।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আছেন পরাজয়, আমার তাই শুনে প্রাণ চমকে উঠে কাঁপিছে হৃদয়।।
কাঙ্গাল যাদুবিন্দু বলে আমার ভয় ঘোচাও গোঁসাই কুবীর।।

(১৯)

সু-আশায় আশাপথে চলরে মন।।
তুমি শিক্ষাগুরুর শরণ লয়ে সাবধানে কর সাধন।।
আশাপথে রয়েছেন যিনি, মনের আশয় বুঝে আসল কাজে নাশ করেন তিনি।।
আছে সু-আশা যার, জয় হবে তার, হবে কুআশায় হলে পতন।।
আশাপথে হলে সুখ বিলাস, ভবে আসা যাওয়া ঘুচবে নাকো নরকেতে বাস।।
গোপীর অনুগত হলে মেলে, আছে সেই পথে অমূল্য ধন।।
সাধুর কৃপা হয়েছে যারে, ও সে আশাপথে নয়ন দিয়ে অধরকে ধরে।।
কাঙ্গাল যাদুবিন্দু বলে আমার গোঁসাই কুবীরের চরণ।।

(২০)

বুড়ো কি ছোকরা মাকড়াকে দেখলাম না একবার।।
সে বাপ দাদা কি খুড়ো জ্যাঠা মাতুল কি জ্ঞাতি বন্ধু ব্রাদার।।
আমি দিবানিশি ভাবছি বসে তাই, মেসো পিসে কি বোনাই,
কে জানে কোন কুলের ধ্বজা সন্ধি কিছুই নাই।।
তারে কেউ-বা বলে প্রাণপতি, আবার কেউ বলে পিতা আমার।।
পুরুষ কি সে প্রকৃতি গঠন, ও তার লাবণ্য কেমন,
কেউ বলে মা, কেউ বলে বাপ শাস্ত্র নিদর্শন।।
আবার কেউ বলে তার আকার আছে, কেউ বলে সে নিরাকার।।
কেউ বলে সে বটপত্র সাঁই, বলে যবনে এলাই,
কেউ বলে সে মহাকালী, কেউ বলে কানাই।।
বলে ইংরাজেতে যিশুখ্রীষ্ট, ও তার বহুবিধ নাম প্রচার।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনে, বেড়ায় তার অন্বেষণে,
সামান্য জীব অধীন আমি পাব কেমনে।।
গোঁসাই কুবীরচাঁদের চরণ বিনে,
কাঙাল যাদুবিন্দুর নাই নিস্তার।।

(২১)

দেখা তার পাইনে কোনখানে বাস করেন পিতা।।
আমার বাঞ্ছা মনে, হয় এক্ষণে, গোপনে কই দুটো দুঃখের কথা।।
ঘেন্না করে দেন না দরশন, আমার নাই ভজন সাধন,
কোনখানে কোন দেশে পিতা হয়েছেন গোপন।।
তাঁরে কোথায় পাব, কোথায় যাব, আমার মানবজন্ম যায় বৃথা।।
ভবঘোরে বেড়াই যে ঘুরে, আমি বলব তা কারে,
বহু কষ্ট পেলাম আপন অদৃষ্টের ফেরে।।
আমার পাঠিয়ে পিতা, গেলেন কোথা, আমার ঘুচলো না মনের ধাঁধা।।
বর্তমানে দেখতে যদি পাই, পিতার পিতার নাম ভুলাই,
হাড়পেকে কুপুত্র আমি, সন্দ কিছুই নাই।।
যাদুবিন্দু রটে, ধরব এঁটে গোঁসাই কুবীরচাঁদ যাবে কোথা।।

(২২)

মেলে তাঁয় খুঁজলে আপনার দেহমন্দিরে।।
ও সেই জগৎপিতা, কোচ্ছেন কথা, অতি মিষ্টতা মধুর স্বরে।।
লুকোচুরি জানে বিলক্ষণ, কেউ পায় না দরশন,
আকারশূন্য জগৎমান্য জগতের জীবন।।
নাভিপদ্মে স্থিতি, পায় না গতি, ও সে পলকে প্রলয় করে।।
আপন তত্ত্ব করো আপনি, চেতন দিবারজনী,
তবে যদি কৃপা করেন সেই গুণমণি।।
তারে ধরবার আশা করো না মন, সে যে অধরনিধি নাম ধরে।।
মনেপ্রাণে হয় যদি বিশ্বাস, তবে করো তাহার আশ,
তর্ক হলে ফক্কাকারী সকল কার্য নাশ।।
যাদুবিন্দু ঢেঁটা, বুদ্ধি মোটা, সে কি কুবীরকে চিনতে পারে।।

(২৩)

সহজ পথে হোঁচট লাগে ওরে মনকানা।।
আপনি সহজ না হইলে সহজের পথ পাবি না।।
একা কানা হলি নারে মন, কানার দলে আছিস মিশে, আর আছে ছয় জন।।

এদের রাতকানার কানেতে পড়ে, প্রাণ হল কানায় কানা।।
যদি থাকতে চাও সাধুর হাটে,
কানা খোঁড়ায় মেরে চলো সাধুর নিকটে।।
তখন অন্ধকারে দেখতে পাবি রাং পিতল কোনটি সোনা।।
সরল হয়ে ধরগে সাধুর পায়, দিব্যনয়ন করে দিবে হাত বুলায়ে গায়।।
যাদুবিন্দু বলে এবার আমি গুরুর চরণ ছাড়ব না।।

(২৪)

মানবদেহ কলিকাতার কেতা চমৎকার।।
তুলনা নাইকো তার।।
মনে বুঝে দেখো ভাই, রতি তফাৎ নাই,
আছে দুই গ্যাসের আলো দেখতে পাই,
করে সোনার শহর দীপ্তকার।।
হয় লালবাজারে জোর,
দেখে চোখে লাগে ঘোর,
চিনেবাজার চিনলে পাবে ধর্মতলার মোড়,
আছে ভারি মজার রাধাবাজার,
শেষে স্মরণ হয় সবার।।
খাসাবাজার চাঁদনী, আছে দোকানদার ধনী,
বহু রত্ন থরে থরে হীরে লাল চুণি,
যায় জীবে ঠকে, দেখলে চোখে,
সাধুতে করে ব্যাপার।।
আছে বাজার টেরেটি ও সে বিষম নট্‌খটি,
যাস না মনরে,
করি বারণ, সব হবে মাটি,
গেলে বউবাজারে পড়বি ফেরে,
প্রাণ বাঁচানো হবে ভার।।
সেই হাড়কাটার গলি আছে বর্তমান কলি,
হাড়কাঠে ঘাড় মুচড়ে ধরে দেয় নরবলি,
আছে পটলডাঙা, সানকি ভাঙ্গা,
চোরবাগানে খবরদার।।
মাথাঘষার গলিতে, যায় সবাই চলিতে,
শঙ্কা লাগে সেসব কথা মুখে বলিতে,
বাজার তালতলা থাকে না স্মরণ,
মরণ কলিঙ্গের মাঝার।।
খাসা লালদীঘির পানি বড়ো মিষ্ট তা শুনি,
কেউ বলে ভাই লোন্তা লাগে ধর্মে হয় হানি,
যে তার তার বুঝেছে, সেই মজেছে,
মিটেছে মনের বিকার।।
চাঁপা রয় চাঁপাতলা সেই চতুরং খেলা
নিত্য গুরু সদয় হবে সাঁকারীটোলা,
আছে ইটালী পদ্মপুকুরে,
তিন ঘাটে তিন অবতার।।
যদি বাগবাজারে যাও, ভাই ভারি কাজ বাগাও
হরিনামের মণ্ডা কিনে ঠান্ডা হয়ে খাও,
গেলে মুচীখোলা কলুটোলা নিমতলা হইবে সার।।
মেছোবাজার ঠনঠনে, কথা শক্ত টনটনে,
সামলে সুমলে সিমলে যেও নইলে ঢনঢনে,
আছে মানিকতলা সোনাগাছি
জোড়াসাঁকোর খুব বাহার।
সেই আহিরীটোলাতে, ভাই বাঁউড়ি চালাতে,
পারো যদি লভ্য হবে নিত্য খেলাতে
দুই নয়ন মুদে যাবি সিদে, সামনে পাবি শ্যামবাজার।।
থাকো শোভাবাজারে, মজা পাবে আখেরে,
দরমাহাটা পাথুরেঘাটা বোঝো বেশ করে,
হয় ট্যাঁকশালেতে টাকার গঠন,
সেইখানে মন চলো আমার।।
বড়োবাজার হাটখোলা, হয় কতরূপ খেলা,
আপন মুখে গোপন কথা যায় নাকো বলা,
আছে হাবড়ার ধারে কলের গাড়ি
যাওয়া আসা বারম্বার।।
সেই নারিকোলডাঙ্গায়, কত রত্ন ধন মাঙ্গায়,
কারু সপ্তচোঙ্গার বুদ্ধি লয়ে পোরে এক চোঙ্গায়,
সে হারিয়ে আসল পুঁজি পাটা
বেলেঘাটা পায় না পার।।
খুঁজে দেখলাম মির্জাপুর, পাবে রত্ন ধন প্রচুর,
বাদুড়েবাগান কুমারটুলী থাকল বহু দূর,
সেই কালীঘাটে সিদ্ধ পাটে,
স্মরণ মনে নমস্কার।।
আছে গঙ্গাধারে গড়,
কামান পাতা থরে থর,
তার ভিতর আছে কত রঙিন রঙিন ঘর,
তার দ্বারে দ্বারে অস্ত্র ধরে খাড়া রয় পাহারাদার।।
আছে বাজার বহুতর রাজার পোস্তা ভুরুপর,
ললাটেতে লাটের বাড়ি জিহ্বায় জজের ঘর,
আছে কন্ঠাতে কালেক্টর বোসে,
কাছারী কোরে গুলজার।।
আলিপুরের জেলখানা, মনে বুঝে দেখো না,
দেহের মধ্যে চিন্তা গারদ, নাই তার তুলনা,
পাবে মেটেকলেজ হিন্দুকলেজ
এই দেহের হলে বিচার।।
দেহ-তত্ত্ব পরিচয়, দেহ উল্টাডাঙ্গা হয়,

আজব কাণ্ড মনুমেন্টে মূল পদার্থ রয়,
আছে চুলে চুলে চুণ গলি, গুণে কে করে সুমার।।
এই মানব দেহখান, আছে কত রূপ বাগান,
কলিকাতা তার কোথায় লাগে ইংরাজের নির্মাণ,
আছে চৌদ্দ-পোয়ায় চৌদ্দ ভুবন
খোদ খোদা করে তৈয়ার।।
বাজার বাহান্ন ধারা, গলি তিপান্ন সারা,
দেহের মাঝে দেখো খুঁজে আছে ঠিক করা,
আছে যাদুঘর এই দেহের ভিতর
দেখলে মন ফিরবে না আর।।
এই জানবাজারে খাঁটি, কথা কই মোটামুটি,
ভাঙবে যে দিন সোনার শহর, সব হবে মাটি,
আছে কসাইটোলা, নাপতে বাজার
মেটেবুরুজের মাঝার।।
গোঁসাই কুবীরচাঁদে কয়, কথা মিথ্যা কিন্তু নয়,
ভাণ্ডেতে ব্রহ্মাণ্ড আছে জানতে পারলে হয়,
যাদুবিন্দু বোকা, লাগল ধোঁকা,
উলুবনে দেয় সাঁতার।।

(২৫)

জীবন যায় না রাখা, একবার তারে দেখা গো বিশাখা।।
কি ক্ষণে সেই রূপ দেখালি চিত্রপটে আঁকা।।
একে নারী তায় অবলা, প্রাণে সয় আর কত জ্বালা,
জ্বলে ম'লাম পেলাম না কালা।।
তবে কেন মিছামিছি দিস গো প্রাণে ধোঁকা।।
রসরাজ গোচারণে যায়, ওসে রসিক রসময়,
বাঁশির স্বরে ডাকে গো আমায়।।
যদি পাখি হতাম, উড়ে যেতাম, বিধি দেয় নাই পাখা।।
সখী আজ বলি তোরে, আমারে ফেলালি ফেরে,
চিত্র এঁকে দেখালি মোরে।।
সে যে শয়নে স্বপনে জাগে, নীরদবরণ বাঁকা।।
রসরাজ মনে হয় যদি, কত ছলা করে কাঁদি,
পাপ ননদী তাতে হয় বাদী।।
বলি কৃষ্ণলীলা বুঝবে কিরে, যাদুবিন্দু বোকা।।

(২৬)

করো না রঙ্গ ত্রিভঙ্গ শ্যাম কালো।।
আর তো শুকনো আদর, কাজ কি নাগর, ঐ দেখ ভোর হয়ে, গেছে নিশি।।
করে লয়ে পুষ্প হার চন্দন, ধনী করে জাগরণ,
অভিমানে মগ্ন হয়ে বসেছে এখন,
তোমার নাম শুনিলে, উঠবে জ্বলে, এখানে বাজিও না ফুটবাঁশি।।
এক্ষণেতে বিগড়ে গেছে কল, তোমার বন্ধ চলাচল,
যেমন কর্ম তেমনি কিছু লও হে প্রতিফল।।
তুমি যাও চলে, কাল যথায় ছিলে, মিছে আর হেসো না দেঁতো হাসি।।
ভ্রমর হলে পদ্মমধু খায়, আপন গরবে বেড়ায়,
প্রাণান্তে বসে না পচা গোবরের গাদায়।।
তুমি নোংরা ভ্রমর, বুঝলেম নাগর, আমি আর বলব না অধিক বেশি।।
বদন ঢেকে বসেছেন প্যারী, আমি বৃন্দে কিঙ্করী,
বলছি তোমায় বারে বারে ফিরে যাও হরি।।
যাদুবিন্দু ভণে, ঐ চরণে, আমি বাঞ্ছা করি হই দাসী।।

(২৭)

করি কি বৃন্দে আমার যে বন্ধ চলাচল।।
আমায় রাই না নিলে, ভূমণ্ডলে, আমি কার কাছে দাঁড়াব বল।।
রাধার প্রেমে বাঁধা চিরকাল, তবু তিলে ঘটে তাল
নিতান্ত বুঝিলাম আমার কুযশের কপাল,
পড়ে বিপাকে বঞ্চিলাম নিশি, কিশোরীর বিগড়ে গেছে প্রেমের কল।।
আসতে আসতে নিশি হল ভোর, হলে মন তোদের কাছে চোর,
পুরুষের যে কত জ্বালা রাখো না খবর,
একা জগতের মন যোগাই আমি, পাই তাইতে এতো প্রতিফল।।
রাধা বলে সদা সর্বদাই, আমি বাঁশরি বাজাই,
খেতে শুতে, দিনে রেতে, রাধাগুণ গাই।।
আমার তন্ত্র রাধা, মন্ত্র রাধা, আমার রাধা বই আর নাই সম্বল।।
তুমি সুহৃৎ হয়ে, শুন বৃন্দে সই, আমার দুঃখের কথা কই,
রাধার প্রেমে, ব্রজধামে গোপের বাধা বই।।
যাদুবিন্দু বলে, চরণ পেলে, আমার তাপিত দেহ হয় শীতল।।

(২৮)

বাঁকা শ্যাম তুমি হয়েছো এখন ঠিক বেগুন তরকারি।।
হও সস্তা মার্ঘী সময় সময় দেখতে পাই সকল লোকের দরকারি,
তুমি কখন যাও ঝোল অম্বলে কখন হও চরচড়ি।।
যায় না তোমার মর্ম বোঝা, তুমি কখন হও ভাজা ভোজা,
শ্যাম এখন দগ্ধ হও হরি।।
দেখি কালকে তোমায় ঘাঁটাঘোঁটা করেছে চন্দ্রানারী।।
কখন-বা থাক মাঠে, যাও বিক্রয় হতে সাধুর হাটে,
শ্যাম তোমার মান্য মান ভারি।।
কিন্তু আজ তোমায় নিমছেঁচকি বলে, মুখ ফেরাবেন কিশোরী।।
ব্যঙ্গ করে বৃন্দে বলে, ওহে শ্যাম তোমার অসংখ্য লীলে হে,
গুণের যাই বলিহারি।।
তুমি হও না কারও বশীভূত, চিরকেলে সরকারি।।
পড়েছিলে ফোড়ের কাছে, তোমায় হাটবাজারে সেই করেছে,
শ্যাম আর নাই জারিজুরি।
যাদুবিন্দু বলে, গোঁসাই কুবীর, আমায় দাও চরণতরী।।

(২৯)

আমায় ব্যঙ্গ করো বৃন্দে দূতী তাতেও তো ক্ষতি নাই।।
হই শুক্তনি চরচড়ি ভাজা, মজাদার করেছেন কিশোরী রাই।।
আমি আকড়াঘোঁটা মাকড়া বেগুন, জগতে জানে সবাই।।
কমলিনীর কৃপা হতে, আমি থাকি সকল ব্যঞ্জনেতে,
সই আমি গুমরে বিকাই,
আমার আস্বাদন জেনেছে যারা মাতোয়ারা সর্বদাই।।
আমাকে নিমছেঁচকি বলে, যদি কমলিনী ফেলেন ঠেলে,
সই পাবে শেষকালে সাজাই।।
হবে মান খেয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত, পেট ফাঁপা বিরহ বাই।।
যে নারী হবে অসতী সে আপন নাগর ত্যাজ্য করি, সই,
দিয়ে মানের গোড়ায় ছাই।।
যাদুবিন্দু বলে কুবীরচাঁদের চরণ পেলে প্রাণ জুড়াই।।।

(৩০)

মাঠে করে যে হৈ হৈ সেই নিঠুর কালা দৃষ্টপোড়া দাঁড়িয়ে আছে
ঐ ওগো সই সই।।
ওকে বার করে দাও কুঞ্জে হতে (হায় গো ওগো সখী)
ও যে দিয়েছে দিয়েছে পাকা ধানে মই।।।
কুল মজানে উড়ন পেকে, এমন খাজা গজা গোল্লা রেখে,
খেয়ে বেড়ায় চিটে ধানের খই, (ওগো সই সই)।।
যেমন কানা বিড়াল পেটের দায়ে জানে না মানে না কাবাস কি সে দই।।
শোন ললিতে তোরে বলি, ওগো প্রেয়সী যার চন্দ্রাবলী,
তার সনে কি আমরা কথা কই, (ওগো সই সই)।।
এখন মানকে মনপ্রাণ সঁপেছি (হায় গো-ও ললিতে)
এখন আমি আর সে চন্দ্রার ভাগের মধ্যে নই।।
আমার আশা মিটে গেছে, এখন থাকুক চন্দ্রাবলীর কাছে,
আমি এখন এমনি ভাবে রই, (ওগো সই সই)।।
যাদুবিন্দু বলে কুবীরচাঁদের ঐ রাঙ্গা চরণ মাথায় করে বই।।

(৩১)

হরি করো হে পয়ান, শুনবে না কমলিনী ফুটবাঁশির গান, যদি যায় প্রাণ।।
জেগে সারা নিশি, রাই রূপসী, রাই কল্লেন কল্লেন প্রভাতে শয়ান।।
আসব বলে আশা দিয়ে, তুমি কার কুঞ্জে সুখ ভুঞ্জিয়ে,
ধেয়ে এলে নিশি অবসান।।
তুমি পিরীতের রীতি জানো না, ফিরে যাও হে যাও হে ও বংশীবয়ান।।
তুমি হে মনচোরা বঁধু, ওহে মজাও কুলের কুলবধু,
পঞ্চফুলে মধু করো পান।।
কিন্তু রাইকমলে মধু খেতে পাবে না পাবে না হবে অপমান।।
কেন মিছে তাকাতাকি, ওহে বাঁশি বাজাও ফাঁকাফাঁকি,
রাই করেছে পাকাপাকি মান,
তোমায় দিব না রাই কুঞ্জে যেতে, তাইতে দ্বারেতে আছি মতেয়ান।।
কাঙ্গাল যাদুবিন্দুর বাণী, তুমি প্রেম জানো না গুণমণি,
মিছামিছি করো না ধ্যায়ান,
রাই মান ভরে, বসেছে ফিরে, সে আর দিবে না দিবে না, ওরূপে নয়ান।।

(৩২)

নব অনুরাগী, যোগী, এসেছে কুঞ্জের দ্বারে।।
জয় রাধা শ্রীরাধা বলে, ডাকিছে উচ্চৈঃস্বরে।।
যোগীর গায়ে ভস্মমাখা, জোড়া ভুরু নয়ন বাঁকা,
রমণীর কুল যায় না রাখা একবার যদি চায় ফিরে।।
শোনো রাধে কমলিনী, এমন রূপ কভু দেখিনি।।
শিরে জটা তত্ত্বজ্ঞানী ভিক্ষা চায় বারে বারে।।
যোগীর ভাব বুঝিতে নারি, দু-নয়নে বহে বারি,
বাহির হয়ে দেখ কিশোরী, অভিমান রেখে দূরে।।
নবযোগী ভিক্ষার আশে, এসেছে রাই তোমারে বাসে,
কাঙ্গাল যাদুবিন্দু ভাসে কুবীরের চরণ ধরে।।

(৩৩)

আমার জাত গেল পেট ভরলো না গো নাগরী।।
আমায় দেখা দিয়ে, নিদয় হয়ে, লুকালো গৌরহরি।।
আমার জলে যায় জীবন, তবু পাইনে দরশন,
স্থির হতে পারিনে ঘরে করি কি এখন।।
আমার হৃদকমলে আগুন জ্বলে, যন্ত্রণা হল ভারী।।
এতো উচিত নয় কো তার, গলেতে আমার,
নিজ হাতে গেঁথে দিলে কলঙ্কের হার।।
গেছে ঢাক বেজে, জগতের মাঝে, হাত দিয়ে ঢাকতে নারি।।
দুঃখ বলব কার কাছে, আমি মলাম জল ছেঁচে
পাঁক কেটে ফাঁক করে পালায় সেই গৌর মাছে।।
আমি গৌর বিনে, ম'লাম প্রাণে, দু-নয়নে বয় বারি।।
ভেবে যাদুবিন্দু কয়, আর নাইকো কুলের ভয়,
ওগো বদন ভরে দিব আমি কুবীরচাঁদের জয়।।
আমার মান অপমান, করে সমান, কুবীর মন্ত্র জপ করি।।

(৩৪)

কি হল সই গো গৌরকে ভুলতে পারিনে।।
মনে বাঞ্ছা করি, গৌরহরি রাখি হৃদকমলের মাঝখানে।।
দুখের দুখী কে আছে এমন, করায় গৌর দরশন,
জীবন জলে, নয়ন জলে ভাসি সর্বক্ষণ।।
আমি জেতে নারী, যেতেও নারি, গৃহে রৈতে নারি এক্ষণে।।
গিয়েছিলাম সুরধ্বনিতে, ও সেই হরির ধ্বনিতে,
মন ভুলিল প্রাণ ভুলিল, সে নাম শুনিতে।।

ও তার বাঁকা নয়ন ভুবনমোহন, আছে মধুর হাসি বদনে।।
প্রতিবাসী সবাই বলে সই, গৌর কলঙ্কিণী ঐ,
ঘরে পরে দগ্ধ করে অধোমুখে রই।।
যাদুবিন্দু বলে, গৌর পেলে, আমি কলঙ্কের ভয় করিনে।।

(৩৫)

উতলা হোসনে গোপনে সাধন কর তারে।।
ও সেই গুণরাশি গৌরশশী, এসে বসবে হৃদয়-মন্দিরে।।
গভীর হলে মিলবে গৌরকে, বলি শোন, ধনী তোকে,
প্রাণ জুড়াবি, শীতল হবি, রবি খুব সুখে।।
হবি গৌরদাসী, প্রেমবিলাসী ও তুই ভাসবি সুখের সাগরে।।
মনে মনে দিবারজনী, কর গৌরের ধনি,
করবে কি তায় বাদী হয়ে পাপ ননদিনী।।
আপন মনের কথা মনে রাখ, ও তা কাজ কি গো প্রকাশ করে।।
সরল হয়ে থাক সদক্ষণ, গৌর প্রেমের মহাজন,
পরখ করে তবে তোরে, করিবে স্পর্শন।।
এবার কাঙ্গাল যাদুবিন্দু বলে, গোঁসাই কুবীরের চরণ ধরে।।

(৩৬)

আমাদের কুল মজানো ঠক্‌ঠকি।।
আছে বৈধিক রাগের বেড়া আঁটা, গৌর যাবার সাধ্য কি।।
প্রবঞ্চনা কন্টক সেই গাছে, তাতে হস্ত দিতে সাধুগুরুর সাধ্য কি আছে।।
আবার হিংসাকে প্রহরী রবে, আমরা কুল লয়ে বসে থাকি।।
লোভ মোহ দম্ভ আদি সব, তারা কুরোল পেয়ে, ছাতি ফুলায়ে করতেছে গৌরব।।
আবার জাতি কুল ফলাবি যখন স্থির হবে দুটি আঁখি।।
ঝড়ে বেড়ে পড়ে যদি যায়, করে তাড়াতাড়ি, কুলের ঝুড়ি, যাবি গাছতলায়।।
আবার পচবে কেন গৌরব এখন কুলাচার করে রাখি।।
বহু কষ্টে পেয়েছি এই কুল, দিয়ে জোড়া চাবি রাখব ঘরে নাই কিছু তায় ভুল।।
কাঙ্গাল যাদুবিন্দু বলে আমার, গলায় কুলের ধুক্‌ধুকি।।

(৩৭)

আমাকে ছুঁসনে তোরা সজনী।।
আমার জাত মেরে রেখেছে ঘরে, গৌরাঙ্গ গুণমণি।।
আমার কাছে বসিসনে তোরা, তোদের পাকা কুলে ধরবে পোকা হবি কাতরা।।
আমার ছোঁয়ায় মুচি হয়ে যাবি, শেষে প্রাণ লয়ে টানাটানি।।
আমার হাওয়া লাগলে তোদের গায়, অমনি জেতের দফা,
হবে রফা, এমনি উড়দায়।।
তোরা শীঘ্র করে যা গো ঘরে, যেন দেখে না ননদিনী।।
আমার কুলের মূল তুলে ফেলি,
যাই কুলমজা কল গৌরহরি দিয়েছেন ঝুলি।।
আবার কাঁথা ঘাড়ে, দ্বারে দ্বারে, ফিরি ভিক্ষাতে দিনরজনী।।
কাঙ্গাল যাদুবিন্দু দাসের গান, আমার কুলের প্রদীপ গোঁসাই কুবীর জাতি কুলমান।।
জানি সেই জোরে সর্বত্র ফিরি, করে বদনে হরিধ্বনি।।

(৩৮)

পরো মন হরিনামের অলঙ্কার।।
সামান্য জহর হীরে ত্যেজ দূরে, সঙ্গে যাবে না তোমার,
জপ জিহ্বা মন্ত্রে, হরি মন্ত্রে, হবি ভবসিন্ধু পার।।
হরিনাম সিঁতিপাটি, উজ্জ্বল পরিপাটি,
হরি হন পানকাঁটা কাটি, দিয়ে ঝুঁটির করো বাহার।।
গলে পর হরিনামের মালা, চিক্‌দানা সুচিকন হার।।
হরিনাম ঝুমকো ফুলে সুখেতে শ্রবণে দিলে,
ভয় পেয়ে সেই মহাকালে, পরশিতে পারবে না আর।।
নাসার পর হরিনামের নোলোক, প্রেম-বেশরে দাও সাঁতার।।
হরিনাম মাকড়ি পাশা, হরি চৌদানি-খাসা, হরি হন পাঁচনর ভরসা,
পরে মন দোলাও হৃদয় মাঝে।।
অঙ্গে হরিনাম কাঁচুলি এঁটে চলো আনন্দ-বাজার।।
হরি ইয়ারিং চাপা, হরি অনন্ত তোফা, হরিনাম তাবিজ আর ঝাঁপা,
হরি যশম যশ ভারী তার।।
হরিনামের চুড়ি বলিহারী, চুরি করে সাধ্য কার।।
হরিনাম বাউটি বালা, হরিনাম কন্ঠমালা হরিনাম কাঠি আর পলা,
নীলকন্ঠ লোভ করে যাহার।।
হরি হাত মাদুলি, নারিকেল ফুলি, হয় পাপী পাষণ্ড নিস্তার।।
কঙ্কন ছাঁদ পৈঁছে হরি, হরি চুলবাঁধা দড়ি,
সিঁতের সিন্দুর হন হরি, হরিনাম বাজু করো রে সার।।
পরো হরি নামের লোহা-খাড়ু, হন হরি জগৎ মূলাধার।।
হরিনাম চন্দ্রহারে, সেইরূপে চন্দ্র হরে,
হরিনাম বসন পরে, নামামৃত করো আহার।।
তুমি ভক্তিপ্রেমে হরিনামে, বাঁধো হরিনামে ঘর দুয়ার।।
হরিনাম তিলক নাকে, পরো মন মনের সুখে,
হরিনাম কাজল দাও চোখে, পরে ঘুচাও মনের আঁধার।।
হরি নাকছাবি পরিলে নাকে, হরি করেন অঙ্গীকার।।
গোঁসাই কুবীরচাঁদ রটে, এই যাদুবিন্দু হয় মুটে,
হরিনাম প্রেমেরি হাটে, যেতে মনে ভারি ব্যাজার।।
হরে সকল বুদ্ধি হরে গুঁতো, আসিবে দূত শমন রাজার।।

(৩৯)

যে হালেতে রাখোগো সাঁই, আমি সেই হালে থাকি।।
অধিক আর বলব কি।।
কখনও দুগ্ধে চিনি, ক্ষীর ছানা মাখন লনী,
কখনও জোটে না কেন আমানী, কখনও অ-লবণে শাক ভুকি।।
কুল আলম তোমারই, কুদরত নিহারী, তুমি কৃষ্ণ তুমি কালী,
তুমি দিন বারি, তুমি হও রোগী ব্যাধি, তুমি বৈদ্য তুমি ওষধি,
তুমি সকল কাজের বলবুদ্ধি, তোমার ভাবভঙ্গী বোঝা ঠকঠকি।।
দুঃখ দিতে তুমি, সুখ দিতে তুমি মান অপমান তোমার হাতে সুনাম বদনামী,
তুমি খাও তুমি খিলাও, তুমি দাও তুমি বিলাও,
তৈয়ারী ঘর ছেড়ে তুমি পালাও, আমারে ঘুরাচ্ছ দিয়ে ফাঁকে।।

তুমি সর্বঘটে রও, সর্বরূপ হও, ভালো কথা মন্দ কথা সকল তুমি কও,
কহিছে বিন্দু যাদু, তুমি চোর তুমি সাধু,
তুমি মুসলমান তুমি হিন্দু, আমি তাই কবীরচাঁদ বলে ডাকি।।

(৪০)

সাধ্য কার সুখসাগরে মাছ ধরে।।
আছে কাম নামে কুমীর, মানে না বীর, শির ছিঁড়ে ভক্ষণ করে।।
সাগরের বিষম গহ্বর, জাল ফেলে পায় না খবর,
ইন্দ্রভাস চন্দ্রটিওর, খেপলা লয়ে গেছে ফিরে,
কত বাগদি দেবা হয়ে হাবা, গেছে বেউতি বগলে করে।।
এক বেটা মহেশ মালো, সে বেটার বরাত ভালো,
কিছু মাছ ধরেছিল, মা কালীর কৃপাবলে,
ভগবতী রূপের জ্যোতি দেখগে যা নিহার করে।।
বাগা আড় ভেটকী ইচে, মোহ-শোল দম্ভ জুটে,
পাকা জাল ফেলল কেটে, হাফ কাছিমে হাতা মেরে,
যাদুবিন্দু বলে কুবীর গোঁসাই দাও না, জালের ঘাই সেরে।।

(৪১)

মন হয়েছে মুচির কুকুর ফেন চাটা।।
সদা বেড়ায় ছু ছু করে, ছাড়ে না মন চাম চাটা।।
যায় না রে সে সাধুর দলে, গায়ে ফোটে লাউ কাঁটা,
চামড়া ধোয়া পানি খেয়ে, গুরু নামটি ঘৃত মধু, পান করে না এক ফোঁটা,
চামড়া লয়ে কামড়াকামড়ি, জন্ম ছুঁচো লেজ কাটা।।
চন্দন মাখিয়া গায়ে, সাধুকুলে হয় খোটা,
যাদুবিন্দু বলে চরণ ভুলে, অঙ্গেতে ছাইয়ের ঘটা।।

(৪২)

ও তার কিঞ্চিৎ প্রেমের অঙ্কুর হলে বৈদিক বাণে যায় জ্বলে
সহজ শুদ্ধ রাগের মানুষ ভাবের মানুষ কৈ মিলে।।
হলে কিঞ্চিৎ প্রেমেরই অঙ্কুর, জানে আপনাকে ঠাকুর,
সাধুগুরু মানে না সে বৈদিক রাগে চুর,
মনে মোটা, ভক্তি চটা বাক্যটি কটু বলে।।
বলে মোরা রসিক হয়েছি, রসের ভিয়ান পেতেছি,
টলাটল বাদ দিয়ে মোরা সুটল সুটল হয়ে
সুখের লোভে সার তত্ত্ব গেছে ভুলে।।
ব্রজনাথ ব্রজেতে ছিল, রসের ভিয়ান পাতিল,
তাক না বুঝে ধাক্কা খেয়ে, নদীয়ায় এল,
যাদুবিন্দু বলে গৌরহরি কাঁদতেছে রাধা বলে।।

(৪৩)

নারী জাতি ভারি কু-পেকে (উষ্ম হয়ো না দূতী)
নারীর অন্তরে গরল ভরা মিষ্ট কথা কয় মুখে।।
বিশেষ কথা রয় না পেটে, জালার মতো ফুলে উঠে, বলে সে মাঠেঘাটে,
সকলের নিকটে, দিলে শিক্ষাকথা, ঘুরিয়ে মাথা, হা করে বসে থাকে।।
ত্রেতা যুগে লঙ্কাপতি, মহাতেজী জগৎখ্যাতি, মন্দোদরী নারী সতী,
রাবণের প্রকৃতি, সতী হয়ে পতি বধে, বাণ দিল হনুমানকে।।
সরল স্বভাব নয় রমনী, ওর বিশেষ কথা আমি জানি,
রণস্থলে উলঙ্গিণী, শিব সীমান্তিনী,
করে ধরে আমি এলোকেশী পা দিল পতির বুকে।।
রাধা আমার অঙ্গের আধা, ঐ নামেতে বাঁশি সাধা, পিয়ে রাধানামের সুধা,
মিটাই আমার তৃষ্ণা ক্ষুধা, সেই রাধা মানিনী হয়ে, কাঁদিয়ে দিল আমাকে।।
বৃন্দে গো আজ বলি তোরে, এসেছি আর যাব না ফিরে, কমলিনীর চরণ ধরে,
দেখিব নেড়ে চেড়ে, গোঁসাই কুবীর বলে
বিন্দু যাদুর মনের কথা কই তোকে।।

(৪৪)

কাজ কি সখী ফাঁকাফাঁকি মিছে বদনামী।।
পরের সোনায় কান কেটে যায়, বেশ বুঝে দেখলাম আমি।।
শ্যাম সহজে না যায়, ঘোল ঢাল মাথায়,
চন্দ্রাবলীর রাজদুয়ারে শ্যামকে রেখে আয়,
দেখলে পরে ঘৃণা করে, বুক চিরে ওঠে বমি।।
কানাইলাল ভুঁয়ে, জমি কসে চাষ দিয়ে, চন্দ্রাবলী বীজ বুনেছে শুভ যোগ পেয়ে,
আমি করব না আর পাড়াপাড়ি, ইস্তফা করলাম জমি।।
তোরা শোন গো ললিতে, শ্যামকে শীঘ্র বল যেতে,
মিছে কেন পথেঘাটে বেড়াচ্ছে ঘুরে,
যাদুবিন্দুর প্রতি করো গতি, কহে কুবীর গোস্বামী।।

(৪৫)

আমি জানি না শ্রীরাধা বই, বৃন্দে আমি সত্য কথা কই।।
রাধা রাধা রাধা বলে, রাধা প্রেমে হলাম জয়ী।।
চাতুরী করি নাই সখী, সবে করে ডাকাডাকি,
একা কৃষ্ণ কার-বা আমি হই,
কেউ খেতে দেয় মিছরী ছানা, কেউ খেতে দেয় চুকো দই।।
দেবতা গন্ধর্ভ নরে, যেজন ডাকে ভক্তিভরে,
তার খাতায় দিয়ে থাকি সই,
থাকি মাঠেঘাটে, ঘাটেপথে, কারো কিংবা কারো নই।।
বাস করি শ্রীবৃন্দাবনে, ধেনু লয়ে মাঠেমাঠে, করি রে হৈ হৈ
যাদুবিন্দু ভনে গোঁসাই কুবীর, ভবপারের কর্তা ঐ।।

(৪৬)

তোমার অন্তরে গরল ভরা, মুখে দাও রাধার দোহাই।।
আমি সাক্ষাতে বলি যাহাই, শুনো শ্যাম কানাই।।
ফুলের বাসর সাজাইয়ে, শ্যামপ্রেমের চাতকী হয়ে,
সারা নিশি আশাপানে চাই, আগে জানলে বধু ভালবাসার মুখে দিতাম ছাই।।
কুল হরণ করবে বলে, বনমালী ফুল বাগিচে,
আশা করে এসেছিনু তাই, মাঠে থাক ধেণু রাখ, বাজাইও না ও বালাই।।
থাকো তুমি রাখাল সমাজে, প্রেম করা কি তোমার সাজে, উপকরণ সকলই নাজাই,
যাদুবিন্দু ভনে গোঁসাই কুবীর, ঐ চরণে আশ্রয় পাই।।

হাউড়ে

(১)

ভাব না জেনে ভাবের পথেতে।।
ও কেউ যেতে নারে অন্ধকার নয়নজুলির তড়কাতে।।
কেলে বুড়ো কচ্ছে গুঁড়ো পাক লাগিয়ে জাঁতাতে (ভোলা মন শোনরে)।।
পাগল দিচ্ছে ওছি, সময় বুঝি, ভাঙছে গড়ছে ছাঁচেতে
মৎস, মকর, কুম্ভীর, হাঙ্গর পরকালের ঘাটেতে।। (ও ভোলা মন শোনরে)
হাউড়ে বলে সত্য পাপের গর্ত, স্বর্গ মর্ত ধামেতে।।

(২)

ভবেতে এলাম একা, জুটলো দোকা, ভেকা হলাম সেই রসেতে।।
মায়াতে মাখাচোকা, লাগলো ধোঁকা, গুটিপোকার বন্দিমতে।।
এসে ঐ পূর্বভাবে, ভবার্ণবে, মন ভ্রমে ভ্রমি তাতে।।
আমার এই সুখের ভরা, হল জরা, নাই কিনারা ভাবি তাতে।।
পুষে ঐ কালনাগিনী, দিনরজনী, ঘর করেছি পরের সাথে।।
সদা তায় দেয় গঞ্জনা, কি যন্ত্রণা, কুমন্ত্রণা বিধিমতে।।
বসে কেউ নিচ্ছে মজা, পাচ্ছে সাজা, বইছে বোঝা পাঁচ ভূতেতে।।
হাউড়ে কয় প্রাণে কষ্ট, কি অদৃষ্ট, জীবন নষ্ট ঘোর ফেরেতে।।

(৩)

ফণী পুষেছি মণিধন আশে।।
বুঝে আভাসে, সরল নয়তো সে, সে যে অন্তরেতে প্রবেশ
করে জারিল আমায় বিষে।।
স্বভাব তার ঐ বক্রগতি,
মুখেতে গরল উৎপত্তি, ভয়েতে ভাবত দিনরাতি।।
কখন কি হবে মরি তাই ভেবে, আমার মণিমগজ,
করে কবজ, প্রাপ্তি বস্তু নেয় শুষে।।
বামে কোরে বামাবর্ত্ত, যত্নে তারে রাখি সত্য,
সাপের নিচে সাপের গর্ত,
কামী লোভীরে ওসে খায় ধরে,
সময়ে সময়ে বাগে মানে না প্রবোধ শেষে।।
না শোনে কাহিনী বারণ, আপ্ত সারা মন্ত্র ঝাড়ন,
অধোমুখে কামড়ায় যায় যখন,
অমনি হয় পতন, শেষে যায় জীবন,
ত্রিঘাতে আঘাত করে গিলে খায় অনায়াসে।।
গরলেতে অনল আছে, বুঝে দেখ উর্দ্ধ নীচে,
সাপ পুষে অনেকে মজেছে,
হরে হরে প্রাণ কিসে পাব ত্রাণ,
হাউড়ে পীযুষে প্রবর্ত্ত চিত্ত,
গরল ঘটে কি শেষে।।

(৪)

গুরুভক্তি সক্তাশক্তি আসক্তি যার হয়েছে।।
তার আশাতে, আশাধারী আশ্বাসে প্রাণ রেখেছে।।
ধন কি প্রাণ, প্রাণ কি ধন, মন দিয়ে ধন চিনেছে।।
করে প্রিয়জন, তারে অর্পণ, দর্পণে মুখ দেখেছে।।
আপ্তসুখ ত্যেজে, তাঁরে ভজে, প্রেমরসেতে মজেছে।।
আবার লিঙ্গ দানে মহালিঙ্গ, অঙ্গ সঙ্গ করেছে।।
আপনায় যা তাতেও তা, আত্মায় আত্মা বেঁধেছে।।
সে জন কুলের মূলে, ত্রিশূল ফেলে, ফলের সুধা খেয়েছে।।
হাউড়ে বলে বন্ধ্যা নারীর তিনটি ছেলে হয়েছে।।
দেখো সেইখানেতে জন্ম রাঁড়ি, সিঁতায় সিঁদুর পরেছে।।

(৫)

কার দেহ কারে দিয়ে পরের তরে পর করো।।
কেন পরের তরে, মরবি পরে, না ভেবে পরাৎপর।।
ঐ কুল পরিজন, পরিপোষণ, কে করে জান্তে নারো।।
মিছে কর্ত্তা হোয়ে হর্ত্তার পথে, হতে চাও অগ্রসর।।
দেওয়া ধন ঐ তাঁরে দিতে, মন কেন কুটিল করো।।
করে কোটাবাড়ি ঘর দরজা, কার নগর শোভা করো।।
বিশেষ পথে বিশেষ মতে, বিষধর কেন ধরো।।
মিছে গোলমালেতে সময় গেলে,
আর কি তায় পেতে পারো।।
হাউড়ে বলে দিতে নিতে, দুই দিকে ফন্দি বড়ো।।
জানলে সেসব ফন্দি, জন্ম বন্দি, হোতে হয় জড়োসড়ো।।

(৬)

কলিতে প্রসন্ন হরি সবাকার।।
ভাবি অনিবার হল না আমার, কবে হরহরি কৃপা করি,
ভববারি করবেন পার।।
আমি তমাচ্ছন্ন ভক্তি ভ্রষ্ট, গুরুর নাই তায় কৃপাদৃষ্ট,
এ সকল আমার অদৃষ্ট ফলাফল,
এমন ভক্তিফল, তাতে হই বিফল।।
আমার কর্মফলে এসব ফলে, দোষ ফলে দোষ দিব কার।।
পড়েছি এই বিষম ফাঁদে, অবিদ্যা ঐ মায়ামদে,
এখন মরি মনের খেদে সর্বদাই,
দিব কার দোহাই, আর তো উপায় নাই।।
ঐযে পায়ে অগতির গতি,
স্মরণ নিলাম নাকো তার।।
আমার ভাগ্যের দশা ফেরে, বুঝি যেতে হল ফিরে,
আসা যাওয়া বারে বারে যন্ত্রণা,

সাধন হল না, তাইতে ভাবনা।।
আমি না ভেবে ঐ হরিধনে, করি কড়িধনের চিন্তা সার।।
এখন সঙ্গদোষে ঘটায় মন্দ, পাপে তাপে লাগায় ধন্দ,
সদা নিরানন্দ ভাবিয়ে, দেখি ভাবিয়ে শেষে ভাবিয়ে।।
হাউড়ে বলে হরি, তরাবার তরী, কাণ্ডারী সেই মূলাধার।।

(৭)

হরির ইচ্ছায় হয় না ভক্তি দেখি মোর।।
এ যে মনের ঘোর, ভেবে নিশিভোর, হয় না নিষ্ঠারতি,
মূল সম্প্রতি, ধর্ম ভেবে ধর্মচোর।।
আমি শুনেছি ঐ শাস্ত্রের দ্বারে, চিত্তরূপেতে অন্তরে,
হরি তিনি বিরাজ করেন দেহেতে, বিন্দু ঊর্দ্ধেতে, সূক্ষ্মরূপেতে
আবার আচার্য্য রূপেতে মন্ত্র, প্রদান করেন এই তো ঘোর।।
না দিলে ঐ ভক্তিযোগ, যোগসিদ্ধি হয় না যোগ,
ভক্তের কেবল ভোগাভোগ ভবেতে,
কর্মসত্রেতে, ঘটায় ভাগ্যেতে।।
দেখি তাহাতে হয় সকল কার্য, কেউ-বা সাধু কেউ-বা চোর।।
জ্ঞানাঞ্জন নয়নে ধরা, সৎ সাধুসঙ্গ করা, কল্পে অধর যায় গো ধরা জানো সব,
সরে সে কেশব, জানো মর্ম সব।।
কিন্তু হাউড়ে হল দোদেল বান্দা,
না যায় বেহেস্তে না যায় গোর।।

(৮)

কি ধন দিয়ে হরিধন সাধতে চাও।।
এবার বুঝে নাও, সুধীর শান্ত হও,
এবার একান্তে ঐ রাধাকান্তের পদপ্রান্তে প্রাণ দাও।।
হরিনামে প্রেমিক যারা, হরিগুণ গায় ঐ তারা,
বহে তাদের শতধারা নয়নে, শয়ন স্বপনে, হরিগুণ গানে।।
তেমনি মগ্ন থাক নিরবধি, নামামৃত সুধা খাও।।
তুমি মজিলে ঐ বিষয়পাকে, হরি বিনে আছে বা কে,
ঐ হরিকে ঐ ভুলে থেকে, কোথায় যাও, ভ্রমেতে বেড়াও, হরিনাম গাও।।
তরী ডোবে যদি হাল ছেড়ো না, হরিনামে সদা বাও।।
গুরুপদে মন না হল, বিফলতে দিনটে গেল,
উপায় কি তার আছে বলো বলে দাও,
তাতে ফিরে চাও, মনে মন মিশাও।
ঐ যে ভক্তি বিনে বোল সাধনে, হরিধন কিসে, ভুলাও।।
নিয়ে নাম হরিমন্ত্র, ভুলে গেলে সেসব তন্ত্র,
যখন হবে প্রাণ অন্ত ক্ষ্যান্ত হও,
মিছে কাল কাটাও, নামে কাল কাটাও, হাউড়ে
সময়ে ভাবলে না হরি, অসময়ে কি আর পাও।।

(৯)

ভবরোগের ঔষধি এই হরিনাম।।
ভক্তি অনুপান, দিয়ে করো পান,
এবার করো সাধ্য ধরো আদ্য, বৈদ্যগুরু গুণধাম।।
অন্য বৈদ্য সাধ্য ধরে ঔষধে রোগ সম্য করে,
ভবরোগ ঘুচাতে নারে দেখি সব, দেহের অবস্থা, করে ব্যবস্থা।।
দিয়ে জড়ি বড়ি লয়ে কড়ি, জীবেরে করে আরাম।।
বায়ু পিত্ত কফের যোগে, শান্তি নাই তোর কর্মভোগে, অনুতাপ তাপিত
আগে ঘটেছে মোহ প্রলাপে, স্বসুখ আলাপে।।
তাতে মায়া পিত্ত আছে বর্ত্ত কফরূপে ধরেছে কাম।।
প্রেমবায়ু আয়ু স্থাপনা, ভেবে দেখি আর থাকে না,
ভালোমন্দ আছে জানা সন্ধ তায়, বুঝি প্রাণ যায়, কি করি উপায়।।
আবার রিপুবর্গ উপসর্গ, যন্ত্রণা না হয় বিশ্রাম।।
হাউড়ে মুখে হরি বলো, বাঁচলে ভালো মরলে তাল,
যা লিখেছে ভালে ভালো তাই হবে, কার্য কি আর ভেবে মিছে এই ভবে।।
ঐ যে অন্তঃকালে দিবেন দেখা, বাঁকা সখা গুণধাম।। (ঐ রাধাশ্যাম)

(১০)

হরি কি করিবেন দয়া আমারে।।
নয় সে অন্তরে, রয় সে অন্তরে,
হরির অন্তরের ভাব যায় না বোঝা ভাবি সদা অন্তরে।।
সদ্ভক্তি সদগুরু হোতে, হরিভক্তি জন্মায় যাতে, সে ডুবেছে হরির প্রেমেতে,
হরিগুণ গায় ভাবে ভাবোদয়।।
সেই তো প্রাপ্তি করে রসিক শিখর, কিশোরীর স্বভাব ধরে।।
আমার কি দুর্দৈব ফলে ঘটে না ভাব হৃদকমলে ভাসি সদা নয়নের জলে,
ভক্তি-প্রেমেতে বঞ্চিত তাতে।।
তবে বাঞ্ছিত ধন সেই হরিধন, মিলবে বল কি করে।।
হরিচিন্তা চিন্তা যার, শান্ত-দাস্য স্বভাব তার,
চেষ্টা নিষ্ঠা রতিতে সঞ্চার, এ জনম আমার, বৃথা যায় এবার।।
আমি মায়াসূত্রে, কর্মক্ষেত্রে, বন্দী হলাম এবারে।।
না হল হরি-সাধনা, এমন জনম আর হবে না,
হেলা করে সে ধন পেলাম না, মন তো বোঝে না, নিষেধ মানে না।
যদি নিজে হরি কৃপা করি, কেশে ধরি লন পারে।।
সাধুমুখে শুনি তত্ত্ব, জগতে সার হরি সত্য,
দেবাদিদেব হরির হয় ভক্ত
হাউড়ের ভাগ্যদোষ, হরি অসন্তোষ,
কিন্তু হরিভক্তের চরণ ধরে হরিধন চিন্তে পারে।।

(১১)

কেন প্রেম হল না হরিনামেতে।।
ভাবি মনেতে দিবানিশীথে, বুঝি কি অপরাধ করেছি ঐ শ্রীগুরুর শ্রীপদেতে।।
কি অপরাধ ঘটলো এসে, তময় প্রেম সকলি নাশে,
উপায় তো আর দেখি না শেষে, থেকে কামের বশে, জীবন যায় শেষে।।

হল প্রাণ অন্ত, রাধাকান্ত, বিনে নাই কেউ জগতে।।
ভাবান্তরে ভাব ঐ ধরে, ভবে ভ্রমণ সদা করে,
আশি অন্তে আসি সংসারে, সাধন না করে কিসে যাই তরে।।
বুঝি কাল গতকাল হলে ঐ কাল, ধরবে আমার কেশেতে।।
রতি মতি ভক্তিভাবে, যারা ভাবে তারাই পাবে, আমার উপায় বলো কি হবে,
রিপুগণ সরে, স্ব স্ব স্বভাবে, তবে করে কার্য,
হয় না ধৈর্য্য, সহ্য হয় না প্রাণেতে।।
হাউড়ে ভাবে নিরবধি, হয়ে গুরু অপরাধী,
দেবাদি সব তায় প্রতিবাদী, তাইতে কাঁদি, কৃপা হয় যদি।।
তবে নামে প্রেমে রসপ্রেমে পার পাব এই পারেতে।।

(১২)

স্ব-সিন্ধুপার, সে বিন্দুধার, কার সাধ্য যেতে পারে।।
আছে মূলেতে মূল, সে ধারার মূল, তত্ত্ব করো আধারে।।
ত্রিগুণধারিনী-ফণী-মণি-ধন ধরে শিরে
করো তার বলে বল, হবে সফল, চলাচল ব্রহ্মদ্বারে।।
ভেদি হয়ে চলো ঊর্দ্ধ সাধ্য-পদ্ম ভেদ করে,
হবে ওরূপ সাধ্য, সেরূপ বাধ্য, আদ্য পারো বিম্বান্তরে।।
প্রাণপুতলী মনমণ্ডলী, যোগ করো ভক্তির জোরে
হবে নিবৃত্তি আবৃত্তিশক্তি, প্রফুল্ল মণিচরে।।
বাঁচে যেজন মরে সেজন, প্রয়োজন ভাণ্ড জুড়ে, ঘুরবে তার আশাতে,
আসা ভবে দ্বারাদ্বার বারে বারে।।
হাউড়ে বলে স্বর্গ মর্ত্ত, অন্তরে অন্তরে করে, হবে এই পারে পার,
ভাবনা কি আর, গুরুর ধাম চক্ষে হেরে।।

(১৩)

ব্রহ্মাকারা আনন্দধারা সহস্রারে দীপ্তাকার।।
তাতে ব্রহ্মক্ষেত্র নেত্রভূমি, আনন্দময় সুধার ধার।।
আছেন ত্রিকোণরূপে মহামন্ত্র, বিম্বু ঢাকা চমৎকার,
তাতে পুরুষ নারী রূপমাধুরী, শম্ভু অম্ভু সিন্ধু পার।।
হংসতত্ত্ব সাধনতত্ত্ব, সোহংতত্ত্ব সাধ্য তার,
তাতে নাড়িমূলে ত্রিশুল ফেলে, শিবের আসন চমৎকার।।
ধিমাশক্তি রক্তবরণ, অতুলনা রূপ প্রচার,
তাতে পুরুষ-রতন, শুভ্র বরণ, যোগাযোগে কর্ণধার।।
ভাবের ভাবী পায় না ভাবি, ঘরে দেখে অন্ধকার।।
হাউড়ে ভেবে বলে, সেই কমলে, গোলে যাওয়া সন্ধি তার।।

(১৪)

ব্রজ নিত্যস্থানে, সমর্থা যৌবনে, কৃষ্ণ আত্মার্পণে, বাঞ্ছা হয় যার।।
শ্রীমতীর স্বভাবে, আসক্তি প্রভাবে, রতিরসে এবার মিলন যে তার।।
দেহ-রতির গতি আত্ম-সুখ-ত্যাগী, উন্নত উজল রস পোর্টীভোগী
ও সে আনন্দ-মদন করিয়ে বন্ধন, ঐ কৃষ্ণানুশীলনে প্রেমের সঞ্চার।।
বিলায় পিয়াসা প্রিয়া প্রিয়জনে, দেহ মিলনে ভাব-আলিঙ্গনে, রতি সতী নাশে,
রূপে সদা মেশে, (মেশেরে মন) তখন কৃষ্ণ আত্মায় এসে, করেন বিহার।।
কান্তারূপে কান্তি শান্তি কামাচার, কৃষ্ণা-সেবা করে যুক্ত বামাচার,
ব্রজের ধর্ম মর্ম, বিধি নিষেধ কর্ম,
হাউড়ে বলে (রে মন) আমি গুরু কৃষ্ণ ব্রহ্ম দেখি একাকার।।

(১৫)

মনের ভাবনায় ভেবে দেখিলাম সকল।।
এবার ভাব ছাড়া ভাব, ভক্তির অভাব, প্রাপ্তি স্বভাবে বিফল।।
হল না মোর নিষ্ঠা চেষ্টা মন, অমূল্য ধন শঙ্খ ফেলে কঙ্কর গ্রহণ,
আবার হীরে ফেলে জিরে নিলাম (আমি) আশায় রত তায় প্রবল।।
যুক্তি ছাড়া ভক্তিপথে ভাই, সাধ করে হয়েছি সাধু গুরুভক্তি নাই।।
আবার গুরু এলে কপট ছলে, নয়নেতে ঝরে জল।।
ভবেতে ভোগ ইচ্ছা অতিশয়, সুখের নিধি সুখ পেলে না আপনার সুখোদয়।।
আমি বেশ করে বেশ, বেঁধেছি কেশ, অবশেষে দণ্ডফল।।
রেখো গুরু থেকো গুরু পায়, বলি তোরে বিনয় করে খলতা হৃদয়,
আমি কপট ভাবে দৈন্য করি ক্ষুন্ন মনে রই কেবল।।
সাধন-পথে হলাম দিনকানা, রাতকানাকে সঙ্গে করে ঘটল যন্ত্রণা।।
হাউড়ে বলে আমার কুড়ুলে ভক্তি, ফাটাফাটি ভাগ্যের ফল।।

(১৬)

সৃষ্টিছাড়া ভক্তি বাড়া সকলি ফাঁকি।।
আমার মন হল না সরল সুজন, ভজন সাধন হবে কি।।
মন আমার চায় রাজা হইতে, পোঁদে কোপ্নী মাথায় জটা চিমটা হাতেতে।।
মনের চাঁদ ধরা সাধ, এ বিষম বাদ, বাদ সাধে বাদ করব কি।।
আপন দোষে আমি মজিলাম, সোনা ফেলে রাংকে তুলে যতন করিলাম।।
এখন সত্য নিত্য জ্ঞান পদার্থ, ব্যর্থ হলো মিথ্যা কি।।
সংসারেতে বাসনায় মজে, ভক্তিপ্রেমে মন রত নয় দেখিলাম বুঝে।।
যেমন রতি ভ্রষ্টা, পতির চেষ্টা, কুদৃষ্টি কাম উন্মুখী।।
বর্তমান সেবা সুবিধান, হেলা করে বেলা গেল নাহি পরিত্রাণ।।
কিসে ধরব তারে, আপন জোরে, অনুরাগ বিরাগ দেখি।।
ধর্মপথে এসেছি যখন, ভয় হল না মরতে তোত্যে আগত শমন।।
হাউড়ে বলছে কথা, মর্মব্যথা, পাপে পাপ তাপে দেখি।।

(১৭)

আমার আর কিরে কুল আছে।।
অকুলের যে কুল, হেরিয়ে ব্যাকুল, প্রেমাকুলে কুল ডুবে গিয়েছে।।
বর্ণাতীত বর্ণ জানিয়ে সুবর্ণ, ভেদাভেদ নাই ছত্রিশ বর্ণ,
এ ছত্রিশ বর্ণ দেখি তারির বর্ণ, বর্ণাভাবে বর্ণাভাব ঘুচেছে।।
সুশোভা কমল শোভে সরোবরে, কমলাকান্ত তায় নিজে ভক্তি করে,
কমলিনী নাম নিজে রাধে ধরে, কৃষ্ণ-ভৃঙ্গ কেলীতে কি কলঙ্ক আছে।।
যেভাবে নিন্দুকে নিন্দা করে বলে, কলঙ্কভূষণ দোলে মম গলে,
পরশ-রতন যবনে স্পর্শিলে, অমান্য কি হয় লোকের কাছে।।
জন্মস্থানে থেকে রেখে করো কার্য্য, স্বস্থানে প্রস্থান বল-ধীর্য্য-ধার্য্য,

সাধক সুধীর জানে আর্য্যরসের কার্য্য। শক্তি ছেড়ে এবার শক্তি ধরেছে।।
হাউড়ে বলে কোথা বাঁকা সখা রাকা, বাঁকা মাখা অঙ্গে আছে রাখামাখা।।
সতীর পেটে এবার পতি রইল ঢাকা, ঢাকা কথা এবার ঢাকা রয়েছে।।

(১৮)

প্রেমের সাধন সাধবে যদি, শক্তি সহযোগ বিধি।।
ছাড়ো নিজ কামাসক্ত, হওরে অনুরক্ত মধুর উক্ত ভাব এই অনাদি।।
নায়িকা আশ্রয় রসাপক্ষ ধর্ম, স্বরূপেতে যাজন বিশুদ্ধতা কর্ম,
রূপে রূপ মিলন, হর রতির দ্বারে মদন,
হবে দেহ শোধন, হরণে কাল হরণ ক্রমাবধি।।
রূপ রসেতে রসিক সদা থাকে মগ্ন,
অবিচ্ছেদে প্রেম নাহি যোগ ভগ্ন, (হৃদয় কমলভাব)
উদয় নিত্য সাধ্য প্রেম তেক্ত বিধিক্রম, আনন্দ উদগম প্রেমাম্বুধি।।
আত্মায় আত্মায় মিশি দিবা কি ঐ নিশি সম্ভোগ যুগল রসে-সদা ভাসি,
(ভুক্তমান রহে সে)
করে প্রেম নয়নে দৃষ্ট, উভয় অঙ্গে ইষ্ট, হাউড়ের তাতে নিষ্ঠ জীবনাবধি।।

(১৯)

ওযে স্বরূপে রূপ হেরে, সে কি ছাড়িতে পারে।।
ঐ যে প্রেমানন্দ-সিন্ধু, ডুবে থাকতে কিম্ভু, সিঞ্চনে নাদ ইন্দুর বিন্দু ধরে।।
যে বিন্দুতে হয় জগৎ উৎপত্তি প্রবর্ত্তেতে
আত্মরসে সদা স্থিতি, কমলে বরিষণ
সে যে যোগাযোগে আসে, মণি চন্দ্র খসে, রূপের কমল ভাসে নীরে ক্ষীরে।।
নীর হতে পায় ক্ষীর, ক্ষীর হতে পায় সুধা,
ক্ষীরদে নীরদে বিম্বু ঢাকা সদা, রয়েছে দেখো না
আছে কমলে কমল, অতিশয় বিরল, নির্মল তার জল যত্নে নেয় হরে।।
যাতে জন্ম ধর্ম কর্ম মাত্র হয়, শক্তি সত্তে বস্তু করয়ে উদয়,
বুঝে তাই দেখো ভাই হয়ে শক্তিতে আসক্তি,
সাধ রসরতি, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি পায় একেবারে।।
অকৃতি পুরুষ দোঁহে একভাবে, অভিন্নতা চিত্তে রসে ডুবে রবে,
ভেদাভেদ তথায় নাই ধরে হৃদি কমলে কমল, স্বভাবে ভাব যুগল,
বিষয়-বিঘ্ন-গরল নাহি পান করে।।
দুঃখে সুখ মানি সুখ আলাপনে, উভয় প্রেমে রত
বিচ্ছেদ নাহি জানে, ভাবেতে দুজনে
তাদের নিত্য সুখধাম, কামশূন্য হাউড়ে যেতে স্বধাম বাঞ্ছা করে।।

(২০)

প্রেমের মহাজন, রাই কিশোরী।।
রূপকল্পলতা রূপে রসে গাঁথা, উন্নত উজ্জ্বল রসামৃত তথা,
আছে স্বরূপে সমতা, ঐক্যতা মাধুরী।।
সুচিকণ স্নিগ্ধকান্তি কান্ত কায়, হেমাবৃত স্থিত প্রেমাকৃত তায়,
রসামৃত বারি সর্বদা উদয়, প্রফুল্ল ঐ হেরি।।
যন্ত্র স্থানে যন্ত্রী সে নীলরতন, আত্মা রমণেতে হরে রাধার মন,
রমণরূপ রাম তাইতে ধারণ, জগৎ তারন-কারী।।
পিরীতি পরমনিধি অবিধিতে, সহজে সাধিলে পাইবে তাহাতে
অন্য চিত্ত লাভ তেজ্য হয় ইহাতে, আত্মসুখ পরিহরি।।
সুমাধুর্য্য প্রেম নির্মল ভাস্কর, কামরূপতম আচ্ছন্ন তৎপর,
অপরা নায়িকা পরা-মুক্তি পর, প্রাপ্তি শক্তিরূপ ধরি।।
হাউড়ে বলে পরাপরে প্রেমভাব, তেক্ত কামে রমে বর্ত্তে নিত্যভাব,
রসপক্ষ ধর্ম রসসিন্ধু লাভ, পান করে বিন্দুবারি।।

(২১)

শৃঙ্গার রস যে জেনেছে, তার কি ভয় আছে।।
শৃঙ্গার সাধনে শৃঙ্গার, রসরাজ মূর্তি দেখেছে।।
স্বসুখ হত স্বসুখ ধাম, শক্তিগুরু কামে অকাম,
উজল রস তাহার নাম, অনঙ্গ তার ধীর হয়েছে।।
আত্মা দানে শক্তি আত্মায় কৃষ্ণ আত্মা পায়,
যন্ত্রস্থানে পুষ্প-কানন উদয় রসময়,
রসরতি সুখ আস্বাদন, সুখরূপী কৃষ্ণের ভজন,
মধুর ভাবে ভাব ঐ মিলন, তুলনা সেই রাধার কাছে।।
সর্ব চিত্ত আকর্ষয়ে যে নবীন মদন, উপাসনা কামতত্ত্ব বীজরূপে গণন,
বিংশতি চার চন্দ্রে ঘেরা, শক্তি অঙ্গে শক্তি ধরা,
তার উর্দ্ধেতে বিন্দু ধারা, রোহিণী সংযোগে রয়েছে।।
বিজড়ি জড়িত রতি খেলে নিরন্তর, পুরুষ প্রকৃতি রীতি গতি ভয়ঙ্কর,
যে করে সে করে বটে, আদ্য সাধ্য পিরীতি বটে,
সুখে দুঃখে স্থিতি, বটে জ্যান্তে মরণ তার হয়েছে।।
কন্দর্পেরি দর্প খর্ব সর্ব সিদ্ধময়, সুধীর জঙ্গম যত সঙ্গম আশ্রয়,
হাউড়ে বলে এই বচন, কামেতে হয় কাম নিবারণ,
মন্মথের করে মন হরণ, রসেতে রসিক পেয়েছে।।

(২২)

প্রেম সুখদ্বার, কৃষ্ণ রসাকার, রসনাতে তার, করো আস্বাদন।।
সে যে যোগাযোগে স্থলে, মৃণালপথে চলে, সহজ কমলে সুধা বরিষণ।।
সর্বঘটে বটে পটে পট্টস্থিতি, শক্তিতত্ত্ব গুণে আনন্দমুরতি,
শৃঙ্গার আকার ধরে সাধ্য কার, (সে রমণ রে মন)
ঐ যে স্বরতি সঞ্চার নবীন মদন।।
আদ্যসুখ সাধ্য বাধ্য কারুর নয়, ইন্দু বিন্দুগতি সদা বিরাজয়,
জীবে নাহি জানে, সাধুসন্ত চেনে (রসে মিশালো রে)
রসপানে জানে তারা অমৃত সেবন।।
মন আত্মা বপু যত রিপুচয়, দেহান্দ্রিয় সবাই তাহাতে মিশায়,
ধর্মাধর্ম পারে, যারা কর্ম করে। (তারাই পায় রে)
ঐ যে ব্রজপ্রাপ্তি দেহ তৃপ্ত হয় জীবন।।
কাম প্রেমরতি হবে এক ঠাঁই, সুখ দুঃখ আদি তথায় কিছু নাই,
নির্মল সে পথে, হাউড়ে চায় ঐ যেতে (সেই পথেরে),
ঐ শক্তি আত্মশক্তি হলে হয় দর্শন।।

(২৩)

হরিসাধন মান, কে শ্বাসে টান, কে তুলে আন, দ্বিদল আবাসে।।
চন্দ্র সূর্য্য পথে, দেখবি নিজনাথে, যোগের আলোর সাথে, যাবি ঐ স্বদেশে।।
সহস্রারে আছে পদ্ম সুধাময়, তার মধ্যেতে, ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ হয় উদয়,
অন্যে কি তাই জানে, সাধুসন্ত চেনে, (চেনে রে মন)
দেখ অসাধ্য সাধ সাধা, বাধায় বৃদ্ধি নাশে।।
ঊর্দ্ধ অধঃ হাওয়া চলাচল করে, অজপাতে নাম জপিছে এবারে
হংস সনে হংসী তাহে কেলী করে, (বুঝে দেখরে মন)
এমন নির্মল সাধনপ্রাপ্তি প্রেমরসে।।
সেই আমি না হলে এই আমি হব না, বিধু বিন্দু ধরে, (এই দেহেতে মন)
দেখ বিন্দুক্ষেত্রে চন্দ্র চন্দ্র বিন্দুগ্রাসে।।
হাউড়ে বলে ভেবে বুঝিলাম এবার, এককে ধরে কার্য্য হল না আমার
ভালো মন্দ মনে করিয়ে বিচার, (নিষ্ঠা নাই রে মন)
আমি অসতী হয়েছি পতি ধনেরি ঐ আশে।।

(২৪)

শ্রীরূপ নদীতে এবার নাইতে নেব না।।
করিরে মানা, তথায় যেও না,
কাম-কুম্ভিরে ধরবে তোরে শেষে প্রাণে বাঁচবি না।।
উদ্‌মুখে তরঙ্গে পড়ে, জন্মধারায় যাবি মরে, টান মুখে টান কে রক্ষা করে।
কুবল তায় ভারী, ও তার পাকে পড়ি, যাবি কোটালের জলেতে ভেসে
আর দেশ যেতে পারবি না।।
গুণটাণা এ গুণই ছেড়ে, দমকা লেগে আছে পড়ে,
বেদম হাওয়ায় বাদাম যায় ছিঁড়ে।।
তিনদিন বারুণী, বারণ করিনি,
কিন্তু বারুণী যোগেতে স্নানে পূর্ণ মনের বাসনা।।
কোমর বেঁধে এঁটে সেঁটে যেতে চাও সেই নদীর তটে,
ঘোলা জল তলায় ঢেউ উঠে।।
শোন সমাচার, ভেসেছে পাহাড়, কত ভরা কিস্তি হল নাস্তি,
ডোবা মাল কেউ পেলে না।।
হাউড়ের কথা ভুবনছাড়া, যন্ত্রপদ্মে যন্ত্র ধরা, মরা দেখে মরা যোগ করা।
কথা এই ধার্য্য, অতি আশ্চর্য্য,
কিন্তু শুকলালেত সুখের নিধি লুকালো কেউ জানলে না।।

(২৫)

তারে রাখো রে মন টেনে. হয়ে মনপ্রাণে টনটনে।।
মন-সুতোয় গিরে দাও রে মন টেনে, আলগা বাঁধন হলে খুলবে একটানে,
সুজনকারী প্রেম উভয় মনকে টানে, কুজন হলে শেষে পঙ্কে ফেলায় টেনে।।
প্রেমসরোবরে জাল ফেলাও টেনে, ক্রমে ডুরি ধরে তোলো ডাঙায় টেনে,
পাবে রত্ন তাতে স্বরূপ সুটানে, নইলে বৃথা মরবি জেলের হাঁড়ি টেনে।।
কাঁচপোকা হয়ে আনো ধরে টেনে, এ তরী ভাসাও স্বতঃউজান টানে,
গুনারি হইয়ে গুন ধরে টেনে, হেঁচকালে প্রাণ যাবে হেঁচকা টানে।।
হাউড়ে বলে এবার পড়েছি দু-টানে, ভেকো হয়ে ভুলে রইলাম গাঁজা টেনে,
ছয় জনাতে আমায় ছয় দিকেতে টানে,
আমার মন সদা টানে গুরুপানে।।

(২৬)

চলো দেখি মন ভবপারেতে।।
চলো দ্বিদল ছেড়ে, বিন্দুপারে, প্রেমানন্দ পুরেতে।।
রবি শশী, দিবানিশি, পূর্ণোদয় যোগেতে।।
হেরে ব্রহ্মকান্তি, জীবন শান্তি মুক্তি পাবি ভক্তিতে।।
তথায় রূপের ছটা, বিম্বু আঁটা শ্বেত শশধর মধ্যেতে।।
আছে তরুণ অরুণ, যিনি বরণ রক্ত শক্তি বামেতে।।
আছে অধঃ পদ্ম উর্দ্ধ পদ্ম হদ্দ মজা ভিতরেতে,
তাতে কল্পতরু, রূপ সুচারু, পরিপূর্ণ ফলেতে।।
তরঙ্গপার, সব শিবাকার, সুধা ক্ষরে মুখেতে
ঐ যে কমলমধু, খাচ্ছে বিধু পাচ্ছে সাধু যোগেতে।।
তথায় নাইকো তরী, ডুবে পাড়ি, দিতে হবে উর্দ্ধেতে।।
হাউড়ে বলছে জোরে, আঁখি ঠেরে, আধারে যাও অগ্রেতে।।

(২৭)

সাধন জেনে করণ করো, তবে হবে ফকিরি।।
থাকো ভাবের বশে, রসে মিশে, নিত্যধন বস্তু করি।।
ওরে পরম্পরেতে পরম বস্তু, জান্তে থেকো তাই ধরি।।
যেন রসের পাকে, যালনে বেঁকে, ধারাতে মরবি ঘুরি।।
জলে কমল, কমলে জল, আসছে সদা মূল ধরি।।
খেলছে পিতৃফুলে, ব্রহ্মলালে, দশম দলে সেই বারি।।
নির্মলতা কর আত্মা, স্বসুসক সত্ত্বা ত্যাগ করি।।
মিছে সং সেজনা, ঢং কোরো না, ভজবে যদি শ্রীহরি।।
হাউড়ে বলে ভাসি হৃদয়, সর্বদা পূর্ণ হেরি।।
আছে আদ্যপরে, সুধাধারে রুদ্ধদ্বার ব্রহ্মপুরী।।

(২৮)

রসময় কি ট্রাম গাড়ি ধড়ে বানিয়েছে।।
সুষুম্নার মধ্যপথে সদাই চলতেছে।।
চিৎপুরেতে চিত্রেশ্বরী, চর্তুদলের মধ্যে হেরি,
ঐ দলে গোকুলের বাড়ি, রাধাশ্যাম আছে।।
ষড়দলে সিদ্ধেশ্বরী, অপরূপা রূপমাধুরী তাহাতে কন্দর্পপুরী,
লাল বাগান কাছে।।
অষ্টদলে ত্রিবিধ ধার, সেইখানে হয় শোভাবাজার,
অলিগলি কি চমৎকার, তাহে শোভিছে।।
মণিপুর সুগভীর অতি, বাঁধা বটতলা নাম খ্যাতি,
ভক্তিকায় যুবক যুবতী মোহিত হতেছে।।
দ্বাদশ পদ্ম হৃদকমলে, ধর্মতলা তাকেই বলে,

ধর্মের দোকান সবাই মিলে, খুলে রেখেছে।।
কন্ঠমধ্যে যাদুঘরে, যাচ্ছে পাড়ি রাস্তা ধরে,
ক্রমে ঐ ভবানীপুরে, উদয় হতেছে।।
দশ-ইন্দ্রিয় ষড়রিপু, এসব ঘোড়া হল কাবু,
জলটুঙ্গিতে হাবুডুবু তারা খেতেছে।।
ললাটে নকুলেশ্বর, উজ্জ্বলরেখা তাকেই ধরো নাদবিন্দু শোভাকর, দেখা দিতেছে।।
এই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, কালীঘাট জগৎ বিখ্যাত,
তাহাতে সহস্র পদ্ম, প্রকাশ রয়েছে।।
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মময়, আচ্ছাদিত কমলদ্বয় শক্তিযুক্ত ব্যক্তি হয়, সাধকের কাছে।।
ভজন-পূজন দুটো ঘোড়া, অজপা রজ্জুতে জোড়া,
দিবানিশি চলছে তারা হাউড়ে কহিছে।।

(২৯)

গুরুপায়ে পদ্ম আছে। কোথায় তার হয় গো লতা, কোথায় পাতা,
কোনখানে তার মূল রয়েছে, ও তার কি মাহাত্ম্য,
কিবা তত্ত্ব, কিসে এই জগৎ মেতেছে।।
কোথা তার পঙ্কের স্থিতি, কোন নীরে হয় উৎপত্তি,
লাল কি সে শ্বেতাকৃতি কিবা রূপ ধরেছে।।
যেমন পদ্মমধু পদ্মে থাকে, সবাই জানে এই ভূলোকে,
এ মধু, কোন তবকে কার যোগেতে যোগ রেখেছে।।
গগনে রয় দিবাকর, কিরণে যোগ নিরন্তর,
লক্ষ যোজনান্তর, ভাবে নিকট আছে।।
তেমনি গুরু পাদপদ্ম মানি, তার, কোথায় উদয় দিনমণি,
কখন ফোটে নলিনী, কোন সময় মুদিত হতেছে।।
পদ্মের ঐ থাকে গন্ধ, ভ্রমর খায় মকরন্দ,
এ পদ্মের কোথায় গন্ধ, কে কখন পেয়েছে।।
কোথা গুরু-পদ্মে গন্ধ ছোটে, তাতে কোন ভ্রমরে মধু লোটে,
মিথ্যা কি সত্য বটে, বুঝে দেখো আগে পিছে।।
নিশীথে ভানুর উদয়, হলে কমল মুদিত হয়,
ভেবে তাই দেখো নিশ্চয়, এ কথা নয় মিছে।।
প্রহ্লাদচাঁদ কয় সত্য ভাসি, হয় কখন দিবা কখন নিশি,
কোনখানে আছে শশী হাউড়ের আশা উপর নীচে।।

(৩০)

বলো সখী, গুরু কেমন বস্তুধন।।
মন্ত্র দিয়ে দীনে ধন্য করিলেন দাসীর জীবন।।
জানিনে ঐ গুরুতত্ত্ব, গুরু কেমন বস্তুঅর্থ, আমার নাই জ্ঞানপদার্থ,
নয়নহীন নয়ন, জিজ্ঞাসি তোমারে আমি জানাও সব কারণ।।
কিবা আচার কিবা বিচার করিব কি প্রকার যাজন।।
কি সম্বন্ধ তাহার সনে, কি ভাব ভাবিব মনে,
ভাবি সদা মনে মনে, চিন্তা অনুক্ষণ --
হঠাৎ কারে আসি কৃপা করিলেন যেজন,
নিতান্ত ঘুচাও হে ভ্রান্ত একান্ত ব্যাকুল মোর মন।।
মন্ত্রদাতা গুরুমূর্তি, দেখতে পাই মানবমূর্তি,
কেমনে করিব ভক্তি, বলো তার করণ।।
এ হতে বরিব কি সই ভবাব্দি জীবন,
হাউড়ে বলে কর্মফলে কতদিন করব কাল যাপন।।

(৩১)

শুনো সখী, গুরু হন জগৎপতি।।
মন্ত্রদাতা ইনি ত্রাতা এরূপে সে রূপের স্থিতি।।
বলি আমি শুনো সত্য, মুখে বলো গুরু সত্য,
গুরুতে সকল দেবত্ব আছে ভারতী।।
পতির অনুগত যেজন থাকে সেই সতী,
তেমনি ভাব ভাবিবে মনে চাতক যেমন মেঘের প্রতি।।
গুরুমূর্তি করো লক্ষ্য, মন্ত্র মূলং গুরুবাক্য,
গুরুপদ পূজায় মোক্ষ, কৃপাতে মুক্তি,
আচার বিচার নিষ্ঠা মনে রাখিবে রতি,
কদাচিত অনুচিত না ঘটে আর অন্য মতি।
গুরুতত্ত্ব সকলের সার, গুরুর পর বস্তু নাই আর, গুরু ব্রহ্ম এই সারাৎসার,
জানবে সম্প্রতি, নগুরোরাধিকং জপ তপ শিবশক্তি।।
গুরুকে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে নরকে গতি।।
জিজ্ঞাসিলে কি সম্বন্ধ, গুরুতে পতি সম্বন্ধ, ইষ্টতে আত্মা সম্বন্ধ,
করিবে ভক্তি, আমাতে সখী সম্বন্ধ সমতা যুক্তি।।
আনন্দে ভাসিব দুজন ঐ পতির কথায় দিবারাতি।।
হাউড়ে বলে গেছ ভুলে বামে বসে মন্ত্র নিলে,
তবে তুমি তাহার হলে, পেলে সুকৃতি,
ইহাতে বিমুখজনের নহে নিষ্কৃতি,
গুরুত্যাগী মুখ দেখো না, দেখলে ধর্ম বিনশ্যতি।।

(৩২)

সখীরে, কি অমৃত তোমারি মুখে।।
শুনায়ে পরমতত্ত্ব কৃতার্থ করিলে মোকে।।
গুরুকে ভজিলে পরে, কোন ধামেতে যাব পরে,
এ দেহ রহিবে পড়ে এই তো ভূলোকে,
বৈকুন্ঠ কি বৃন্দাবন কিম্বা গোলকে।।
কোন ধামে হইবে গতি, কার অধিকার সে মুল্লুকে।।
গুরুর আছে গৃহদ্বার, কি ভাবনা ভাবিত তার,
দাসী ভৃত্য পুত্র তাহার সংসারে থাকে,
কি প্রকার করিব আচার বলো আমাকে।।
তোমা ভিন্ন পরমবন্ধু, এমন আমার আর আছে কে।।
স্বগ্রাম কি স্থানান্তরে, গুরু যদি বসত করে,
সেবাতত্ত্ব কি প্রকারে করিব বলো, গুরু হন পরমগতি আমার সম্বল,
কিসে তুষ্ট হবেন ইষ্ট না পড়ি যেন বিপাকে।।

গুরু যদি হলেন স্বামী নারী কি ত্যাগ করবে স্বামী,
সেকথা জিজ্ঞাসি আমি, তোমার কাছেতে,
এ সন্দ বেঁধেছে সখী আমার মনেতে।
কি করিতে কি করিব, শেষে কি যাব নরকে।।
গুরুর অন্ন মান্য করে, তক্ত যদি গ্রহণ করে, সদাচার কি কদাচারে,
খাবে সেই প্রসাদ, বলো সখী মন খুলে পুরাও মনোসাধ।।
গুরু-পদ-রজ-জলে হাউড়ে যেন ডুবে থাকে।।

(৩৩)

প্রাণসখী, বলি আজ আমি যে তোমায়।।
শ্রীগুরু হন কল্পতরু, অনাদি আদি দয়াময়।।
আনন্দময় প্রেমসিন্ধু সদা উথলয়, অভেদ স্বরূপে রূপে সবেতে সত্যতাময়।।
শুধালে আমারে কথা, গুরু ভজে যাব কোথা,
নিত্যধাম আছে যথা, এই তো প্রমাণ, দিবারাতি নাহি তথা চির দীপ্তমান।।
অহিংসা পরম ধর্ম, পরম আশ্রয়।।
গুরুর আছে গৃহদ্বার, জিজ্ঞাসিয়ে পুনর্বার, চিন্তামণি গৃহ তার, জ্ঞানে ভাবিবে,
বৃক্ষ আদি কল্পবৃক্ষ জ্ঞান করিবে, দৈত্য আদিত্যগণ ব্রহ্মা বিষ্ণু মঙ্গলচয়।।
স্বগ্রামে কি অন্য স্থানে যদি বসত হয় সেখানে,
ত্রিসন্ধ্যা গুরুর কারণে, থাকিবে ভক্ত।।
সেবা ভক্তি শ্রদ্ধা আদি হবে অনুরক্ত, গুরু তুষ্টে জগৎ তুষ্ট শত্রুমিত্র সমতা পায়।।
গুরু হলেন জগৎস্বামী উর্দ্ধরতি করো তুমি, তিনি সব অর্ন্তযামী, রসিকশেখর।।
পতির পতিত্ব জ্ঞানে সতীত্ব তৎপর,
অকাম রমণ তার উর্দ্ধগতি এই সমাশ্রয়।।
জগৎ সম্বন্ধে ভর্ত্তা, ভরণ-পোষণ কর্ত্তা, অধঃরতি কামসত্ত্বা এই তো, বচন,
বীর্য্যধামে জীবের স্থিতি পুত্রাদি কারণ।।
সত্ত্বগুণে গুণান্বিত, কামেতে মোহিত মায়ায়।।
পতির সঙ্গে পতির পতির যোগে, তত্ত্ব রেখে অনুরাগে,
প্রেমভোগে করো সুযোগ সুধীর সৎভাবে,
পতি ত্যাগ হবে না তোমার ধর্ম যে রবে।।
পতি গুরু সমতুল্য মনেপ্রাণে ভেবো নিশ্চয়।।
গুরু-অন্ন সুধাজ্ঞানে, নির্বিকার হয়ে কায়মনে,
ভালো মন্দ স্থানাস্থানে নাহিকো বিচার,
প্রাপ্তি মাত্র ভোক্তব্বং এইতো সারাৎসার।।
হাউড়ে বলে গুরুপদ ভাবলে ঘোচে শমন ভয়।।

(৩৪)

বলো বলো, কি শুনালে মধুর বাণী।।
গুরুপতির তত্ত্বকথায় জুড়ালো মোর তাপিত প্রাণী।।
গুরুর সর্বোপরি ধাম, সেখানে নাই সামান্য কাম,
গুরু ব্রহ্ম আত্মারাম, সবেতে স্থিতি, গুরু হন সকল জীবের জীবনের গতি।।
দেখা রূপ কেমনে দেখি সর্বআত্মা রূপে তিনি।।
গুরু বলেন ধর্মমতে, থেকো সাধুর সঙ্গে সাথে, তত্ত্ব পাবে বিশেষ মতে,
তাহার কাছেতে, গুরুভক্তি সাধুর উক্তি সখীভাব তাতে।।
কি জাতি কোন ধর্মে মতি, স্মরণ লব কি ভাব জানি।।
ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লয়ে, শূদ্রের কাছে শিক্ষা লয়ে,
আচার বিচার করে গিয়ে অনেকে দেখি,
কহ মোরে তার ফলাফল শুধাই গো সখী।।
কি গতি হইবে তার খুলে বলো প্রাণসজনী।।
গুরুকে করি অমান্য, শিষ্য যদি ভজে অন্য, হতে কি পারে গণ্য,
ধর্মমতেতে, সে শিষ্য কি তরবে সিন্ধু বন্ধু ভাবেতে।।
বলো সখী তত্ত্ব খুলে, প্রাপ্তি হবে কি শুনি।।
তুমি সতী জানো পতি, সতীর সেবা কেবল পতি,
রতিভ্রষ্টা নারীর গতি কেমন হবে, জিজ্ঞাসি তোমারে আমি কহিতে হবে।।
হাউড়ে বলে দিন ফুরালো, যাবার সময় টানাটানি।।

(৩৫)

শুনে ধ্বনি, মনে হল মনের কথা।।
তোমা ভিন্ন এ অধীনের কে ঘুচাবে মনের ব্যথা।।
শ্রীগুরুর চরণামৃত বলো সখা তাহার তত্ত্ব, জানি না আমি মাহাত্ম্য,
কিবা ফলাফল, কি প্রকার করিব ধারণ পদাচিত জল।।
জানি না আমি তার মর্ম ধরেছি এ দেহ বৃথা।।
সাধুর লক্ষণখানি, ধর্ম লবে মর্ম জানি, এক্ষণে বলো তুমি ভক্তেরি লক্ষণ,
কি ভাবে ভারিবে ভক্ত শ্রীগুরুর চরণ,
ভক্তি যুক্তি কি প্রকার তার, অশান্ত কি তত্ত্বজ্ঞাতা।।
গুরু ইষ্ট সাধু তিনে, এক মূর্তি ভেবে মনে, অনেকে বলে শুনি এই কথা,
ভিন্ন জাতি ভিন্ন মূর্তি কিসে করি সমতা।।
এ ঘটনা কেমনে, কিসে বা হবে ঐক্যতা।।
গুরুর দেহ গুরুর প্রাণ, কেমনে করিব দান,
সখীরূপে সাধু প্রমাণ কহিলে তুমি,
কিরূপে করিব প্রণাম বলো সই আমি।।
জন্মের মতন গুরুর পদে সঁপেছি সই স্বীয় মাথা।।
শূদ্র সাধু গৃহী যেজন, তার কাছে পাইয়ে সাধন,
যাজন করেন ব্রাহ্মণ ভক্তিতে দেখি, উত্তম হয়ে অধমে যায় কেমন গো সখী।।
প্রসাদ অন্ন করে মান্য, দেখতে পাই ঐ যথা তথা।।
গুরুর সঙ্গে ব্যবসা করে, ক্রয় বিক্রয় উভয় করে,
ঋণ দেয় ঋণ গ্রহণ করে যদ্যপি ভক্ত,
অপরাধ কি হতে পারে করো তার উক্ত।।
তুমি আমার নয়নের নয়ন, প্রাণের প্রাণ পতিব্রতা।।
ব্রহ্মস্য ব্রাহ্মণগতি, শাস্ত্রেতে আছে ভারতী,
নীচেতে কর্মপ্রবৃত্তি ঘটায় কি প্রকার,
গুরুতে সম্পূর্ণ রতি থাকে নাকো আর।।
হাউড়ে বলে ভ্রষ্টা নারীর পতির প্রতি রতি কোথা।।

(৩৬)

তুমি আমার, সুধা-শিখরিণী।।
কি দিয়ে তুষিব তোমায়, তুমি গুরুভক্তি ধনের ধনী।।
শ্রীগুরুর চরণামৃত, তার গুণ আর বলব কত,
এক মুখ বিধির নির্মিত ধরেছি সবে,
পঞ্চমুখে বলতে নারেন মহাদেব ভেবে।।
অনন্তমুখে অন্ত পায় না ভেবে গুণের সীমাখানি।।
শুভাশুভ যত কর্ম, জানিত পাপ অধর্ম,
সংসারে পুনঃজন্ম হবে না কভু, গুরু হন সকলের ইষ্ট শ্রেষ্ঠ প্রভু।।
গুরুর পদার্চিত জলে ত্রিকোটি দেবতা শুচি শুনো বলি তাহার প্রমাণ,
ত্রিসন্ধ্যা করিবে পান, অগ্রে করিবে প্রণাম
দৃষ্ট করিয়ে মস্তকে পর্পিয়া পশ্চাৎপদ বিধায়ে।।
গুরুর পদরজঃ জলে, রয়েছে সর্ব তীর্থাদি
শান্ত বিনীত সুন্দর, শুদ্ধ আত্মা কলেবর,
শ্রদ্ধার ধারণাধর ক্ষমাবান প্রাজ্ঞ, সচ্চরিত্র কুলীনশ্চ ভক্তিযোগ্য।।
নিশ্চলা শুদ্ধ সৎমতি, স্বভাবেতে কাঙালিনী গুরু ইষ্ট সাধু তিনে,
এক ভাবনা হয় কেমনে, ভিন্ন হয় যেখানে,
তিনে তিন রতি সম্বন্ধে ভেদাভেদ আছে সুযুক্তি।।
একে নিষ্ঠা দুয়ে ভ্রষ্টা, শুনো আমার কাহিনী।।
এক নারীর যদি তিন পতি, মন থাকে কারু প্রতি,
সতীর কেবল পতিভক্তি অন্যে বোঝেনি
কুৎসিৎ কদাকার পতি সতী ছাড়ে না।।
গুরু পতি ভাব ভাবিনী, প্রেমেতে হয় পাগলিনী।।
গুরুর সে গুরুর প্রাণ, গুরুকে করিবে দান,
গুরু তোমার কুলমান গুরু রসময়ী,
নির্জনে দুজনে আজকে মনের কথা,
কই যথা তথা করবে প্রণাম, ভেবে গুরুর মূর্তিখানি।।
শূদ্র যদি সাধু হয়, তার অন্ন কভু মান্য নয়, সর্ব ধর্ম বিনাশ হয়, শাস্ত্রেতে লেখে,
শক্তি ভক্তের পক্ষে নিষেধ বলি তোমাকে।।
সৎসঙ্গে সৎ স্বভাব ধরে, সাধিবে দিবারজনী।।
গুরুর সঙ্গে ব্যবসা করে, সেজনা পড়িবে ফেরে, গুরুকে ঋণ দিলে পরে,
সে নহে মুক্ত, মন বেগ না ঘটে গুরুর এ কথা শক্ত,
গুরুর বস্ত্র অলঙ্কার, ধারণ না করেন জ্ঞানী।।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণে গতি, ব্রহ্মণ্য দেব যাতে স্থিতি,
কহিলাম তোমায় সম্প্রতি মনেরি কথা,
অপরাধ না হয় যেন গুরুর স্থান যথা।।
হাউড়ে বলে সাবধান হলে, বিনাশ নাই তার মনে গণি।

(৩৭)

প্রেমরসের গাছে রস আছে চেনে রসিকজনা।।
রসিকের তরে, সুধাগুণ ধরে, তুমি চোট দিলে গাছে রস পাবে না।।
না বুঝে তার আগাগোড়া, কোমরেতে বেঁধে দড়া,
উঠতে চাও মন এ কেমন ধারা।।
ওরে ঝোড়াগাছ তুই ঝুড়বি কোথা, ব্যথা দিলে পাবি ব্যথা,
ব্যথায় ব্যথী যে জন হবে, সময় বুঝে লবে, নিবে দিবে খাবে, ভেদ রবে না।।
চৌষট্টি রস আছে পোরা, তিন ধারে হয় চলাফেরা,
একটি নলে তিনটি মুখ জোড়া।।
রস সাদা রাঙা রঙে সবুজ, নীলে কর অত্যন্ত বুঝো,
সে রস করিসনিরে ঘোলা, সময় হলে ফলা, হেলায় বেলা বয়ে যায় দেখ না।।
আছে অন্তরে নলিন মোলাম, নলিনের পথ আগেতে জান,
ভাঁড় বাঁধা নয় মুখ দিয়ে টান।।
ও তোর তলগড়ার রস তলায় আছে,
দেহঘড়া বাঁধ তার কাছে, কেন কাটবি গিয়ে গলা,
আছে তলার মুখ তার খোলা, সময়ে ফলা ও রস কলমে নেনা।।
আর কেন তুই করবি কষ্ট, জিরেন রস হয় বড়োই মিষ্ট,
পক্ষান্তরে হয় তারে দৃষ্ট।
গাছকে যতন করে জড়িয়ে ধর, পাবে সে রস সুধার তার,
হবে ভূপতি এই দেহে, দেহে দেহে দেহ কোরো না সন্দেহ করি মানা।।
চারাগাছ জগতে আছে, চাড়া দিয়ে যেও না কাছে,
মাতারসে ঘেরে তার পাছে।
দেখ প্রধান সাধক ধীরে ধীরে, চন্দবিন্দু গুরুর কাছে ধরে,
ও তায় প্রসাদ হলে পরে হাউড়ে এইবারে অধর দিয়ে ও তুই ধরে খানা।।

(৩৮)

মরা গুরু জ্যান্ত গুরু দুই জনা দুই পারে আছে।।
আসা যাওয়ার মধ্যে যারা তাদের ভাই ভরসা মিছে।।
গুরু গুরু সবাই বলে, তার দেখা ভাই কোথায় মেলে,
থাকে সে সহস্র দলে, রূপে মিশেছে।।
ভাবতে হয় চিদানন্দ, অমনি প্রকাশ সচ্চিদানন্দ,
তখন ভক্ত সদানন্দ মৃত্যু হরণ সে করেছে।।
জন্ম জরা মৃত্যু হরা, তাদের ভাব বেদ বিধি ছাড়া,
নয়নেতে রেখে পারা, সকল দেখিছে।।
পিতার যোনি মায়ের লিঙ্গ, এই নিয়ে ভাই করো রঙ্গ,
গুরু শিষ্য একই অঙ্গ, সঙ্গভাব সঙ্গে রয়েছে।।
দেখ দেখি অন্তরের ভাব, বাস্তু ছেড়ে বস্তু হয় লাভ,
সঙ্গের সঙ্গী প্রকৃতি ভাব, স্বদেশে রয়েছে।।
আপন যোনি পুত্রে দিয়ে, মাতৃযোনি আপনি লয়ে,
সেই রঙেতে রং মিশায়ে মৃত্যু হরণ মৃত্যুর কাছে।।
ভুভার হরণ ভুভার কারণ, ইচ্ছা হয় গুরু সেইজন,
আমি যেমন তিনি তেমন, ভিন্ন নয় কাছে।।
এই কথা হাউড়ে কহে বাপের অন্তে মায়ের বিয়ে,
আমি তখন নয় বছরের বিয়ে দেখি বসে কাছে।।

(৩৯)

মাকে ছুঁয়ে পুত্র মরে জননী জনকালয়ে।।
রসিক জানে তারার সন্ধান, পিতৃরসে প্রবেশিয়ে।।

হস্ত পদ হীন সদা, রূপ রসেতে সে রস বাঁধা,
মিশে আছে খোদ সে খোদা, দেখ না চেয়ে।।
রস রতি উৎপত্তি হাওয়া, আশমানি ফল মূল বসায়া,
যোগে যাগে আসা যাওয়া,
বিচ আদি বিচ মূল ধরিয়ে।।
মূলের বিচ হয় বিচের শেষে, কালে সেই বিচ ভালে বসে,
মূল হতে ফল জন্মায় শেষে, রসের যোগ পেয়ে।।
মা হতে জন্মায় পিতা, পুত্র হতে জন্মায় মাতা এ সকল আজগুবি কথা,
দিলদরিয়ায় খোঁজ গিয়ে।।
মূলের ভিতর ফল হয় যখন, মায়ে ছুঁলে পুত্র
তখন অনা'সে সেই হবে মরণ ফাঁদে পড়িয়ে।।
ফুলেতে ফল সঞ্চারে, দ্বাদশ অন্তে ফল ধরে,
ফুল থাকে সাধন করে, ধন্য গুরু চেতন দিয়ে।।
বুঝে নাও অন্তরের মাঝে, লাল নীল শ্বেত সবুজে,
উদিত মুদিত রজে, ব্রহ্মাণ্ড লয়ে।।
হাউড়ে বলে নিগূঢ় কথা জানো মায়ের প্রসব ব্যথা,
আগে ঘুচাও হেথা সেথা জন্মদাতার পিত্রালয়ে।।

(৪০)

মনেপ্রাণে নয়ন তিনে ঐক্য যার হবে।।
দেখো লক্ষ্য বেঁধার মতন লক্ষ্য, ব্রহ্মরূপ দেখতে পাবে।।
পুরকেতে বায়ু যার চলে, অধঃ উর্দ্ধ গতি বিধি যায় দলে দলে,
ঐ যে হাওয়ার মনে গেলে পরে মূলে ফুলে মিশিবে।।
মৃণালপদ্ম হাওয়ার গতি, ত্রিগুণ ধারিণীশক্তি যথায় বসতি।।
তারে জাগালে যোগ নিদ্রা সাধ্য ধন বাধ্য হয় তবে
দ্বার পারাপার দাম দামোদরে উর্দ্ধেতে হইবে গতি দ্বিদল পরে,
তবে হবে দৃষ্ট প্রণব পষ্ট, ঘুচবে কষ্ট তাই ভেবে।।
লাল জরদ সবুজ আর সাদা রকম রকম দেখবি সে রং বলি সর্বদা।।
ঐ যে চাঁদের সুধাপদ্মের মধু, সাধনে সাধু খাবে।।
হাউড়ে বলে স্বরূপ অন্তরে, খেলছে সে রূপ অতি মনোহর নেহারের ঘরে।।
যেজন একবার দেখে, উপর চোখে অন্ধকার তার ঘুচিবে।।

(৪১)

একি অসম্ভব, পিতার পেটে ছেলেরি উদ্ভব।।
আবার শুক্ররূপে প্রবেশ করে, পুত্ররূপেতে আসব।।
নাভিদলেতে সংযোগ, মাতৃনাভিতে যোগ, নাভিছিদ্রে মৃণালেতে আছে যোগাযোগ।।
ও তার তৃতীয় পারে চিন্তামণি, বিরাজে তাহে কেশব।।
এলাম অমাবস্যাতে, যাব পূর্ণ তিথিতে,
মাঝখানে এক গোলেতে গোল মাতৃগর্ভেতে।।
নীল চন্দ্র পীত চন্দ্র চন্দ্রে চন্দ্র হয় সম্ভব।।
পিতৃবিয়োগকালে, আমি বসে সেই কালে,
পুত্র প্রসব করিলে, মাতা দেখি অকালে।।
আবার কাল মরেছে রতির ঘরে, একি দেখি কার্য্য সব।।
হাউড়ে বলে এই বাণী, আসি তৃতীয়ায় সুখ জানি,
ভগ্নির ঘরে যেতে অগ্নি আছে নিশানি।।
আবার দেবাদেবীর ভাব ঐ ছেড়ে, কামকে করো নীরব।।

(৪২)

এমন দয়াল আর নাই শ্রীচৈতন্য ভিন্ন।।
রাধারূপে, প্রেমস্বরূপে, স্বরূপরূপে রূপাচ্ছন্ন।।
নামরূপেতে জগৎ শান্তি, স্বর্ণ জিনি জিনি কান্তি,
ঘুচাইতে জীবের ভ্রান্তি, বাঞ্ছা পরিপূর্ণ।।
বলে হরি, বলায় হরি দেখো হরির এত দৈন্য কে আর আছে, ভুবনমাঝে
গৌর কাছে বন্ধু অন্য স্বীয় ভক্তে ভক্তিদানে, স্বভক্তি ধন বিতরণে,
আপনি মগ্ন আপন ধনে হয়ে প্রীতিপূর্ণ প্রেমাভাসে,
ভাব প্রকাশে, উজল রসে সদা মগ্ন,
মধুর তারে, মধুর দ্বারে, মধুর ভাবে ভাবাকীর্ণ।।
ব্রজের সম্পত্তি ধন করিবারে আস্বাদন,
ভাবে গোপীর ভাবগ্রহণ, করিলেন সেই জন্য।।
শচীর গর্ভে, কলির পূর্বে তনু খর্বে বিশ্ব ধন্য,
পাপীর পাপে, মনস্তাপে, নবদ্বীপে অবতীর্ণ।।
ছলে সঙ্কীর্তন আরম্ভ, ঘুচাতে পাষণ্ডের দম্ভ,
অশ্রু পুলকে স্বেদ কম্প, হরষাদি ভাব বিবর্ণ।।
রাধার তত্ত্ব, রসে মত্ত, হলেন যুক্ত, শ্যাম হেমবর্ণ ;
চরণতরী, দিলে তরী, হাউড়ের তরী হল জীর্ণ।।

(৪৩)

হরি কোন দেবতা থাকেন কোথা, জানতে তাই ইচ্ছা করি।।
হরির বরণ কেমন, গঠন কেমন, কিবা রূপের মাধুরী।।
তিনি কি নিরঞ্জন কি, নারায়ণ কি ব্রহ্মা কি ত্রিপুরারি।।
হরির আহার বা কি, বিহার বা কি, কোথায় ও তার ঘরবাড়ি।।
তিনি নর কি পশু, কিম্বা শিশু, আশুতোষ কি নামধারী।।
তিনি সত্য কি, নিত্য পদার্থ, তত্ত্বভাব বুঝতে নারি।।
তিনি কি কালী তারা, ভয়ঙ্করা পরাৎপরা কি ঈশ্বরী।।
তিনি শক্তি কি ঐ মহাশক্তি, যুক্তি উক্তি তাই করি।।
তিনি কি রাধাকান্ত, কি অশান্ত, কৃতান্তদমনকারী।।
তিনি চোর কি সাধু, পূর্ণ বিধু, নিতাই কি গৌরহরি।।
তিনি কি যিশু ইশু অষ্ট বসু, গৃহী কি বনচারী।।
তিনি রাম কি রহিম, আল্লা করিম, কোন রূপে অবতরি।।
কলিতে গুরু শিষ্য, ভাব প্রকাশ্য, সেইরূপে কি রূপ ধরি।।
হাউড়ে বলে ভ্রমে ভব ক্রমে, কোন নামে জীব যায় তরি।।

(৪৪)

আপনি অধর নাহি হলে, অধর মানুষ ধরবি কিসে।।
ধরায় ধরা মিশাও ধরা, তারায় তারা যাবে মিশে।।
শিকড় নাই জমিনে পাতা, ফুলের উপর মৃণাল গাঁথা,

শিষ্যের পায়ে অক্ষয় মাথা রয়েছে মিশে।।
আকৃতি প্রকৃতির দ্বারে, রজরূপা প্রেমাধারে,
চৈতন্যের ঐ স্কন্ধে চড়ে, নিত্যানন্দ যায় স্বদেশে।।
এ কিরে ভাই আজব লীলে, না জন্মাতে গর্ভে ছেলে,
অদ্বৈত পরে সেই স্থলে, অনন্তরূপে।।
মাতৃগর্ভে করে রমণ, পিতৃভাগ্য লয়ে মদন,
অযোনিতে রতি ক্ষেপণ পতি কাঁদে সতী হাসে।।
হয় নয় ছয়ে রয়, সাধনে করো নির্ণয়, একা নারী পতিদ্বয় রয়েছে বসে।।
গোঁসাই প্রহ্লাদচাঁদে ভণে, হাউড়ে যন্ত্রের পূর্ব কোণে,
অপরাজিত পুষ্পবনে, গৌর বলে যায়রে ভেসে।।

(৪৫)

(তেমন) যুগল পিরীত কই।।
বিনা রাধা অঙ্গ বই ছিলেন ত্রিপুরারি, প্রেমের অধিকারী,
সঙ্গে লয়ে নারী, হলেন শমন জয়ী।।
আর পিরীতি করেছিল বিদ্যাপতি,
দৈবযোগে কৃপা করেন ভগবতী, কহিলেন তাহারে।।
বাছা শোনো প্রেম-প্রসঙ্গ, লছিমায়ের অঙ্গ, জেনে করো সঙ্গ, আজ্ঞা দিলাম ঐ।।
লছি মা যুবতী, গুণে গুণবতী, সহজ প্রেমে বন্দি ছিলেন বিদ্যাপতি,
অতি গোপনে।।
চোর অপবাদ ছলে, মরে পরিজন শূলে, সে পিরীত কই মেলে, বুঝে দেখো সই।।
চণ্ডীদাস আর তারা রজকিনী, অপূর্ব সে প্রেম সাধুর মুখে শুনে,
সে পিরীতি এখন কই।।
যদি হঠাৎ কারে কেহ, দান করে দেহ, ব্রজে যাবে সে হয়ে রসময়ী।।
নারী হয়ে নারীসঙ্গ করো ভাই, গোপনেতে সেধে কাছে রেখে খাই,
যাতে হয় সে সার।।
দেখো অসারে সার মেলে, এমত ভাব ঘটিলে,
হাউড়ে এই বলে আমার হল কই।।

(৪৬)

কেবা জাগে কেবা ঘুমায় করো তাহার নিরূপণ।।
এ দুয়ের উৎপত্তি কোথায় কে দিলে তাহার জনম।।
যোগাযোগে নিদ্রা গেলে, তুমি থাকো কোন মহলে,
অচৈতন্য দেহ হলে কেবা থাকে স্বচেতন।।
থাকতে দেহে যুগল আঁখি, কেন নয়ন মুদে থাকি,
দৃষ্টিহারা হয়ে থাকি কিসেরি কারণ।।
ইন্দ্রিয়গণ কোথায় থাকে, স্বপ্ন দেখায় কেবা তোকে,
রিপু বপু ঐকান্তিতে, কোথায় আনন্দ মদন।।
নিদ্রা গেলে আকর্ষণে গৃহে কিম্বা থাকি বনে,
জানিতে পারিনে কেনে, আপন জীবন।।
অর্থ ধন গৃহে থুয়ে দ্বারাপুত্র সঙ্গে লয়ে একত্রেতে থাকি শুয়ে,
নিদ্রাকালে না হয় স্মরণ।।
অবাক্য হয় নিদ্রায় থেকে, স্বপ্নবাক্য কহে বা কে,
অচৈতন্য করে রাখে সেই বা কোন জন।।
নিশ্বাস নাসিকা পথে, চলে মাত্র আপনা হতে,
বুঝতে হবে সাধন মতে, অসাধ্য দেহেরি গঠন।।
অচৈতন্য থাকলে পড়ে, অন্য জনার সমাচারে,
অমনি চেতন ঘরে পরে, হয় তো সর্বজন।।
আত্মা পরমহংস বলে, সামান্য ভাব বিশেষ কালে,
কোথায় যায় সব ফলাফলে, হাউড়ের যখন হবে মরণ।।

(৪৭)

চেতন হয়ে দেহের মাঝে দেখ না রে মন।।
কোথায় ও তোর বারামখানা কোথায় সনাতন।।
ও তোর সহস্রারে কেবা থাকে, ও তুই ঘরে বাহিরে ডাকিস কাকে,
কেবা মন্ত্র দেয় রে তাকে, কর নিরূপণ।।
কোথায় পঞ্চভূতের স্থিতি, তারা কোনখানে করে বসতি,
পুরুষ কি তারা প্রকৃতি, কিবা রূপ গঠন।।
দশ ইন্দ্রিয় দশস্থানে, তারা বিরাজ করে কোন কোন স্থানে
যুক্ত থাকে কাহার সনে বল না এখন।।
দেহের মধ্যে ন'টা দ্বারে, কোন দ্বারে কে চলে ফেরে,
কোন দ্বারেতে কেবা ঝরে, সে বস্তু কেমন।।
কোথায় ছিলি কোথায় এলি, কি রূপে এই দেহ পেলি,
কিসে হল পদ্মের কলি, মৃণালে মিলন।।
যেদিনে দেহ সূচনা, শোণিত কমল আর ফোটে না,
মুদিত হলে প্রাণ বাঁচে না, হাউড়ে কয় বচন।।

(৪৮)

নয়নে জ্ঞানাঞ্জন দিয়ে চেয়ে দেখ না।।
দ্বিদলেতে মনের বসত হয় বারামখানা।।
গুরু থাকে সহস্রারে, তিনি সদা খেলেন ঘরে বাহিরে,
দৃষ্ট গুরু নিষ্ঠা করে হয় উপাসনা।।
কর্ণ জিহ্বা নাসিকা নয়ন, পঞ্চগুণে রয় পঞ্চজন,
স্বর্গ পৃথি জল আগুন আছে পাঁচ জনা।।
ধুম্রবর্ণ আকাশ যে হয়, নীলবর্ণ বায়ু আছয়,
তেজ রূপ অগ্নি নিচয় ধরা পীতবর্ণা।।
পঞ্চভূতের যোগাযোগে, ইন্দ্রিয়গণ রয় সে যোগে,
পঞ্চে পঞ্চ বঞ্চে যোগে, দশ দশ জনা
দশ জন দশ দ্বারে ফোরে, নাভিপদ্মের মূল দুয়ারে,
সেইখানে রয়েছে বসে ত্রিনয়না।
ছিলাম যখন পিতার শিরে, অন্তর যোনির ভিতরে,
বাহ্য যোনি গর্ভ ধরে, দেহ স্থাপনা।
যেদিন হল বিন্দু পতন, কমল মুদিত হয় সে তখন,
হাউড়ে বলে এই তো বচন, বুঝে দেখ না।

জালাল শাহ

নিগূঢ় তত্ত্ব ১

নিকটের বন্ধু তুমি, তোমার মতো নাই আপন,
ভুলে পড়ে ভুলে গেছি স্মরণ হয় না জন্ম মরণ।।
তোমার মতো এত কাছে, পৃথিবীতে কেবা আছে,
আছাড় খেয়ে শিশু বাঁচে, দেখে অবাক হই তখন।।
নিশ্বাসের বায়ু যত কিনে যদি আনতে হত,
ধনরত্নে না কুলাইত, এমন সস্তা নাই কোনো ধন।।
তুমি তাতে আছো বলে মহাপ্রাণ করে দিলে,
বিচার করলে জগৎমূলে, হয় না যে তার মূল পূরণ।।
জানি না কোন মায়ায় পড়ে, রাখলে এত আদর করে,
বিনিময়ে কি দিব তোরে কাঁদতেছে জালালের প্রাণ।।

নিগূঢ় তত্ত্ব ২

একদিন যেন হয়গো দেখা,
তুমি আমি দুজন ভিন্ন ভালো নয় কেউ সঙ্গে থাকা।।
খুলিয়া হৃদয়ের দ্বার, দেখাইব ছবি তোমার।।
নীচে আবার তুই বঁধুয়ার, সোনার জলে নামটি লেখা।।
দেখলেই তখন বুঝবে পয়া কত না যতন করিয়া।।
তোমার চাঁদমুখ চাহিয়া কাঁদি কত বসে এক।।
তব প্রেমের বালাই নিয়ে জালালকে তোমারে দিয়ে।।
যাব আমি বিদায় হয়ে, নিয়ে মাত্র স্মৃতিরেখা।।

নিগূঢ় তত্ত্ব ৩

নিত্য নতুন ভাবে, দেখিতেছি এই ভবে,
যখন যে ভাবে ডুবে আমার মন।।
সাকার কি নিরাকার, করি না সেই বিচার
যখন ধরো যে আকার, তাতেই ডুবে মন।।
রসের নাগরী রূপের মাধুরী, পূর্ণ পুরাতন হরি নিত্যই যে নতুন।।
করেছ কৌশল কাণ্ড, খণ্ডে খণ্ডে অখণ্ড,
এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ইচ্ছাতেই গঠন।।
কে বুঝে তোমার মর্ম পিশাচেতে পাপকর্ম,
ধার্মিকের কাছে ধর্ম করো উপার্জন।।

নিগূঢ় তত্ত্ব ৪

কে তারে খুঁজিয়ে পাবে অনন্তে মিশিয়া যাবে,
পঞ্চভূত আত্মা ভবে, যত কিছু হয়।।
রূপময় যত কায়া সকলি স্বরূপের ছায়া
যত ভেল্কি মায়া হয়ে যাবে লয়।।
নব অনুরাগে, আপন হতে জাগে
কর্মফল এসে ভুগে, দিতে পরিচয়।।
প্রবল বায়ুর চোটে সাগরে তরঙ্গ উঠে।।
লাগিলে বিপুল তটে চিহ্ন নাহি রয়।।
তুমি আমি সমুদয়, লুপ্ত বিকাশ তেমনি হয়।।
যোগের সংখ্যা বিয়োগেতে শুধু শূন্যময়।।
লীলাময়ের লীলার ফেরে, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে,
অরূপে স্বরূপে শুধু একই দয়াময়।।
জালালুদ্দিন বলে, এবার চলে গেলে।।
বাহ্যলীলা আর যেন দেখিতে না হয়।।

নিগূঢ় তত্ত্ব ৫

চিনগে মানুষ ধরে --
মানুষ দিয়ে মানুষ বানাইয়া সাঁই মানুষে খেলা করে।।
কি যে দিব তার তুলনা, কায়া ভিন্ন প্রমাণ হয় না।।
পশু, পাখি, জীব আদি যত এ সংসারে,
দুইটি ভাণ্ডের দিয়া অষ্ট জিনিস গড়ে।।
তার ভিতরে নিজে গিয়ে আত্মারূপে বিরাজ করে।।
মায়াসুতোয় জাল বুনায়ে প্রেমের ঘরে ভাব জাগায়ে,
প্রাণেতে প্রাণ মিশাইয়ে রহে জগৎজুড়ে,
নবরঙ্গে ফুল ফুটিলে ভ্রমর আসে উড়ে
ফুলের মধু দেখতে সাদা আপনি খেয়ে উদর ভরে।।
সমুখ গিয়ে দেখ চেয়ে, পুরুষ নহে সবাই মেয়ে,
থাকবে যদি পুরুষ হয়ে চল ভেদ বিচারে;
একটি পুরুষ নিজ সুরাতে জগৎমাঝে ঘুরে --
লক্ষ নারীর মন যোগায়ে প্রেমের মরা আপনি মরে।।

নিগূঢ় তত্ত্ব ৬

কর-পরশনে যেমন বেজে উঠে তার,
মম হৃদিযন্ত্র বাজে তেমনি পরশে তোমার।।
ছুটিছে মলয়, গাইছে কোকিল, স্থাবর জঙ্গল অনল অনিল,
একই তালে ধরিয়ে জিল, আকাশ পাতাল পিছনে আর।।
যে সুরে সই ভুবন ছাওয়া, যে রাগিনী হয় না গাওয়া,
সার হয়েছে তরী বাওয়া, অকুলে না পেয়ে কিনারা।
এক চাবিতে জন্মের মতো, ঘুরছে ঘড়ির কাঁটা যত।।
গোপন থেকে চোরের মতো, সদাই দিতেছ হে ঝঙ্কার।।
কখন কাঁন্দি, আবার হাসি, যতই ডুবি ততই ভাসি।।
জানতে গেলেই গলায় ফাঁসি, এ তোমার ভুল নহিলে অবিচার।।
ভেবে কয় জালালুদ্দিন, এমন দিন গিয়েছে একদিন,
আছ কি নাই ভাবতে গিয়ে করতাম সোজা অস্বীকার।।

নিগূঢ় তত্ত্ব ৭

ভাব বিনে কি ভাবের মানুষ ধরতে পারা যায়।।
অচেনা এক ভাবের পাখি হৃদাকাশে উড়ছে সদাই।।
প্রেমময়ের প্রেমমুখ দেখবার আশে কতই দুঃখ
স্থূলজগতে হইল সুক্ষ্ম তাই সে চেনা বিষম দায়।।
ভাবেতে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বিশ্বব্যাপী একটি তারে
প্রাণের কথা ধীরে ধীরে কানের কাছে কয়ে যায়।।
কাননে কুসুমকলি ঝরে ফুটে আসে অলি
রক্তজবা জুঁই চামেলি আপনার রঙ আপনি চায়।।
গিরি গুহায় বর্তমান আছে কত ভাবের পাষাণ
একজনেরই অনুসন্ধান করতেছে লতায় পাতায়।।
কেন জন্ম মৃত্যু হয় কয় জনে তার খবর লয়
গ্রহ তারা গগনময় মিটি মিটি কেন চায়।।
ভাবের সাগর গভীর ভারী সকলের ঘটে না পারি
প্রেমিকের ভাঙ্গা তরী বিনা বাতাসে উজান ধায়।।
ভাব-নদীতে জীবন ধারা চলছে ভাটি রয় না খাড়া
তেমনি করে যায় যে মারা বাহ্যলীলা ভুল দেখায়।।
জালাল কয় মোর ভাবের গোলা গুরু বিনে যায় না খোলা,
দুই চোখে পড়েছে ধুলা মন মজে না চরণসেবায়।।

নিগূঢ় তত্ত্ব ৮

কি দিব যে তার তুলনা এমন সুন্দর কে-বা আছে
জীবের জীবন হৃদয়মোহন সে বিনে কি পরাণ বাঁচে।।
রূপসিনী বলছে সদাই আমার মতো সুন্দরী নাই,
তুচ্ছ নারী রূপের বড়াই সামান্য এক ফুলের কাছে।।
অভিমানী ময়ূর পাখি আপনার বরণ দেখি,
পেখম ছেড়ে বলছে একি আমার মস্ত দোষ রয়েছে।।
চন্দ্রেতে কালিমারেখা তাও তো বটে ভাবছে একা
হয়তো চতুর নইলে বোকা যে আমাকে গড়িয়েছে।।
যায় যাব বিন্দুরূপের ছটায় ত্রিভুবনে সব দেখা যায়
পূর্ণ জ্যোতি কেমন বা হয় বিচার করে দেখ না পাছে।।
জালাল সেই রূপের নেশায় যেসব পন্থা খুঁজে বেড়ায়
কেউ যদি তা জানিতে পায় পাগল বলে উঠবে নেচে।।

নিগূঢ় তত্ত্ব ৯

কয়্যাছি দলিল হাদিস ফেকা কোরানের মাইনি কঠিন
বিশমিল্লা উনিশটি হরফ রয়েছে দোজখের জামিন।।
সাত খণ্ড দোজখের কাছে উনিশজন ফেরেস্তা আছে
'আউযুবিল্লা' বান্ধা আছে শয়তানে রেখেছে সাকিন।।
তার পরে 'ফতেহা' বলে পিছের কথা আগে বলে
'আলিফ-লাম-মিম' যোগে মিলে ইস্‌মে-আজম রয় বাতিন।।
জিবরাইলে ওহি নিয়া দিয়া গেল জবান খুলিয়া
অর্থ দেখ বিচারিয়া 'দুদাল্লিন-মোত্তাকিন',
'একরব বিশমে' যখন রয় ফয়েজ হাসিল তখন হয়
প্রাণের তারে কথা কয়, নায়েবে নবী-মোহাম্মেজরীন।।
নাজিল হল 'আর-রহমান' 'কারি আইরি তোকাজ্জেবান'
নারী পুরুষ 'লুলু-মারজান' ভাসতে আছে প্রতিদিন,
কহিতে গেলে কথার মূল মুনশি মোল্লা কয় বাতুল
নিরামবাই নামেরই ফুল ফুটিলেন হজরত 'ইয়াশিন'
'কোলহু আল্লা' 'কলিজাতে' হু-এখফা নাসিকাতে
কলিমা দিলের সাথে তখতে রাব্বেল আলামিন।।
জালাল কয় ভাব বুঝিয়া আপন কোরান লও পড়িয়া
মোমিন গেল কাফের হইয়া কহিত 'ওলা আল্লীন'।।

নিগূঢ় তত্ত্ব ১০

গাছতলাতে কবর হবে শুনো তো কই অবুঝ মন
যে গাছেতে খেলা করে কাটাইলে জীবন
গাছের নামটি আলোকলতা উপরে শিকড় নিচে পাতা
ফুল ধরে চার রঙে গাঁথা ফলে মধুর আস্বাদন।।
মা হল সেই গাছেরই মূল ডালে আল্লা ফুলে রসুল
পাতায় পাতায় শানে-নজুল তুমি আমি যত জনা
প্রাণবিহঙ্গে বাসা করে মাছ ধরে খায় রূপসাগরে
কখন উড়ে কখন পড়ে জাতের সঙ্গে আলাপন,
মিশিলে আকাশের গায়ে হুহু শব্দ শোনা যায়
চাইলে পরে ছুটে পালায় ধরা নাহি দেয় কখন।।
পাখি পরম সুখে আছে নিজের কবর নিজের কাছে,
পিঞ্জর বলে পাছে পাছে বিপাকে তার হয় নয়ন।।
তুমি তোমার হয়ে রবে গাছতলাতে দেখা হবে
জালালে কয় মিছা ভবে আসা যাওয়া কি বিড়াম্বন।।

নিগূঢ় তত্ত্ব ১১

বুঝিতে না পারি ওহে বংশীধারী কোন সুরে গাইব তোমার গান।।
যে রাগ ফুটে প্রাণের ভিতর, বাজে তিনটি তার
অস্ত্রে অস্ত্রে বিনা যন্ত্রে, দিতেছে ঝংকার,
কাশ্মীরা-কাওয়ালী আর, যদ-পুস্তা-মধ্যমান।।
মুখে নাহি ফুটে আমার সেই সুরের ধ্বনি
নিরলে তাই হৃদি মাঝে,বাজাই আপনি
আকুল হয়ে মনের মণি, ভাটি ছেড়ে চলে উজান।।
সে পাখিটি পিঞ্জরেতে, রাধা-কৃষ্ণ বলে
সেই তো আগে ছিল একদিন নিগূঢ় জঙ্গলে
দলের পাখি মিশতে দলে জাতীয়তার আছে টান।।
তোর লাগি যখন আমার, মন হয় উদাসী
কোরান পুরাণ খোলে তখন, কতই তালাশী;
জালালে কয় ঘুরে আসি স্বর্গ-পাতাল-জমি-আসমান।।

নিগূঢ় তত্ত্ব ১২

অতৃপ্ত আশায়, ঘুরিছে সদায়, অস্তিত্ববিহীন মানবের মন।।
কবে কার কি-বা হয়, না আছে নিশ্চয়,
একজনের হাতে বাঁধা, জীবন মরণ;
তবু আমার আমার নিত্যই ভাবিয়া সার,
পুষেছো হৃদয় মাঝে, কত আকিঞ্চন।।
করে মিছা মন্ত্রনা, সহিছ যন্ত্রণা,
ভব-দুঃখ তাই মোর হয় না বারণ;
ঘুরাইলে সুর বুঝিতে না পারো, কলুর বলদের মতো, সারাটি জীবন।।
পলকে সর্বনাশ, মিছা পরবাস
ঝংকারে নাচো, পুতুল যেমন;
মায়া-বেড়ী লইয়া, তিমিরে ডুবিয়া,
রয়েছো ভুলিয়া জালালের মন।।

নিগূঢ় তত্ত্ব ১৩

ঠিকই যেন মনটা একটা পাতলা টিন
ত্রি-তাপের তেজে তপ্ত, হয় যে কত নিশিদিন।।
ছাঁচের ভিতর ঢেলে গড়া, ত্রিকোণ আকৃতি করা,
উপরে তার গিল্টি ধরা, বটে অনেক দিনের প্রাচীন,
দেখতে সত্যই দেখায় ভালো, এদিক সাদা সেদিক কালো
বের হয়ে না আসে আলো, ভেদকারীর এমন কঠিন।।
বিশ্বনাথের স্মরণ হলে, ননী সম সহজেই গলে,
যেমনি গলে তেমনি চলে, থেকে মাত্র পলক দু-তিন;
যখন থাকে নিদ্রার কোলে তাপানুতাপ সবাই ভুলে,
কে না জানি কপাট খোলে রং মেখে যায় স্থিতিবিহীন।।
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ-আশা, হৃদয় টিনে দিয়ে বাসা
কাজের কিছু নাই খোলশা, ময়লাতে হয়েছে মলিন;
হাসিটি ফুরাই যায় আগে, অমনি আবার কানতে লাগে
স্থিরভাবে না কভু জানে দীনদুনিয়া যার অধীন।।
তুমি আমি যত হই এই ভাব ছাড়া আর কেহ নই
কেন এলেম ছিলেম বা কই, বুঝতে বুঝতেই গেল দিন।
নিরস ধাতুর প্রাণটি গড়া, আরো কত মরচে ধরা,
তাইতো হয় সাধন করা, ভাব বুঝে কয় জালালউদ্দিন।।

নিগূঢ় তত্ত্ব ১৪

কোন পরাণে বলব আমি, বঁধু তোমায় ভালোবাসি;
সাগর হতে একটি বিন্দু, তার চেয়ে যে আরো বেশি।।
পর্বতের গায়ে পিপীলিকা, পূর্বমুখে দীপশিখা,
পূর্ণিমায় জোনাকি পোকা, কে দেখে তার রূপরাশি।।
সাহারা সমান তুমি, তাহার একটি কণা আমি,
সাহস হয় না বলতে স্বামী, যদিও তোর প্রেমপিয়াসী।।
শক্তি সম্পদ মোর কিছু নাই, তোমার খেয়ে জীবন বাঁচাই
যার যখন মরিয়া যায়, ধুলা-খেলায় কান্দি হাসি।।
জালাল কয় মোর পথে চাওয়া, ভাগ্যে নাই পরশ পাওয়া,
সার হয়েছে আসা যাওয়া, গলায় বাঁধা মায়ার ফাঁসি।।

নিগূঢ় তত্ত্ব ১৫

শরিয়তে বিচার করো মারিফতের কোলে,
যাইট হাজার গোপনের কথা গোপন করেছেন রসুলে।।
শরিয়তের নামাজ রোজা, এবাদতের রাস্তা সোজা,
মারফতে আলী মর্তুজা, মধু খেয়ে গেছেন ফুলে।।
শরিয়তে নাও সাজাইয়া, তরিকতে মাল ভরিয়া
হক সাহেবের হাটে গিয়া দেয় মারফতের পাল্লায় তুলে।।
হাওয়া মাটি আগুন পানি, তাদের কি খোদা মানি ?
দশদিকেতে টানাটানি, পড়ে মস্ত কথার ভুলে।
কানে কানের কথা শুনে, সন্দেহ লেগেছে প্রাণে,
লেখা কথায় পাই কেমনে, কোন কথা রয়েছে মূলে।
লেখা ছেড়ে দেখা বিচার, করলেই বুঝবে সারাসার,
জালাল পেয়ে কিনার, পড়িতেছে বিষম গোলে।।

নিগূঢ় তত্ত্ব ১৬

আজব কথা শুনে এলাম চীন শহরের ময়দানে,
মাটি ফাটিয়া ভাসছে মানুষ, কেউ না তারে চিনে গো।।
আশি বছরের বুড়া বেটী, মাথায় কাটা সিঁথি,
কোলের ছাওয়ালের সাথে করছে পিরীতি গো।।
চোর গিয়াছিল চুরি করতে মালিক পড়েছে ধরা
হাইকোর্টে বিচার করে হাকিম তিনজনা মরা গো।।
জলের নীচে আগুন জ্বলল, লাগল দৌড়দৌড়ি,
বাপের বিয়ের তারিখ আনতে ছেলে যায় মামার বাড়ি গো।।

নিগূঢ় তত্ত্ব ১৭

কার কাছে বলিব গো এসব কথা বুঝিতে
সারা জীবন গেল আমার খুঁজিতে খুঁজিতে গো।।
আসমানেতে বীজ বুনিয়া চাষ করে খায় লোকে,
স্ত্রীর পেটে স্বামীর জন্য দুধ খাইব কোন মুখে গো।।
দাদা রইল দিদির পেটে খুড়ায় কথা কয়,
সেই সময়ে সন্তানের বয়স ছয়টি বৎসর হয় গো।।
এক গাছেরি ফলের জন্য অন্যতে ফুল ধরে
এক জীবের মর্গে দিয়ে অন্যে আহার করে গো।।
চিনি হইতে চিড়তা মিষ্টি খাইতে যদি জানে,
জালাল কয় ভবের কথা বুঝিও সন্ধানে গো।।

নিগূঢ় তত্ত্ব ১৮

দয়ালগুরু বিনে কইব কথা কার সনে,
থেকে থেকে দিবানিশি উঠে আমার মনে গো।।
চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে করলাম দুর্গাপূজা
জন্মাষ্টমীর দিনে রাখলাম, কোন বা নিয়েতের রোজা গো।।
আশা রইল সুন্দরবনে লেংটি রইল ডালে
বিড়ালে এক হস্তি লইয়া ডুবে গেল পাতালে গো।।
সাগরে নাই এক বিন্দু জল, মাছ উঠেছে গাছে,
ষাঁড়ের পেটে গাইয়ের বাছুর কি খাইয়া প্রাণ বাঁচে গো।।
শীতলি মায়ের হাঁড়ি ভেঙ্গে খাইয়া গেল শ্যাম,
জালালে কয় বুঝতে বিষয় পণ্ডিতেরা ঘামে গো।।

দেহ তত্ত্ব ১

ও মন চিনো যে তারে
স্থূলদেহেতে বিরাজ করে সুক্ষ্মবস্তু শূন্যাকারে।।
যারে মানুষ বলে সে আছে উল্টা কলে
সর্বত্রই বিরাজি চৌদ্দ ভুবন ছেড়ে;
জগতের বাইরে থাকে শ্রষ্ঠা বলে তারে --
আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধ থেকে মহাসিন্ধুর বিন্দু ঝরে।।
সেই বিন্দু বাষ্প হইয়া, 'অহম' রবে যায় মিশিয়া,
জীবের জীবন নাম ধরিয়া হংসধ্বনি করে;
সাধন বলে 'সোহহং' শব্দ যে জাগাতে পারে
ইচ্ছাতে হয় কর্ম সিদ্ধি মনের কি ধার ধারে।।
স্বরূপে অরূপে বিন্দু, ভরা আছে কামসিন্ধু
মণিপুরে বিরাজিত মহাজন কয় তারে;
বায়ুরূপে আসা যাওয়া স্থূলদেহের ভিতরে
তার কখন ধ্বংস আছে ? ছায়া-মুরত গগন ভরে।।
জালালের পাগল মন, কি সাধন কিসের কারণ,
ভাবিতেছে জন্ম-মরণ কেমনে যাবে দূরে;
জলবিন্দু যদি গিয়া মিশে যায় সাগরে --
মহাসাগর নাম ধরবে ভাবনা কি আর আছে রে।।

দেহ তত্ত্ব ২

গোঁসাই তোমার করণ-কারণ, দেহের গঠন অভাজনে কেমনে জানি।।
পাইর-মাড়ুল জুড়া-তাড়া খাম্বা খাড়া, কি দিয়ে তার দিছ ছানি --
কার লাগিরে ঘরে এসে, কোথায় বসে, বলছ কথা কানাকানি।।
কখন থাকো কোন দেশেতে, কি বেশেতে, কোন ভাবে তোর কোন নিশানি।।
কেন তুমি ধরা দাও না, কাছে নেও না, জানি না তার নিগূঢ় মাইনি।।
কেহ বলে আগুন আল্লা, মাটির ঢেলা, কেউ কয় আল্লা হাওয়া পানি,
চার চিঁজে দুনিয়া বাঁন্ধা, লাগছে ধান্ধা, গেল না মনের ছটফটানি।।
কোন কোটায় কি-বা ধন, করছ গোপন কোনদিন হবে বিকিকিনি
জালালে কয় তোমার কাছে পাওনা আছে, তবু কি আজ হলেম স্বামী।।

দেহ তত্ত্ব ৩

রাজার বাড়ির অতিথিশালায় রইলাম বড়ো কষ্ট করে ;
নারীর হাতে কাজের পাখা মাথার উপর আপনি ঘুরে।।
লোভ নারায়ণ ভট্টাচার্য, তিনি করেন পাকের কার্য্য,
ক্রোধ-মায়া-মদ-মাৎসর্য্য বাটনা বাটার চাকরি করে।।
খাবার পালা আসে যখন ঘণ্টা বাজে ঠন ঠন ঠন,
ব্যাকুল হয়ে উঠে যেমন, খাইলেও কিন্তু পেট না ভরে।।
লেপ তোষক আছে বটে, উপরে ছারপোকা হাঁটে,
শুইলে কানের নিকট মাছি মশায় মূল্য ধরে।।
জালালে কয় এই অসুখে, নিদ্রা যাবে কেমন লোকে
রাগের পাষাণ বাঁধলে বুকে মরার আগে যদি মরে।।

দেহ তত্ত্ব ৪

নাফ্সে খোদা নাফ্সে শয়তান করি নাফ্সের তাঁবেদারি
মায়া-বেড়ি পায় পরেছি, নারীর ফাঁসে ঘুরিফিরি।।
শয়তানের সঙ্গ লয়ে -- পৃথিবীতে জন্ম হয়ে
খেলিতেছি তাদের লয়ে কখন জিতি কখন হারি।।
এক শয়তান দুনিয়ার গোড়া আর একটায় মারছে উড়া,
আর একটা খুবই বুড়া, বান্ধে কেবল ঘরবাড়ি।।
জালালে কয় মূলের ঘরে তিন শয়তান নড়ে চড়ে,
চুপ করে রই বে-খবরে, হইয়ে থাকো না মারামারি।।

দেহ তত্ত্ব ৫

যত দেখি বিশ্বমাঝে সকলি তোমার দান,
কি আশ্চর্য মানবদেহ সৃষ্টিতে প্রধান।।
গয়া কাশী বৃন্দাবনে শ্রীক্ষেত্র পীঠস্থানে,
সাধন করে সিদ্ধগণে, নিত্য গঙ্গায় করে স্নান।
বিলাতে রাজার বাড়ি পঞ্চম জর্জ রানী মেরী
কলিকাতায় কর্মচারী, সেনালিন নেগাবান।।
তিন দিকে তিনটি তারে, মিশে বাহাত্তর হাজারে
দিবানিশি শব্দ করে মাঝখানে রয় খাড়া নিশান।।
চৌদ্দ পোয়া জমিদারি পঁচিশ জন তার কর্মচারী
ষোল জন মালপ্রহরী ছয় জন আছে দারোয়ান।।

দেহ তত্ত্ব ৬

কোন স্বত্বের প্রজা তুমি, মালিক তোমার কোন গোঁসাই,
সব চালাকি দিতে ফাঁকি বাকি পাওনার হিসেব চাই।।
মহারাজের জমি পত্তন এনে দিলে নাইকি স্মরণ,
উঁচু নীচু বাদে এখন আবাদ করছ কত ঠাঁই।।
গৃহস্থের যত্নবলে মাটির নিচে সোনা ফলে,
তুইরে পাগল অবহেলে খোরাক বাদে পুঁজি নাই।।

কোন তারিখ খাসতবিলে, গিয়ে কত পুণ্য দিলে,
নিদর্শন তার কি আনিলে শীঘ্র এনে দেখাও তাই।।
তহশীলের হই কর্মচারী ঘুরে ফিরি জালুর বাড়ি
হিসাব দেও আজ তাড়াতাড়ি, সদরে চালান পাঠাই।।

দেহ তত্ত্ব ৭

কেন, হয় না তারে চিনা
আদমের কালেবের মাঝে এলাহীর বারামখানা।।
যদি মন তুই চিনবি তারে বৈদিক বিষয় দাও ছেড়ে,
ভাব ভক্তি হৃদয়ে রেখে ধ্যানে করো কল্পনা।।
অধরকে ধরতে গেলে আগে চিনো আপনা
দমের কোঠায় চাবি দিয়া 'হু-হু' শব্দ কয় জপো না।।
"কুলুবেল মোমিনের" কাছে, কলবেতে চাপা আছে
দিলের ভিতর পর্দা আছে সফেদ রং নমুনা;
দুই নাকেতে আল্লা রসুল কলিজাতে থানা--
দিবানিশি শব্দ করে ঘুমাইলেও বারণ হয় না।।
আছে বাজার শ্রীকলা, যত কল্লা তত আল্লা
লক্ষ ছিফতে সাঁই -- জাতি হয় একজনা;
আপনি আপন নামটি জপে আলেক সাঁই রব্বানা,
লাহুতে থাকিয়া উঠে নাশুতে তার আনাগোনা।।
বেহেস্ত দোজখের কাছে রাজা প্রজা বসে আছে,
বয়তুল্লা শরীফের নিচে মক্কা আর মদিনা;
"ছেদ রাতুল মোনতাহা" পুরী মগজে ঠিকানা--
জালালের যেতে আশা বিধি জানে চিনবে কিনা।।

দেহ তত্ত্ব ৮

মাটির দেহ খাঁটি করো খোলো তোমার দিল-কোরান,
বাড়ির জমির হিসাব নিবে, সাক্ষ্য দিচ্ছে বেদ-পুরাণ।।
আমি শব্দে কে-বা হয় নিঃশব্দে কি কথা কয়,
যম কোথায় বসে রয়, কই বা থাকে পঞ্চগ্রাম,
গুরুর সঙ্গে স্বভাব নিয়া নিগূঢ় তত্ত্ব লও খুঁজিয়া,
বিশ্ববিজ্ঞান পাঠ করিয়া সকলকে দেখো সমান।।
বেছে নিয়ে মন্দের ভাগ, শ্রদ্ধা ভক্তি অনুরাগ,
হিংসা নিন্দা পরিত্যাগ করলে আটক মদনবান;
অনন্তে মিশিবে তবে আর না আসিবে ভবে,
সঙ্গীরা সব বাধ্য হবে ভাটি ছেড়ে যাবে উজান।।
কাঁচামাটি পোড়ায় যারা সিদ্ধপুরুষ ভবে তারা,
জীবন থাকতে গেছে মারা যারা স্বর্গ-নরক এক সমান ;
ভয় থাকে না তার অন্তরে ডুব দেওগে প্রেমসাগরে,
পাথরে কি ঘুনে ধরে ? জালালউদ্দিনের কথা মান।।

দেহ তত্ত্ব - ৯

বাহিরে আলো ঘরে আঁধার
মানবদেহ কলিকাতা কিতা চমৎকার।।
চৌষট্টি গলির মাঝে ষোলজন প্রহরী আছে,
তিনশত ষাইট নম্বরে রাস্তা হয় বাহাত্তর হাজার।।
মেজাজ খারাপ মির্জাপুরে লালবাজারে নিশান উড়ে,
বৌবাজারে গেলে পরে জীবন রাখা বড়ো ভার।।
চিন্তা গারদ আলিপুরে হাটখোলা দুগলীর পারে,
বেলুড় মঠে কালীঘাটে আছে তিনজন অবতার।।
খাসা লালদিঘির পানি ধর্মে কয় তা মিষ্ট শুনি
ধরমতলা ত্রিনোহনি গড়ের মাঠ কি চমৎকার।।
চিড়িয়াখানা জাদুঘর, মণিমঠ হলের ঘর,
খিদিরপুরে থরে থরে ঘাটে বান্ধা ইষ্টীমার।
ললাটে লাটের বাড়ির জিহ্বাতে হয় জজ-কাচারী
কপাল গন্ধ দুনিয়াদারি, জালালউদ্দিন কহে সার।।

গোপাল

(১)

কেন মন তুই ভবরোগে ভাবো অকারণ।।
তোরে বলি শোন, হরিনাম পাঁচন,
খেলে মহৌষধি, মহাব্যাধি দূরে যাবে ততক্ষণ।।
এই তো ইহার আছে বিধি, সামর্থার ভাব ধরো যদি,
চিত্রানাড়ি চিত্রে করো আকর্ষণ।।
দেখ সাধারণী জ্বরের না সংঘটন,
করে সামঞ্জসাতে দুর্দশা হরে লয় সে পিতৃধন।।
শোনো গুরুবাক্য ঐক্য করে,
তিন ধারাতে ধৈর্য্য ধরে, ত্রিগুণেতে হবে নিত্য নিরূপণ।।
কল্পে যোগাসন, হয় উর্দ্ধে গমন,
পাবি সহস্রারে, মূলাধারে মূল পদার্থ দরশন।।
আছে নাভিমূলে দশম দলে, মহাশক্তি তার উজলে,
চতুর্দলে খেলে সেই চাঁদের কিরণ,
আবার অপান উদান জাল শীঘ্র হুতাশন।।
দিতে রূপ আহুতি, শীঘ্র গতি, সেখা চাই রসিক সুজন।।
শান্ত দাস্য সখ্য খলে নেড়ে,
গুরুবস্তু বড়ি মেড়ে, মধুর রসে তায় রাখো সর্বক্ষণ।।
সে যে নিত্যধন, গোপীকার জীবন,
তবে অখণ্ড ভাব, হইবে লাভ, গোপাল কয় ধরে চরণ।।

(২)

শ্রীরূপ নদীটি অতি চমৎকার।।
তোরে বলি সার, হৃদে কর বিচার,
দেখে ভব-গর্ত, হলি মত্ত, আস্বাদন কি বুঝলি তার।।
বিষম সে ত্রিপানি নদী, ত্রিকোণযন্ত্র পাতাল ভেদি,
মধ্যে আছে মহা ঔষধি।।
ওঠে ঘুরনো জল, ধর গুরু বল,
খুল্লে মণিকোঠা, বাদে ঠ্যালা, সেখানে খুব খবরদার।।
নদীর ভিতরতলায় গরল সুধা এক পাত্রেতে বহে সদা,
সুধা খেলে যায় ভবক্ষুধা।।
গরল পান করে প্রাণেতে মরে,
ছুটে সেই উল্টা কল, নেবেছে ঢল, শিখতে হবে আপ্তসার।।
ত্রিপানিতে তিনটি ধারা, নিধরাতে আছে ধরা,
ঠিক রেখো দুই নয়নের তারা।।
পলকে প্রলয়, হয়ে যাবি ক্ষয়,
নইলে স্থূলে মূলে, সকল ভুলে, কর্তে হবে হাহাকার।।
বাঁকানদীর পিছল ঘাটে, যেতে হবে নিষ্কপটে,
সাধুবাক্য ধরয়ে এঁটে।।
তিন দিন বারুণী, তাইতে স্নান শুনি,
নাইলে মহাযোগে, অনুরাগে কামকুম্ভির কি করবে তার।।
রসিক ডুবুরি হলে, ডুব দিয়ে সেই গভীর জলে,
অনায়াসে রত্নধন তোলে।।
গোঁসাই গোবিন কয়, কুবীরচাঁদের জয়,
ভেবে গোপাল মূর্খ, পায় রে দুঃখ, দিনে দেখে অন্ধকার।।

(৩)

খেলছে মানুষ বাঁকানলে।।
পঞ্চভূত বড়োই মজবুত ঘিরে আছে অষ্টম দলে।।
সে দেশের উল্টাকথা, ফুলে খায় ফলের মাথা,
হুঙ্কারে ঝুলচে লতা আজব তরুকলে।।
উঠছে তায় কিরণের ছবি,
সেথা দিনে চন্দ্র রাত্রে রবি, দেখলে তুই খাপি খাবি,
জলের ভিতর মণি জ্বলে।।
যোগশক্তি তাহার ভূষণ, মূলাধারেতে আসন,
যখন করে আকর্ষণ উর্দ্ধে সদা চলে।।
আলো করে সপ্ত-তালা, প্রভু গুপ্তঘরে হন উজলা,
যে কমল বোঁটা খোলা, রসভরে আপনি দোলে।।
শোণিত শ্বেত সরোবরে, হংসী আর হংস চরে,
নিরন্তর যুগল করে, প্রমোদ জঙ্গলে।।
উপরেতে অগ্নিপুরী, বিষম আতস ভারী যেতে নারি,
খাটবে না ছলচাতুরি, কথাতে কি সে ধন মেলে।।
মহাতল তলাতলে তার ভিতর তলিয়ে গেলে,
ডুব দিয়ে রত্ন তোলে, শুদ্ধ রাগের বলে।।
গোবিনচাঁদের মধুর বাক্য, গোপাল মনেপ্রাণে করগে ঐক্য,
ঘুচবে সব বৈদিক তর্ক দেখতে পাবি জ্যান্তে মলে।।

(৪)

মন রে চল রূপনগরে।।
আগে পারাসারা কর ফুটের দ্বারে।।
গোলকের পতি, তার মূলে স্থিতি, যেরূপ সতত বিরাজ করে,
ও তার অষ্টদল নাম, বৃন্দাবন ধাম, তাহে গোলকপতি বিলাস করে।।
সুষুম্না ধরিয়ে, মৃণাল বাহিয়ে, উঠে শতদল-পদ্ম পরে।।
দেখবি চৌষট্টি কুঠারি, আছে সারি সারি মণিময় চাঁদা সেই শহরে।।
রূপাশ্রিত করি, উর্দ্ধ অধঃ ছাড়ি, রূপ ধরে চল মণিপুরে।।
পাবে এক মহাজন, মানুষ রতন, দেখলে জ্যান্তে রবি মরে।।
বেদে নাহি বলে, সূর্য্য নাহি টলে, তবু কালাচাঁদ কহে বারে বারে।।
সেথা জন্ম মৃত্যু নাই, গুণাতীত ঠাঁই, গোপালে কি জানবি কামাতুরে।।

(৫)

দয়াল নিতাইচাঁদ হয়েছে আমার আড়ৎদার বেনে।।
সে যে হীরে চুনি, মুক্তা মণি সুখেতে বেচে কেনে।।
খোদ মহাজন শ্রীগৌরহরি, আহা মরি রূপ সনাতন তারাই ব্যাপারি।।
সে মাল কচ্চে ওজন, রসিক নয়জন, রায় রামানন্দ ভাও জানে।।
মূল মুহুরি অদ্বৈত গোঁসাই, ত্রিজগতে তাহার তুল্য তিনি ভিন্ন নাই
সে তো হকের থানা, ষোল আনা, ফাঁকিতে বাকি টানে।।
আট কবিরাজ এরাই পরকদার,
কৃষ্ণদাস তাই লিখে গেছেন কৃষ্ণ-প্রেম সার।।
আবার চৌষট্টি মোহান্ত শান্ত, মত্ত রস আস্বাদনে।।
প্রধান মোকাম গুপ্ত বৃন্দাবন মণিকোটায় ছিল আঁটা গদাধরের ধন।।
আবার দ্বাদশ গোপাল পেয়েছে লাল কাঙ্গাল গোপালে ভণে।।

(৬)

এক রসের মানুষ এসেছে সই দেখে যা তোরা
সে যে কটাক্ষে যুবতীর জাতি, লুটে নেয় নব গোরা।।
তার রসে অঙ্গ রয়েছে ঢাকা, নয়নে নিশানা আছে ঈষৎ বাঁকা।।
বিধুমুখে হাসি, মন উদাসী, হেরে যায় না গো ধৈর্য্য ধরা।।
সে রসিক ভারি রসের কথা কয়,
করে রসের দেশে, আনাগোনা, রসে ডুবে রয়।।
সুরসে ভাসে, রসে মিশে রসেতে পড়ে ধরা।।
রসরাজ সে রসেতে ভরা, নিরবধি বহে তাহে রসের ধারা
করে রস বিতরণ, রসের যাজন, মানুষ রসেতে জ্যান্তে মরা।।
তার সঙ্গে আছে রসের ব্যাপারি, কি-বা করে রসের বেচাকেনা আ-মরি-মরি।।
গোঁসাই গোবিন ওলার, নাবায় খোলা, এবার গোপাল ভেবে হয় সারা।।

(৭)

হিসাব দেখরে মন এই মানবজমিনে।।
গড়েছে তিন কারিগর, মিলে শহর, টানা দিয়ে তিনগুণে।।।
শুভাশুভ যোগের কালেতে, মায়াগর্ভে প্রবেশ করে ক্ষিতির পথেতে,
উলট কমল-দল বিশেষ মতে।।
আবার সৃষ্টিকর্তা গড়েন আত্মা, কর্মসূত্র ভাব জেনে।।
প্রথম মাসে মাংস শোনিতময়,
দুই মাসে নাড়নাভি কোঁড়া অস্থির উদয়, তিনে ত্রিগুণ, মস্তক জন্মায়।।
আবার চতুর্থেতে নেত্র কর্ণ আত্মা চর্ম লোমগুণে।।
পঞ্চমেতে হস্ত পদাকার, পঞ্চতত্ত্ব আসি করে আত্মাতে সঞ্চার,
নাসাবৃত্ত লোক আকার আর প্রকার।।
আবার ষষ্ঠমেতে ষড়রিপু বসিলেন স্থানে স্থানে।।
সপ্তমেতে সপ্তধাতু যে, ত্বক চর্ম মাংস রুধির মেধ মজা হাড় সে,
দেহের আভরণ করণ কারণে।।
অষ্টমেতে অষ্টসিদ্ধি এলেন ভোগের কারণে।।
নবমেতে নবদ্ধার প্রকাশ, আর একটি দ্বার
গোপন রহে কহিনু আভাস পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব-সহবাস।।
আবার দশমেতে দশ ইন্দ্রিয় না রহে গর্ভধামে।।
কালা বলে শোন রে গোপালে বায়ু কর্ত্তা নেমে এলেন বাহির মহলে,
মূলে ভুলিয়ে কাঁদেন ভূতলে,
জীবের সম্বন্ধ নাম ঠিক থাকে না, যখন উদয় যেখানে।।

(৮)

করে মার্জার মুষিকের ঘরে প্রেমের আলাপন।।
ভেকে নিলে মণি খুলে, ফণী থাকে অচেতন।।
পেটের ভিতর পুত্র কয় কথা,
আবার শুনি সেই রমণীর নাইকো যে মাথা।।
ও তার মরা পতি, গর্ভবতী, হল সতী এ কেমন।।
উদয় রবি হয় না সে দেশে, কারণবারি,
তুফান ভারি, মৃত্তিকা ভাসে।।
সেথা খোঁড়ায় চলে, পাথর ঝোলে,
শূন্য করে আকর্ষণ।।
বসনেতে বহ্নি বাঁধা রয়, হস্তহীনে,
ঘোর সংগ্রামে, যুদ্ধ করে জয়।।
কাঙাল গোপাল ভণে, মনেপ্রাণে, গোবিনের ধরগে চরণ।।

(৯)

দেখবি যদি সোনার মানুষ দেখসে তোরা আয়।।
মানুষ পাঁচ পাঁচা পঁচিশের ঘরে, চাঁদোয়া ধরে বসে রয়।।
ভজনে সিদ্ধ হলে, সেই কথা তারে বলে,
রাখে তায় মাথায় তুলে, নয়নকোণে ভাব দেখায়।।
যেমন মেঘের কোলে বিদুৎ খেলে, আয়নামহল ঝলক দেয়।।
চণ্ডীদাস রজকিনী, যুগল প্রেম তারি শুনি,
আত্মায় মিশায়ে ধ্বনি, দুই আত্মায় এক আত্মা হয়।।
তারা দমের ঘরে বসত করে নিত্য বৃন্দাবনে যায়।।
রত্ন কুমদ অসক বনে, সেইখানে বারাম শুনে,
মানুষের খবর জেনে, রূপ সনাতন ফকির হয়।।
তারা বাদশাহী, উজিরী ছেড়ে, চিন্তা কান্থা গলায় লয়।।
বারো চাঁদ বারো মাসে, চব্বিশপুর তায় ঘেরেছে,
চৌষট্টি রস মন্থন করে পঞ্চরসে ছাঁচ বানায়।।
সে দমের ঘরে, আসন করে, নয়নকোণে ঝলক দেয়।।
চার মানুষ চারটি দ্বারে, রয়েছে চাঁদোয়া ধরে,
দশ পদ্ম তার ভিতরে কোন পদ্মে কোন মানুষ রয়।।
ভেবে গোপালচাঁদ দরবেশে বলে,
মানুষ দ্বিদল-পদ্মে কথা কয়।।

(১০)

তিনি হন নিরাকার, কভু সাকার তাঁর খেলা কে বুঝতে পারে।।
লয়ে গোপীবৃন্দে, প্রেমানন্দে, অধরে মুরলী ধরে।।
তিনি রাম কি রহিম, আল্লা করিম, নিত্য করে দীপ্তাকারে।।
আবার কভু কালী বনমালী, অসীম রূপ ত্রিসংসারে।।
যিনি ক্ষীরোদ মাঝে, সাঁই বিরাজে, বটপাতায় শক্তি সঞ্চারে।।
তাইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর তুষ্ট, সুখেতে সব খেলা করে।।
তিনি বেদ বেদান্ত, জ্ঞান সিদ্ধান্ত, কোরাণ ধরে নামাজ করে।।
হন দশভুজা, করে পূজা, ধূপ দীপ আর পুষ্পভারে।।
খৃষ্টানেরা খৃষ্টভাবে, সৃষ্টি করে প্রেমডোরে।।
যত মহাজনে দেয় তুলসী, বিষ্ণুজ্ঞানে চরণ পরে।।
ও তার আজব খেয়াল, কুদরত কামাল
কিঞ্চিৎ জানেন মহেশ্বরে।।
গোঁসাই কুবীরের ভাব, গোবিনের লাভ,
গোপলা কেবল হাতড়ে মরে।।

(১১)

দিলদরিয়ার মাঝে কত উঠছে আজব কারখানা
ডুবলে পরে রত্ন পাবি ভাসলে পরে পাবি না।।
মাঝে মাঝে জাহাজ গেছে ছয়জনা তায় দাঁড় ফেলিছে,
দশজনা তায় গুণ টানিছে, হাল ধরেছে একজনা।।
দিলের মধ্যে বাগান আছে, নানা জাতি ফুল ফুটেছে,
সৌরভে জগৎ মেতেছে, আমার নাশা মাতলো না।।
দিলের মধ্যে কমল আছে, তায় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রয়েছে,
এ তিনে যে এক করেছে, করছে গুরুর সাধনা।।
গোপাল সা ফকিরে ভণে, চাকরা যাবি কোন সাধনে,
ধরগে গুরুর শ্রীচরণে নইলে যাওয়া হবে না।।

শরৎ গোঁসাই

শিক্ষা গান

১

দেহের খবর জানবি তো গুরুর চরণ ধর,
তুই নিত্য দেহ চারিচন্দ্র সাধন কর।।
সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রের তত্ত্ব
হাতে দশ পায়ে দশ গণ্ডস্থলে তুই তত্ত্ব আছে
অধর ললাটে অর্ধচন্দ্র তার উপর।।
চারিচন্দ্রের জান রে সন্ধান
একটি সরল একটি উন্মাদ রুহিনি আরমান,
সরসেতে আছে সুধা
জেনে লওরে তার কারণ।।
জেনে লওরে চন্দ্রের পরিচয়
চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডল সহস্রারে রয়
চন্দ্র বিজয় সুধা ঝরে
খাইলে মানুষ হয় অমর।।
দীন শরৎ বলে যখন রাহুতে
চন্দ্র সূর্য গ্রাস করিবে সেই সময়েতে
একটি দিনে দুইটি গ্রহণ
আঁধার হবে দেহ-ঘর।।

২

পরম আত্মা পরম ব্রহ্ম নির্গুণে, সে নিরাকার।।
ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করে আপনি হইলেন সাকার।।
অনাদির আদি যিনি প্রকৃতি সাজিলেন তিনি,
লোভের এই জুরিখানি করলেন বর্ষণ কার।।
শক্তিগর্ভে অন্ত হইল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রহিল
তাতে মহাবিষ্ণুর জন্ম হইল, শক্তি হইল ললাটেতে,
চন্দ্র সূর্য নয়নেতে, আকাশ হইল মন হইতে নিশ্বাসে পবন তার।।
প্রকৃতি পুরুষ হইতে, মহৎতত্ত্ব জন্ম তাতে
দীন শরৎ বলে ত্রিগুণেতে, জন্ম হইল তিনজনার।।

৩

কাল চলে না অকালের কর্ম
খেয়ে মরে জীবন কু-কর্মের ফলে।।
গর্ভে মরণ পাপের কারণ, মহাজন তাই বলে।।
মাতৃরজে বীজে সৃষ্টি হয়
সত্ত্ব রজ তমোগুণে, ত্রিগুণ আশ্রয়
সত্তম ধাতু গঠিত হয়, একবিন্দু রজেতে,
রবি গুরু শনি মঙ্গলবার অবাধ্য পুত্র হয়, তাহার
তাহার সমান তিথি থাকলে।।
মাতৃবার হয় সোম শুক্র বুধ,
সহবাসে কন্যা হয় তাহাতে,
না করিও দুঃখ, শরৎ বলে যমজ সন্তান জন্ম হয়।।
দুই কোটাতে দুই ভাগেতে বিন্দু যখন হয়
সকল কথার দিলাম প্রমাণ, রতিশাস্ত্রে তাই বলে।।

৪

জানো নারে মন কুমতি সুমতি দুইটি কন্যা প্রেয়সী তোমার ;
পুত্র কন্যা বত্রিশ জনা, নিত্য জন্মে দুইজনার।।
সম দখ, তম যশোদান
হরি, সত্য চৈতন্য সত্য সুমতির সন্তান,
এই অষ্ট পুত্র প্রধান শুদ্ধ মতি সমাচার।।
ক্ষমা দয়া ভক্তি চেতনা, সুতৃষ্ণা মমতা শান্তি যেজনা,
সুমতির এই অষ্টম কন্যা গুণে শুদ্ধ ত্রিসংসারে।।
কাম ক্রোধ লোভে মোহে আর
মদ মাৎসর্য হিংসা ও অহংকার,
কুমতির এই অষ্টম কুমার সবে অতি দুর্নিবার।।
নিদ্রা অলস্য চিন্তা নিষ্ঠুর, গাবক নাসিকা আসা নিদয়া তারা,
দীন শরৎ বলে মন বেওরা এই সকলের সঙ্গ ছাড়া।।

৫

চারি জাতি হয় মানুষ পুরুষ রমনী।।
হস্তিনী শঙ্খিনী, নারী চিত্রানী, আর পদ্মিনী।।
অশ্ব জাতি বৃষ জাতি মৃগ আর শশক জাতি পুরুষ চার প্রকার,
অশ্বতে হস্তিনী মেলে বৃষেতে মেলে শঙ্খিনী।।
চিত্রানী আর পদ্মিনী যারা, দুলালিনী সরস্বতী, অংশিনী তারা
শশকে চিত্রানী মেলে মৃগে মেলে পদ্মিনী।।
নারী প্রথম দিনে চণ্ডালিনীর প্রায়,
দ্বিতীয়াতে হয় গো নারী... বধের পাপিনী।।
দশম দ্বাদশ পূর্ণিমা,
অমাবস্যা সহবাসে পাপের নাই সীমা,
দীন শরৎ বলে যেজনা জানে না পশুতে তাহারে গনি।।

৬

আপনি সে ভগবান,
নিজে ছোটো হয়ে বাড়াও ভক্তের সম্মান।।

গুরু বিনে নাইরে গতি, জীবনকে দেখায়।।
সত্যযুগেতে যখন সেই বিশ্বামিত্র রামের গুরু
সেই দ্বাপরে কৃষ্ণ নামে রাখিয়া যান।।
কলিতে কেশব ভারতী
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জ্ঞান দেন মহামতি
শিষ্য বিশ্ব জাতি সন্ন্যাসী সাজাইয়া যান।।
শ্রীবাস হইল নারদ মুনিবর, সত্যবামার কথা যে তারে
তুলসী পাতায় নারদে সে নাম করিলেন দান।।
দীন শরৎ বলে ভবা রাধাধন,
শ্রীবাস রাখিয়া ছিল করিয়া যতন,
গুরু সেখান হতে এনে সে নাম
জীবকে দেখায় তার প্রমাণ।।

৭

সেই না দেশের কথা রে মন ভুলে গিয়েছো।।
হেঁটমুণ্ডে উর্দ্ধপদে সে দেশে বাস করেছো।।
যখন ছিলে পিতার মস্তকের উপরে,
কাম বশে প্রবেশ করো মায়ের উদরে
শোনিতে শুক্রে মিশে নিরাকারে খেলেছো
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমেতে, পঞ্চআত্মা পঞ্চমাসে গঠিল তাতে,
আবার অষ্টমেতে ষড়রিপু
সপ্তম মাসের পরে তুমি মানব আকার ধরেছো।।
চন্দ্র সূর্য নাই যে দেশে দশ মাস দশ দিন ছিলে সেই দেশে,
নাভিমূলে মাতৃনাভি সেই দিয়ে আহার করেছো।।
শরৎ বলে সাধনার বলে অন্ধকারে কুয়োকার হতে এই দেশে এলে,
মায়ার বশে রইলে বসে যাওয়ার উপায় কি করেছো।।

৮

গুরুর রূপসাগরে ডুবে এবার দেখ দেখিয়ে মন।।
গুরু পিতা গুরু মাতা গুরু রূপে নিবন্ধনা।।
গুরু তোমার সর্বস্ব ধন, গুরু সর্বময়
গুরু ছাড়া এ জগতে আর তো কেহ নাই,
গুরুকে করিয়া করিয়া সহায় সেই রূপেতে দে নয়ন।।
গুরুকে গৌরাঙ্গ মেনে দেখবি যখন
ভাবে মত্ত পরমতত্ত্ব জানিবা তখন,
তখন দেখা দিবে মদনমোহন আনন্দে হবি মগন।।
জ্ঞাননয়ন তোর যাবে রে খুলে,
প্রেম আনন্দে ভাসবি সদা নয়নের জলে,
অধীন শরৎ বলে অন্ধ আমার যে নয়ন।।

৯

কে যাবি আজ ভবপারে আয় রে ছুটে আয়।।
এবার সুযোগ ফিরছে ভালো, ছাড়ো নৌকা সু-হাওয়ায়।।
নদীতে পড়িলে ভাটি বাহিরে রেখে পবন ধারে,
নদীতীরে করিবে গমন, সামনে রেখে গুরুর চরণ,
শরণ রাখো ভাবদরিয়ায়।।
এবার দয়ালগুরু ডাক দেবে,
হাঙর কুম্ভির নাই সেখানে, গিয়েছে সরে,
যাও ভক্তিবৈঠা হাতে করে, থাকবে না আর কোনো ভয়।।
অচিন্ত্য রূপ বলে শরৎ গুরুচরণ করবি যতন
সেথায় দিয়ে সদায় আশয় নয়ন
দেখ চরণ ছাড়া আর উপায় নাই।।

১০

যাবি যদি ভবপারে পাড়ি ধর সকালে।।
কাল গেলে কি করবি ক্ষ্যাপা অকালে।।
শ্রীগুরুকে করে কাণ্ডারী লাল সাগরের নুনা জলে যাও ধীরে,
সেথায় কৃষ্ণনামের গেয়ে সারি আনন্দে হেলে দুলে।।
যেতে হবে দুর্গম পথে, দিক পাড়ি দিয়ে যেতে হবে গভীর নিশিতে
সেথায় রাধা নামের রঙ্গিন নির্মাণ বাঁধ ভক্তিমাস্তুলে।।
বামদিকেতে রেখে পবনে,
জলের নীচে বসাইয়া চালাও সন্ধানে
সেথায় ধীরে মারো বৈঠা যেন টান দিও না বেতালে।।
দীন শরতের ভাঙ্গা তরনী,
অপার বেলায় ডুবে গেল নাই তার সন্ধানি,
গোঁসাই অচিন্ত্য রূপ রইলো কোথা, কেশে ধরে লও তুলে।।

১১

ভবপারে যাবি যদি রে অধম মন।।
গুরুবাক্য হৃদে রাখো লক্ষ্য করো তুমি সর্বক্ষণ।।
শ্রীগুরুকে করে কাণ্ডারী,
লাল সাগরে নুনা জলে, বাও ধীরে,
গুরুবাক্য লক্ষ্য করে দ্বিদলে রাখো নয়ন।।
পরম গতি রাখতে হবে,
গুরু মুক্তি হৃদআসনে বসাবে সদায়
ধীরে মারো বৈঠা তবে হবে রতি সাধন।।
অচিন্ত্যরূপ বলে সাধন হবে দিনরজনী,
পাগল শরৎ রে তোর ভাঙ্গা তরী ডুবে যেন যায় না কখন।।

১২

গুরুচরণ আগে কর রে শরণ।।
দেশ কাল পাত্র না জানিলে, বিফল হয় মানবজনম।।
নবদ্বীপ হয় পবিত্রের দেশ,
কাল হরা অনিত্য কাল যেন লও বিশেষ,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু হয়েছে সেই মহাজন।।
শ্রীগুরুজন সে দেশের আশ্রয়, তাতে হয়
বৈষ্ণব গোঁসায় উদ্দীপন হরি সংকীর্তন।।
নববিধান হয় রে ভক্তি দীক্ষা শিক্ষা জীবের মুক্তি
সাধনরতি হয় ভগবতের উক্তি নইলে কেউ পায় না সে ধন।।
দীন শরৎ বলে সেই দেশে,
কলির জীব তরা নিতাই গৌর এলো,
জগাই মাধাই তরাইল ধর তার যুগল চরণ।।

১৩

আগে মূলের তত্ত্ব জানতে হয়।।
চতুর্দ্বলে মায়ের কোলে জীব আত্মা ধন রয়,
শক্তি সে পদ্মে জীবের আশ্রয়।।
ষড়দলে সাকিনি শক্তি সে পদ্মে বসতি হয়
পুরাণের উক্তি আছে সাকিনি সেই দশম দলে
আত্মারাম সেখান বয়।।
আত্মারাম দ্বাদশ দলে আছে তার প্রান্তিক দেশে আশ্রয়।।
ষড় দলটি কর্ণেতে জানি,
দশভুজা শিব তথা শক্তি সাকিনী
ভ্রূসাধ্য দ্বিদলে মন সাকিনি সেখান রয়।।
দীন শরৎ বলে সহস্র চলে পরমআত্মা বিরাজ করে,
মহাজন বলে আছেন মহাকুণ্ডলিনী শক্তি পরম জ্যোতির্ময়।।

১৪

সৃষ্টিতত্ত্ব দ্বাপর কলি আমি শুনিতে পাই।।
চাঁদ হতে হয় চাঁদের জন্ম চাঁদ হয় চাঁদময়।।
জল হতে হয় মাটির সৃষ্টি, জল দিলে জল হয় গো খাঁটি
বুঝে দেখো এই কথাটি ঝিয়ের পেটে মা জন্মায়।।
এক মেয়ের নাম কলাবতী, নয় মাসেতে গর্ভবতী,
এগারো মাসে তিনটি সন্তান মেজোটা করে ফকিরি তার।।
ডিমের ভিতর থাকলে ছানা, ডাকলে সে তো কথা কয় না,
সেথাই সাঁই কি করে আনাগোনা দিবারাতি আহার জোগায়।।
মাকে ছুঁলে পুত্রের মরা, জীব গনে তায়
করে ধারণ, ভেবে কয় ফকির লালন
হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা আর নয়।।

১৫

কালেতে উৎপত্তি জীবের কাল হয় লয়।।
পঞ্চে পঞ্চ মিশে গেলে মরণ বলে তায়।।
মৃত্যু কন্যা হয়রে যেজন, তার আটেরোটি হাত দুটি চরণ
চব্বিশটি পক্ষে চোদ্দ চন্দ্র হরণ করে লয়।।
একটি জীভের ভিতর এই ব্রহ্মাণ্ড
বুকে তার আজব কাণ্ড মহাকাল আকাশ মিশে খণ্ড যেয়ে বয়।।
আছে জীব শিব মূলাধারে,
পরম শিব আছে মহিমার তরে
না জাগালে পরে বারে জন্ম মৃত্যু হয়।।
দীন শরৎ বলে অহং শিবে
আমি আমার যখন হবে
আমি আমায় মিশে যাব জানিও নিশ্চয়।।

গৌরলীলা

(১)

তিন মানুষের সৃষ্টিলীলা দেখতে অতি চমৎকার
অনন্ত বিভোর লীলা জানতে সাধ্য আছে কার
সত্ত্ব তম রজ গুণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনে
সৃষ্টি পালন সংহারনে মত্ত আছে অনিবার।।
মধুকৈটব দৈত্য ছিল বিষ্ণুচক্রে সে মরিল,
তার খেদেতে খেদনি হল, বসুন্ধরা নামটি তার।।
আদ্যাশক্তি মহামায়া সকলি তাহার কায়া
দীন শরৎ বলে না জানিয়া আসা যাওয়া হইল সার।।

(২)

পরম আত্মা পরম ব্রহ্ম নির্গুণে সে নিরাকার
ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করে আপনি হইলেন সাকার।।
অনাদির আদি যিনি প্রকৃতি সাজিলেন তিনি
লোভের এই জুরিখানি করিলেন বসন কার।।
শক্তিগর্ভে অন্ত হইল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রহিল
তাতে মহাবিষ্ণুর জন্ম হইল শক্তি হইল ললাটেতে
চন্দ্র সূর্য নয়নেতে আকাশ হইল মন হইতে
নিশ্বাসে পবন তার।।
প্রকৃতি পুরুষ হইতে মহৎ তত্ত্ব জন্ম তাতে
দীন শরৎ বলে ত্রিগুণেতে
জন্ম হইল তিনজনার।।

(৩)

সেই না দেশের কথা রে মন ভুলে গিয়াছ
হেঁট মুণ্ডে উর্ধপাদে যে দেশে বাস করেছ।।
যখন ছিলে পিতার মস্তকের উপরে
কাম বশে প্রবেশ করো মায়ের উদরে
শোনিতে শুক্রে মিশে নিরাকারে খেলিতেছ।।
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমেতে
পঞ্চ আত্মা পঞ্চ মাসে গঠিলেন তাতে।।
আবার অষ্টমীতে ষড়রিপু,
সপ্তম মাসের পরে তুমি মানবআকার ধরেছ।।
চন্দ্র সূর্য নাই যে দেশে
দশ মাস দশদিন ছিলে সেই দেশে।।
নাভিমূলে মাতৃনাড়ি সেইদিন আহার করেছ।।
শরৎ বলে সাধনার বলে অন্ধকার
কুয়াকার হতে এদেশে এলে
মায়ার বশে রহিলে বসে যাওয়ার উপায় কি করেছ।।

(৪)

কোথা হতে এলে গোরা আবার নদীয়ায়।।
হলেন কি ধন হারা এমনি ধারা ধারায় অঙ্গ ভেসে যায়।।
নাইকো গোরার মাতাপিতা নাই কি ভাষা সুচরিতা
কি দুঃখে মুড়ায়ে মাথা সন্ন্যাস নিয়ে চলে যায়।।
ঐ যে কত ভক্তবৃন্দ অদ্বৈত আর রামানন্দ
কে-বা গৌর নিত্যানন্দ ছিলে হে কোথায়।।
গঙ্গাধর আর শ্রীনিবাস কেবা ভক্ত হয় হরিদাস
জানব বলে এই অভিলাষ বলো হে আমায়।।
শরৎ বলে গৌরভক্ত গুরু আমার বলে সত্য
আমি জানব বলে সেই মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসী তোমায়।।

(৫)

কুলবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেয়সী তাহার।।
সেই অবলা সরলাবালা কি অপরাধ আছে গো তার।।
সতী অতি পতিব্রতা, মুখখান সুচরিতা।।
গেল তারে করে অনাথা এখন কি তার বিচার।।
রাধাঋণ শুধিবার তরে নদীয়ায় এলেন গৌর হয়ে।।
কান্তি আর বিলাস নিত্য কত ঋণের দায় হলে দেখাতে এবারে
করবেন গৌর জীবে দয়া তার পরিচয় বিষ্ণুপ্রিয়া
দীন শরৎ বলে এই ভাবিয়া হলাম অতি চমৎকার।।

(৬)

স্নেহময়ী শচীরানী জননী তাহার
বুকজোড়া ধন অন্তরের নয়ন ছিল যে কলিজার সার।।
গর্ভে তারে করিয়া ধারণ করেছিল প্রতিপালন
নিমাই না দিলে তারে কিসের কারণ একবিন্দু দুগ্ধের ধার।।
নিমাই বলে উচ্চস্বরে কাঁদে শচী ধুলায় পড়ে
কেন ছেড়ে গেল জননীরে এমনি তার ব্যবহার
দয়া নাই যার মায়ের প্রতি বুঝো না তার কেমন রীতি
কলির জীব আমি অতি হীনমতি পাপাচার।।
দীন শরৎ বলে এত করে মায়ে যারে রাখতে নারে
বাৎসল্য ভাবের উপরে এমন ভক্তি আছে কার।।

(৭)

অপূর্ব এক কাহিনী রাধাগিরি হলে আয়ানের গৃহিনী।।
আদ্যাশক্তি মোর গো রাধা বৃষভানু নন্দিনী।।
গোপনে পীরিতি করে কৃষ্ণ কলঙ্কিনী তবু লোকে কয় তারে।।
জটিলা দেয় গঞ্জনা দিনরজনী।।
যার ভয়ে ব্যাপিত গোলকধাম
বিরজা হইলেন নদে শুনি তাহার নাম।।
সর্পরূপ ধরিয়া শ্যাম ভেসে ছিলেন আপনি।।
বৃষভানু কন্যা কেন হয়,
আয়ানের ভার্যা হয়ে করে কুটিলার ভয়।।
শরৎ বলে গুরু মোরে সেই সমুদয় বলো আপনি।।

(৮)

গুরু তোমার কৃপায় এলাম সাধুর দেশে
কও শুনি হে গুরু বিনে সাধন সিদ্ধি হয় কিসে।।
বৃন্দাবনে এল পঞ্চরস
কোন রসেতে কৃষ্ণচন্দ্র হল গোপীকার বশ।।
কার রসসাধনে পাইগো যারে
কেন সে ব্রজপুরে বাস করে।।
প্রেম হয়েছে সাড়ে তিন রতি
কোন রতি সাধন করে পাইলেন শ্রীমতি।।
রতি শব্দের অর্থ বা কি
অর্ধরতি কার পাশে।।
দীন শরৎ বলে আমি অজ্ঞান
কোন গুণেতে পাইব আমি শ্রীনন্দের নন্দন
তুমি দয়া করে বলো এখন
আমি শান্তি পাই কিসে।।

(৯)

ত্রিলোকের আরাধ্য ধন
কোন পুণ্যতে পাইলে তারে ব্রজবাসীগণ।।
অবিরত ভাবে যারে ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চানন।।
কে-বা হয় যে নন্দের যশোদা
কি কারণে পাইলেন কৃষ্ণ শ্রীনন্দের রাধা।।
কোন গুণেতে যশোদা করিলেন বন্ধন।।

গোলক হয় বসতি কাহার
কি কারণে গোপের ঘরে বসতি তাহার
ব্রহ্মময়ী শ্রীরাধিকার কেন বিড়াম্বন।।
দীন শরৎ বলে এই বাসনা মোর
শুনে বলে কৃষ্ণকথা অতি সুমধুর।।
গুরু কয় শুন তত্ত্ব
নিগূঢ় ধায় তোমার চরণ।।

(১০)

নবদ্বীপে হইল রে ভাই বৈরাগীর আশ্রয়
উপাসনা জানা গেল বৈষ্ণবী রাখিতে হয়।।
বৈরাগী হয় তিন অক্ষরেতে
কোন অক্ষরে কি গুণ ধরে বলো সভাতে।।
মালা তিলক বেশভূষাতে হয় বলো কোন ভাবের উদয়।।
কেন তারা ডোর কোপনি পরে,
তার ভিতরে কোন দেবতা বলো বাস করে।।
বল গুরু ত্বরা করে অর্ধদেহের পরিচয়,
মরলে যারা শ্রাদ্ধ পিণ্ড পায়,
কেমনে তাদের মুক্তি হবে বল গো গোঁসাই।।
শরৎ বলে কোন দেশে যায় মনে বড় ইচ্ছা হয়।।

(১১)

দেহের খবর জানতে আমার মনে অকিঞ্চণ।।
সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রের তত্ত্ব কও শুনি হে গুরুধন।।
কোথায় আছে রবিশশী বলো গুরু প্রকাশি
অমাবস্যা পূর্ণশশী কোন সময় গ্রহণ।।
এই আমার দেহমাঝে কোন চন্দ্র কোথায় বিরাজে
কোন চন্দ্র আকাশে আছে কোন চন্দ্র পাতাল ভুবন।।
সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রের তত্ত্ব বলো আমায় গুরু সত্য,
কোন চন্দ্রে কি মাহাত্ম্য জানতে চাই তার মূল কারণ
শরৎ বলে গ্রহণকালে কোন রাহু কোন চন্দ্র গেলে
কোন চন্দ্র সাধন করলে জন্ম মরণ হয় বারণ।।

(১২)

মহাবিষ্ণুর অংশে হয় ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চানন,
কোন শক্তিতে কোন গুণেতে করেছে সৃজন গঠন।।
সমগ্র বসুন্ধরা কোন পুরুষের হাতে গড়া
জলের উপর এই যে ধরা কেমনে হইল সৃজন।।
সৃষ্টিতত্ত্ব জানব বলে বাসনা মোর হৃদকমলে
গুরু আমার বলো খুলে আদি অন্ত বিবরণ।।
দীন শরৎ বলে হইলাম ভ্রান্ত বেদ বেদান্ত না পাই অন্ত
দূর হইতে হয় দূরান্ত অচিন্ত্য সাধনের ধন।।

(১৩)

আকাশ বায়ু বহ্নিধারা না ছিল যখন,
না ছিল সেই চন্দ্র সূর্য ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চানন।।
নিরাকার হয় নিরাকৃতি না ছিল কোনো আকৃতি,
সেখানে পুরুষ প্রকৃতি কেমনে হইল সৃজন।।
ব্রহ্ম শব্দের কি-বা অর্থ কোন আকৃতি কি পদার্থ,
মগ্ন কিসে কোন গুণেতে সচেতন কি অচেতন।।
শরৎ বলে ভাবছি বসে ব্রহ্মাণ্ড হইল কিসে,
বলো গুরু কোন পুরুষে করেছে সৃষ্টি পালন।।

(১৪)

তুমি ব্রহ্মাময় গো গুরু ব্রহ্মময়
ভূত ভবিষ্যৎ পূর্ণশশী সকলি তোমাতে রয়।।
এসে দেখলাম ভবের বাজারে
মানুষ হয়ে জন্ম নেয় মানুষের ঘরে।।
কি কারণ যমজ সন্তান, গর্ভে মরা ছেলে হয়।।
ছেলে জন্ম কোন বস্তুর গুণে
মেয়ে জন্ম নেয় কোন বিধির বিধানে
এক বস্তু দুই রং ধরে লাল সাদা কেন হয়।।
শরৎ বলে আজব ঘটনা
মেয়ের গর্ভে জন্ম হয় পুরুষের হয় না
কে করিল এই নমুনা তার বাসস্থান কোথায় রয়।।

(১৫)

দুইটি নারীর তত্ত্ব জানিতে
জিজ্ঞাসি হে দয়ালগুরু তোমার সাক্ষাতে।।
তারা একঘরে বাস করে মাত্র
ভিন্ন ভিন্ন হয় গো তাদের স্বভাব চরিত্র
অষ্ট কন্যা অষ্ট পুত্র প্রসব করে দিনেতে।।
দুইজনার হয় ষোলটি তনয়,
পাত্র কন্যা বত্রিশজনা দিনের মধ্যে হয়।।
কাণ্ড দেখে হলাম বিস্ময় কিছু নারি বুঝিতে।।
শরৎ বলে এই দুই রমনী,
কোথায় থাকে কি নাম ধরে কোন রাজার রানী
আমায় সকল কথা বললে যিনি
তাদের মানি সভাতে।।

(১৬)

জবাব বলো দয়ালগুরু বাসনা আমার,
রতিশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব কও শুনি গো সরাসর।।
ব্রহ্মাণ্ড বিধির সৃজন পুরুষ নারী হয় গো সৃষ্টির কারণ,
কয় জাতি রমনী আছে পুরুষ আছে কয় প্রকার,
কোন জাতি পুরুষের মিলনে কোন জাতি রমনী সুখী হয় এখানে

আবার কোন পুরুষে করে বলো পশুর মতো ব্যবহার।।
নারীর যখন ঋতু হয়,
কোন দিবসে সহবাস হয় গো পাপের আশ্রয়,
কোন দিন নারীর কোন জাতি হয়
শরৎ চায় মূল কারণ তার।।

(১৭)

একটি পরমতত্ত্ব জানতে চাই।।
মহাপ্রভুর গুরু কেন ভারতী গোঁসাই।।
যিনি জগৎগুরু কল্পতরু তাহার উপর গুরু নাই।।
সর্ব মন্ত্র হয় যাহার ইতি
কিবা মন্ত্র তাহার কর্ণে দিলেন ভারতী।।
কেন সিদ্ধ হয়ে বিশ্বপতি সন্ন্যাসী সাজলে সাঁই।।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিতে অবতার কেন হলেন ধরাতে,
কে-বা গুরু কোন যুগেতে এখন মোরে বলো তাই।।
কত ভক্ত ছিল নদীয়ায়
কেন গোরা নাচে আঙ্গিনায়
অধীন শরৎ বলে এই অভিপ্রায় ভক্তসত্য যেন যায়।।

(১৮)

কি আশায় ফল গো গুরু ধরে সেই গাছে,
তার গাছের গোড়া উর্দ্ধদিকে জমিনে ডাল মেলেছে।।
সেই না গাছে আছে তিনটি ডাল
তার দুই ডালেতে ব্রহ্মা বিষ্ণু
আরেক ডালে কাল।।
তার উপর ডালে হংসের বাসা
চারযুগের এক ডিম পেড়েছে।।
সেই না গাছে আলগা ফল ধরে
ফলটি কাটলে বাঁচে না কাটলে মরে
ও ফল পাকা হয়ে ঝরে পড়ে
কাঁচা হয়ে ঝুলতেছে
শরৎ বলে ডিমে নাই কুসুম
ডিম পেরে উড়ে বেড়ায় ডিমে না দেয় ওম
সেই পাখিটি ধরতে পারলে চারযুগের এক মরা বাঁচে।।

(১৯)

গুরু আমায় লয়ে চলো তোমার স্বদেশে
জন্ম মৃত্যু নাই যে দেশে মন চলেছে সেই দেশে।।
সেই না দেশের গাছের নাই পাতা
ফুল ছাড়া এক ফল ধরেছে ফলে কয় কথা
ফলের মধ্যে কোন দেবতা মরা মানুষ ভালোবাসে।।
সেই না দেশের কলসীর নাই রে তল
কি সন্ধানে বেঁধে রেখেছে উর্দ্ধ নদীর জল
জলের মধ্যে ভাসে কমল, ভ্রমর বেড়ায় মধুর আশে
সর্প ময়ূরে আশ্চর্য লীলা হংসরূপে করে গো খেলা
নিত্যদেশের নিত্যলীলা শরৎ ভেবে না পায় দিশে।।

(২০)

দেখিলাম এক রূপের নদী আজব ঘটনা
সেথা গেলে তড়কা খেলে ভয়ে কাঁপে যমজনা।।
গেলে পরে সেই না নদীর ধারে
মরা মানুষ জ্যান্ত হয় জ্যান্ত মানুষ মরে
কত শোভা তার ভিতরে
দরশন পায় সাধুজনা।।
সেই নদীতে বয় তিনটি ধারা
কত মুনি ধনী মানী সব হচ্ছে গো হারা।।
যারা ঠিক রেখেছে দুই নয়নতারা
পায় গো গুরুর করুণা।।
যারা বাণ ক্ষেপনা করে
তারা বসে থাকে নদীর তীরে
তারা বেঁচে গেল ভবপারে
পাগল শরৎ বাঁচল না।।

(২১)

কোথা হতে আসে জীব কোথা চলে যায়
এ ব্রহ্মাণ্ড আজব কাণ্ড বুঝা দায়।।
কত এল কত গেল, গেল মানুষ আর না এল
ও তার দেহ পুড়ে ভস্ম হলে মিশায় ধরায়।।
পরমআত্মা দেহ আছে শুনব গুরু তোমার কাছে
যাহার দেহ ছেড়ে প্রাণ গিয়েছে বলো সে আছে কোথায়।
অনেক দিন হয় যে হয়েছে, স্বপ্নে দেখি এল কাছে
প্রত্যক্ষ তার প্রমাণ আছে কথা বলে যায়।।
শরৎ বলে এই যে অভিলাষ
দেহে আছে বায়ু আকাশ
কি জন্য হয় দেহ হত বিনাশ
তাই জানতে অভিপ্রায়।।

(২২)

কি কারণে জন্মায় মানুষ কেন বা মরে।।
আমি কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম কোথায় যাব দুদিন পরে।।
এসব আজব কাণ্ড কে করিল এ ব্রহ্মাণ্ড কে গড়িল
ডিমের ভিতর বাচ্চা ম'লে প্রাণ গেল তার কি প্রকারে।।
মৃত কন্যা কে হইয়াছে তার কয়টি হস্তপদ আছে
কেমনে সে জীবের কাছে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র হরণ করে।।
কে-বা ভাঙে কে-বা গড়ে কে-বা মারে কে-বা মরে
শরৎ বলে ভেবে অন্য পরে কে আমি ব্রজপুরে
আমি সাধনভজন করব কারে
চিনলাম না আমি আমারে।।

রাধেশ্যাম দাস

মাথুর

রাধা উক্তি

আমি চিরদিন যারে ভালোবাসি তারে ভুলিব কেমনে।।
আমি ভুলি ভুলি করি ভুলিতে না পারি
সদাই হেরি শয়নে স্বপনে।।
আমার জীবন যৌবন মনপ্রাণ আপন করেছি সেইজনে।।
আমার মনের কথা মন জানে আর গোবিন্দ জানে।।
পাই মরমেতে ব্যথা প্রাণনাথের কথা
যখন পড়ে মনে।।
আমার ভালোবাসার ভালে ভাবি চিরকালে মঙ্গল কারণে।।
সইরে না হল আপন পরের বেদনা পরে কি জানে,
ভেবে দেখ মনে আপন আপন স্থানে
পীরিতে সবাই টানে।।
দাস রাধাশ্যামের মন হল উচাটন
গোঁসাই গুরুচাঁদ বিহনে
অন্তিমে সখা পাই যেন দেখা
নিবেদন ও চরণে।।

বৃন্দ উক্তি

রাই ধনী হে এখন আর কাঁদো অকারণ
পূর্ব-স্মৃতি হে শ্রীমতি হয়েছে কি সম্বরণ।।
গোলকেতে বিরজার দ্বারে
শ্রীদামকে অভিশাপ দিলে বিচার না করে।।
কৃষ্ণ যারে গেল ছেড়ে বলে তারে এই বচন।।
পরের মন্দ করা উচিত নয়
পরের মন্দ করতে গেলে আপনার মন্দ হয়।।
আবার শ্রীদাম যে সঁপে দিলে তোমার শত বছর
হারাই কৃষ্ণধন।।
ধনী তোমার বলি হে স্পষ্ট উচিত কথা বলো
কিন্তু হবে হও রত।।
দেখো কত কষ্ট পেয়ে কৃষ্ণ গিয়েছে মধুভুবন।।
আমার গোঁসাই গুরুচাঁদ কয়
দাস রাধাশ্যাম তুই পড়ে আপন দোষে
পড়েছিস পেছনে।।
তোর পাকা ঘুঁটি গেল কেটে
চিনলে পরশরতন।।

রাধা উক্তি

প্রাণবধূঁ গেছে মধুপুরে
তবু আছি গো তার আশে
ভালোবাসা ভোলা যায় কি সখী
যে যারে ভালোবাসে।।
যদি বলো এত ভালোবাসায়
এত বিচ্ছেদ কিসে,
আমি অযতনে রতনহারা
হয়েছি আপন করমদোষে।।
বলো গো তাকে কি ক্ষতি
কারো পতি কি যায় না বিদেশে
সইরে তাই বলে কি আপন বধূঁ
কেউ কি পরবাসে।।
আমার শ্যাম ছাড়া কেউ বলবে না
থাকুক না যার বাসে
দাস ক্ষতেতে নিজ হাতে
শ্যাম সই দিয়াছে।।
আমি হায় কি করিলাম
পেয়ে হারা হইলাম
বলে রাধাশ্যাম দাসে।।
গোঁসাই গুরুচাঁদের অদর্শনে
আমি মরি সেই অবশেষে।।

বৃন্দ উক্তি

যদি প্রেম করবি গিয়ে
সুপুরুষ জেনে।।
আয় বলি কথা গোপনে।।
সুপুরুষ প্রেম জীবানন্দ হেম
উর্দ্ধেতে বার তারে দিনে
শুনো ধনী প্রেমের রীতি
সে পীরিতি ভাঙ্গে না তো
কী অদ্ভুত পীরিতি জানে।।
যেমতি মৃণালের সুতো
ভাঙলেও যোগ রয় তার সনে।।
সকল সময়েতো নাই ধাতু বসন্ত
সকল পুরুষ নারী নহে গুণবন্ত
বলি গো প্রেমের চরিত
শুনো একান্ত মনে।।
সুজনার প্রেম কাঁচা সোনা সে প্রেম
ভেঙ্গেও ভাঙে না,
সে পীরিতির এমনি যাচে করহ কামনা।।

কুজনার প্রেম কাচের বাসন
ভাঙলে জোড়া না মানে।।
গোঁসাই গুরুচাঁদের বাণী
সকল কর্ণেতে নাই সুমধুর ধ্বনি।।
রাধাশ্যাম করো কি শুনি
ধরো গো রসিক চিনে।।

রাধা উক্তি

প্রাণসখীরে প্রেম করা সই আমার হল না।।
পোড়া বিধি আমার বাঁদী হতে দিল না
প্রেমের অঙ্কুর হতে ছিল অঙ্কুরেতে ভেঙে গেল
যুগল পল্লব হতে পেল না।।
কৃষ্ণপ্রেম অমিয় ফল মম ভাগ্যে কল্পনা।।
কৃষ্ণপ্রেম সুধাসিন্ধু কল্লোলের একবিন্দু
সে বিন্দুর একবিন্দু পেলাম না।।
সে বিন্দুকণা পেলে পরে যেত মনে বাসনা।।
আমার হৃদয়-আকাশের চন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র প্রাণগোবিন্দ
উদয় হল কোথায় দেখি না।।
প্রতিপদের চন্দ্র যেমন কেউ দেখিলে কেউ দেখে না।।
খেদেতে দাস রাধাশ্যাম কয় কে বলে তায় করুণাময়
এমন নিঠুর আর দেখি না।।
গোঁসাই গুরুচাঁদের রাঙাচরণ পেয়েও পেলাম না।।

বৃন্দ উক্তি

মদনমোহন অদর্শন বিরহে রাই প্রাণে ম'ল
প্রেমেরই বিচ্ছেদ অনল কি দিয়ে তা'য় নিভাই বলো।।
সুখময় বিনয় শুকসারি আর যে ময়ূর ময়ূরী
বিরহে সুখ নাই কাহারই তমালে কাঁদে কোকিল।।
শ্যামলী ধবলী যত তাদের দশা বল কত
বিরহ ব্যাকুল চিত প্রাণ আছে সম্বল।।
একদিন ঘিরেছিল দাবানলে তায় রক্ষা পেল সকলে
এখন বিরহানলে ব্রজাঙ্গনার প্রাণ দগ্ধ হল।।
সখীভাবে রাধাশ্যাম বলে গুরুচাঁদে কি করিল
আজ ব্রজগোপীর নয়নজলে যমুনার জল প্রবল হল।।

রাধা উক্তি

প্রাণসখী রে এবার আমি যোগিনী হব।।
প্রতি জনে জনে আমি প্রাণনাথের কথা শুধাইব।।
গেছে পিয়া যেদিন হতে পাই না কুশল শুনিতে।।
আসিবার আশে আশে পথে আর কতদিন চেয়ে রব।।
পিয়া আমার যায় কোন দেশে আমি সেই উদ্দেশ্য
রব না আর এ ছার বাসে যোগিনীর বেশে ভ্রমিব।।
বধুঁর বিরহ চিতে জ্বলছে হিয়ার মাঝেতে
দেখা পেলে প্রাণনাথে এ দেহেতে প্রাণ পাব।।
রাধাশ্যাম দাস ভনে এ জ্বালা সহে না প্রাণে।।
গোঁসাই গুরুচাঁদের শীতল চরণে তাপিত প্রাণ জুড়াইব।।

বৃন্দ উক্তি

এ বিপদে কোথায় আছে নাথ বিপদভঞ্জন মধুসূদন।।
ওহে ব্রজের জীবন রাধারমণ রাধায় কিসে বাঁচে এখন।।
একেতে অবলাবালা, সহে না বিরহ জ্বালা
রক্ষা করো ওহে কালা রাজবালা রাধার জীবন।।
নীল পদ্মের মালা গলে পরিলাম জুড়াইব বলে।।
গুরু রক্ষা করো বলে আমায় কালীয়া করে দংশন।।
কোকিলের কজর স্বরে বক্ষে যেন বজ্র পড়ে।।
যামিনী স্মরণ করে ধুলায় পড়ে অচেতন।।
রাধাশ্যাম দাসে ভনে গুরুচাঁদ বিরহ শুনে
এবার বুঝি ম'ল প্রাণে দিনে আঁধার আজ বৃন্দাবন।।

রাধা উক্তি

এবার এনে দেখা প্রাণসখা ও সহচরী।।
বন্ধুর বিচ্ছেদ জ্বালা সইতে না পারি।।
প্রাণনাথ বিনে বলো গো কেমনে থাকি ধৈর্য্য ধরি।।
এই মদনানলে অঙ্গ সদাই দহিছে আমারি।।
আমার হয় মনে মনে বঁধুর অন্বেষণে যাই মধুপুরী।।
গিয়া আপন জোরে আনি তার বাঁকা বংশীধারী।।
কাল আসি বলে গেল ফিরে নাহি এল ভুলে রইল শ্রীহরি।।
ওগো বৃন্দ একবার এনে দে হৃদয়বিহারী।।
বলে রাধাশ্যাম খেদে গোঁসাই গুরুচাঁদের চরণ আশাধারী।।

বৃন্দ উক্তি

আজ প্রাণগোবিন্দ অনন্তবৃন্দে চলল মথুরায়।।
দধি দুগ্ধ মাখন ছানা সাজায়ে পশরায়।।
হাস্য বদন দেখাও এখন গা তোলো হে রাই।।
শুভযাত্রা করি এখন চরণধূলি দে গো মোর মাথায়।।
সেই মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে খুঁজিয়া দেখব তা'য়
পেলে আপন জোরে বাঁধব তারে ক্ষতের বাকির দায়।।
নাহয় নতুন রাজা হয়েছে এখন গিয়ে মথুরায়
মোদের রাধারানীর কৃপায় ভয় করি না কুব্জায়।।
রাধাশ্যামের বাণী শুনো বৃন্দ ধনী যমুনায় পার যায়।।
বৃন্দে উতরিল যথায়তে ছিল নিঠুর শ্যামরাই।।

বৃন্দ উক্তি

মধুপুরবাসিনী দেখছ কি ধনী শ্যামবরণখানি
পাখি এসেছে উড়ে।।

লোকমুখে শুনি কুব্জা নামে রানী শুনেছি সেই ধনী
পাখি রেখেছে ধরে।।
মনোচোরা পাখি কমলিনী ধরে, প্রেম শিকলে
বেঁধে রেখেছে তারে।।
রাধাবুলি শিখাইলাম যত্ন করে,
রাই পিঞ্জর শূন্য করে এসেছে মধুপুরে।।
সে পাখির গুণের কথা কি বলব তোমারে
পাখির জন্য ধনী সদাই রোদন করে,
কেবল সেই পাখির তরে এলাম যমুনার পারে
এবার পেলে তারে আর দিব না ছেড়ে।।
সেই পাখির চিহ্ন আছে মাথায় ময়ূর পাখা
পাখির পাখায় আছে রাধার নাম তাই লিখা
উরু ভুরু বাঁকা অঙ্গভঙ্গী বাঁকা আছে তার নয়ন বাঁকে
চিনে তারে নিবে ধরে।।
রাধাশ্যাম বলে পাখির করো গো অন্বেষণ
আর কতদিনে পাবে পাখির দরশন।।
পাখির দেখা পেলে এ দেহে আসে জীবন
দেখব পাখি কেমন ধারা প্রেমভক্তি ডোরে।।

মথুরাবাসিনী

শ্যামবরন পাখি কুব্জা দেখি প্রেমফাঁদে পাখি ধরেছে।।
অতি যতন করে কুব্জা তারে হৃদয়-পিঞ্জরে রেখেছে।।
যমুনা পার হতে এলে মধুপুরে, সেইদিন মোরা দেখেছি তারে,
চাও যদি যাও রাজদরবারে সে যে এখন রাজা হয়েছে।।
শিকলি কেটে গেলে উড়ে আর কি ধরা হয় গো তারে
পিঞ্জরে আবদ্ধ করে কেউ কি রাখতে পারে।।
পাখি রূপেতে মনোহর এমন পাখি দেখি না সংসারে।।
যার পাখি তারে অনাথিনী করে শিকল কেটে উড়ে এসেছে।।
গোঁসাই গুরুচাঁদ বলে মনচোরা পাখি
দাস রাধাশ্যাম তোরে দিয়েছে ফাঁকি
ফিরে তারে আর পাবে কি বিদেশিনীর ফাঁদে পড়েছে।।

বৃন্দ উক্তি

হে ধর্মীয় অবতার করো হে বিচার জানাই তোমারে।।
ব্রজপুরে ডাকাতি করে এসেছে এপারে।।
রাধারানীর রংমহলে ছিল সে ভাণ্ডারে।।
কিছুদিন পরে খাসতবিল মেরে গেছে ব্রজ ছেড়ে
ধন হারা হয়ে কাঁদিছে ধনী ধুলাতে পড়ে
আমি সেই উদ্দেশ্যে ফিরি দেশে দেশে
যদি নাগাল পাই তারে।।
তার অঙ্গ বাঁকা ভঙ্গি বাঁকা, নয়ন বাঁকা
মাথার চূড়া বাঁকা।।
ময়ূর পাখায় রাধা নাম লেখা উপরে।।
শুনেছি সে পরস্পরে এসেছে মধুপুরে
আছে কুব্জা নামে রানী চিরকাঙালিনী রেখেছে ধরে।।
দাস রাধাশ্যাম বলে সেই চোরা পেলে বাঁধব প্রেমডোরে,
গোঁসাই গুরচাঁদের কৃপায়, এবার পেলে তারে
দিব না আর ছেড়ে।।

কৃষ্ণের উক্তি

কে হে ধনী বিদেশিনী কাঙালিনীর বেশেতে।।
কোন প্রয়োজন কিসের কারণ আগমন রাজসভাতে।।
বলো বলো শীঘ্র গতি কি-বা নাম কোথায় বসতি,
একাকিনী অবলা জাতি সাথী নেই কেউ সঙ্গেতে।।
আমি মথুরা রাজন সূক্ষ্ম বিচার করব এখন
বলো সত্যবচন আমার এই সাক্ষাতে।।
দয়াময় নামটি ধরি, ভক্ত ডাকলে কি বইতে পারি
অসুর নিধন আমি করি ভক্তর বাঞ্ছা পুরাইতে।।
দাস রাধাশ্যাম কয় জানাও দরখাস্ত
বিচার হবে বন্দোবস্ত সাজা পাবে অপরাধী যত
গোঁসাই গুরুচাঁদের দরবারেতে।।

বৃন্দের উক্তি

চিনবে কি হে চিকন কালা, নতুন রাজা হয়েছো
সেদিন তোমার নাই হে মনে গোধন চরা ভুলেছো
ভেবে দেখো দেখি মনে, মানের দায়ে বৃন্দাবনে
ধরে রাধার শ্রীচরণ সেধেছে আর কেঁদেছে।।
বইতে হরি নন্দের রাধা মায়ের কাছে থাকতে বাধা,
নিধুবনে রাজা রাধার কুটিলাগিরী করেছো।।
দরিদ্র বিষয় পেলে, ধনমদে থাকে ভুলে,
রাখাল ছেলে রাজা হলে, সুখ সাগরে ভাসতেছো।।
গোঁসাইচাঁদের চরণ ধরে, রাধাশ্যাম কয় রাজ দরবারে
ভাসাইয়ে দুঃখের সাগরে, কুব্জার প্রেমে মজেছো।।

কৃষ্ণ উক্তি

কুব্জা হে ব্রজে যাব আর নিষেধ কোরো না আমায়।।
যাব আমি বৃন্দাবনে সরল মনে দাও হে বিদায়।।
যে জন্যে মথুরায় এলাম, সে কার্য সমাধা করলাম
ভক্তের বাঞ্ছা পুরাইলাম রাজা হলাম এই মথুরায়।।
ছিলে তুমি কুব্জেশ্বরী, এখনও তো পরম সুন্দরী,
সত্য কিনা ও সুন্দরী, প্রকাশ করে বল হেথায়।।
বদন ঢেলে কও হে কথা, কেন দাও প্রাণে ব্যথা
মান করছো বৃথা সে মান কি শোভা পায়।।
রাধাশ্যাম দাসের এই বাণী, শুনো হে কুব্জারানী
ব্রজের আমন্ত্রণ শুনি, মন যে ব্রজে যেতে চায়।

কৃষ্ণের উক্তি

ওহে বৃন্দে অকারণ নিন্দা কোরো না,
ভালোবাসার কি দুর্দশা গেছে হে জানা।
(দেখো) বৃন্দাবনের বনে বনে, কত কষ্ট পাই সেখানে,
সখা বলে রাখালগণে পেলাম যন্ত্রণা।।
প্রেমের দায়ে নন্দের ঘরে, পায়ের বাধা বইলাম শিরে,
মা যশোদা বাঁধন করে সইতে পারি না।
আমায় রাই প্রেমের চাকরি দিয়ে, কতবার ধরাইলে পায়ে
তোমরা আমায় একলা পেয়ে করলে লাঞ্ছনা।
পতি ভাবে শূপর্নখা, আমায় ভেবে হল বাঁকা
এখন সোজা হল পেয়ে বাঁকা চেয়ে দেখো না।
বিবা মুনির কন্যে কুব্জা নামে হল এখানে
রাধাশ্যাম ভনে ক্ষেদ রইল মনে, পূর্ণ হল না।

বৃন্দের উক্তি

ভালো বাঁকায় মিলেছে হে ও প্রাণসখা।।
যেমন তোমার কুব্জা বাঁকা, তেমনি হে শ্যাম তুমি বাঁকা।।
তোমার কুব্জারানী, রসিকিনী ধনী, মধুর বাণী কয় রসে মাখি।।
যেমন আরশোলাকে যাদু করে ধরে কুমরে পোকা।।
অদৃষ্ঠের লিখন না যায় খণ্ডন, বিধির লিখন, পাষাণের বাধা।।
এসব ফেলতে হবে কলেহ আছে, চর্মে ঢাকা।।
যদি এলাম মথুরায়, ওহে শ্যামরাই,
তোমার বহু ভাগ্যে পেলাম দেখা,
তোমার কুব্জা মিলন হেরে এখন, ঘুচল মনের ধোঁকা।।
গোঁসাই গুরুচাঁদের শক্তি, দাস রাধাশ্যামের উক্তি
শাস্ত্রে যদি করি হে ব্যাখ্যা,
এবার ভেবে দেখো মনে দূরের কেমনে, রাখিবে মন বাঁধা রাখা।।

কৃষ্ণ উক্তি

উচিত কথা বললে পরে বন্ধু কিন্তু ব্যাজার হয়।।
না বললেও বাঁচি না, প্রাণে বলতে লাগে ভয়।।
বললে থাকে না বাকি হয়ে যাবে পাকাপাকি,
তোমার আর কথাতে কাজ কি পেয়েছি হে পরিচয়।।
চটো না হে বললে পরে ভেবে দেখো দেখি অন্তরে
যত বুদ্ধি ঘোলের ভাড়ে তার কথা কি প্রাণে সয়।।
বিদ্যাবুদ্ধি গেছে জানা, মুখ ফলে তার ক্ষেত ফলে না,
ভুয়ো জারি আর কোরো না, বেড়াও না হে অতিশয়।।
করো যদি বাড়াবাড়ি ভাঙব তোমার ঘোলের হাড়ি
নাচদুয়ারে গড়াগড়ি ছড়াছড়ি হবে নিশ্চয়।।
দাস রাধাশ্যাম কয়, দোষ দিব কার,
কর্মফলে ঘটে আমার, বদন ভরে বলবে এবার
গোঁসাই গুরুচাঁদের জয়।।

বৃন্দের উক্তি

আগে না চিনে শুনে বিদেশীর সনে প্রেম করা উচিত নয়।।
প্রেমিক ভিন্ন প্রেম জানে না জানিলাম নিশ্চয়।।
অপ্রেমিকের সঙ্গে প্রেমে কাঁদিতে যে হয়,
যেমন চোরা না মানে ধর্ম কাহিনী, নাহিকো শরম ভয়।।
দয়া মায়া নাই অন্তরে, কঠিন হৃদয়
প্রেম বিচ্ছেদ চিতে মন পোড়ায়, তাতে নিঠুর অতিশয়।।
প্রেম পীরিতি সরল রীতি সকলেতে কয়,
এবার মনচোরার হাতে পরে আমার জীবন সংশয়।।
রাধাশ্যাম ভনে এই ছিল মনে ওহে দয়াময়।।
(তোমার) শুনেছিলাম শ্যাম দয়ামায়া নাই দিলে ভালো পরিচয়।।

কুব্জার উক্তি

আমি কারে আর জানাব রে সই মরম ব্যথা।।
আছে আমার ব্যাথার ব্যথী তারে বলি মনের কথা।।
মনের কথা মনের সঙ্গে কই,
মনের কথা মনে রেখে মরমে মরে রই।।
আবার মনদুঃখে অধমুখে কাঁদি গো, নির্জন যথা।।
দরদী না হলে পরে দরদী সনে যদি বহস্তা করে
দরদ যার হইয়াছে সেই বুঝেছে, দেখো সত্য কি শিক্ষা।।
আমার দরদী সেই গুরুচাঁদ গোঁসাই,
রাধাশ্যাম কয় শীতল হয়, যদি চরণতল
তবে আনন্দে বাস করি, সদাই কিরূপে পাই সেথা।।

কৃষ্ণ উক্তি

বিদায় দাও হে কুব্জা সুন্দরী, যাই ব্রজপুরী।।
তোমারি কারণে আমার আগমন মধুপুরে।।
তোমার সঙ্গে সত্য ছিল এখন সত্য পূর্ণ হল
ভালো কিনা মন্দ বলো বলো হে প্রাণেশ্বরী
কংস রাজায় ধ্বংস করে, রাজা হলাম মধুপুরে
আমার যে পিতামাতারে কারাগারে উদ্ধার করি।।
শুনো বলি হে প্রেয়সী, তুমি ছিলে কংসের দাসী
তোমার করি মহিষী বসেছি বামে করি।।
রাধাশ্যাম কয় বিনয়েতে, দাও হে বিদায় সরল চিত্তে
গোঁসাই গুরুচাঁদের চরণেতে ঘাট হয়েছে আমারি।।

কুব্জার উক্তি

শ্যাম তুমি আর ব্রজে যেও না।।
প্রাণ থাকিতে কোনো মতে বিদায় দিতে পারব না।।
তুমি হে হৃদয়বিহারী, এসো নাথ হৃদে ধরি
বহুদিনের আশাধারী আশায় নেরাশ কোরো না।।
আসিয়ে দুদিনের তরে মজাইলে হরি আমারে,
বিদায় মাগো কেমন করে সহ্য কি হে হল না।।

প্রথম মিলনকালে কত ছলে ভুলাইলে,
কুব্জা তোমার হলাম বলে হে ষোল আনা।।
এই কি তোমার প্রেমের ধারা, অবলার প্রাণ দগ্ধ করা
তোমার সনে হল ছাড়া আর তো প্রাণে বাঁচব না।।
গোঁসাই গুরুচাঁদে বলে, পড়লাম বড়ো গণ্ডগোলে
রাধাশ্যাম রে তোর কপালে ছিল এত যন্ত্রণা।।

কৃষ্ণের ব্রজেতে প্রত্যাগমন

আজ আবেশেতে শ্যাম শ্রীরাধার ধাম উতরিল আসি।।
দূতী মুখে শুনি সমাচার চঞ্চল হইল বলো শশী।।
নাগর যার পীতধরা পীরিতে অবসর নাই, নিতে বাঁশি
নূপুর পরিতে পায় সময় নাহি বলব কি বেশি।।
চূড়া বাঁধতে রহিল তিলক, মুড়া হইল মলিন হল মুখ চন্দ্র শশী,
শ্যাম ধায় যথা রাধা না মানে বাধা সঙ্গে বৃন্দে দাসী।।
ধেয়ে যান নাগর নব জল ধরো, নাহি ঠাওর দিবা কি নিশি,
যেন চাতকের পিপাসা নিবারি আশায় ব্রজে উদয় হাসি।।
ব্রজপুরে মৃত তরু মুঞ্জরে ষড়ধাতু বসন্ত প্রকাশি।।
দাস রাধেশ্যাম কহে প্রাণে এল দেহ প্রেমানন্দে ভাসি।।

কৃষ্ণের উক্তি

কুব্জা হে ব্রজে যাব, আর নিষেধ কোরো না আমায়।।
যাব আমি বৃন্দাবনে সরল মনে দাও হে বিদায়।।
যেজন্যে মথুরায় এলাম, সে কার্য সমাধা করলাম
ভক্তের বাঞ্ছা পুরাইলাম, রাজা হলাম এই মথুরায়।।
ছিলে তুমি কুব্জেশ্বরী এখন তো পরম সুন্দরী
সত্য কিনা ও সুন্দরী প্রকাশ করি বলো হেথায়।।
বদন তোলো কও হে কথা কেন দাও প্রাণে ব্যথা,
মান করেছো বৃথা, সে মানা কি শোভা পায়।।
রাধাশ্যাম দাসের এই বাণী, শুন হে কুব্জারানী
ব্রজে অমঙ্গল শুনি, মন যে ব্রজে যেতে চায়।।

সখা গান

আজ বহুদিনের পরে দেখা ও চিকন কালা।।
ব্রজপুর ছেড়ে মধুপুরে শ্যাম ছিলেও ভালো।।
তোমারি কুশলে সকলি কুশল, বধু হে তবে কুশল বলো,
তোমার কুশল বাণী শুনে জুড়াই, হে পরাণে
নিভাই দুঃখের অনল।।
প্রাণনাথ বিনে সবই অনাথিনী, প্রাণ মাত্র কেবল সম্বল
এই প্রাণ গেলে দেখা হত না হে ভাগ্য দেখা ছিল।।
আজ হারানো রতন পেয়ে দরশন, সর্বজনে বৃন্দাবনে আনন্দ ভরিল,
নাচে ময়ূর ময়ূরী আর শুকসারি, গান করে কোকিলে।।
দাস রাধাশ্যাম ভনে ব্রজধামে, শ্যামচাঁদের উদয় হলে
সুখময়ীর আগমনে মনের দুঃখ দূরে গেল।।

বৃন্দ উক্তি

রাধা দরশনে যাবে শ্যাম, রাধা নাম সদা জানাও হে।।
ওহে বাঁকা শ্যাম জপো অবিরাম রাধা নাম যেন ভুলো না হে।।
ওহে শ্যাম তোমার বড়ো ভালোবাসি, কিন্তু বৃন্দ আমি রাধার দাসী,
বলব কি বেশি, ও হে কালা, রাধা নামে বাঁশি বাজাও না হে।।
পীত ধড়া পড়ে রাজার বেশটি ছাড়ো, চূড়া বাঁধো মুকুট ফেলো হে দূরে।।
বিনোদ বেশটি ধরে না গেলে পরে, বিনোদিনী কথা বলবে না হে।।
ভাঙা গড়া কাজ করি হে হরি, ভাঙতেও পারি গড়তেও পারি
আমি ভালো পারি প্রেমের কারিগরি, কত ভাবে করি ঘটনা।।
বৃন্দ চলল সঙ্গে লয়ে কানাই, যথার আছে বসে বিরহিনী রাই
রাধাশ্যাম বলে গুরুচাঁদের যেন চরণ ছাড়া আমায় কোরো না হে।।

রাধা উক্তি

কত দিন পরে প্রাণবঁধু হে, এল ঘরে,
দেখা কি আর হত হে বন্ধু প্রাণ গেলে পরে।।
কুশল কি বলব তোমাকে, দুঃখিনীর দিন গেল দুঃখে
তুমি তো ভালো ছিলে হে সুখে সেই মথুরা নগরে।।
ব্রজের জীবন কাল বরণ শতবর্ষে পরে পদার্পন,
হারানো ধন পেয়ে দরশন মৃত তরুগণ মুঞ্জরে।।
ময়ূর নিত্য করে এসে কোকিলে গা'য় তমালে বসে
ভ্রমরা তার সঙ্গে মিশে গান করে গুন গুন স্বরে।।
রাধাশ্যাম কয় কি আনন্দ ব্রজে উদয় প্রাণগোবিন্দ
দূরে গেলে নিরানন্দ রাধাগোবিন্দ যুগল হেরে।।

রাধাকৃষ্ণ মিলন

দাঁড়াল শ্যামের বামে নবীন কিশোরী।।
রায় আমাদের নীলমণি, সোনারো বরনি রে।।
অষ্টদিকে অষ্ট সখি, মধ্যে চন্দ্র লই যারে,
শ্যামের মুখে দিচ্ছ সেবা, উলুর ধ্বনি দিয়া রে।।
আমরা সবে সখী মিলে, মালা গেঁথে দিব গলে
বিনা সুতার মালা গেঁথে দিব শ্যামের গলেরে।।
ময়ূর নিত্য করো এসে, কোকিল গাও তমালে বসে
ভ্রমরা তার সঙ্গে মিশে, গান করো গুন গুন সুরে।।
সোনার আচার সোনার পাচার, সুনার একখানে
ঘরের রাধাকৃষ্ণের যুগল হল হরি হরি বলে রে।।
রাধাশ্যাম কয় কি আনন্দ ব্রজে উদয় প্রাণগোবিন্দ
দূরে গেলে, নিরানন্দ রাধাগোবিন্দ যুগল হেরে।।

মদনচাঁদ ফকির

১

যথা গরল তথা সুধা দুয়েতে একপাত্রে রয়।।
গরল রেখে অন্যান্তরে সুধা খেতে পারলে হয়।।
সুধা গরল একপাত্রে, জানিয়ে যে সাধন করে,
গরল রেখে অন্যান্তরে সুধা যেজন খায়।।
যে সুধা সেই অমৃত, সাধকেতে করে বর্ত্ত,
পাইয়ে পরমতত্ত্ব, নিরপেক্ষে বসে রয়।।
শুনেছি এক কালনাগিনী, তার কাছেতে বিষের খনি,
যথা ফণী তথা মণি সাধুশাস্ত্রে কয়।।
আত্ম-তত্ত্ব নাহি সেরে, ধরতে যায় সেই অজাগরে,
মানিক পাবার আশা করে, উল্টে ছোঁ মারে তার গায়।।
মৃগ সিংহ এই দুই জনে, বসে আছে একাসনে,
হিংসা নাহি কারু মনে, সাধক তদ্রুপ প্রায়।।
আনন্দ মোহিনী বলে পূর্ণ যেজন সাধক হলে,
ফণীর মণি নেয় সে তুলে, মদন ফকির ইহাই কয়।।

২

শশীর উদয় নিশির চাপা এ দুইজনা কোথায় থাকে।।
শুনব না আন্দাজী কথা, বলতে হবে চোখে দেখে।।
বল বুদ্ধি দুই নায়ক আছে, আক্কেল তার রয়েছে পিছে।।
মায়াতে জগৎ ঘিরেছে, এর ভ্রম নায়কটি কে।।
পঞ্চতত্ত্ব তপং কৃষ্ণং, বিষ্ণু জানা আদি বৈষ্ণব,
এই পাঁচজনার বসত উত্তম।।
খেলছে দেহে আপন সুখে।।
দাদি যখন হামবেল ছিল, বাবা তখন গর্ভে এল,
আমি তখন কিরূপ বল, কহিব কারে।।
কইতে পারলে হয় প্রবর্ত্ত, তাকেই বলি আত্মতত্ত্ব,
হয় যথার্থ, আত্মতত্ত্ব বলি তাকে।।
আটে আটে, চৌষট্টি ঘরে, অষ্ট অঙ্গে আছে পুরে,
বস্তু বসে রোশনাই করে, অখণ্ড থাকে।।
অখণ্ড বলে গোলকধাম নিত্যলীলা যাহার নাম,
দেখলে পূর্ণ হয় মনস্কাম, দেখতে পায় সে তাকে তোকে।।
আঁখির মধ্যে পাখির বাসা তার ভিতরে লাল তামাসা,
দেখলে পরে পুরবে আশা থাকবি রে সুখে।।
খ্যাপা মদনচাঁদে বলে, যদি কারু নজর খোলে,
সে তো কারে নাহি বলে, যেন দরিদ্রের ধন রাখে বুকে।।

৩

আহা মরি, নীচে পদ্ম উদয় জগৎময়।।
আসমানে রয় চাঁদ-চকরা, তাদের কেমন করে যুগল হয়।।
নীচে পদ্ম দিবসে মুদিত, আসমানেতে চন্দ্র উদয় তখন বিকশিত,
এদের দুয়েতে এক যুগল আত্মা রে, চন্দ্র লক্ষ যোজন ছাড়া রয়।।
পদ্মকান্ত শান্ত দান্ত যে, সে মালির সঙ্গে পরম রঙ্গে ভাব করেছে সে।।
সেই মালি যেমন সাজিয়ে ডালি রে, মালি বসে আছে দরজায়।।
গুরু চন্দ্র শিষ্য পদ্ম যে, সে তারে তারে তার মিশায়ে গেঁথে রেখেছে।।
খ্যাপা-মদন বলে, তেমনি হলে রে, তবে যুগল মিলন জানা যায়।।

৪

আছে পূর্ণিমার চাঁদ মেঘে ঢাকা।।
মেঘ না কাটলে চাঁদের পাবি না দেখারে, পাবি না দেখা।।
যখন মেঘ তোর কেটে যাবে, তখন চাঁদের উদয় হবে,
জ্ঞানচন্দ্রে দেখতে পাবে, চাঁদে চাঁদে মাখা চোকা।।
মেঘের কোলে চাঁদ রয়েছে, চাঁদের কোলে বিদ্যুৎসখা।।
মেঘ কেটে চাঁদ উদয় করো, সেটা কিন্তু লেখাজোখা।।
মদন বলে অন্ধকারে ধন্দ হয়ে রইলাম একা।।
যার হয়েছে গুরুকৃপা, সেই পেয়েছে চাঁদের দেখা।।

৫

ত্রিপানির পার, কোন সাধনে যাবি।।
ও তোর সাহস দেখে বসে ভাবি।।
ত্রিপানির ঐ বাঁধা ঘাটে, দোয়ার আঁটা তিনটি কাঠে,
ভাব জলুয়ে আঁটা আছে রূপ-রসের কপাটে।।
সেথা শব্দ গন্ধ কলে, প্রেমেরি শিকলে,
স্থানে স্থানে ও তার উলট চাবি।।
ব্রহ্ম বিষ্ণু গুণাতীত, আছে মহামায়াবৃত,
সেসব শুনি নিদ্রাগত, চৈতন্য রহিত।।
সেথা কত মহাজন কাণ্ডারী বিহন, বাঁওয়ার পড়ে খাচ্ছে খাবি।।
শচী সুত বলো যারে, ত্রিপানির ঢেউ লেগে তারে,
সেই জোয়ারে ভেসে এসে, ফিরছেন দ্বারে দ্বারে।।
সে যে ত্রিপানির ভাস, নন্দের শ্রীনিবাস,
রাধার জন্য হলেন ভাবের ভাবী। (নদের এসে)।।
দুদিকে দুই বিষের নদী, বইছে ধারা নিরবধি,
মধ্যেতে অমৃতনদী চিনতে পারো যদি,
খ্যাপা মদনচাঁদে কয়, (তাতে) ডুবতে পারলে হয়,
নইলে কেন মিছে প্রাণ হারাবি।।

দাস পীতাম্বর

১

পোড়ামুখী কলঙ্কিনী রাই লো।।
ওলো তোর মতন কেউ কুলমজানি গোকুলেতে নাই লো।।
যমুনায় জল আনতে গেলে রসের খেলা কদমতলে (হায় লো)।।
দেখে এসে লোকে বলে, সকল শুনতে পাই লো।।
খাওয়াইয়ে পাগলা গুঁড়া, ভাতারকে করেছিস, ভেড়া (তুই লো)।।
দাদার মুখে নাইকো সাড়া, বুক বেড়েছে তাই লো।।
ওলো রাধে রাজার মেয়ে, ভুলে গেলি রাখাল পেয়ে (ছিঃ লো)।।
খাসা দইকে ফেলে দিয়ে, কাপাস খেলি তুই লো।।
আ মরি কি রূপের ছটা, কয়লা হতে ময়লা সেটা (হায় লো)।।
তার সঙ্গে তোর প্রেমের ঘটা, লাজে মরে যাই লো।
আকাবাঁকা অঙ্গখানা, ভঙ্গি দেখে যম ছোঁয় না (তায় লো)।।
দাস পীতাম্বর সেই সাধনা করিছে সদাই লো।।

২

গোষ্ঠে বিদায় দিব না গোপালে।।
আজিকার মতো ধেনু লয়ে তোরা যা সকলে।।
সুকমল শ্যাম কলেবরে রবির তাপ না সইতে পারে (সুবল রে)।।
চলতে নারে কুশাঙ্কুরে, বাজে চরণতলে।।
বনে ঘুরে নিতি নিতি, যাতনায় কাতর অতি, (হায় রে)।।
ঘুমায় না সে সারা রাতি, ছিল আমার কোলে।।
করিয়ে বহু সাধনা পেয়েছি এই কাল সোনা (হায় রে)।।
শূন্য গৃহে থাকা যায় না, কৃষ্ণ না হেরিলে।।
গৃহে রেখে পীতাম্বরে লয়ে যা দাস পীতাম্বরে (সুবল রে)।।
পদসেবায় রাখবি তারে, ব্রজের সব রাখালে।।

৩

জননী গো বিনয় করি তোরে।।
গোষ্ঠ মাঝে দে গো বিদায় প্রাণের বেণু করে।।
জীবনধন তোর কাল রতন, আমরা সবাই করবে যতন, (মা গো)।।
নিকটে চরাব গোধন, যাব না গো দূরে।।
সঙ্গে যদি থাকে কৃষ্ণ, পাব না বনে কোনো কষ্ট (হায় গো)।।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় গো নষ্ট, কৃষ্ণমুখ হেরে।।
ভাই কানাই কি গুণ জানে, অন্ন ভোজন করায় বনে (হায় গো)।।
লয়ে যাই গো সেই কারণে, শ্যামজল ধরে।।
দাস পীতাম্বর তোর গোপালে রাখবে সদা হৃদ-কমলে, (মা গো)।।
বেলা অবসান হলে, এনে দিব ঘরে।।

৪

হার গেঁথে এনেছি চাঁপা ফুলে।।
ও ভাই কালা, সাধের মালা, পরে দেখবে গলে।।
ফুল তুলেছি মনে বুঝে, যে ফুলে শ্যামতনু সাজে (কানাই রে)।।
দুলবে যখন বক্ষ মাঝে, দুঃখ যাবে ভুলে।।
কালো অঙ্গে স্বর্ণ আভা, অপরূপ হবে শোভা, (কানাই রে)।।
খেলে যেন ক্ষণপ্রভা, নবীন মেঘের কোলে।।
শ্রমজ্বালা দূরে যাবে, তাপিত অঙ্গ শীতল হবে (কানাই রে)।।
সুগন্ধে আনন্দ পাবে, হৃদয়কমলে।।
কৃষ্ণপদ ভজিবারে দাস পীতাম্বর আশা করে, (কানাই রে)।।
অন্তে যেন ভবঘোরে, এড়ায় মায়াজালে।।

৫

চম্পকের হার পরাইলি কেনে।।
চম্পকবরণী রাধা উদয় হল মনে।।
মালা গেঁথে অন্য ফুলে, কেন ভাই না দিলি গলে, (সুবল রে)।।
চাঁপা ফুলে হিয়া জ্বলে যাতনা হয় প্রাণে।।
ওরে সুবল কি করিলি, বিষম বিপদ ঘটাইলি (ভাই রে)।।
বিরহানল জ্বেলে দিলি, বাঁচিব কেমনে।।
বিনে প্রাণাধিকার সঙ্গ, জীবনলীলা হবে সাঙ্গ (সুবল রে)।।
থর থর কাঁপে অঙ্গ, অনঙ্গের বাণে।।
দাস পীতাম্বর লয়ে সাথে, যাবে সুবল যাব টেতে (ভাই রে)।।
রক্ষা করো ভাই বিপিনেতে, কিশোরী মিলনে।।

৬

ধৈর্য্য ধরো ও ভাই চিকণ কালা।।
আমি না বুঝিয়া পরাইলাম কনকচাঁপার মালা।।
কালো অঙ্গে সাজবে বলে হার গেঁথে দিয়েছি গলে (কানাই রে)।।
কে জানে ভাই চাঁপা ফুলে ঘটবে এত জ্বালা।।
রাই বলে বাজা রে বেণু, জুড়াবে তোর তাপিত তনু (কানাই রে)।।
আনন্দে চরিবে ধেনু, করব বিনোদ খেলা।।
বিপিনেতে দিনমানে, রাই এনে দিব কেমনে, (কানাই রে)।।
প্রহরী আছে সেখানে প্রখরা কুটিলা।।
দাস পীতাম্বর নরাধমে, যদি হে তার অন্তিমে, (কৃষ্ণ হে)।।
এনে বসাইব বামে, বৃষ ভানুবালা।।

অনন্ত

১

ধন্য কারিকর, কে গড়েছে এমন ঘর।।
তার কারিকুরির বলিহারী, সে মিস্ত্রীরির কোথায় ঘর।।
এ ঘরের দরজা নয় খান, সকলি প্রমাণ,
অসংখ্য জানালা তার কে করে অনুমান,
ঘর মাপে হদ্দ চোদ্দ পোয়া চোদ্দ ভুবন তার ভিতর।।
ঘরের মূল তিনটি খুঁটি, বেশ পরিপাটি,
দড়ি দড়া বাঁধা বোঁধা সাড়ে তিন কোটি
আছে পাঁচ বরণের পাঁচ ধরনের, পাচ-কুঠারি মনোহর।।
ঘরের পাঁচির সপ্ত পুর, তার মধ্যে অন্তঃপুর
সন্ধানী সে যেতে পারে অন্যের পক্ষে দূর,
সেথা লাগবে ধাঁধা, চাকা চাঁদা, প্রবেশ করা কষ্টকর।।
ঘর বেশ আঁটা সাঁটা ছয় তোলা কোঠা,
সবার উপরে এক তোলা মণিময় কোঠা,
সেথা দিবানিশি মণি জ্বলে, ঘরের কর্তা থাকেন তার ভিতর।।
এ ঘরের কত কারখানা, ঘরের ভিতর বৈঠকখানা, আর তোষাখানা।।
আবার ফুলের বাগান হাওয়াখানা,
তার মাঝে দিব্য সরোবর এ কথা মিথ্যা নয়,
ঘরের মাটিই কথা কয়, ঘরের ভিতর আগুন জ্বলে এক মিশালে রয়।।
সাধু চোরে রাক্ষস নরে, বিষামৃতে একত্তর।।
ধন্য মিস্ত্রীরির কৌশল, তার ধন্য বুদ্ধিবল,
এ ঘর চল বললে অমনি চলে, এমনি ধারা কল।।
ঘরের কখন ঘটে কি অবস্থা, কভু স্থাবর অস্থাবর।।
অনন্ত ভাবছে তাই, ঘরের অন্ত কিসে পাই,
ঘরে থেকে কর্তার সঙ্গে আলাপ হল নাই।।
কেবল দেশ বিদেশে খুঁজে বেড়াই, না জেনে ঘরের খবর।।

২

মনময়রা কেমন ভিয়ানদার জানব রে এবার।।
হরিভক্তি রসে ভিয়ান করা, যুক্তি কর সারোদ্ধার।।
তোর দেহ খুলিতে, সাধন চিনি দে তাতে,
ওরে মনোযোগের অনুরাগের হাতা নে হাতে।।
কর নিরবধি শ্রবণাদি নাড়া চাড়া বারম্বার।।
বৈরাগ্য অনলে, রিপু কাষ্ঠ দে জ্বেলে,
ওরে কষ্ট কি তায় নিষ্ঠাযোগে দিবি জাল ঠেলে।।
যদি অপরাধ ঘটে, যাবে চোটে,
রস খরে হবে এক্কে আর।।
যদি রসের ময়লা কাটাবি, রস পরিষ্কার পাবি,
তবে হরিভক্ত সভ্যসঙ্গ গব্যরস দিবি।।
নিলে তাদের করণ-কারণ, ধরন-ধারণ, হবে রসের বরণ নির্বিকার।।
আগে ভিয়ান কর ভাই, বোঁদে আর মেঠাই,
শান্তরসের পান্তুয়া সুমিষ্ট শুনতে পাই।।
কর দাস্য রসের খাজা গজা খেতে বড়ো মজাদার।।
ভালো ভিয়ান কর বশ, মুখ্য সখ্য রস,
রসগোল্লা জিলিপি যার অন্তরে সুরস,
বাৎসল্য রসের লালমোহন আর মোহনভোগ কি চমৎকার।।
মধুর ভিয়ান বড়ো দূর, মণ্ডা মতিচুর, মনোহরের মন হরে যায় মনোহরা মধুর।।
ছানায় মুড়কি, ক্ষীরের বরফি সরভাজা সকলের সার।।
খেয়ে পাটালি, আজন্ম কাটালি, অনন্ত তুই রসের কথা কেন রটালি,
আবার দুপর রেতে উঠলি মেতে, স্বপ্নে পেয়ে রাজ্যভার।।

৩

সুখের ধান ভানা, ধনী এমন ব্যবসা ছেড়ো না।।
করো কৃষ্ণপ্রেমের ভানা-কুটা কষ্ট তোমার থাকবে না।।
তোর দেহ-ঢেঁকশালে, অনুরাগে ঢেঁকি বসালে,
ভজন সাধন পাড়ুই দুটো দুদিকে দিলে।।
আবার নিষ্ঠা আঁশকলেরি বলে, চলবে ঢেঁকি টলবে না।।
রাগ বৈধী দুজন ভানুনী, তাদের নাম কৃষ্ণ-মোহিনী,
একজন হোলো চাষার মেয়ে, একজন তেলেনী।।
তারা ধান ভানে ভালো জানে ভালো, তাদের গায়ে সোনার গহনা।।
ঘরে বৃদ্ধা শ্রদ্ধা বেশ গিন্নী, হবে সেঁকেলে দিউনি,
শুদ্ধমতি শুদ্ধরতি কুলো-চালুনি।।
আবার সকাম ছেড়ে, ঝেড়ে পাছুড়ে তুঁষ কুঁড়ো চেলে নে না।।
বৈরাগ্য মূষলের আঘাতে, তোর বাসনা তুষ যাবে ছেড়ে পাড় দিতে দিতে।।
চাল উঠবে সেঁটে, বিকার কেটে, ঠিক যেন মিছরিদানা।।
শ্রীগুরু শ্রীমহাজনের ধান, তাতে হবি রে সাবধান,
ষোল আনা বজায় রেখে করবি সমাধান।।
তাতে লাভে লাভে, কাল কাটাবে, আসল যেমন ভেঙো না।।
অনন্ত ধান ভানতে পারবি না, তোর ঘটবে যন্ত্রণা,
পাপ ঢেঁকি তোর মাথা নাড়ে গড়ে পড়ে না,
আবার দেখো যেমন বেহুসারে, হাতে ঢেঁকি ফেলো না।।

৪

সুগড় স্বর্ণকার, ওরে মন জানব কেমন গড়নদার।।
গড়ে দে তুই রূপা সোনা উপাসনার অলঙ্কার।।
নিষ্ঠা নিকতিতে ধরে, জমা নে ওজন করে,
দেনা পাওনা ষোল আনা সূক্ষ্মের উপরে।।
ছেড়ে কুটি নাটি, ময়লা মাটি, গলিয়ে খাঁটি কর এবার।।
আগে কর আয়োজন জাল বিবেক-হুতাশন,
ষড়রিপু কয়লা তাতে কর রে ক্ষেপণ।।
তাতে সাধুসঙ্গে সুবাতাস দে, আঁচ হবে তোর চমৎকার।।
আমি নিষেধ করে যাই, দিতেছি দোহাই,
যেমন অসৎসঙ্গ তামা দস্তা খাদ দিও না ভাই।।
গলিয়ে আঁচে, ভাবের ছাঁচে, ঢেলে তারে করবি তার।।
সোনা অমনি কি গলে, শুধু অনলে, তাতে দে অনুরাগ,
সোহাগার ভাগ, যতনে ফেলে।।
আমায় গড়ে দে উৎকৃষ্ট গহনা, কৃষ্ণভক্তি-রত্নহার।।
ব্রজের ভাব সুনির্মল, তাতে কেটে দে ডায়মল,
গোপী-ভাবের ঝালট দিলে, করবে ঝলমল।।
দিয়ে শুদ্ধরতি, গাঁতলে মতি, হবে অতি সুবাহার।।
অনন্তের অভিপ্রায়, সে হার পরতে চায় গলায়,
হাতে লয়ে কানাকড়ি হাতি কিনতে যায়।।
ওরে কোটি জন্মের পুণ্যপুঞ্জ তুল্য হয় না মূল্য যার।।

৫

কৃষ্ণ অনুরাগের বাগানে, আমার মন যাবি রে ভ্রমণে।।
প্রাণ জুড়াবে মন্দ মন্দ, আনন্দ সমীরণে।।
সেথা নিত্য ফুটে পাঁচ রকমের ফুল,
যার সৌরভে প্রাণ মুগ্ধ করে গৌরবে অতুল।।
আত্মারামের আত্মা ব্যাকুল, করেছে যার আঘ্রাণে।।
সেই বাগানে আছে দুই মালী, তাদের মধ্যে একজন উড়ে একজন বাঙালি।।
তারা বাগানে ছিঁচে কুড়ে নাড়ে চাড়ে, গাছ বাড়ে তাদের যতনে।।
আছে সেই বাগানের চারিদিকে বেড়া,
আছে আসমানে খাড়া ও তার মেলে না গোড়া।।
সেথা শিব ব্রহ্মা আছে খাড়া, প্রবেশ করবার সন্ধানে।।
তার মধ্যে সরসি, সুধাতুল্য জলরাশি,
সেই স্বচ্ছ জলে সদা খেলে হংস আর হংসী।।
কোটিজন্মের পিপাসা যায় তার বিন্দুমাত্র জলপানে।।
সেই বাগানে ফলে মেওয়া ফল, তার কাছে তুচ্ছ চারি ফল,
যে ফল যে পেয়েছে, যে খেয়েছে হয়েছে পাগল।।
তার জন্ম সফল কর্ম সফল, সেই ফলের নাম সেই জানে।।
বাগানের অতি মনোহর শোভা, মনোহরের মনোলোভা,
সাধুমুখে শুনেছি তার নাম সুদুর্লভা।।
সেথা নাই রাত্রি দিবা, প্রভা পায় আপনে গুণে।।
গোঁসাই তাই ভাবছেন অন্তরে, শোন অনন্ত রে,
সেই বাগান আছে কোটিজন্মের অন্তরে।।
সেথা যাবি যদি স্বকাম নদী, পার হবি তার কেমনে।।

আবদুল হালিম

পাল্লা - শরিয়ত-মারফত

মারফত

গুরু বলে প্রেমের বাদাম তোলো বেলা গেল।।
সামনে তরঙ্গ ভারি, বেলা আছে দণ্ড চারি
মারফতের কিস্তি আগে খোলো।।
অনুরাগের জাঙ্গা কাছি
কিসে লহ ভক্তি রশি
বিশ্বাসেতে লাগাও মাশুল।।
ছয়জনা তোর সহচরী
হাল ধরেছে মনব্যাপারী
ইস্কে হাওয়ায় দক্ষিণেতে চলো।।
সুরসেতে ধরলে গাড়ি
তালেই তালে চলবে তরী
এসমে জাতে বাঁধাও সম্বল।।
মারফতের পুঁজি পাট্টা
দাখিল করো ফকির হাট্টা
ছাঁটাই হবে আসল কি নকল।।
কত রাজা রাজ্য ছাড়ি
মারফতে চালাইছে তরী
মওলার নামে হইয়া পাগল।।
হালিম বলে মনরসনা
আঁখি থাকতে হলেম কানা
দিলের আয়নায় পর্দা না কাটিল।।

শারিয়ত

গাও সকলে নবীর গুণ গাও
বিসমিল্লা বলিয়া মুখে
ছাড়িলাম শরিয়তের নাও।।
সত্য জবান তত্ত্ব গড়া
ইমানে লাগাও গুড়া
অহংকারে ময়লা পড়া
তৌবাতে সাবান লাগাও।।
আলেপ হলো মীমে গুটি
লামে মাস্তুল করো খাঁটি
দীন ইসলামের বাদাম আঁটি
মায়াসাগর পাড়ি দাও।।
সেই তরীর চড়ন্দার যারা
অষ্টাঙ্গে মার্কা মারা (গো)
পাঞ্জাতনে নিশান খাড়া
লাগা রে রহমতের বাও।।
কানা বলে বলছো রে ভাই
লভ্য দৃষ্টি মুছল্লী নাই (গো)
হালিম বলে ফকির গোঁসাই
বদনজরে নাহি চাও।।

মারফত - প্রশ্ন

শোনো রে মুছল্লী তুমি শোনো কথা মানো
মজেছো কেন হিংসানলে আয় চলে ফকিরের দলে
ভক্ত হইয়া তত্ত্বকথা জানো।।
মালদারের হক মক্কা যাওয়া
কোরানেতে আছে গাওয়া
জাকাত দেওয়া সেই মালের কারণে
মালের জন্যে মক্কা গেলা
মালের জন্য জাকাত দিলা
কি কাম করলা মওলাজির করনা।।
মক্কা শরীফ মক্কা ঘর
কোন জনা করলো তৈয়ার
কয় পাহাড়ের পাথর করল দানা।
কোন পাহাড়ের কি নাম ধরে
পাথর দিল মক্কা ঘরে
একখানা পাথর বেশি হল কেন।।
মারফতের রাস্তা খাসা
ফকিরের নাই লোভ লালসা
ভবের আশা দাও বির্সজন।।
হালিম বলে মুন্সি মিঁয়া
খাঁটি খাঁটি জবাব দিয়া
দেখাও কেমন শরিয়তের নিশান।।

শারিয়ত - উত্তর

ফকির তুমি চ্যাটাম কইরো না।।
মেইটে পোকার লম্বা কথা
মুছল্লীর গায়ে সহে না।।
ধর্ম রাস্তা করতে সোজা
হজ জাকাত আর নামাজ রোজা
তাইতে হবে ইমানে তাজা

হুঁশ থাকিতে ছাইড়ো না।।
লাবলান আর কোহ ছাড়া
আবু কাওছার শাফা মারওয়া
পাঁচ পাহাড়ের পাথর দ্বারা
কাবা কেবলা রচনা।।
ইসমাইল লুজু জাবি উম্মা
তাহার পিতা খলিলুল্লা
বানাইলো কাবাতুল্লা ধর্মের কেল্লা চিনলে না।।
সেই পাথরের উপরে বসে
খলিল কাবা ঘরের ছাদ মিলাইছে
হালিম বলে শূন্যে আছে
বেশি পাথর সেই খানা।।

শারিয়ত - প্রশ্ন

শোন শোন ওরে ফকির ভাই
রোজা নামাজ কলমা বিনে
পরকালের রক্ষা নাই।।
নিজে যদি না খাও পিঠা
বুঝবা না তার তিতা মিঠা
শরিয়তি নিত্তির কাঁটা
মাপের বেলা কম নাই।।
কোন জায়গাতে পঞ্চশক্তি
কি নাম ধরে কর যুক্তি
কোনখানেতে উৎপত্তি
মারফতে দেখতে চাই।।
শরিয়তের কঠিন বেড়ী
খাটবে না আর ছল চাতুরী
শরিয়তে সত্য ছাড়ি
হালিম বলে ফকির নাই।।

মারফত - উত্তর

মোরা কাবার নামাজ আগে পড়ো
মন আমারো।।
একুশ হাজার ছয়শো বারে
নিত্য আসা যাওয়া করে
দিল মজিদে মুর্শিদ বরজখ ধরো।।
মান আরাফা নাফসেহু
ফাকাদ আরাফ রাব্বাহু
নাফসে রোজা করার মতো করো।।
স্বরযন্ত্রে শব্দ করে, বাকশক্তি মুক্তির পরে
খুঁজে দেখো মস্তিস্কের ভিতরে।।
অন্তরদৃষ্টি বহির্দৃষ্টি বাকশক্তি শ্রবণশক্তি
সঞ্চালন এই পঞ্চশক্তি ধরো।।
মস্তকেতে উৎপত্তি যে হইল শান্ত রতি
হীরামতির পাইল সে খবর।।
মারফতের রাস্তা সোজা
চিনতে পারলে ভালো ওঝা
সই রে দেখো তাজা করতে পারো।।
হালিম বলে মনরসনা
এস্ক নামাজ কেন পড়ো না
দেনানামাজে চক্ষু ঠান্ডা করো।।

মারফত - প্রশ্ন

চিনলা না কোন ফকির কে রতন রে মন।।
হিংসা নিন্দা মিথ্যা বাত
না করে ফকিরের জাত
ভবমায়া দিচ্ছে বিসর্জন।।
সত্য সরল স্বভাব নিয়া
নির্জনে দেখো বসিয়া
ধ্যানের ঘরে মিলবে নিরঞ্জন।।
সৎ মানুষের সঙ্গ করে
কঠিন মেজাজ কোমল করে
শোকের বসন করিয়া ধারণ।।
জিজ্ঞাসি মুছল্লীর বারে
তসমিয়া বলে কাহা রে
কিসে রক্ষা পাইল ফেরাউন।।
তসমিয়াতে কয় অক্ষরে
কোন নামে আছো তার ভিতরে
কোন অক্ষরে বাধ্য কোন জন।।
আপন দেল করো সাদা
সেই নামাজে মিলবে খোদা
সেই নামাজে হইবে রোশন।।
অধীন হালিম ভেবে বলে
জাব্বারচাঁদের চরণতলে
যার উসিলায় দেখিলাম ভুবন।।

শারিয়ত - উত্তর

তাসমিয়ার ভেদ সবে জানে না।।
রাহমানের রহিম নামটি
তাসমিয়াতে যে জনা।।
সাতখণ্ড দোজখের নিচে,
উনিশজন ফেরেস্তা আছে

তসমিয়ার উনিশ অক্ষরে বাধ্য
যে উনিশজনা।।
তসমিয়া আরবী জবানে
বিসমিল্লা তার দ্বিতীয় নাম
কোরান পাকের প্রথম কালাম
কার্যক্ষেত্রে ভুইলো না।।
ফেরাউনের সিং দরজায়
বিসমিল্লার নাম লেখা সেথায়।।
মুছানবীর হাতের আশায়
ফেরাউনকে মারল না।।
আমার হল না গোলামি করা
রংপুরে পড়েছি ধরা
হালিম মিঞার পাপের ভারা
ডুবে সয় আর জাগে না।।

শারিয়ত - প্রশ্ন

নবী বিনে আর কে আছে মন।।
উম্মতের লাগিয়া নবী দিয়াছেন বিসর্জন।।
কল্পনাতে পাইলো খোদা
স্বপ্নরাজ্যে খাইতে কোথা
ফকির তোমার ধর্মখাতার
পৃষ্ঠা করো উত্তোলন।।
জিজ্ঞাসা ফকিরের ধারে
মোরাকাবা বলে কারে
কয় ভাগে বিভক্ত করে,
কোন কালাম হয় উচ্চারণ।।
উজাইয়া ধর্মের নিশান,
শক্ত করো আপন ইমান
হালিম বলে হবি হয়রান
আসবে যেদিন কাল শমন।।

মারফত - উত্তর

ফানা ফিল্লার দেশে যদি যাবি দেখা পাবি।।
ছেড়ে দিয়ে বহিরঙ্গ জানতে হবে অন্তরঙ্গ
ধ্যানের ঘরে লাগাও প্রেমের চাবি।।
আত্তা হিয়াতোর বৈঠকেতে,
বসিয়া কেবলা রুকুতে
দিল আসনে নিরঞ্জনকে ভাবি,
নয় দরজা মারো তালা, এক দরজা রাখো খোলা
সেই দরজায় মিলবে রূপের ছবি।।
আল্লাহু হাজেরী আল্লাহু নাজেরী, আল্লাহু মসি জানতে পাবি
আল্লা আমার সামনে আছে
আল্লা আমার সঙ্গে আছে, আল্লা আমার মধ্যে আছে ডুবি।।
মোরা কাবা ধ্যানের ঘরে
তিন ভাগে বিভক্ত করে,
করতে হবে মুর্শিদের পায়রবি,
তিনের ঘরে করো মিল,
এস্কে হাওয়ার পড়বে ঢিল,
হালিম বলে, একুল ওকুল খাবি।।

মারফত - প্রশ্ন

কও মুছুল্লী কোরানের কাহিনী গুণমণি।।
ত্রিশ পারা কোরানেতে সপ্ত মঞ্জিল কি জন্যেতে
কোন ধাতুতে কোরানের গাথুনি গুণমণি।।
সপ্ত মঞ্জিল কোরান পড়ে,
কি ভবেতে আদর করে
একই মঞ্জিল হল কতখানি।।
সেই মঞ্জিলের অর্থ কি-বা সত্য করে বলে দিবা,
শরিয়তের কেবা শিরোমণি।।
কোন ছুরা হইতে আর
কোন ছুরা পড়িলে তবে
একটি মুঞ্জিল আদর হবে জানি,
এই ভবেতে সপ্ত মুঞ্জিল স্থানে করো দাখিল,
শেষ মুঞ্জিল কোন ছুরাতে শুনি।।
লামে মালে কি নিয়া
কোরানখানা দেখো খুঁজিয়া
ফকির গানের এল মেলা দুন্নবী,
গুপ্ত এলেম যার ফুটেছে
বিকশিত তার হয়েছে
হালিম বলে ওলি নিও চিনি।।

শারিয়ত - উত্তর

আয় কে যাবি সোনার মদিনায়।।
ইসলামেরই তরুতলে বসলে
পাপীর প্রাণ জুড়াবি।।
ছরা বকর হানে দুরা মাকদা
প্রথম মুঞ্জিল আছে সেথা
ছুরা আন আম হতে ছুরা তওবা মুঞ্জিল
হল দ্বিতীয়ায়।।
ছুরা ইউনুছ হতে তাহা, তৃতীয়াতে
মুঞ্জিল ইহা,
ছুরা আম্বিয়া হইতে ছুরা কা ছাচ

চৌধাতে কয় আদায়।।
ছুরা আন কবুত হইতে ছাদ
পঞ্চম মুঞ্জিল একটু তফাত
ছুরা জেমের হাতে ছুরা আর রাহমান
ষষ্ট মুঞ্জিল জানা যায়।।
দেখ ছুরা ওয়া কেয়া শেষ মুঞ্জিল হইয়া
কোরাই ধাতুতে কোরাতে
হালিম কয় উৎপন্ন হয়।।

শারিয়ত - পশ্ন

ভুলের গুলি খেও না ফকির।।
নাম লইছে ফকির বলে
কাছে দেখি মুসাফির।।
চক্ষু থাকতে দেখতে পায় না
মুখ থাকতে কথা কয় না,
কর্ণ থাকতে শুনতে পায় না
কোরান কালাম মওলাজির।
শরিয়ত হয় ঘরের বেড়া
তরিকতে সিঁড়ি ধরা
কালামেতে তালা মারা
ইসলামি ধর্ম জিঞ্জির।
আট কুঠুরী অষ্ট মোকাম
কোন কোঠার হইল নাম
হালিম বলে হয়ে সাবধান
পিছে আছে যাদুগীর।।

মারফত - উত্তর

রূপসাগরে ডুবলে পাবি তারে, আপন ঘরে।।
যেমন তোমার হৃদয় মাঝারে
নিজেকে সজীব করে
দেখবি তারে প্রেমনদীর কিনারে।।
লাহুত নাছুত মালকুত জবরুত
মোকাম আরোয়া মোকাম হাউত
খুঁজো মোকাম নাহমুদার পরে।।
লা মোকামের খুল্লে তালা
দেখবি সেদিন রূপের মেলা
সোনার মানুষ সদায় ঝলক মারে।।
তালা মারছো কালেমাতে
চাবি রয় মুর্শিদের হাতে
মুর্শিদ ছাড়া খুলবে কেমন করে।।
ঘরে তোমার ভাঙ্গা বেড়া
রিপুতে করিল টেরা
মনের বেড়া লাগাও শক্ত করে।।
যে হইয়াছে ভাবের মরা
চর্মচোখ তার বন্ধ করা
মাশুক বিনে কান্দে জারে জারে।।
যেদিকেতে ধাবাই আঁখি
সেইদিকে তোমাকে দেখি
হালিম মিঞা চিনল না তোমারে।।

শারিয়ত - প্রশ্ন

মূল না জেনে ভুল করেছো আজি
সরার কাছে।।
শরিয়তের পিছল রাস্তা
সাবধানে রেখো পুঁজির বস্তা
হোঁচট খেলে খাস্তা হবে পুঁজি
একটি ফুলের পাঁচশো কলি
ফুলে নাইকো ভ্রমর অলি
সে ফুল কোথা রাখিল মাওলাজি
সেই ফুলের এক গাছ জন্মেছে
চৌদিকে তার ডাল মেলেছে
ফল ধরেছে পাই না কেন খুঁজি।।
ডাল ছাড়া ধরেছে ফল
সকলেই ফলের পাগল
জন্ম মৃত্যু সেই ফলের কারসাজি।।
ফলের নাই রে আকার সাকার
তবু লোকে করে হাহাকার।।
খাওয়া যায় না রূপ দেখিলে মজি।।
সে ফলের তুলনা নাই,
মূল্য দিবার শক্তি নাই
হালিমের কি ভাগ্যে হবে আজি।।

মারফত

একিন গাছে ফুটল নুরের ফুল।।
সেই ফুলেতে বিরাজ করে
আমারই দীনের রাসুল।।
ইমাম হাসেন হোসেন আলি
দীনের নবী প্রথম কলি
মা ফাতেমা হজরত আলি
পাক পাঞ্জাতন ফুলের মূল।।
জাত নুরের এক ভ্রমর হইয়া
ফুলের উপর বসল যাইয়া

মুখের মধু আসলো দিয়া,
মীমের নক্সার সমতুল।।
সে ফুল মক্কাতে উদয় হইয়া
আমেনা মায়ের কোলে
চারি তরিকার ডাল মেলেছে
ফণা ধরে তার রব্বেকুল।।
কত লোকে সে ফুলের আশে,
আকুল প্রাণে ব্যাকুল ভেসে,
কত যুগযুগান্তর কাঁদিতেছে
বক্ষে মেরে প্রেমের শূল।।
সে যে অমৃত ফুল উজল বরণ
ফুলের নাই রে জনম মরণ
হালিম বলে ফুলের কারণ
চাইর তরিকার মারো মূল।।

মিলন সঙ্গীত

যুদ্ধ অবসান হল এবার
আয় চলে আনন্দের বাজারে।।

শরিয়ত - শোন রে ফকির বল কে-বা তোর পীর
আদম নবীর গল্প শোনালে মোরে
আদম নবীর কলমা পড়ে, মুক্তি পায় গুনা,
দশ দরু দে বিয়ের মোহর করেরে।।

মারফত - তুমি শোন মুছল্লী, আমি তোমাকে বলি,
হজরত আলির কথা মনে পড়ে বক্ষে
বেলায়াতের ভার দিলেন পয়গম্বর
শরিয়ত মারফত নয়কো বেশি দূরে রে।।

যৌথ - মুন্সি মানব অজুদ খানা, আমি ফকির
তাহার প্রাণ, প্রাণ না থাকিলে দেহ যাই গো
মরে, ফকির জ্ঞান সমুদ্রের জল
মুন্সি ধর্মের হিল্লোল, তরঙ্গে চঞ্চল
করি তোলো রে।

যৌথ - চলো আপনার দেশ এখন পাল্লা
হবে শেষ, হিংসা বিদ্বেষ মোদের নাই অন্তরে
এসো মোরা দুটি ভাই মিলে মিশে যাই
হালিম বলে মিশে বক্ষে ধরে রে।।

বিজয় সরকার

(১)

আমার পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনী একদিন ভাবি নাই মনে।।
বসত পাখি সোনালী খাঁচায়
বলতো কত কি আমায়, বসে রূপালী আড়ায়
ফটিকের বাটি ভরে, খাবার দিতাম থরে থরে
নিষ্ঠুর পাখি খেলত আনমনে।।
জংলা পাখি করল সর্বনাশ
শুধু হাই হুতাশ, কোথায় করি তার তালাশ
কে এমন দরদী আছে, বলে দিবে আমার কাছে
পাখি এবার গেছে কোন বনে।।
আগে যদি জানতাম পাখির মন
সে করবে এমন দিতাম না এ মন।।
বনের পাখি বনে গেল, আমার বুকে দিয়ে বিষম শেল
আর কি ফিরে পাব জীবনে।।
পাখির মায়ার পড়ে কত লোক
পেল আমার মতো শোক, সদা জলভরা দুই চোখ
অসীম গগনের পাখি, তারে আপন বলে কেন ডাকি
পাগল বিজয় কান্দে বসে নির্জনে।।

(২)

তুমি জানো না, তুমি জানো নারে প্রিয় তুমি মোর জীবনের সাধনা
তোমায় প্রথম যেদিন জেনেছি, মনে আপন মেনেছি
তুমি বন্ধু আমার মন মানো না।।
তুমি চলে গেলে আমায় ফেলে
কি আগুন এ বুকে জ্বেলে, একদিনও দেখিতে তুমি এলে না,
তোমায় পেলে মোর দুঃখের কুটীরে, দেখাইতাম বক্ষ চিরে
বুকের জ্বালা মুখে বলা চলে না।।
কাষ্ঠ যোগে দাবানলে, জ্বালায় পোড়ায় বনজঙ্গল
মন পোড়ানো আগুন বন্ধু তাহা না,
কত বিরহীর অন্তরতলে বিনা কাষ্ঠে আগুন জ্বলে
জ্বলে গেল জ্বলে গেল একি যাতনা।।
আমি ঘুরি জনমে জনমে, ক্ষিতি অপ তেজঃ মরুৎ ব্যোমে
খুঁজে ফিরি তোমারি ঠিকানা,
পাগল বিজয় বলে চিত্তচোর আসবে কি জীবনে মোর
বুকে রইলো ব্যথা ভরা বাসনা।।

(৩)

কি যেন কি দিতে রে আল্লা রাসুলের মাঝারে
জ্বলে নুরের বাতি তারার রাতি দুনিয়া বাজারে।।
খোদার কালাম খোদার কবুল, সৃষ্টির অবশিষ্ট রসুল,
ফুটলো ধরার বুকে আলোর মুকুল, তারার আঁধারে।।
তরাতে এই সারাজাহান, পৃষ্ঠ দিন আকাশে রমজান,
যেদিন নাজিল হল পবিত্র কোরান সমাচারে।।
গুনায়ে তৌহিদের বাণী, নবী ডাকিল দিয়ে হাতছানি
ছুটলো মরুতে বেহেস্তের পানি, অসীম জোয়ারে।।
পাগল বিজয় বলে রাসুল বিনা, কেন সেরাতের কুল পাবি না
ওহে দীনের নবী লিয়ো না শেষ দিয়ে আমারে।।
তুমি বিশ্বের পরিচালক, তুমি জীবনের প্রতিপালক
কৃপাসিন্ধুর কৃপা বলে একবিন্দু শিশিরের জলে
সুশোভিত ফুলফলে বিপুল বৈভবে।।
যা কিছু পাই কর্ম করে, তোমার করে দিব ধরে
তোমাকে করে ফল অর্পণ, নির্মল করব চিত্তদর্পন
তোমার ছবির প্রতিফলন হেরবো নীরবে।।
আপন বলে ভাবলেম যাদের, সন্ধ্যায় সন্ধান পাই না তাদের
তুমি যে আত্মার আত্মীয়, তোমার করে আমায় নিয়ো
নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়ো পদপল্লবে।।
যাহা তোমার অপ্রীতিকর, তাহাই করলাম ইহজীবন ভর
পাগল বিজয়ের করুণ আর্তনাদ ক্ষমিও মম অপরাধ
আর যেন না ঘটে প্রমাদ মায়াময় ভবে।।

(৪)

ললিতা গো বন্ধু বিনা নাহি সদুপায়
পরাণবন্ধু বিনা নাহি সদুপায়,
আমি কি করিতে কি না করি, বাঁচি কি না প্রাণে মরি
নিরুপায় যে হেরিনু পায় পায়।।
মাথার কেশ কেটে দিলাম সই
নয়নবারি ঝারিতে ওই নিয়ে যা সই শামের মথুরায়,
এই জলে তার পা ধোয়ায়ে, কেশ দিয়ে মুছাইয়ে
যেন ব্যথা না পায় বন্ধুর কমল পায়।।
বলিস গিয়ে বন্ধুর কাছে
জল ছাড়া মীন কয়দিন বাঁচে, পরাণ আছে শুধু তার আশায়,
সব নিয়াছে কমল আঁখি, ব্যথাটুকু আর কেন বাকি
যেন ব্যথাহারি করে তার উপায়।।
শ্রীমতির এই প্রেমের কাঁদন
শ্যামের বুকে লাগে বেদন সাধন ভজন লাগে না কোথায়,
বিজয়ের অন্তরের ভাব, এমন দিন আর কবে পাব
প্রাণ ছড়াব শ্রীকৃষ্ণের উপায়।।

(৫)

নকশীকাঁথার মাঠে রে সাজুর ব্যথায়
আজো কান্দে রূপাই মিয়ার বাঁশের বাঁশি,
তাদের আশার বাসা ভেঙ্গে গেল রে
তবু যায়নি ভালোবাসা বাসি।।
কত আশা বুকে নিয়ে বেঁধেছিল ঘর
মনের সুখে মিলেছিল মিলনমঞ্চের পর --
হঠাৎ আসিয়ে এক বৈশাখী ঝড় রে
সে ঘর কোথায় নিয়ে গেল ভাসি
সাজুর কবরের এক পাশে নকসীকাঁথা গায়
রূপাই মিয়া শুয়ে আছে মরণের সজ্জায় --
তারা আছে চির নীরবতায় রে
তাদের দুইটি হিয়া পাশাপাশি।।
অকরুণ দারুণ বিধি বিচার তোর কেমন
তোর বুঝি ভালোবাসার মানুষ নাই এমন --
তাই তো বুঝিস না তুই বিরহীর মনরে
কেন তাদের কান্নাহাসি।।
পল্লীকবি জসীমুদ্দিন বেদনার ছায়ায়
নকশীকাঁথা লিখে গেছে মনেরি মায়ায় --
ভাবুক কবিগণ আনে কল্পনায় রে
যত সত্যলোকের তত্ত্বরাশি।।
নকশীকাঁথার মাঠে লোকে আজো শুনতে পায়
সাজুর ব্যথায় রূপাই মিয়া বাঁশরী বাজায় --
পাগল বিজয় বলে পরাণে চায় রে
একবার গিয়ে শুনে আসি।।

(৬)

তুমি আমার এ জীবনে সকল হবে কবে,
আমার চলন বলন স্মরণ মনন তোমার শরণ লবে।।
তুমি বিশ্বের পরিচালক, তুমি জীবের প্রতিপালক
কৃপাসিন্ধুর কৃপাবলে একবিন্দু শিশিরের জনে
সুশোভিত ফুলফলে বিপুল বৈভবে।।
যা কিছু পাই কর্ম করে, তোমার করে দিব ধরে
তোমাকে করে ফল অর্পণ, নির্মল করব চিত্তদর্পণ
তোমার ছবির প্রতিফলন হেরব নীরবে।।
আপন বলে ভাবলেম যাদের, সন্ধ্যায় সন্ধান পাই না তাদের
তুমি যে আত্মার আত্মীয়, তোমার করে আমায় নিয়ো
নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়ো পদপল্লবে।।
যাহা তোমার অপ্রীতিকর, তাহাই করলাম ইহজীবন ভর
পাগল বিজয়ের করুণ আর্তনাদ ক্ষমিয় মম অপরাধ
আর যেন না ঘটে প্রমাদ মায়াময় ভবে।।

(৭)

তোমার নামে নয়নে মোর অশ্রু ঝরে যেই
তুমি আছো দয়াল আমার বড়ো প্রমাণ সেই,
আমার জ্ঞান বিজ্ঞান আর যুক্তি প্রমাণ
কোনো কিছুর দরকার নেই।।
তুমি যখন দাঁড়াও আমার মনের দুয়ারে
হৃদয় আমার ভরে ওঠে মধুর জোয়ারে
আমার অন্তর ও বাহির দুধারে
দেখি শুধু তোমাকেই।।
দাও না ধরা যাও না দূরে আমাকে রেখে
লুকিয়ে লুকিয়ে থাকো আড়ালে থেকে।।
দয়াল তোমার লীলাখেলা দেখে
মনপ্রাণের সাধ মিটাই।।
ঘুরিতে চাহি না অসার সংসারের পিছু
তোমার চরণতলে মাথা রাখিব নিচু
আছে আমার বলতে যাহা কিছু
তোমাকে সব সঁপে দেই।।
কত লোকের ভালোবাসা পেলাম জীবনে
জীবন তো জুড়ায় না দয়াল তোমা বিহনে
তোমার নাম লয়ে বসি বিজনে
পাগল বিজয়ের বাসনা এই।।

(৮)

শুধু প্রাসাদ নয় ঐ তাজমহলের পাথর,
এ যে প্রেমিকের পরাণের ছন্দ আনন্দের এক মিলন বাসর।।
সৃষ্টির প্রাতের প্রথম সোপানে যে বিরহ মানুষের পরাণে
সেই বেদনার ব্যাকুল পানে পাষাণও আজ অশ্রুকাতর।।
কে যেন সান্ত্বনা দেয় কোন বিরহীরে
কঠিন পাষাণ বিজলিত বিরহ নীড়ে।।
তাজমহলের মর্মরের ঐ পাশে, দুইটি হিয়ার মাঝে বাণী ভাসে
ছুটেছে আকাশ বাতাসে পাষাণ ফুলের গন্ধ আজও।
দাম্পত্য জীবনের রাজ্যে বাদশাহ শাহজাহান
ভাবুক তুমি কবি তুমি প্রেমিক মহান
ছেড়ে বিষয় মরতের বৈভব ভুলে যৌবন কৈশোর ও শৈশব
জমায়েছে মহানীরব জীবনসঙ্গীতের আসর।।
এতদিনে শুনে এসেছি কবিতা প্রবন্ধ
পাগল বিজয় বলে ঘুচলো আজি চক্ষু কর্ণের দ্বন্দ্ব
যে দেখেছে সে কি কভু ভোলে স্বপনপুরের গোপন দুয়ার খোলো
উচ্ছল তরঙ্গ দোলে বিরহীর হৃদয় সাগর।।

(৯)

কোন বা বিধির শাপেরে আমার পরাণের মানুষ হারাইয়া গেছে
না জানি কোন কর্মদোষে রে আমার মরমে দাগ দিয়াছে রে।।
শুখিয়ে গেছে যে লতাটি উঠতেছিল বেড়ে
এ জীবনের সুখ-শান্তি রে আমার সব গিয়াছে ছেড়ে।।
যাচ্ছিলো মোর ঝুলি ঝেড়ে রে -- ও সে সব নিয়াছে কেড়ে রে।।
যে তারাটি হারাইয়া যায় অসীম গগনে
সময় মতো ফিরে আসে শুভ এক লগনে।।
মানুষের যা হারাইয়া যায় রে -- ফিরে পায় না কাছে রে।
অজানা এক বেদনায় মোর হৃদয়ে ওঠে ভরি
দেউলিয়া সাজাইয়া মোরে করলো দেশান্তরী।।
পথভোলা ঐ জীবন তরীরে -- সে কোন গোলায় পড়ে আছে রে।।
পরীর মতো চেহারা তার পরিচয়হীন বেশে
হয়তো আবার দিবে দেখা অচেনা এক বেশে।
পাগল বিজয় বলে ভালোবেসে রে -- সে কেমনে ভুলে আছে রে।।

(১০)

তোমার একটি দিনের একটু পরশ আজো আমার বুকে দোলে
অতীতের সেই দিন গেছে হায় কোন সূদূর চলে --
তোমার স্মৃতির প্রদীপ মিষ্টি মিষ্টি জ্বলে।।
এমনি সেদিন বয়েছিল মলয় সমীরণ,
ছিল চাঁদের হাসি ফুলের সুবাস বাঁশির শিহরণ।।
আমি আজো তাই হই নাই বিস্মরণ জাগে হৃদিতলে।।
আমার ব্যথার সুর জাগানো জলঝরানো আঁখি,
পিউ কাহা বলিয়া ডাকে মন হারানো পাখি।।
তার মনের কথা জানায় নাকি বিচ্ছেদ ব্যথার ছলে
ও সে ভুলে যাওয়া দিনের ছবি এ সে কত কি যায় বলে।।
কলের জাহাজ কলে চলে পিছনে তার ঢেউ,
সমব্যথার ব্যথিত বিনে আর বোঝে না কেউ।।
যে ব্যথায় ব্রজের কলাবউ সংসারের মুগ্ধ ভোলে
হয়ে কৃষ্ণ হারা শান্ত মরা তারা ফিরিত জঙ্গলে।।
বান্ধব বিনা শহর বন্দর বনের মতো লাগে,
মনের মানুষ হারা হলে কেন হেন জাগে।।
এ-কথা বুঝি নাই আগে পূর্বরাগের ছলে
পাগল বিজয় কান্দে মন হারায়ে নিজন বিরলে।।

(১১)

ও নবীন কিশোর রে পরাণ কান্দে তোমার লাগিয়া রে --
আমাবতির কামাই পেয়ে আসিলে যেদিন,
আমাবস্যায় পূর্ণিমাচাঁদ রে আমি দেখেছি সেই দিন রে।।
পুকুরঘাটে দেখে এল ঠাকুরবাড়ির বুচি,
ঘোমটার তলে আঁচল দিয়ে রে আমি চোখের বারি মুছি রে।।
একে তো আষাঢ় বাদল বেরোবার ফাঁক নাই,
ও তোর ভাটিয়ালী গানের সুরেরে আছাড় পাছাড় যাই ওরে।।
নিঠুর পুরুষ জাতি রে পরাণে নাই টান,
শুখাইয়া হল ধুলি রে কতো বাঁধা খিলি পান রে।।
পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন হাসি কান্নার ঘর
পাগল বিজয় বলে বেড়েছে তাই রে এত প্রেম পীরিতের দর রে।।

(১২)

তুমি জানো নারে বাঁশি গোপনে গোপনে তোমায় কত ভালবাসি
আমি কত লোকের আড়াল থেকে রে দেখি তোমার মুখের হাসি
সেদিন ফাগুন পূর্ণিমা সন্ধ্যায়, ডালে সুগন্ধ রজনীগন্ধ্যায়
কাজের শেষে সাঁঝের বেলা মনের সাথে করি খেলা --
ফুল বাগিচায় তুমি একা -- দেখা দিয়ো আসি।।
তোমায় আমার ভালো লাগে, তা কি তোমার মনে জাগে
তুমি দূরে দূরে থাকো যদি নির্দয়া নিঠুর দরদী --
তোমার লাগি নিরবধি -- অকুল নীরে ভাসি।।
আঁখির দৃষ্টি মন মাতানো, যেমন পাখি ধরা ফান্দ পাতানো
সে চাহনির বিলাস রঙ্গে, আমার মন বিহঙ্গের অঙ্গে --
তুমি পরাইলে গোপন ছন্দে প্রেম পিরীতের ফাঁসি।।
পাগল বিজয় বলে চপল ছন্দ, যেমন বিরহী মন নয়নান্দ
তুমি দূরে দূরে থাকো যত, তবু সে মোর আপন কত --
আমি হব কি আর তোমার মতো বিরহী উদাসী।।

(১৩)

নিঝুম রাতে বাঁশরী বাজাইয়া ওরে ভাটির নাইয়া
ঘুম ভাঙ্গাইয়া গেলি ভাটিয়াল সুরে --
আমি খোলা বাতায়ন পাশে বসে শুনি রাত দুপুরে।।
মুচড়ে পড়ে গাঙ্গের তুফান সুর সোহাগে দোলে
ব্যথা বুকে আঘাত ঠুকে আছড়ে পড়ে কূলে,
কান্দে মলয় পবন ফুলে ফুলে মলয় কাননপুরে।।
তর তর করে তরীখানি দূরে চলে যায়
সুরের পরশ বুকে বুলায় মিঠে ফুলের বায়,
তুমি কার লাগি চলেছ কোথায় সে দেশ কোন সূদূরে।।
পাখি জাগে ফুল জাগে খোঁজে সারা সাথী
চাঁদ জাগে ঐ নীলাকাশে ঘরে জাগে বাতি,
আমি তারাগুলি সারা রাতি জাগি আঁখি ঝুলে।।
পাগল বিজয় বলে মরম ব্যথা দিয়া পরাণ প্রিয়
সুর বিলাসীর অভিলাষ ঐ মনেতে তুলে নিও
তুমি এই পথে আবার আসিও দেশ ফিরে ঘুরে।।

(১৪)

আমি কি ছিলাম কি হয়েছি তোরে ভালোবাসিয়া
রে পরবাসিয়া বড়ো ব্যথা রইলো পরাণে --
আপন ও পর ভুলেছি তোর গোপন আহ্বানে।
পড়েছি তোর প্রেম ফাঁদে, প্রথম ফাগুনের চাঁদে
সে আগনে পরাণ কান্দে -- ধৈর্য্য না মানে।।
তোর বাঁশের বাঁশি কি গুণ জানে, কি কথা কয় কানে কানে
মন পরাণ ধরে টানে।।
শয়নে স্বপনে শুধু, তোর লাগিয়া কাঁদি রে বধুঁ
কি মায়ায় করেছো যাদু -- কেহ নাহি জানে।।
আমার বুকের ব্যথা কেউ খোঁজে না শুধু সমাজে বাজ হানে।।
মুখ দেখে দুখ কেউ বোঝে না -- কি যন্ত্রণা প্রাণে।।
কবে শূন্য বুক মোর পূর্ণ হবে রে তোর পুণ্য পরশ দানে।।
ভাটির নদী কান্দে পাছে, মোড় ফিরানো চরের কাছে
বায়ু কান্দে ঝাউয়ের গাছে -- উদাস করুণ তানে।।
পাগল বিজয়ের মন কাঁদবে এমন অজানার সন্ধানে।।

(১৫)

কে তোরে সাজালো রে কুমুদিনী এমন সুন্দর করিয়া
কেন জলপরীর ন্যায় জলের পরে এই সাজ পরিয়া।।
চাঁদের আলো মাখানো ওই কাজল দীঘির জলে
সেই জলে স্নান করে এলি সোহাগ বিরলে
তাইতে রূপের মানিক জলে --
এলি সরোবরের বিজনতলে কারে স্মরিয়া।।
ঘোমটা টানা বঁধূ ছিলি পাপড়ি ঘেরা মুখে
পেয়ে মিলন মধুর লগ্ন এলি নগ্ন বুকে
চেয়ে পরাণবঁধুকে --
মধুর চাঁদের হাসি আজ তোর বুকে পড়ে ঝরিয়া।।
ফুলের দেশের কালো ভ্রমর আলোর পাখা মেলি
দিনমানে মধুর তানে করে ফুলকেলি
তারে রাতে কই পেলি --
তোর মধুর বোঁটা, খুলে নিলি কারে বরিয়া।
পাগল বিজয় কয় ঐ দূরাকাশে ঘোরে নিশাকর।।
কুমুদিনীর মিলন লাগি সাজলো নিশাচর
বাঁধলো গোপন ফুলবাসর --
কবে প্রাণবন্ধু মোর গোপন অন্তর নিবে হরিয়া।।

(১৬)

তুমি আমার হও হে দয়াল যদি আমি তোমার হই,
তুমি স্নেহে আমায় রাখো ঘিরে যখন আমার বাঁধা শিরে বই।।
যে গৃহে বাস করলেম আমি, চিনলেম না সেই গৃহস্বামী,
করলেম কেবল আমি আমি, আমায় আমি চিনলেম কই।।
আমি তো চিনলেম না আমায়, চিন্ময় তাই চিনলেম না তোমায়,
আমি কোথায় আর তুমি কোথায়, কভু কি তার সন্ধান লই।।
জ্ঞানেন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারায়, কর্মেন্দ্রিয় কর্মে চালায়,
ও তার মাঝখানে রয় মন মনুরায়, বোকার মতো আমি রই।।
পাগল বিজয় বলে এবার বাঁচাও, ইন্দ্রিয়গণকে কেন্দ্রে পাঠাও
মনকে মনের মতো সাজাও, চলব না আর তোমারই।।

(১৭)

ও মনমাঝিরে সাবধানে চালাইয়ো তরীখানি
মরণ সাগরের বুকে ঢেউয়ের কানাকানি।।
তুফান ভেঙ্গে ফিনকে ওঠে জল,
কল্ কল্ কল্ খল্ খল্ হাসে জলরাক্ষসীর দল।।
সাধের তরী যেন যায় না রে তল উছলে ওঠে পানি।।
কুলহারা অকুল দরিয়ায় বোঝা যায় না গো,
মরণপারের ডাক এসেছে বসে বসে শোনো।।
হাঙ্গর কুমির সেই সাগরের গায়,
মরা মানুষ ছোঁয় না তারা তাজা মানুষ খায়
তারা আহারের লাগি পাহারায় করে রাহাজানি।।
চোখ ধাঁধানো আঁধার রাতি সাথী নাই রে কেউ,
ঝড়ের ঘায়ে আছড়ে পড়ে পাহাড় ভাঙ্গা ঢেউ।।
ঈশাণ কোণে ভীষণ মেঘমালায়
ঝিলিক ঠাটা ঝিলিক মেরে ঝিলিমিলি খেলায়
পাগল বিজয় বলে পারের বেলায় দিয়ো আশার বাণী।।

(১৮)

ও নিঠুর শ্রাবণ রে তুই আবার কেন এলি রে এই দেশে
তোর এক প্লাবনে পড়ে আমি রে আমি আজো বেড়াই ভেসে।।
গুরু গুরু ডাকে দেয়া, বন্ধ হলো নেওয়া দেওয়া,
পারাপারে যায় না খেয়া -- মেঘলা দিনের শেষে,
বলে কি কথা ওই ঝাউয়ের বনে রে ভেজা পবন এসে।।
মাতাল ছন্দে পূবালী বায়, শাখী শাখে পাখি দোলায়,
বাদল বাউল মাদল বাজায় -- বেতাল পরিবেশে,
আমার ছন্দহারা পরাণ আজি রে ছোটে অজানা উদ্দেশে।।
বাদল নামে বনশীরে, বিহগ বিহগী নীড়ে
ভিজেছে শ্রাবণের নীরে -- সোহাগ আবেশে,
যার মন ভালো তার বনও ভালো রে মনের মানুষ ভালোবেসে।।
মিশে গেছে দিকের রেখা, মুছে গেছে সীমার লেখা
আমি চেয়ে আছি একা -- আঁখি অনিমেষে,
পাগল বিজয় বলে এমনি দিনে রে আমায় সাজালো দীনবেশে।।

(১৯)

তুই তো ফিরে এলি রে নিঠুর একটি বছর পর
কেন ফিরায়ে দিলি রে যারে নিলি সাথে করে
রে আমার জীবন শূন্য করে।।
বর্ষা মুখর শ্রাবণ রাতি, কেমনে কাটে বিনা সাথী
খালি ঘরে জ্বালি বাতি -- জাগি নিশি ভরে,
যেন বিদ্যুৎবাতি জ্বালিয়ে কে কারে তালাস করে
রে বুঝি এমনি দশায় পড়ে।।
মেঘের ফাঁকে বেগে ধাওয়া, বাদল ভেজা চাঁদের চাওয়া
পুবালী সেই জলো হাওয়া -- এল তেমনি করে,
কেন হারানো মন ফিরে না আর নয়ন আশা রে
রে আমার বিরহ বাসরে।।
বউ কথা কও বলে পাখি, কি বেদনায় ওঠে ডাকি
কথা সে বলেছে নাকি -- যারে ডেকে মরে,
আমার পরাণ পাখি ওঠে ডাকি ছোটে আবেগ ভরে
রে এই শ্রাবণ বাদল ঝড়ে।।
মেঘ ঢাকা আকাশের বুকে, বাতাস বহে আঘাত ঠুকে
কে যেন কাঁদে কার দুঃখে -- কাতর করুণ স্বরে,
বিজয় কয় সেই করুণ কান্নায় রে শ্রাবণ বন্যা ঝরে রে
রে আমার মাটির দেওয়াল ঘরে।।

(২০)

প্রেমের যে সই এত জ্বালা আগে তো জানিতাম না
জানলে এ প্রাণবঁধুয়া রে মন পরাণ দিতাম না।।
মন ভুলানো মোহনীয়া, কি যেন কি গেল নিয়া গো
বিরহে মরি দহিয়া ঘরে নাই মোর সান্তনা
সে যে ফুলবাসরে এসে আমার ভাঙালো কাঁচা ঘুম,
চকিতে অলস চোখে মোর দিল বিলাস চুম।।
কুসুম যেমন আলোর লাগি, আবেগে রয় নিশি জাগি রে
আমি তেমনি তোমার লাগি বসে আছই আনমনা।।
সে যে পর কাঁদানো পরবাসী পরাণ প্রিয় মোর
পরাণে পরানো তার প্রীতির প্রেমডোর।।
পারি না আর তারে ভুলতে, পারি না আর বাঁধন খুলতে রে
স্মৃতিপটে চাহি তুলতে বন্ধু রে রূপের আলপনা।।
বনে যখন আগুন লাগে দেখে সবজনে
মনের আগুন কেউ দেখে না পাড়ায় গোপনে।।
বনের আগুন নেভে জ্বলে মনের আগুন জ্বলে
যেমন কলের জাহাজ জলে চলে বুকের জ্বালা জুড়ায় না।।
পাগল বিজয় বলে মানবাত্মা চির বিরহী
তারে ভুলে এ জগতে কেমনে রহি।।
যার ইচ্ছাতে এলেম ভবে, তারে আমার পেতে হবে
পাওয়ার বস্তু পাব যবে চাওয়া পাওয়া রবে না।।

(২১)

সোনা বন্ধু বোনা পাখির মতো রে জ্বালা সইবো আর কত।।
হৃদয় লয়ে না কয়ে সে হয়েছে নির্গত,
বুঝি আমারে ভুলেছে কারে পেয়ে তার মনমতো।।
আগে যদি জানতাম তার মনে ছিল এত,
আমি চাইতাম না তার দিকে ফিরে সুন্দর হোক সে যত।।
নীড়ের পাখি ফিরে আসে দিবস হলে গত,
সে যে দুঃখ দেয় সুদূরে থাকি হোমা পাখির মতো।।
মন লয়ে সে মনের মানুষ খেলে অবিরত,
পাগল বিজয় কয় করে হব মন মানুষের অনুগত।।

(২২)

যার লাগিয়া কান্দিস রে মন তার চোখে নাই জল,
কেবল পরের কান্না কেন্দে গেলি পেলি না সে কান্নার ফল।।
পরাণ চিরে যারে দিলি ঠাঁই,
তার প্রাণে তো চায় না তোরে তুই তো বুঝিস নাই।।
কেবল ঘি ঢালিয়া ভিজালি ছাই সকলি হল বিফল।।
যেমন আলোর আশে আলেয়ার প্রতি,
মরণ ভুলে মরীচিকায় হরিণের গতি।।
এবার তোর গতি হল তেমনি বুঝলি না আসল নকল।।
যার দুঃখে তোর চোখে বারিধার,
তোর দুঃখে তার হাসি ধরে না যে আর।।
তুই এই কান্দা কাঁদবি কত আর সময় থাকতে সামনে চল।।
যার কান্দা কাঁদলে এক নিমেষে,
সকল চাওয়া সকল পাওয়া আসা যাওয়া শেষ।।
পাগল বিজয়ের নাই সে ভাবের লেশ অভাবের কান্না কেবল।।

(২৩)

মনের মানুষ না হইলে সই সেকি বোঝে মনের ব্যথা
যেজন মন বোঝে না প্রাণ খোঁজে না কই মনে তারে মনের কথা
মনের কথা বললে যারে, অন্তরের বেদনা সারে
খুঁজে যদি মেলে তারে হবে সফলতা,
সে যে কইবার আগে বুঝে নেবে দেখে প্রাণের ব্যাকুলতা।।
অরসিকে রস নিবেদন, সে কি বোঝে মনের বেদন
সে বড়ো যাতনা ভীষণ সবি হবে বৃথা,
যেমন অন্ধের হাতে আয়না দিলে হয় না তাতে মধুরতা।।
যে ব্যথা কপাল ক্রমে, রইলো সই আমার মরমে,
হয়তো তাহা এ জনমে বলিব না কোথা।।
যদি জন্মান্তরে দেখা পাই তার জানাব দুঃখের বারতা।।
মন মানুষ মোহন সাজে, জাগবে কবে হৃদয় ব্যথা
দেহ প্রাণ লাগবে তার কাজে ত্যজে অসারতা
পাগল বিজয়ের পরাণের মাঝে এবার রইলো আসন পাতা।।

(২৪)

আমার জীবন জীবন নদীর নাইয়া রে
কবে আমার তীরে ভিড়াবে নাও ধীরে বাইয়া রে
বের হয়েছি সেই সে ভোরে ধরণীর ধূলে,
খেলা করে বেলা গেছে দয়াল তোমারে ভুলে।।
এখন দিনের শেষে নদীর কূলে রয়েছি দাঁড়াইয়া রে।।
ষোল আনা তফিল লয়ে করিলাম কারবার,
জমা শূন্য খরচ বেশি দয়াল হয়েছে বার বার।।
আমার হিসাবের কিছু নাই বার বার দেখেছি মিলাইয়া রে।।
নিজের হাতে নিজের বিপদ নিয়েছি গড়ি,
নদীর কূলে কাঁদি এখন বিপদে পড়ি।।
আমি দীনভিখারি পারের কড়ি ফেলেছি হারাইয়া রে।।
সাথী যারা গেছে তারা ফেলিয়ে আমায়,
এখন শুধু আছি দয়াল তোমার ভরসায়।।
এবার কাণ্ডাল বলে এ অভাগায় দিয়ো না ফিরাইয়া রে।।
পাগল বিজয় বলে আছি আমি ভবের এ কূলে
কবে এসে নাবিক বন্ধু লবে যে তুলে
তোমার পারের তরী দিব খুলে গোনের লগন পাইয়া রে।।

(২৫)

বেশ করেছ দীনবন্ধু বেশ করেছ বেশ,
তুমি স্বদেশকে করিলে বিদেশ বিদেশকে স্বদেশ।।
স্থূল জ্ঞানে ভুলিয়েছিলাম মূলে অনিত্য
ভালোভাবে হয়েছে সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত
এখন করে লহো নিত্য ভৃত্য পরম বান্ধব পরমেশ
নাক মলা কান মলা কত তীব্র তিরস্কার
যেমন কর্ম হয়েছে তার তেমনি পুরস্কার
এখন দ্বেষের পথ করো পরিষ্কার -- দেশে যাওয়ার পরিবেশ।।
অর্থে যে অনার্থ ঘটে স্বার্থের জগতে
সম্পদেরে বিপদ আনে মলিন মরতে
তাই দীক্ষা লয়ে তীক্ষ্ণ ব্রতে শিক্ষা লয়ে করলাম প্রবেশ।।
সুখ দুঃখ সব তোমার ঐ করুণ হস্তের দান
ধন্য তুমি মহীমাঝে মহা মহীয়ান
দয়াল তুমি যাহা করো বিধান -- সবকিছু নির্মল নির্দোষ।।
পাগল বিজয় কয় যেভাবে রাখো তাতে দুঃখ নাই
চিরসাথী তোমায় যেন চলবার পথে পাই
করব দুঃখের মুখে মাখিয়ে ছাই -- নিত্য সুখের সমাবেশ।।

(২৬)

যমুনার জলে কেন গেলাম রে প্রাণসজনী তোদের ডাকে
আমি মন হারায়ে এলাম সখীরে সেই কদমতলীর বাঁকে।।
দেখলাম অপরূপ এক অচিনা লোক
জাগলো পরাণে বিপুল পুলক, সে এক নতুন আলোক,
সে যে আমার দিকে চাইলো এক পলক তোদের আঁখির গোপন ফাঁকে।।
সে যে হৃদয় মোর নিয়েছে কেড়ে,
আমার কি হইল সই তারে হেরে, জ্বালা উঠলে বেড়ে,
কেমনে গৃহে থাকি তারে ছেড়ে মন-পরান দিলাম যাকে।।
সে যে কি যেন কি হয় আমার সই
আমি জানি না আমি তার কি হই, তবু পথ চেয়ে রই,
আমার জানা অজানার মাঝে ঐ প্রাণে দেখিতে চায় তাকে।।
স্বপ্নের এক সংসার গড়ায়ে
বিষয় বিষানল দিল ছড়ায়ে, মারিছে পোড়ায়,
পাগল বিজয় আজ কান্দে ছড়ায়ে সেই সংসারের জাল পাকে।।

(২৭)

আমার মনের কথা মনে রইলো শ্যামল বংশীওয়ালা,
আমি নীরবে দাঁড়ায়ে কাঁদি কেলি কদম্বতলা।।
আনাগোনা করি মনে কাছে যদি পাই,
আমার গোপন স্বপনের ব্যথা বলব তামার ঠাঁই,
তোমার সামনে গেলে সব ভুলে যাই হয় না কিছুই বলা।।
গতকালের কত ব্যথা আমার প্রাণের মাঝে,
তোমার মোহন মুরলীর তানে গানে যে সুর বাজে,
আমার মন লাগে না কোনো কাজে ঘটলো কি জ্বালা।।
ব্যাকুল বুকেতে মোর বিরহের এক দাবি,
তুমি দাও না ধরা যাও না দূরে খেলো লুকোচুরি,
তোমার প্রেমের অভিসারে ঘুরি নিয়ে প্রেমপিয়ালা।।
পাগল বিজয় বলে যদি তুমি দূরে থাকো প্রিয়,
তোমার গোপন বাঁশির ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ো,
আমায় তোমার দিকে টেনে নিয়ো কৃষ্ণকিশোর কালা।।

(২৮)

সাধক আর কবিতে আছে পার্থক্য,
কর্মযোগে সাধক সিদ্ধ কবির পুষ্পিত কাব্য।।
সাধকে দৃষ্টি অন্তরে, কবির দৃষ্টি নীলাম্বরে
ক্ষণেক রয় মাঠে প্রান্তরে -- দূর প্রসারিত তার লক্ষ্য,
কবি দেখে মহাসিন্ধু, সাধক দেখে শিশির বিন্দু
বিন্দুযোগে মহাসিন্ধু স্থূলে দেয় মূলে সাক্ষ্য।।
কবির দৃষ্টি ফল ও ফুলে, সাধক থাকে গাছের মূলে
অন্তর বাহির চক্ষু খুলে দুইজনের দুইদিকে লক্ষ্য,
সাধকে পায় অনুভূতি, কবির মাত্র অনুমতি
দু-দেশে দুই রসের প্রীতি লাভ করে উভয় পক্ষ।।
পেয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর, সাধক চির নীরব নিথর

কবি যে কল্পনা মুখর আঁকে কত আলেখ্য,
কবি চাহে প্রকাশিতে, সাধক চাহে ডেকে রাখিতে
কেউ চায় নির্জনে থাকিতে কবি স্বজন সাপেক্ষ।।
সুন্দর করে গড়ে সবি, কল্পনা বিলাসী কবি
চক্ষে আঁকা স্বর্ণছবি বর্ণনাতে সুদক্ষ।।
পাগল বিজয় কয় কল্পনার মাঝে, সাজিয়ে বাস্তবের মাঝে
এই রাখিয়ে কথা কাজে, না হই কারো প্রতিপক্ষ।।

(২৯)

সাগরপারের মাঝি রে হারে মাঝি তুমি চলেছ কোন দেশে,
লালচে বাদাম টেনে দিয়ে রে তোমার ময়ূরপঙ্খীর নৌকাতে
হাতে ধরা হালের কাঁটা রে সে এক নবীন কিশোর বেশে রে।।
হাল মাচায় মালকোঁচা দিয়ে রে মাঝি তোমার চিকন মাঞ্জা দুলে
খোলা হাওয়ায় দোলা দিয়ে রে তোমার মাথার বাবরী চুলে
আমার গেল ঘোমটা খুলে রে আমি দেখি তোমায় চাহিয়া
গাহিছো ভাটিয়াল গীতিরে তুমি কারে ভালোবেসে রে।।
আমার ব্যাকুল মনের মাঝে ওঠে দু-কুল ভাঙ্গা ঢেউ,
কেউ বোঝে না মনের ব্যথা রে মরি মরমেতে দলিয়া
তোমায় বলিয়া জানাব কথা রে নদীর তীরে ভিড়াও এসে রে।।
সকল পিপাসা মিটায় রে মাঝি এই না নদীর জলে
কি পিপাসা বুকে লয়ে রে নদী সাগর মুখে চলে,
কুলে আঘাত দিয়ে বলে রে আমার খুলে দাও কুলের বন্ধন
বন্ধুর সন্ধানে যাব রে আমি কুল হারা আবেশে রে।।
পাগল বিজয় কয় দরদী মাঝি রে তুমি বিশ্বের মরম জানা প্রিয়
ইশারায় ডেকে যাও সবায় রে উড়ায়ে রঙিন উতরিয়ো
আমায় তোমার নৌকায় তুলে নিয়ো রে আমার কেহ আজ নাই সাথে
খালি হাতে নদীর কূলেরে বসে আছি দিনের শেষে রে।।

(৩০)

নিজে গেয়ে নিজেই শুনিস নিজের গান,
তোর গান তোর মনমতো হলে ছড়াবে সকলের প্রাণ।।
কোন মোকামে গানের সুর ভাসে,
কোথা হতে কোন পথ দিয়ে বাহিরে আসে।।
তুই বসে সেই সুরের একপাশে করিস শুধু তাহার ধ্যান।।
অনাহতে নাদ বিন্দু ফোটে,
সংঘাতে সংযত হয়ে তদূর্দ্ধে ছোটে।।
শেষে বিশুদ্ধেতে বেজে ওঠে বীণাপাণির বীণার তান।।
জীবন ভরে যে গান গেয়েছিস,
ঘরকে না শুনায়ে গান পরকে শুনায়েছিস,
তুই এই গান গেয়ে কি পেয়েছিস হিসাব নাই তোর লাভ লোকসান।।
তোর কন্ঠে যে সুর দিল মধুর
সে শ্রোতা হয়ে তোর গান শোনে দাঁড়ায়ে অদূর,
তুই সুর পেয়ে সেজেছিস অসুর হিসাব নাই তোর লাভ লোকসান।।
তোর কন্ঠে যে সুর দিল মধুর
সে শ্রোতা হয়ে তোর গান শোনে দাঁড়ায়ে অদূর,
তুই সুর পেয়ে সেজেছিস অসুর হিসাব নাই তোর লাভ লোকসান।।
পাগল বিজয় বলে সরকারি পেশায়,
জীবন ভরে গান গাহিলাম যশ মানের নেশায়।।
দিন কাটলো মোর স্বার্থসেবার পরমার্থ হল ম্লান।।

(৩১)

দীনবন্ধু রে আমি ভেবেছিলাম সমান যাবে দিন,
এখন জীবন শেষে এসে দেখি আমার সকল ভাবনা ভিত্তিহীন।।
সুখের সংসার গড়লাম যাদের আপন বুঝিয়া,
কোন অজানা দেশে তারা পাই না খুঁজিয়া,
এখন ভাবি বসে চোখ বুজিয়া সম্মুখে দেখে দুর্দিন।।
আগে তো দেখি নাই আমি ভাবিয়া বিশেষ,
হাসি কান্না আলোছায়া ভাঙ্গা গড়ার দেশ,
এ যে অন্ধ কূপের উপনিবেশ, ছাড়পত্র পাওয়া কঠিন।।
চলার সাথী নাহি পথে কে দেবে সন্ধান,
একা আসা একা যাওয়া বিধাতার বিধান,
আমি করতে পারি না অনুমান, এ পথ যে চির অচিন।।
কালস্রোতের তৃণের মতো ভাসে ধরাধাম,
ব্যথার আঘাত বুকে নিয়ে চলি অবিরাম,
কবে হবে আমার চির বিশ্রাম হয়ে তোমার সম্মুখীন।।
জীর্ণ কর্ম সূত্র করে বসে নিরালা
পাগল বিজয় কয় পুষ্পিত বাক্যে গাঁথিলাম মালা,
আমি সাজিলাম দেউলিয়া দোকানওয়ালা নিয়ে মহাজনের ঋণ।।

(৩২)

আমি গড়াতে চাই সবার প্রাণে আমার গানের তাজমহল,
প্রবল কালস্রোতের বুকে রইবে চির নিরমণ্ডল
মমতাজের স্মৃতিটিরে, মমতায় রাখিব ঘিরে
হৃদয় যমুনা তীরে শোভা পাবে সমুজ্জ্বল।।
কল্পনা সুন্দরী মম মমতাজ সমান
তার রূপের পুজারী আমার চিত্ত শাহজাহান
রচিব তার স্মৃতিসৌধ, কেউ যদি বলে অবৈধ
বলব মোর প্রাণের নৈবেদ্য নিবেদন মাত্র কেবল।।
গাঁথনি তুলিব আমি মর্মের মর্মরে
ধোয়াইয়া রাখব তাহা অশ্রুনির্ঝরে
দেখিয়ে সেই ছন্দের ধারা, ভাবুক প্রেমিক মানুষ যারা
মানস সরোবরে তারা দেখবে ফুটন্ত কমল।।

এই পৃথিবীর কত শত দরদী কবি
আঁকিয়াছে তাজমহলের মরমী ছবি
পাগল বিজয়ের তাই আশা করা, যেমন বাসনা হয়ে চন্দ্রধরা
ক্ষুদ্র প্রাণে আশা ভরা লঙ্ঘিতে সমুদ্রের জল।।

(৩৩)

তোমার পরশ মাখা গান,
আজো আমি হায় শুনি নিরাবয় সরস করে মন প্রাণ।।
মাধবী পূর্ণিমা চাঁদিনী উজ্জ্বলে ফুলমালা গাঁথি সোহাগে বিরলে
চৈতালী মেলায় বটগাছের তলে মালা বিনিময়ের স্থান।।
তুমি আজ কোথায় রয়েছ প্রিয় ঠিকানাবিহীন অজানায়
আর কি পাব না মিলনের লগন আমরা দুজনায়,
ব্যথা যদি দেবে বিরহ বিরাগে, তবে কেন ভালোবেসে ছিলে আগে
ছেড়ে গেছে তবু পোড়া বুকে জাগে হাসিমাখা মুখখান।।
সেই বটগাছের পুরানো পাতা সব ঝরে পড়ে চৈতী খরায়
নতুন পাতা জাগে পাতাঝরা ডালে সবুজের রঙ ছড়ায়,
যেদিন চলে গেছে পুরনো হয়ে ফিরে কেন আসে না নতুনের রূপ লয়ে
জীবন কি কাটবে ব্যথার বোঝা বয়ে এই কি তোমার শেষ দান
পাগল বিজয়ের পথ চাওয়া নয়ন আশা পথ আছে চেয়ে
আবার আসিবে মিলনের ছন্দে আনন্দের গান গেয়ে,
মেঘের ফাঁকে চাঁদের কিরণরাশি, মনে মানি যেন তোমার মুখের হাসি
লুকাইয়া লুকাইয়া তাই দেখে বুঝি আসি প্রীতি ভালোবাসার টান।।

(৩৪)

জীবন ভরে দেখলি রে ভাই এই তো দুনিয়া
কেবল যাই যাই করে উঠেছে রোল আকাশ বাতাস ধ্বনিয়া।।
জীবনে বসন্তের সবুজ মুছে গেছে তোর অবুঝ
এত সংসারের সংঘাতে তোর হল না বুঝ,
ও তুই বুঝলি নারে ওরে অবুঝ -- দেখিয়া আর শুনিয়া।।
অসার পশারে ভুলে আশার বাসা তার মূলে
দুয়ার দেওয়া ঘরের কপাট দিলি না খুলে
এখন বসে আশানদীর কূলে -- দিন গেল ঢেউ গুনিয়া।।
বেঁধে ভাঙ্গন তীরে ঘর, ভুলে আছো পরাৎপর
কত ভাঙ্গে কত গড়ে এই সে নদীর চর,
তবু জড়ায়ে আছো তার ভিতর -- মায়াতে জাল বুনিয়া।।
দেখে মায়ার মতো পুর, পিছন পলেম অনেক দূর
পাগল বিজয় বলে এ যে আমার সৎকর্মের কসুর
উঠলো অনেক দিনের হারানো সুর -- মরমে গুন গুনিয়া।।

(৩৫)

আমি তোমায় ছাড়া আর কতদিন রইবো রে দুনিয়া
তোমা বিনা জীবন বৃথা যায় রে।।
আমি দীনহীন কাঙ্গাল বেশে, কত ঘুরিলাম দেশবিদেশ
তবু আমি পাইলাম না তোমায় রে।।
আমার বাল্যকাল যায় খেলাতে, দিন যায় যৌবন মেলাতে
শেষে দিন যায় দেশের ভাবনায় রে।।
যত বন্ধুবান্ধব পরিজন, কত পাইলাম আত্মীয়স্বজন
তবু পোড়া পরাণ না জুড়ায় রে।।
কত অর্থসম্পদ হাতে পাই, দেখি হিসাবে মোর কিছু নাই রে
নিকড়ের তুলে নিয়ো নায় রে।।

(৩৬)

আমার উচিৎ বিচার করলে আমি খালাস পাই না কোনো মতে,
আমি কি ছিলাম আর কি হয়েছি আরো কি হব যে কি হত।।
হাম বড়ো এক আমিত্বের জোরে
নিজেরে করেছি স্বীকার বিকারের ঘোরে।।
আমি তোমারে সারথী করে একদিনও বসাই নাই জীবনরথে।।
লোক ভুলানো গোঁসাইগিরিতে
তোমার দিকে আমি আর পারি নাই ফিরিতে।।
আমি কি করেছি কি করিতে ঠিকমতো চলা হয়নি চলার পথে।।
হিসাব আমার মিলবে না জানি
আমার তবিলে যা আছে তাই দিলাম তোমায় আজি।।
আমি আর কিছু রাখিনি টানি আমার দরকার নাই আর দাখলে খতে।।
পাগল বিজয় বলে হে অন্তর্যামী
আমার চেয়ে আমার বেশি জানো তুমি।।
তুমি বিশ্বের বিচার স্বামী আছে আমার জমা খরচ তোমার হাতে।।

(৩৭)

ঘর ভাঙ্গবে তোর আজ না হয় কাল কালবৈশাখীর ঝড়ো মেঘ
যে ঘরে তুই আছিস দিন কয়েক --
তোর রং করা ঘর ঘুনে জারা জং ধরা লোহা পেরেক।
চোদ্দ পোয়া চৌহদ্দি ঘরে, ঘৃত লাগাইছে দুই খুঁটার পরে
আট কুঠরী নয় দরজা সাত তলা ঘরে --
ঘরে বসত করলি জনম ভরে, চিনলি না ঘরের মালেক।।
সুখের নেশায় রয়েছিস বিভোর, দুই চক্ষে তোর মোহ ঘুম ঘোর
আট কুঠরী নয় দরজা খোলা সকল দোর --
ঘরে প্রহরী একজন মাত্র তোর চোর জুটেছে জন ছয়েক।
জানিস না সে প্রহরী কেমন নিয়ত সে জোগায় চোরের মন,
ঘরের লোক ভোগায়ে মারে স্বভাব তার এমন --
তারে কেমন করে করবি শাসন হারায়েছিস জ্ঞান বিবেক।।

মনিকাঞ্চণ পরিপূর্ণ ঘর, সময় থাকতে তাহার সন্ধান কর
এ ঘর প'লে উঠবে না আর দুই খুঁটির উপর --
তুই পাবি না সেই জ্ঞানের আকর যত্ন করে কৌশল শেখ।।
গুরুকৃপা লভিয়ে ভবে, অজানা ঘর জানিবি কবে
প্রহরী হুশিয়ার হয়ে পাহারায় রবে --
পাগল বিজয় বলে সেইদিন হবে আত্মতত্ত্বে অভিষেক।।

(৩৮)

ও বউ সর্ষে কোট,
নিমনা বনের পাখি রে কেন তুই ডাকিস এমন করে
তুই কি হারায়ে খুঁজে ফিরিস সারা জীবন ধরে।।
গ্রীষ্মকালে সর্ষ ভিজায়ে কোন সে কুলের বউ
কার ডাকে চলে গেল তারে ফিরাতে নারিলো কেউ,
তার ভিজানো সর্ষ রয়েছে পড়িয়া আরো আছে টেকি নোট
তাই বুঝি পাখি কাঁদিয়া ফিরিছে ও বউ সর্ষ কোট।।
ও তার ব্যাকুল চোখের জলের ফোঁটা পাতার ঠোঁটে ঝরে।।
অতীতে যুগের বিগত কাহিনী চলে গেছে কত দূরে
তার স্মৃতির বেদন গীতিকা আজিও পাখির কন্ঠ সুরে,
সারা বিশ্বে সাড়া দিয়ে বিরহ করুণ তানে
তার চলে যাওয়া দিনের ছবি আজো জাগায়ে তোলে প্রাণ
তোর কি যেন কি আছে গানে হৃদয় বিদরে।।
বিরহ মিলনে গড়েছে বিধাতা বিশ্ব চরাচর
তারই মাঝে বাঁধে মানুষ হাসি কান্নার ঘর,
কেউ-বা ভাসে অকুলেতে কেউ-বা পেল কুল
কারো ভেঙ্গে গেছে আশা বৃক্ষের মূল কালবৈশাখীর ঝড়ে।।
কত বিরহীর মরমের বাণী ঘুরে মরে আকাশে
কত বিরহীর দীর্ঘনিশ্বাস মিশে আছে বাতাসে,
কত করুণ আঁখির বারি ভেসে বেড়ায় জলস্রোতে
বিশ্ব আছে দৃশ্যালয়ে তার ভাঙ্গা গড়ার ব্রতে
পাগল বিজয়ের বুকের পর তো দুঃখের হাওয়া ঘোরে।।

(৩৯)

ভরা গোনের জোয়ার পাইয়া, তোমার ময়ূরপঙ্খী বাইয়া রে
কবে আসবে রে সুজন রসিক নাইয়া --
আমার হারানো পরাণের ছন্দে তোমার আনন্দের গান গাইয়া।।
ভাটির নদী জোয়ার পেয়ে যখনে উজায়,
তোমার আগমনী বাণীরে ও সে আমায় বলে যায়।।
আমি বসে থাকি সেই ভরসায় রে তোমার আশাপথ চাইয়া
আমি ঘর ছাড়া হয়েছি বন্ধু তোমার সাড়া পাইয়া।।
জোয়ার শেষে নদী যখন ভাটির দিকে যায় বয়ে,
আমার সকল ব্যথার কথা রে আমি তার কাছে দেই কয়ে।।
আমার মনের নিমন্ত্রণ লয়ে রে দেয় সে তোমারে জানাইয়া
আমার মনের খবর পেয়ে কেমনে রয়েছো লুকাইয়া।।
হইতাম যদি বনের হরিণ আমি খুঁজিতাম জঙ্গলে,
মীন হলে এতদিন আমি রে তালাস করতাম জলে।।
আমি খুঁজে দেখতাম পাখি হলে রে তোমার সব দেশে উড়িয়া
দারুণ বিধাতা হয়েছে বিমুখ আমার কপাল খাইয়া।।
পাগল বিজয় বলে আমি একজন শেষের খেওয়া যাত্রী,
পার করে দাও পারের মাঝি রে আমার ঘনাইল রাত্রি।।
আমার কেহ নাই আর সহযাত্রী রে আছে একা যে দাঁড়াইয়া
এখন বেলা শেষে দেশের মানুষ দেশে দাও পাঠাইয়া।।

(৪০)

আমার দরদিয়া আমি তোমার লাগিয়া কোন-বা দেশে যাব,
কোন-বা দেশে গিয়ে আমি রে আমি তোমার নাগাল পাব।।
চলেছি অজানা পথ বেয়ে, পথের সন্ধান না পেয়ে
শুধু তোমার দিকে চেয়ে,
যাত্রাপথের শেষের তীরে রে তোমার সম্মুখে দাঁড়াব।।
মায়া যবনিকার অন্তরাল, ঘুরে হয়েছি নাকাল
সে তো আজ নয় বহু কাল,
সমদুঃখের দুখী নাহি রে এ দুঃখ বুক চিরে দেখাব।।
কত জনম আসিলাম ঘুরে, তবুও রহিলাম দূরে
মায়ার ইন্দ্রজাল পুরে,
এমনি করে তোমায় ছেড়ে রে কত ঘুরিয়া বেড়াব।।
আমাকে তুমি তোমার বলে কবে লইবে কোলে
তোমার সোহাগ হিল্লোলে
পাগল বিজয় বলে সেদিন আমি রে পোড়া পরাণ জুড়াব।।

(৪১)

হাটের মাঝে রইলি বসে রবি অস্তাচল
পারের বোঝা বুঝে দিয়ে রে মনা ঘরে চল ঘরে চল।।
ঘনাইলো আঁধার রাতি, পথে কেহ নাই তোর সাথের সাথী
কেড়ে নিবে হাট বেসাতি পথে জড়া চোরের দল।।
এই হাটের হাটুরেগুলি, কত চলে গেল দোকান তুলি
তুই ভাঙ্গা হাটে দোকান খুলি মিছে বসলি কেন বল।।
এই হাটের যে ইস্তেজারী, সে তো বেশি নয় মাত্র দিন চারি
কেন তার জন্য তোর এ জোরজারি, এতো জুয়াড়ীর কুটকল।।
ছেড়ে দিয়ে বেচাকেনা, তুই চুকিয়ে নে তোর লেনাদেনা
কুলের বাঁধা তরী খুলে দে না পাগল বিজয় বিষয়ে বিহ্বল।।

(৪২)

জীবনে মোর যত আসুক প্রকৃতির ঘোর পরিহাস,
যেন তোমারে না করি অবিশ্বাস --
দয়াল যেন তোমারে না করি অবিশ্বাস
দুর্নিবার কালে পেষণে, দুদিনের দুঃখ বেদনে
যতই জেগে ওঠে মনে -- বুক ভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস।।
নির্মম সংসারে মোরে যত দেয় যন্ত্রণা
আপনজনের কাছে যদি না পাই সান্তনা,
বঞ্চনা সে করে যত, যতই হই আশাহত
তোমার পদে থাকলে নত -- সব নত হবে বিনাশ।।
অন্ধকারে পথ হারায়ে ঘুরিয়ে সময়
তুমি সাথে আছো যেন ইহা মনে হয়।।
সম্মুখেতে বাঁধলে নদী, ডাকলে কেউ না শোনে যদি
তুমি মোর আছো দরদী -- তখনে দিবে আশ্বাস।।
কেহ যদি যুক্তিতর্ক এনে জোরালো
আমার মনের চিন্তাধারা করে ঘোরালো
অন্তরে সহজ সংস্কার, যেন করে দেয় মোর পথ পরিষ্কার
এ জীবনে এই পুরষ্কার -- লভিতে মোর অভিলাষ।।
তুমি যদি তুষ্ট থাকো আমার স্বভাবে
জনসমাজে লোকনিন্দার কি আসে যাবে,
সহ্য করে সব নির্যাতন, হই যেন তোমার মন মতন
নিত্য করি স্মরণ মনন -- চিত্তে দাও মোর এই বিকাশ।।
সর্বহারা হলে যেন গর্ব থাকে এই
তুমি আমার পরম সম্পদ তুলনা যার নেই,
পাগল বিজয় বলে ঘোর বিপাকে যেন ভুলি না তোমাকে
নিরন্তর অন্তরে থাকে তোমার প্রীতি প্রেয় বিলাস।।

(৪৩)

তারে পাবি শুধু সাধনে তারে পাবি শুধু ভজনে
মন মানুষ ধর রে যতনে --
সে যে পলকে ঝলক দিয়ে যায় গো
ও তোর অলস নয়ন কোণে।।
দুয়ার দেওয়া ঘরের পাশে আসে দেবতা
ভুল করে দিস নাই দুয়ার খুলে বলিস নাই কথা,
তারে কত দিয়েছিস ব্যথা গো তবু অভিমান নাই তার মনে।।
বাড়ির পাশে আরশিনগর পড়শি একজন
একদিনও চিনলি না রে মানুষটি কেমন সে যে কত মোর আপন
সে যে সকল অভাব করে পূরণ গো সাবধানে সুগোপনে।।
বিলাসের বিছানায় ঘুমে শুয়ে মন নিশি করিস ভোর
শিয়রে বসিয়া জাগে সে যে দরদিয়া তোর,
সে যে আগলিয়া তোর বাহুডোর গো কত বাঁধে স্নেহের বাঁধন।।
পথ হারায়ে কাঁদিস যবে ভীষণ বিপাকে
ঘন কালো রাতে আলো হাতে নাম ধরে ডাকে,
তোর বিপদে সে সাথে থাকে গো থাকে চলবার পথের সামনে।।
পাগল বিজয় বলে বেলা গেল খেলা ফেলে আয়
পুঁজিবাটা ফুরায়েছে নিল ছয় বেটা চোরায়,
এখন যা আছে তাই সঁপিয়ে গিয়ে ক্ষমা চাও তার চরণে।।

(৪৪)

আর কত খেলবি খেলা বেলা বয়ে যায়,
ও তুই খেলতে খেলতে ভূত সাজিলি পথের ধুলি মেখে গায়।।
সকালবেলায় খেলতে হলি বার
বিকালে হিসাব করে দেখ কত হল হার,
তোর এই খেলার মেয়াদ দিন দুই চার ভাবলি নাকো হায়।।
খেলা সাথী ছিল যে কয়জন
বেলা শেষে খেলা ফেলে করলো পলায়ন,
কবে ভাঙ্গবে রে তোর খেলার স্বপন আপন বুঝে আয়।।
চোখ ঢাকা তোর ধরণী ধূলে
চলার পথের সাথী নাই তোর পথ যাবি ভুলে,
শেষে আঁধারে তুই নদীর কুলে ঘুরবি পার ঘাটায়।।
পাগল বিজয় বলে ও রে আমার মন
এখনো তোর সময় আছে আমার কথা শোন,
আমরা দুইজন হইলে একজন ঘুচবে পারের দায়।।

(৪৫)

নবী নামের নৌকা খোলো আল্লা নামের পাল খাটাও
বিসমিল্লাহ বলিয়ে মোমিন কুলের তরী খুলে দাও,
দয়াল মুর্শিদকে কাণ্ডারী করে গোনের জোয়ার বেয়ে যাও।।
যার ইচ্ছাতে মাটির মানুষ মাটির ধরাতে
সুখ সম্পদ সম্ভোগ করলে সবেবরাতে,
এখন মরা এক নদীর চরাতে বাঁধিয়ে রেখো না নাও।।
কোথা ছিল কোথা হতে এই দেশে এলে
এসে এই দেশে সেই দেশের কথা সব ভুলে গেল,
এমন দুর্লভ মানবজনম পেলে তারে ফেলে কারে চাও।।
ইমান সহ যেজন করে আল্লার ইবাদত
অন্তর দিয়ে যে করে তার বান্ধার খেদমত,
রহমান করিবে রহমত লাগাবে বেহেস্তের বাও।।
পাগল বিজয় বলে দীনের নবী দীনের মোনাজাত,
তুমি পাঠিয়ে দিয়ো যেথা পরোয়ার পাকজাত,
যেন সহজে পার হই পুলসেরাতে চলিতে টলে না বাও।।

(৪৬)

আর কতকাল ঘুরব দয়াল পথের কাঙ্গাল হয়ে,
আমি কোন পথে যাই তোমার কাছে রে আমায় কেউ তো দেয় না কয়ে।।
কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম আনিল বা কে
আবার ইহার পর কোন দেশে যাব অজানার ডাকে,
আমি ঘুরে মরি পথের বাঁকে রে বুক ভরা দুঃখ লয়ে।।
ছিলাম বা কি হলেম বা কি আরো কি-বা হবে
কি করতে কি করে গেলাম কেন এলাম ভবে,
আমার এইভাবে কি জীবন যাবে রে শুধু ভূতের বোঝা বয়ে।।
বিশ্ব যখন বিমুখ হয়ে ওঠে সহসা
দুর্দিনে ঘনায়ে আসে দুঃখের বরষা,
দয়াল তুমিই একবার ভরসা রে আছি তাই ব্যথা বেদন সয়ে।।
পাগল বিজয় বলে পরাণ প্রিয় পরিচয় কি দিবা
আমি জানি না তুমি আমার কে আমি তোমার কে-বা,
তবু তোমার লাগি নিশিদিবা রে আমি কান্দি রয়ে রয়ে।।

(৪৭)

আমায় ধোয়াইয়ে লহ তোমার চরণ ধোয়া জলে,
আছে জমাট বাঁধা মলিনতা আমার শুকানো অন্তরতলে।।
মিথ্যা চাটু পাটোয়ারি মন অন্তরে দুষ্টামি মুখে সুমিষ্ট বচন,
লোকের মর্ম জোগাতে করলেম এমন একটু স্বার্থের লোভে পলে পলে।।
সাধু হইতে অন্তরে নাই টান, যাদুকরের মতো শুধু করে গেলাম ভান,
ও সে বন্ধ হলো ব্যবসার দোকান, এখন আর মাল জোটে না খদ্দের এলে।।
কাম ক্রোধ লোভ মোহের সঙ্গতে, বহিঃরঙ্গে ঘুরে বেড়াই কু-সঙ্গে মেতে
আমি এই বেশে পারি না যেতে দয়াল তোমার ঐ পবিত্র কোলে।।
আর কতকাল ঘুরব এই দেশে,
বিদেশে কাজ নাই আমায় নিয়ে চলো দেশে,
আমায় সাজাও তোমার ভাবাবেশে পাগল বিজয় কেন্দে কেন্দে বলে।।

(৪৮)

তোমার সামনে বসে গাহিব গান এইটুকু সময় দিয়ো
গভীর নির্জনে স্ত্রীর মনে হে মোর পরাণ প্রিয়।।
যে সুর আমি সাধিয়াছি জীবন সেতারে
দিনের শেষে সে সুরখানি শুনাব তোমারে
ভেসে ব্যাকুল নয়ন ধারে,
বাজে সে সুর আমার বীণার তারে -- তুমি তাই শুনিয়ো।।
বেদনা জড়িত সুরে উঠেছে যে তান
তুমি যদি শোন প্রিয় পরাণের পরাণ
সফল হবে আমার গান,
আমার ছন্দের কুসুম হয়েছে ম্লান -- তুমি পায়ে তুলে নিয়ো।।
যশ ও মানের গরবেতে হয়ে ভরপুর
সংসার কোলাহলের মাঝে সাধিতে যাই সুর
বেজে ওঠে তাই বেসুর,
আমার যন্ত্রে হয় না অন্তরের সুর -- তুমি অন্তরে বুঝিয়ো।।
পাগল বিজয় বলে সুর সাধিলাম ইহজনম ভর
স্বরগ্রামের সংগ্রামেতে হয়েছি কাতর
খুঁজে পাই না সুরের ঘর,
আমার সেতারে যাচে তোমার কর-পরশ, আমিও।।

(৪৯)

তোমার কাছে চাইব না তো দয়াল আর আমার চাইবার জায়গা কই ?
আমার দুঃখ-কষ্ট ব্যথা-বেদন সবি তোমার কাছে কই।।
হাত পেতে সংসারের কাছে পাইলাম না তো কিছু
বঞ্চিত হয়ে ছুটেছিলাম এই সংসারের পিছু
এখন সকল বিষয় হয়ে নিচু তোমার দিকে চেয়ে রই।।
ইহকাল পরকালে মোর যা কিছু দরকার
পিতার কাছে পুত্রের থাকে চিরকাল আব্দার,
তুমি যাহা দাও তাই হবে আমার জীবনপথে চলনসই।।
তোমার পরশ সরস করে নীরস পরাণ
সকাল কিংবা নিষ্কাম যা হোক তোমার হাতের দান,
সকল সমস্যার হবে সমাধান তোমার পূজায় লাগলে ওই।।
পাগল বিজয় বলে স্বার্থে কিংবা নিঃস্বার্থে চাওয়া
তুমি যা দাও এ জীবনে সার্থক সেই পাওয়া,
যেন ভুলে গিয়ে পিছন চাওয়া তোমার কাছে চেয়ে লই।।

(৫০)

দূরে দূরে রাখো দয়াল আমায় কাছে নেবে বলে রে দয়াল কাছে নেবে বলে
তুমি আঘাত দিয়ে পথে আনো বিপথগামী হলে।।
তোমায় ভুলে থাকি যখন, তুমি নেমে আসো তখন
কঠিন হস্তে করো শাসন -- নিঠুর দয়া বলে,
দেহের ময়লা মাটি ধুয়ে শেষে তুলিয়া লও কোলে।।
নানা পথে ঘোরাঘুরি, কখন নিকট কখন দূরি
এমনি কত লুকোচুরি -- খেলিছো বিরলে,
তুমি হাসাও কাঁদাও ডুবাও ভাসাও ভালোবাসার ছলে।।
তুমি কান্না বড়ো ভালোবাসো, কান্নার মাঝে কাছে আসো
ব্যথা দিয়ে ব্যথা নাশো -- ব্যথা হারি বলে,
তুমি বজ্রকঠোর কুসুম কোমল সুসময় মন ভোলে।।
পাগল বিজয় কয় কাঁদিব অবিরল,
আর কিছু চাই না কান্নার ফলফুলে উঠুক হৃদয় শতদল,
যেন পৌঁছায় আমার অশ্রুকমল তোমার চরণতলে।।

(৫১)

ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করে অনেকজন
কত হাতাহাতি করিয়ে যায় রাতারাতি বির্সজন।।
যে শক্তিতে বিশ্বধারা বয় জানিস তারেই ধর্ম কয়
ধু-ধাতু মান প্রত্যয় যোগে ধর্ম শব্দ হয়,
রেখে অন্তর ও বাহির সমন্বয় -- স্থিরচিত্তে করো সাধন।।
কেহ হিন্দু কেহ মুসলমান, কেহ বৌদ্ধ ইহুদী খ্রীষ্টান
সৃষ্টির পানে দৃষ্টিদানে স্রষ্টার প্রতি টান
ইহার মূলে কিছুই ব্যবধান খুলে দেখ জ্ঞান নয়ন।।
স্বার্থসিদ্ধি করিতে কায়েম, প্রভুত্ব রাখিতে মোতায়েন
কাজে শয়তানের চেলা সাজেতে আলেম,
সে যে দূরন্ত জালিয়াত মানে না শাস্ত্রের বচন।।
পাগল বিজয় কয় ধর্মের চিহ্ন, মতে পথে যায় বিভিন্ন
এক গন্তব্যে যাবে সব পথ উত্তীর্ণ
যারা বিকারগ্রস্থ জরাজীর্ণ তার পর তাদের।।

(৫২)

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কে বলে আজ নাই,
এই মহাদেশ পূর্ণ পৃথিবীর দেখি তাকে যেদিক চাই
বালক কিংবা কিশোর যুবক বৃদ্ধলোকের পাতে
রুচিমতো খোরাক জোগায় আজো আপন হাতে
তাদের প্রাণের কথার মালা গাঁথে আনন্দে কন্ঠে বুলাই।।
নীলাকাশে শোভা করে দুপুরের রবি
অপরাহ্নে অস্তগামী মলিন তার ছবি,
এনে উদিত উদীপ্ত রবি অস্তাচলে লবে না ঠাঁই।।
পুরাতনের মাঝে কত নতুনের সৃষ্টি
মৃত নদে বহাইলো অমৃতের বৃষ্টি
কভু যায়নি তার সন্ধানী দৃষ্টি এমন স্থান খুঁজে না পাই।।
পাগল বিজয় বলে শুভলগ্নে জনম ধরেছি
একাধিক বার কবির চরণ পরশ করেছি
আমি এ জনম ধন্য মেনেছি তার জন্য গান আনন্দে গাই।।

(৫৩)

বাসরঘরে নবীন কিশোর বসে বাজায় বাঁশি,
তার সুর যেন ওই দূর গগনে বনে বেড়ায় ভাসি।।
সেই বাঁশির তানে প্রাণে জাগে এ গান তার শুনেছি আগে
তার সুর সোহাগে কুসুম বাজে সুষুম্না রাশি।।
সুরের মায়ায় স্বপন সুখে, যেন জাগে নদীর বুকে,
এ বাঁশি শোভে যার মুখে তার কেমন মুখের হাসি।।
তার বাঁশরীর সুর রসঘন, আমার শরম করল প্রাণমন,
আমার কেড়ে নিল ধনজন সাজাইলো বনবাসী।।
পাগল বিজয় বলে মন রে ভোলা, সে সুর শুনিলে আর যায় না ভোলা
সেই বাঁশির সুরে পাগলা ভোলা ভুলে গেল সোনার কাশী।।

(৫৪)

তোর ঘরে তোর সবি আছে যাবি কেন পরের ধারে,
সাধনে সন্ধান করে দেখ মূলশক্তি তোর মূলাধারে।।
তোর ঘরে থেকে দেবতা, তোর মুখে জোগালো কথা
শুনিয়া তুই শুনলি না তো পড়েছিস শ্রবণ বিকারে,
তোর শব্দ স্পর্শ রূপরস গন্ধ দ্বন্ধ বাঁধায় অন্ধকারে।।
তুই তো রাখলি না তোর হিসাব, তোর যে কত বিষয় বৈভব
তবু তোর গেল না অভাব স্বভাবের এই ব্যাভিচারে,
কত মণিকাঞ্চন পড়ে আছে তোর বসতবাড়ির পাছ দুয়ারে।।
পাল্টায়ে দাও কর্মের বহর উল্টায়ে দাও ইন্দ্রিয়ের ঘর
উল্টা নাম যবে রত্নাকর বাল্মীক হয়ে যে প্রকারে
তখন অনাগত কালের খবর শুনতে পাবি বিনা তারে।।
যোগেতে পারলেম না জাগতে ছাই দিয়ে চাই আঙ্গুল ঢাকতে
নিজেকে সামলায়ে রাখতে পারলেম না কোনোপ্রকারে
পাগল বিজয় বলে সকল থাকতে জীবন গেল অনাহারে।।

(৫৫)

নিজের সাথে নিজে পীরিত কর,
নিজে হলে নিজের সুহৃদ রে শেষে বুঝবি সেই পীরিতির দর।।
আপনারে তুই না বুঝিয়া, মরিস আঁধারে কারে খুঁজিয়া
কানেতে কলম গুঁজিয়া রে মিছে তালাশ করিস সারা ঘর।।
তোর মন মজে না আত্মসত্ত্বায়, কেবল ইন্দ্রিয়ের বিষয় মত্ততায়
জোঁক লাগে না পাথরের গায় রে আবার গাছ গজায় পাহাড়ের পর
আগে না হলে তোর আত্মদর্শন, তোরে কি করিবে বিজ্ঞান দর্শন
যেমন মরুভূমে বারি বর্ষণ রে তবু তরুহীন সেই বালুচর।।
তোর দর্পণ ইন্দ্রিয় ষড়রিপু, আছে ছড়ায়ে তোর জড় বপু রে
তুই তার মধ্যে পাবি না বাপু রে সেই অরূপের স্বরূপনগর।।
পাগল বিজয় বলে পরের সাথে, কাল কাটালাম খালি হাতে রে
শুধু বাঁধায় পড়ে আঁধার রাতে রে আমি ঘুরে মরি জনম ভর।।

(৫৬)

মরম জানা দরদিয়া রে বড়ো ব্যথার কথা জাগিলো মনে।।
তোমার চরণের ছায়ায় ছিলাম মরণের ওপারে
সৃষ্টির প্রবাহে মোরে পাঠাইলে সংসারে,
সেই হতে আমি তোমায় দেখি নাই নয়নে
আমার আর কতকাল কাটবে ভবে তোমা বিহনে।।
আসবার কালে বলেছিলে মনের মায়ায়
আবার আমায় ডেকে নিবে তোমার চরণের ছায়ায়,

বসে আছি সেই ভরসায় জীবনের শেষ লগনে
তুমি এসো বন্ধু ফিরে এসো শূন্য জীবনে।।
ভুলে গেছি কবে তোমায় ছেড়ে এসেছি
কারে ভালোবাসতে আমি কারে ভালোবেসেছি,
নানা প্রবাহে ভেসেছি অজানা আকর্ষণে
আমি আর কত বেড়াব ভেসে মোহের প্লাবনে।।
দাঁড়ায়ে রয়েছি এখন সন্ধ্যার আঁধারে
মাঝখানে বিরহের নদী তুমি আমি দুধারে
কেমন করে যাব পারে পারের উপায় দেখিনে
পাগল বিজয় বলে নৈবেদ্য দেব শুধু তোমার চরণে।।

(৫৭)

তোমায় একদিন দেখিয়া রে পরাণ কান্দে রে পরাণবঁধুয়া রে,
আমার ফুলঝরা বাগিচার পথে তোমার আসা যাওয়া রে।।
লক্ষ লোকের চক্ষের পরে এলে গোপনে
কেউ জানে তুমি আমি জানি দুজনে সে এক মধুর লগনে,
আমার হারিয়ে গেছে সেই বনে মনের কাকাতুয়া রে।।
তোমার রূপে আমার নয়ন মুগ্ধ গুণে স্নিগ্ধ মন
সেই হইতে প্রিয়তম হয়েছি এমন, তোমায় দিয়েছি এ মন,
আমি বুঝিয়াছি তুমি কেমন মনহরা যাদুয়া রে।।
কোকিলে কাকলি সাধে বসন্ত বাহার
ফাগুনের আগমনীতে ভ্রমরের ঝংকার, রঙিন ফলবন আমার,
যেন বাতাসে ভাসিছে তোমার মোহন মহুয়া রে।।
পাগল বিজয় কয় বাসন্তী রাতি পূর্ণিমা তিথি
বিরহের বাসর কুঞ্জে এসো অতিথি, গেয়ে মিলন গীতি,
তোমার চরণে ঢালিব প্রীতি প্রেমচন্দন চুয়া রে।।

(৫৮)

আষাঢ়ের কোন ভেজা পথে এল ওই এল রে এল আবার দূরন্ত শ্রাবণ,
এমনি দিনে লেগেছে মনের কুলে ভাঙ্গন।।
চূর্নী নদীর ঘুর্ণিপাঁকে যেথা পড়ল চর
সেই চরেতে বেঁধেছিলাম বসতি এক ঘর,
শেষে ভেসে গেল দিন কয়েক পর -- এসে এক প্লাবন।।
ছাড়া ভিটেয় হিজল গাছে জলপরী কন্যা
উদাস চোখে বসে দেখে শ্রাবণের বন্যা,
আমি কান্দি তাহার কান্না -- তার কি নাই কাঁদন।।
মেঠো আগুন নেভে রে জলের ছিটে লেগে
রাবণের চিতা নেভে না শ্রাবণের মেঘে,
সেই আগুন জলে দ্বিগুণ বেগে -- দুঃসহ দাহন।।
শ্রাবণ ওই আসিল ফিরে একটি বছর পর
ফিরে আসার আশা নাই আর জলে ভাসা ঘর,
পাগল বিজয় বলে এমনিতর বিধাতার বাঁধন।।

(৫৯)

তোমার শেষের দাবি ভুলি নাই আমি ভুলিবার তো নয়,
আমার মনের অন্তরালে গোপন আড়ালে তুমি জড়ায়ে রয়েছ হৃদয়।।
একদিন লিখেছিলে চঞ্চলে, নেবে রে অঞ্চলে
শেষের দাবি দেশে যাওয়ার সময়
তোমার অতীতের সেই বাণী, আজিও দেয় আনি
মোরে নতুন রূপে কত পরিচয়।।
কত মাস মাঘ দিবস দীঘল, বরষ চলে গেল তোমার বিষয়
তোমার কায়াহীন ছায়ালোকে
তোমার ছবির মায়াচোখে আজিও দেখি অভিনয়।।
ওই যে সীমাহীন গ্রহ তারা, তারি মাঝে পথহারা
খুঁজিয়া ফিরিছে বুঝি আমায়
তাই তোমার জল ঝরে আঁখিপাতে, মিশায়ে শিশির সাথে সাথে
প্রভাতে গাহে প্রেমের জয়।।
আমার জীবনসন্ধ্যার ফাঁকে, দেশে যাবার শেষের ডাকে
তুমি আমি মিলিব এক আশ্রয়।।
পাগল বিজয় বলে প্রিয়, সেথা মোরে নিও
বেশি নাই আসিবার সময়।।

(৬০)

তুই যারে চাস সকল দিয়ে সে তোরে চায় না,
পেলি জনম ভরে অবহেলে তবু এ খেলা কেন তোর যায় না।।
আপন আনন্দে মাতি, পরকে ভাবলি পথের সাথী
পর কি বোঝে পরের বেদনা,
কেন পরের ভাবনায় দিন কাটালি ঘরের ছেলে ঘরে আয় না।।
যারে চাস তারে না পেলি, যারে পাস তারে না পেলি
সংসারে তোর অসার সাধনা,
কেন কাঞ্চনে তোর হয় না অকিঞ্চন কাছে পেয়ে কাঁচের আয়না
মরমের দরদী থুয়ে, নামলি কেন মরুভুয়ে
নিরাশ রহিলো রসনা,
সে যে মরীচিকায় জলভ্রান্তি তাতে অন্তরের পিপাসা যায় না।।
হারানো পথের শেষে, দাঁড়ায়ে কাঁদি বিদেশে
স্বদেশের পথ কেউ তো শুধায় না,
আছে যে দেশে সেই ব্যথাহারী পাগল বিজয় সেই পথ খুঁজে পায় না।।

(৬১)

বেলা গেল খেলা ফেলে সময় থাকতে ঘরে যা,
তুই সন্ধ্যায় তার সন্ধান পাবি না দেখেছিলি ভোরে যা।।
ভুলি গিয়ে নিজের বাপের ঘর, ঘর বাঁধিলি এক ভাসা ধাপের পর
বাতাসের চাপেতে সরে যাবে দুদিন পর
এখন ত্যাগ কর পারের বাড়িঘর ঘরের ছেলে ঘরে যা।।

পথে চলতে হবে তোর একা, পথে ভীষণ এক ঠেলা
সেদিনের বেশিদিন বাকি নাই রে শোন বোকা,
আজও চোখে কিছু যায় রে দেখা পথের রেখা ধরে যা।।
সম্মুখে এক নদী বাঁধবে তোর, সে ঘাটে পারের জ্বালা ঘোর
কত জ্যান্ত লোকের দাহকাজ হয় খাটে না রে জোর
যদি পারের আশা থাকে রে তোর সহজ জ্ঞানে সরে যা।।
পাগল বিজয় বলে মনের পিয়াসে, এদেশে আছিস কি আশে,
সং সেজে কতকাল রবি সংসার বিলাসে,
দরকার কি তোর হিসাব নিকাশ কর্তব্য কাজ করে যা।।

(৬২)

পোড়া মনের সাথে পারলাম না আমি
সে যে পক্ষীরাজ ঘোড়াতে চড়ে ছুটে চলে দিনযামী
ঘেরে ঢাকা শহর দিল্লী লাহোর কলকাতা বোম্বে
ক্ষণেক চীন জাপান রাশিয়া জার্মানি ইংলন্ড কলম্বে
ঘোরে স্বর্গ মত্তে অবিলম্বে এমনি সে দ্রুতগামী।।
জীবন মলিন কার্য ভাবি করব না আর ফের
ও সে নিমেষে করায়ে আনে তাই আমি পাই না টের,
আমায় নাস্তানাবুদ করিলো ঢের খাসমহলের বদনামী।।
সাবধান থাকি সে যে কি করবে তাহা জানি,
তবু স্বপন মাঝে করে কত রাহাজানি
আমার খোরাক জোগায় যাহা আনি তাতে কেবল নোংরামি।।
হীরের দরে সমাদরে জিরে কিনেছি
এ খ্যাপে ব্যাপারে লাভ যা হবে জেনেছি,
পাগল বিজয় বলে হার মেনেছি থাকব অন্তর্যামী।।

(৬৩)

আমি ঘর ছাড়া হইলাম প্রাণসই সেই শ্যামের লাগিয়া,
আমি কেমনে এমন হলেম সই পেলাম না ভাবিয়া।।
বন্ধু ঘরে অন্ধকারে তারে ছিলাম ভুলে
মনের মানুষ দিয়েছে সই মনের দুয়ার খুলে
রে সই কেমনে রই ভুলে,
তোরা যা বলিস তা বলিস মোরে রহিবো সহিয়া।।
বিরামহারা নদী চলে চাহে না পিছনে
কুলের নেশায় ভুলে না সে সাগর আলিঙ্গনে
রে সই জীবন সম্মিলনে,
কত বাঁধা বুকে থাকে ফেলে যায় ভাঙ্গিয়া।।
পাপড়ি ঢাকা ঘোমটা খুলে ফুলের দেশের মেয়ে
ভগ্ন বুকে নগ্ন মুখে আসে কেন ধেয়ে
বেকার মুখের পানে চেয়ে,
সে কোন পিয়াসে কাঁদে হাসে যামিনী জাগিয়া।।
পাগল বিজয় বলে এমনি করে পাইব তার সাড়া
পরাণবন্ধুর মধুর ডাকে হইব ঘরছাড়া
রে সই ভালোমন্দ হারা
আমি বিকাইবো আপনারে বিরাগে রাগিয়া।।

(৬৪)

যার অন্তরে লেগেছে সই কৃষ্ণপ্রেম পীরিতের রেখা,
ও তার লোভ মেটে না ক্ষোভ ছোটে না যেমন ওঠে না পাষাণের রেখা।।
জ্বলিছে মরম ব্যথায়, বলিতে না পারে কথায়
কি ব্যথা সে জানে একা,
তার বুক ফেটে যায় মুখ ফোটে না যেমন বোবা লোকের স্বপ্ন দেখা।।
বাহিরে যত জল ঢালো, অন্তর পুড়ে হয় তার কালো
এমনি সে অগ্নির দাহিকা,
যেমন কলের জাহাজ জলে চলে তার বুকে জলে অগ্নিশিখা।।
মুখ দেখে দুখ বুঝে লবে, এমন দুখ দরদী কেউ নাই ভবে
বিনা সে মরম সখা,
আমি বুক চিরে সুখ দেখাইতাম যদি পেতাম সে নিঠুরের দেখা
বুকে মেরে মিছরির ছুরি, মনপ্রাণ করে চুরি
প্রেমপীরিতের এমনি ঠেকা,
পাগল বিজয় বলে ভালোবেসে সাজিলাম দুনিয়ার ন্যাকা।।

(৬৫)

আমি তোমার সাথে কইব কথা অতি গোপনে আমার গোপন বান্ধব রে
কেউ জানবে না জানব শুধু আমরা দুজনে
ঘন জনপূর্ণ নির্জন বাসরে মানস কাননে।।
তোমা হারা ব্যথা ভরা এ জীবনে আমার
কতকাল চলিবে আমার ব্যথার অভিসার
কবে এই পথের শেষ হবে আমার তোমার মিলন প্রাঙ্গণে।।
ব্যথার আসন পাতিয়াছি ফুলশয্যার পরে
অনিমেষ নয়নে আছি বেদনা ভরে,
কবে আসবে এই কুঞ্জবাসরে নীরব চরণে।।
কতকিছু পেলাম ভবে জড়ো সূক্ষ্ম স্থূল,
তোমারে না পেলে আমার সকল পাওয়া ভুল
সকল বিপদে ঐ শ্রীপদ মূল সম্পদ সম্পাদনে।।
কালচক্রে এলাম পেলাম এ সংসার
পাগল বিজয় বলে হল শুধু আসা যাওয়া সার,
শুধু নিজেকে সাজালো আমার মায়ার ভূষণে।।

(৬৬)

আমি যারে ভালোবেসেছি হোক সে যতই কালো
সে যে কত ভালো তোরা তো তা জানিস না,
কত রঙবেরঙের মানুষ দেখলাম সই রে তার মতো লোক দেখলাম না।।

তার কথা কি বলব সখী, মানুষ না দেবতা সে কি
সই গো গান্ধর্ব কন্দর্প নাকি দেখলেম তারে চিনলেম না,
আমায় কি দিয়া সে কি করলো ভুলে কুলে রইতে পারি না।।
তার বলা মধুর চলা মধুর, বাঁশি মধুর হাসি মধুর
সই গো চোখের চাহনি মধুর সে মধুর নাই তুলনা,
সে যে পরকে আপন করে সখী কারো আশা মলিন করে না।।
তার সাথে যার সম্বন্ধ, তারাই তারে বলে মন্দ
সই গো সে মোর নয়নানন্দ দেখলে ভুলতে পারি না,
আমার আঁখির দৃষ্টি নিয়ে তারে দেখার মতো দেখলি না।।
ফুল যদি হয় গন্ধনাসা, ভুল যদি হয় ভালোবাসা
সই গো নিভে যায় মিলনের আশা বিধির বিধান তাহা না,
পাগল বিজয় বলে ভুল যদি হয় তবু ভুলেও তাদের ভুলব না।।

(৬৭)

আমার বন্ধুকে যে মন্দ বলে তবু, মনে বলে সে যে আমার দলের লোক,
যত হিংসা বিদ্বেষ মনে রাখবে তবু তার দিকে থাকে তার চোখ।।
না বুঝে তার মর্মগাঁথা, লোকে তারে বলে যা তা
তবু তো হয় কৃষ্ণ কথা -- যদিও বিতৃষ্ণামূলক,
পড়লে অনিচ্ছায় অমৃতের কুণ্ডে ভবে রয় না জন্মমৃত্য শোক।।
প্রাণে অজানা সম্বন্ধ, বলে তার বিরূদ্ধে ভালোমন্দ
তার মধ্যে কৃষ্ণনাম গন্ধ -- আনন্দদায়ক,
বন্ধুর নিন্দার ছলে বন্দনা হয় রে শুনে অন্তরে বাড়ে পুলক।।
ভালো মন্দ মনের বিকার, ইন্দ্রিয়ে তাই করে স্বীকার
না মেনে বিবেকের বিচার মত্ত মর্তলোক
তবু খাড়ায় না আত্মঅধিকার রে একদিন পাবে সে সত্যের আলোক।।
বিজয় কয় মোর চলা ছন্দ, হয় যদি ঘোর মলিন মন্দ
তাহাতে তাহার সম্বন্ধ -- রয় যেন ব্যাপক,
আমার ভালোমন্দ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রে সবই তার পূজার নৈবেদ্য হোক।।

(৬৮)

প্রাণসখীরে আমায় কি দিয়ে বুঝাবি বল দেখি,
আমার মন নিয়াছে মনের মানুষ -- মানুষের কথায় হবে কি।।
আমি প্রথম যেদিন তারে জেনেছি
সে যে কত মোর আপনার আপন মনে মেনেছি
এখন ঘর পরকে সকল চিনেছি সে বিনে সবই ফাঁকি।।
সে যে আমার কেমন বান্ধব আমি তাহা জানি
তারে কেউ যদি সই মন্দ বলে আমি কি তা মানি,
লোকের বুক ভরা বিষ-মুখ চাপানি কতকাল সয়ে থাকি।।
এতকাল আপন ভবে করলেম যাদের ঘর
এখন ঘর ছাড়া সেই জঙ্গল ভালো আপন চেয়ে পর
সখী পর বোঝে পরের সমাচার ঘর না ছেড়ে বুঝাবি কি।।
সংসারের সার পেলাম না সংসারে দিয়ে ডুব
শুধু মন জোগাতে পারলে লোকে ভালোবাসে খুব
পাগল বিজয় কান্দে হয়ে বেকুব বুঝল না হল একি।।

(৬৯)

ক্ষ্যাপা রে পাগল রে, তোর আপন ঘরে বেঁধেছে গোলমাল,
এবার পরের হাতে গেছে রে নিজের ঘরের মালামাল।।
তোর বসত করা ঘরের মধ্যে ছয়জন ফেরে তোর বিরুদ্ধে
একাকী তাহাদের যুদ্ধে পারবি না রে বেসামাল।।
দশজন তোর বাহির দরজায়, ছয়জন তোর ভিতর কামরায়
বিষয়ের বিষদাঁতে কামড়ায় মোহের মহাকাল,
ও না আছে পরতন্ত্রে, বিষ চলে তার চালান মন্ত্রে
ষড়রিপুর ষড়যন্ত্রে সব করে দিয়ো পয়মাল।।
বাহিরে বীরত্ব ভারি ভিতরে প্রবাল অরি
তোরে দিয়ে নাকে দড়ি ঘুরায়ে চিরকাল
বিষয় সম্পদে হয়ে যত্ন, জাগলো না আর আত্মতত্ত্ব
ভুলে গেলি পরমার্থ কেবল স্বার্থের কামাল।।
টাকা পয়সা সিন্দুক ভরা, পার হতে তোর নাই এক কড়া
ঘাটের মাঝি বড়ো কড়া দুরন্ত ভয়াল
ধুলায় দিয়ে গড়াগড়ি, কুড়ায়ে লও পারের কড়ি
শ্রীগুরুর চরণে পড়ি নিজেরে করো সামাল।।
অজানা এই সংসারপুরে, পথ চিনে মরলি ঘুরে
পড়ে গেছিস অনেক দূরে এল সন্ধ্যাকাল
মোহে মুগ্ধ মহীতলে, দগ্ধ চিত্তে বিজয় বলে
বাস করলেম বাঁশগাছের তলে ত্যাগ করে কৃষ্ণমালা।।

(৭০)

ক্ষ্যাপা রে পাগলরে ভাবনা জেনে পীরিত কোরো না,
এবার সুহৃদ চিনে করো পীরিত কোনো অভাব রবে না
মানুষ চিনবি রয়ে সয়ে শান্ত স্নিগ্ধ স্বভাব লয়ে
দুগ্ধ হোসনে মুগ্ধ হয়ে দুগ্ধে দিয়ে গোচনা।।
মধু হয় না বল্লার চাকে, ইলিশ মাছ কি বিলে থাকে
কিলাইলে কি কাঁঠাল পাঁকে সব লোকের জানা,
সুজন সাথে না করলে পীরিত হিতে ফল ফলবে বিপরীত
নষ্ট হবে মানবচরিত চোখ থাকতে হবে কানা।।
প্রেমগাছে চড়িস না শখে ঝাঁকমারি করিস না ঝোঁকে
কামড়াবে শুধু মৌচাকে মধু মিলবে না
ডাল ভাঙ্গিয়া তলায় গলে, জনম তোর যাবে বিফলে
যেমন চিনির ভরা ডুবলে জলে কোনো কাজে লাগে না।।
পীরিত করে লাইলী মজনু, নিলাম প্রেমে ভরা তনু
তনুতে নাই অতনু প্রেমের দেওয়ানা।।

চণ্ডীদাস পীরিত করে একসঙ্গে দুইজন মরে
এমন পীরিত যেজন করে মরলেও প্রেম ছোটে না।।
গুণে কর্মে সমান দুজন, মিলিবে সুজনে সুজন
প্রেমনদীতে ধরবি উজান তীরে ফিরবি না
বেঁধে রাখবি কালকৌশলে মাওঙ্গ মাকড়সার জালে
পাগল বিজয় কয় এই কপালে জুটলো কই সে সাধনা।।

(৭১)

বিজলী ঝরা দুপুরের রোদ ঘুঘু পাখির তান,
ঝাউবনে গাহিছে বায়ু মনভাঙ্গানো গান
আমার কেন হেন দ্বিপ্রহরে শিহরে পরাণ।।
মরমরিয়া গাছের পাতা ঝরিছে বনে
না-বলা ব্যথা জাগে মরমের কোণে,
একা বসে বসে ভাবি মনে -- এসব কাহার দান।।
চৈতালী জলন্তরাগে ফাগুনের বিদায়
বনপোড়া রোদ ঝড়ে পড়ে আগুনের হাওয়ায়,
মনপোড়া এক পথিক বাজায় ব্যথার বীণাখান।।
চোখ ঝলসানো বিচিমালা সরোবর কাঁপে
পাঁপড়ি ঝরা ফুলগুলি সব নিদাঘের তাপে,
আরও মাধবী প্রখর তাপে হয়ে আছে ম্লান।।
মলিন হয়ে ঝরে পড়ে কুসুমকলি
কোকিলের তান ভ্রমরের গান বন্ধ সকলি,
ঐ শুখায়ে পড়েছে ঢালি ফোঁটা ফুলবাগান।।
পাতার আড়ে লুকায়েছে বোনা পাখির দল
চাতক চাহিছে মাঠে শুধু ফটিক জল
জলে স্থলে জলে অনল কে করে নির্বাণ।।
পাগল বিজয় বলে বনের আগুন মনে জ্বলে মোর
অন্তর বাহির দগ্ধ করে আমরণ কঠোর
সে যে সংগোপনে সন্ধানী চোর মারিয়াছে বাণ।।

(৭২)

চোখ গেল পাখি রে কেন তুই ডাকিস অমন
কার রূপের ছোঁয়া লেগে চোখে হারায়ে গেছে তার মন।।
যারে ভালোবেসেছিলি সকল পরাণ দিয়া
তারে মনের মণিকোঠায় রাখিতে পারিস নাই বাঁধিয়া,
কেন তার লাগি মরিস কাঁদিয়া যে বুঝলো না তোর বেদন।।
যার মোহনীয়া রূপে মুগ্ধ হল তোর আঁখি
সে এড়ায়ে চলে গেল তোরে দিয়ে ফাঁকি,
তাই চোখ গেল বলিয়া পাখি ডেকে ফিরিস সারা বন।।
চোখ ধাঁধানো রূপের নেশায় দশা এমনি
যার চোখে লেগেছে সেই রূপের পরশমণি,
তার চকিত চোখের মণি ছুটেছে রূপের পিছন।।
অরূপ স্বরূপের রূপে রে এমন যেজন হয়
তার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ সকলি তন্ময়,
পাগল বিজয় কয় এমন মধুময় হবে কি আমার জীবন।।

(৭৩)

সবিনয় নিবেদন আমার অভিনয় নয় ধর্মের রাস্তা,
শুধু মুখ ছুটালে ধর্ম মেলে ধর্ম নয় ভাই আলুর বস্তা।।
বাক্য যেথা নির্বাক হয়ে রয়, মননে হার মানে মনুরায়
কাজ না করে সাজ পরে তাই পাবি কি কথায়,
আগে খুঁজে দেখ তোর গলদ কোথায় করে লও তাই শায়েস্তা।।
ছদ্মবেশ জীবন কাটালে, ভাবভঙ্গিতে লোকজন মাতালে
কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরেছে মাচার আথালে,
শুধু ব্যবসার এক দোকান পাতালে নকল মাল দামে সস্তা।।
সুসজ্জিত তিলক মালায়, ইন্দ্রিয়গণ কুপথে চালায়
পঞ্চমুখ হও মঞ্চপরে বক্তৃতার বেলায়
যেমন ডাক্তার মরে রোগের জ্বালায় রোগীকে দেয় ব্যবস্থা।।
মন ভ্রমিছে বাহিরের কার্যে, কাম-ক্রোধ লোভ মোহের সাহায্যে
পাগল বিজয় বলে কেমন যাবে ধর্মের রাজ্যে
নিছক নিঃস্ব সে এই বিশ্বমাঝে ঈশ্বরে সার অনাস্থা।।

(৭৪)

পুরবের বাংলা রে মোদের জন্মস্থান
সারা পৃথিবীর সেরা প্রকৃতির বিধান।।
ভরা এ ভাদর ক্ষেতে, সবুজ রঙের চাদর পেতে
আদর সোহাগে মেতে করিছে আহ্বান,
পদ্মবনে থোকা থোকা বিল বিহগী পলাতকা
মুন্দি শালুক চোখা চোখা জোলো ফুলবাগান।।
আগন মাসে ভাঙ্গন লাগে, সবুজ নেশায় বিদায় মাগে
সোনালী রঙ মাঠে জাগে পেকে ওঠে ধান,
উঁচু নিচু জমি সমেত সোনার পাতে ঢেকে যায় ক্ষেত
নবান্নোৎসবে হই সমবেত হিন্দু মুসলমান।।
কচি মায়ায় রাখাল ছেলে প্রাণের দরদ নিয়ে মেলে
মেঠো খেলা কতই খেলে সব যেন একজন
ধেনু চরে অবিরত বেণু বাজে রুচি মতো
আমি বসে বসে শুনি কত সেই রাখালিয়া গান।।
এই দেশের এই মাটি ধুলি, বন উপবন নদীগুলি
বিজয় বলে কেমনে ভুলি এই মাতৃভূমির দান,
স্বাধীন দেশের এই ক্ষেতখামার বাস করতে ভাই কি ভয় তোমার
ছাড়ব নাকো যতদিন আমার দেহে আছে প্রাণ।।

(৭৫)

সুখ দুঃখ মনের ভাবধারা তাছাড়া কি আছে ধরায়,
ভবে কে সুখী আর কে-বা দুঃখী বিচারে বুঝে উঠা দায়।।
কেউ বাস করে ত্রিতালাতে, দুঃখ পায় ত্রিতাপ জ্বালাতে
কেউ থাকে বৃক্ষতলাতে দুঃখের বাতাস লাগে না গায়
ও সে লাভ লোকসানের হিসাব ভুলে স্বভাবে সব অভাব ঘুচায়।।
কেহ সুখী তৃণশয্যায়, কেউ দেখে তাই মরে লজ্জায়
সুখে কেউ নিজেকে সাজায়, সত্বর পটি ছেঁড়া জামায়,
তবু বিশ্ব তারে সালাম জানায়, ফেরাউন কারণকে কে চায়।।
রেখে গেছে পাকা দলিল নবীজী ইব্রাহীম খলিল
পুত্র তার প্রিয় ইসমাইল কোরবানি দেয় খোদার দরগায়,
আরো ধন্য ধন্য দাতা কর্ণ দুঃখ নাই তার পুত্রের মায়ায়।।
ক্ষমার মূর্তি যীশুখৃষ্ট বরণ করলো কৃশকাঠ,
এই মরণে নাই তার কষ্ট সুখের হাসি মুখের আভায়
সে যে দুষ্ট গানের মুক্তি তরে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চায়।।
গৌরাঙ্গ করিয়ে চিন্তা, অঙ্গে বেঁধে ছিঁড়া কান্থা
দেখালো সাধনার পন্থা সেদিনে এসে নদীয়ায়,
বিজয় বলে নিতাই কাঁথার ঘায়ে না কাঁদিয়ে সুখেতে বুক জুড়ায়।।

(৭৬)

আমার মন চলো যাই ভ্রমণে আর কেহ নয় তুমি আমি শুধু দুইজনে,
দুইজনে যেথায় জনগণের কোলাহল নাই নিবিড় নির্জনে।।
পবিত্র ব্রহ্মমুহূর্ত শুভ সুসময়
সুরোভিত ভোরের হাওয়া কুসুম সুষুমায়,
যাহা বলা চলে না উপমায় মওহত আস্বাদনে।।
যেখানেতে নদী শুকায় সাগর মিলন গান
নবীন রবির আলো আসে হাসে ফুলবাগান,
ওঠে ভোরের সঙ্গীত বিহঙ্গের তান আরো ভ্রমর গুঞ্জনে।।
নিভে গেছে আকাশ হাত রাতের দিপালী
বিষাদে ধরাতে লুটায় ঝরা শেফালী,
এমন আজব খেলা কোন খেয়ালী খেলিছে আপন মনে।।
সবুজ ভরা পাতার মাথায় ফোটা ফুল পাইয়া
সমীরণ শিহরণ জাগায় মৃদুল দোলাইয়া,
যেন নাচিছে এক সাঁওতালিয়া বনকুসুমের ভূষণে।।
হেসে ওঠে ভোরের সূর্য সৃষ্টির মহিমায়,
প্রভাতে পৃথিবী হাসে তাহার গরিমায়,
এখন মিলায়ে লও তুমি তোমার শান্ত প্রকৃতির সনে।।

(৭৭)

ও সেই বকুলতলার ঘাটে রে
আমি কেন বা আইলাম, মধুমতির কুলে।।
কেন বা আইলাম কেন বা আইলাম
কেন বা চাইলাম রে মুখ তুলে
ও তার ময়ূরপঙ্খী নৌকা দেখে রে
আমার নয়ন গেছে ভুলে রে।।
দেখতে দেখতে ভাটির নদীর বুকে
জোয়ার উঠিল রে ফুলে
আমার এলো খোঁপা এলায়ে পড়িল রে,
মাথার ঘোমটা পলো খুলেরে।।
হালচে মাসী লালচে বাদাম দিয়ে
চিকন মাঞ্জারে তার দুলে,
খোলা হাওয়ায় দোলা দিয়ে গেল রে
ও তার মাথার বাবরি চুলে রে।।
নদী চলে সাগর সন্ধানে
ভ্রমর চলে রে ফুলে,
পাগল বিজয় বলে সবার এই অভিসার রে
কেবল তার বিরহ মূলে রে।।

(৭৮)

আমি গানের মালা গাঁথিয়ে রাখিলাম হরষে,
মালা তোমাদিগের গীতিকন্ঠে শোভা পাবে সরসে।।
যখন আমি মাটির ধরাতে, রইবো না কানের ইশারাতে
গানের কথায় কথা করো তোমাদের সাথে,
পারবে মনে বনে মন মিলাতে গানের প্রীতি পরশে।।
তোমাদিগের ব্যাকুল আঁখি জ্বরে, কাঁদবে যখন গানের পদ সুরে
আমি রইবো কোন সুদূরে অজানাপুরে,
তোমরা দেখিবে গানের মুকুরে আমার ছবি মানসে।।
তোমাদিগের করিতে কল্যাণ, জীবনে মোর নাহি কোনো দান।।
শুধুমাত্র রেখে গেলাম কয়েকখানি গান,
যেন গানে দেয় সুপথের সন্ধান চিত্ত রেখে স্ববশে।।
পাগল বিজয় বলে বিনয় করিয়ে, গানের মাঝে প্রাণের ভাব নিয়ে
আমার কথা কইয়ো দু-ফোঁটা চোখের জল দিয়ে,
যেন জুড়ায় আমার পোড়া হিয়ে বিশ্বপতির প্রেমরসে।।

(৭৯)

আমি কার কাছে ব্যথা জানাই দয়াল আর আমার নালিশের জায়গা নাই
তুমি ধ্রুবতারা তোমায় চেয়ে অকুলপাথারে কুল পাই।।
তোমারে না ভালোবেসে, বিষয় বাসনার আবেশে
আত্ম অভিমানে ভেসে ঘুরিয়া বেড়াই,
শেষে ঘুরে ফিরে আবার এসে দয়াল তোমার দুয়ারে দাঁড়াই।।
তোমার ইচ্ছাতে আমি, মায়াময় সংসারে নামি
যা কিছু করেছি আমি পাব কি রেহাই,

তুমি বিচারকর্তা বিশ্বস্বামী আমার জমা খরচ তোমার ঠাঁই।।
সুখে জানায় দুখের ইঙ্গিত, দুখে শুনায় সুখের সঙ্গীত
মানবের জীবনে সঞ্চিত সুখ দুঃখ দুই ভাই,
আমি বুঝিয়া তো পাই না মোটে তোমার নিকটে কি চাই।।
অনুকূল কি প্রতিকূল বাও, আপন ইচ্ছার তরণী বাও।।
তোমার নদী তোমারি নাও পার হবে সবাই,
তুমি কাঁদাও হাসাও ডুবাও ভাসাও সব করিতে পারো সাঁই।।
পাগল বিজয় বলে দীনবন্ধু বিনা তোমার কৃপা বিন্দু
পার হতে এই ভবসিন্ধু বন্ধু আর কেউ নাই,
এবার পার করো হে নাবিকবন্ধু আমি দেশের মানুষ দেখে যাই।।

(৮০)

কতদিন যাবে আমার সন্ধ্যা আহ্নিক মন্ত্র জপা,
কবে ভাবময় হয়ে আমার নামময় হবে জপা।।
সন্ধ্যা হবে বন্ধ্যা নারীর প্রায় অবিচ্ছিন্ন রতিমতি রাখবে পতির প্রায়
যাবে আমি জ্ঞান স্বামীত্বের প্রভায় হব নিত্যতত্ত্বের আতসপা।।
ষড়রিপু ছেড়ে জড়ো টান, ষোড়শ উপাচারে করতে প্রেম নৈবেদ্য দান
পাবে কুমতি সুমতির সোপান তখন বিষয়ে হব বিলোপা।।
হবে ইন্দ্রিয় সংগ্রাম সন্ধি রে, ইন্দ্রিয়গণ বন্দী হবে কন্ধন মন্দিরে
তখন লাভ হবে ভাব সমাধি রে হব উর্দ্ধরেতা শুদ্ধতপা।।
পাগল বিজয় বলে অন্তর দেবতা, অন্তর্যামী জানো অন্তরের ব্যথা
ছেড়ে সংসারের এই আশারূপ কবে খাসমহলে হবে রফা।।

(৮১)

সাধের জনম গেল বয়ে রে সুখের জীবন গেল ক্ষয়ে রে
ও মন যা করবার তা এইবার করে রাখ,
ও তুই কান পেতে শোন পিছনে তোর বাজিছে যমের জয়ঢাক।।
বাল্যকাল কেটে গেল তো খেলাধুলাতে
যৌবনের ঘুমায়ে রইলি যৌবন দোলাতে,
তুই শেষকালে পড়বি ঘোলাতে এসেছে ওপারের ডাক।।
সোনার স্বপন দেখেছিস মন বাসনার বসে
কি পেয়েছিস দেখে নিবি শেষের দিবসে,
তুই নিজের কাছে বসে বসে হিসাব নিকাশ করে দেখ।।
দুর্লভ মানবজনম মন তোর এল ফুরায়ে
যা কিছু স্বভাবের অভাব এইবার লহ পুরায়ে,
নইলে আবার মারবে ঘুরায়ে আশি লক্ষের ঘূর্ণিপাক।।
পাগল বিজয় বলে বিভোর আছে বিষয় বৈভবে
স্বার্থের নেশায় দিশেহারা আত্মগৌরবে,
ও তোর সকল ছেড়ে যেতে হবে পড়ে রবে হাজার লাখ।।

(৮২)

এবার যা হবার তা হল রে ভাই
চলো দেশের মানুষ দেশে ফিরে যাই
আমি যা ভাবলাম তা হল নারে
যা না ভাবলাম হইল তাই।।
সৃষ্টির সেই প্রথম হতে, উবিয়ে এই জীবনরথে
এসে এখন সন্ধ্যার পথে ঘুরিয়ে বেড়াই
পথে রূপের ঝর্না ভাবের বন্যা রে কত হাসি কান্না দেখতে পাই।।
ভেঙ্গে গেছে দিনের মেলা, অন্ধকারে সন্ধ্যাবেলা
দাঁড়ায়ে রয়েছি একেলা ব্যাকুল চোখে চাই,
আমার দেশে যাওয়ার পথের সন্ধান রে আমি আঁধারে কারে শুধাই।।
ভবের হাটে হেঁটে হেঁটে, দিন তো প্রায় গিয়াছে কেটে
সারা জীবন খাটনি খেটে কি পেয়েছ ভাই,
যদি কেহ কিছু পেয়ে থাকো রে হারে আমি তো কিছু পাই নাই।।
পাগল বিজয় বলে আঁধার রাতি, কেহ নাই পথের সাথী
খুঁজিছে পথ পাতি পাতি যাত্রীরা সবাই,
কেবল চলার পথের চিরসাথী রে সেই দীনদরদী মালিক সাঁই।।

(৮৩)

ওরে সুদূর কালোর পাশে আলো হাসে ফুল ফোটা কদম বনে,
সে যে পাগল করা যুগল ছবি দেখ না যুগল নয়নে।।
কাজলা মেঘে আঁচলা টানি বিদ্যুৎ বরণ মেয়ে
সোহাগে জড়ায়ে আছে তার প্রাণবন্ধুকে পেয়ে,
একাধারে ভোরের আলো, বাঁধা পলো সন্ধ্যার কালো
কত ঘুমন্ত মানুষ জাগালো মোহন রূপের সন্ধানে।।
চকিত চোখের চাওয়ায় চমকে বিশ্ব
নীরব প্রকৃতি চেয়ে দেখে সেই দৃশ্য,
দক্ষিণ হাওয়া অঙ্গে বুলায় কোন সে প্রিয়া চামর দুলায়
কত অভিমানীর মনপ্রাণ ভুলায় সেরূপ দর্শনে।।
অকুল আকুল ছোঁয়ায় দুকুল ধোয়া রে
নীল যমুনার উছল বারি ভরা জোয়ারে,
দোয়েল চন্দনা বুলবুলি, বন্দনা গাহে সুর তুলি
নীরবে ঝরে ফুলগুলি পড়ে যুগল চরণে।।
যার অন্তরে লেগেছে সেই স্বরূপের ভাতি
অরূপের এই রূপের ঘরে জ্বলে তার বাতি,
অন্তর তার চির অভ্রান্ত, নিজের মাঝে নিজেই শান্ত
পাগল বিজয় বলে জীবনকান্ত আসবে কি মোর জীবনে।।

(৮৪)

আমার কৃষ্ণ কানাইয়া সকলি ভুলেছি তোরে পাইয়া,
আমি সকলি ভুলেছি তোরে পাইয়া রে।।

কেলি কদম্বের মূলে, যেদিন দেখলাম তোরে পরাণ খুলে রে
গেলি মনের কলে ভাঙ্গণ লাগাইয়া রে।।
তোর রূপে পরাণ উঠলো মেতে
আমি পথ ভুলে যাই বাড়ি যেতে রে
আমি কি যেন কি ফেলেছি হারাইয়া রে।।
আমি সকল কিছু পারি ভুলিতে
কেবল পারি না তোর বাঁধন খুলতে রে।।
রাখলি কেমনে এমন জালে জড়াইয়া রে।।
কবে এসে আমার ভাঙ্গা কুঁড়ে
আমার মাটির আসন বসবি জুড়ে রে
পাগল বিজয় আছে আশাপথে চাইয়া রে।।

(৮৫)

সাতটি বছর পরে মনে পড়ে রে সেই রাত ফাগুন মাসে,
সেদিন তুমি আমি দাঁড়িয়েছিলাম বেতস বনের পাশে।।
পাতা ঝরা গাছের শাখায় হারে কেমন সোহাগ জাগায়
কত নতুন পাতা সেজে কোন পুলকে পরাণ মাতায়,
মধুবাসন্তী বাতাসে।।
দিনের শোভা ভেঙ্গে গেছে, তখন কোকিল ঘুমায় আমের গাছে
আজও মনে আছে তুমি নীরবে দাঁড়ায়ে কাছে,
থেকে অজানা পিয়াসে।।
হারানো সেই বীণার তারে আঘাত হানে বারে বারে
বাঁধা মানে না রে সে যে কেঁদে মরে স্মৃতির দ্বারে,
মিলন প্রীতির সুখ বিলাসে।।
পাগল বিজয় কয় দুখের সহিতে, কার পথ হারায়ে গেল মহীতে
কে পারে সহিতে লোকের হারানো পথ খুঁজিতে,
এমন দরদী নাই কারো পার্শ্বে।।

(৮৬)

আমি বড়ো ভুল করেছি সখা রে সেই প্রথম জীবনে,
যখন নন্দ দুলালিয়া আমি ছিলাম বৃন্দাবনে।।
খেলিতাম জলকেলী ভাই রে কেলিকদম্ব ঘাটে
রাখালিয়া বেশে কত ফিরতাম গোধে মাঠে
সেই খেলায় বেলা কাটে --
কত অবেলায় আসিত ঘাটে ব্রজবালাগণে।।
বাঁশির সুর শুনে কানে উঠিত শিহরী
কলসী কাঁখে গোপন ফাঁকে আসিত কিশোরী
বেড়াই কুলমান পাশরী --
তারে এখনো আছি বিস্মরি দাগা দিয়ে মনে।।
আশার বাণী দিলাম কত ভালোবাসার ছলে
কাঁদায়েছি কত তারে বিজন বিরলে
রে ভাই নীরব কাননতলে --
ও সে কত কি জানাত বলে সজল নয়নে।।
পরের কান্না ডেকে ভাই রে আনলাম আপন ঘরে।।
কাঁদাইলে কাঁদিতে হয় বুঝলাম এত পরে
রে ভাই মরণ বিদরে
পাগল বিজয়ের মন ব্যাকুল করে আকুল ক্রন্দনে।।

(৮৭)

পরাণপ্রিয় রে প্রাণের বান্ধব রে আমি আর কতকাল রইব তোমার আশাতে,
আমার এ জীবন ফুরালো বধু শুধু কাঁদা হাসাতে।।
তোমাকে মোর পেতে হবে সে পথে খুঁজলাম না
কি চাইলাম আর কি পাইলাম কিছুই বুঝলাম না,
এমন একজন দরদী পাইলাম না আঁখির বারি মোছাতে।।
ভালোবেসে যখন যারে বুকে দিলাম ঠাঁই,
না বলে গিয়াছে চলে নাই সে আমার নাই,
এখন তোমা ছাড়া কার কাছে যাই মনের ব্যথা জানাতে।।
সিন্ধু বুকে বারি বিন্দু তরঙ্গে হাসে
বিশ্বসাগরে ঢেউ খেলিয়ে রূপরসে ভাসে
ইহা কোথা হতে যায় আর আসে বোঝা না যায় ভাষাতে।।
বিশ্ব ভরা দেখি শুধু বিস্ময়ের বিষয়
কায়া প্রাণে নাই সম্বন্ধ মায়ার অভিনয়
পাগল বিজয় বলে কেউ কারো নয় পরবাসের বাসাতে।।

(৮৮)

ওপারে মোর বন্ধু থাকে এপারে মোর কুঁড়েখানি,
আমি কাজের ফাঁকে দেখি তাকে ডাকে সে দিয়ে হাতছানি।।
তালগাছের ঐ সারি সারি, আছে তার পাশে মোর বন্ধুর বাড়ি
আমি কেমন করে ধরব পাড়ি পাথারে সাঁতার না জানি।।
পোষা পায়রা বন্ধুর বাসে, তারা উড়াল দিয়ে এপার আসে
আমার ভাঙা কুঁড়ের চালে বসে তার খবর দেয় আমায় আমি।।
দিবাকর বসিলে পাটে, আমি তখনে যাই জলের ঘাটে
শুনতে পাই সেই সাজের মাঠে ভালোবাসার আশার বাণী।।
পাগল বিজয় কয় সে দূরে থাকে, যদি মিলনকুঞ্জে না পাই তাকে
যেন আমার কথা মনে রাখে এ জীবন তাই ধন্য মানি।।

(৮৯)

ওরে দরদিয়া রে কোন দেশে যাব তোর লাগিয়া রে,
আমার জীবনে মরণে সুখ নাই ও মুখ না দেখিয়া রে।।
ঝিল্লিমুখর ঘরবাড়ি সব রজনী নিঝুম
একা একা বসে আছি চোখে নাই মোর ঘুম,
কাঁদে আমার সাথে বনের কুসুম -- যামিনী জাগিয়া রে।।

আধফালি এক চাঁদের হাসি ফেলি বনে
ফুলশাখায় দোলায় গেল মলয় পবনে,
আছি প্রতীক্ষায় শূন্য ভবনে মিলন সোহাগিয়া রে।।
আনমনা এক বোবা মেয়ে কাঁদিছে চেয়ে
আঁখির বারি ঝরেছে তার পাতার ঠোঁট বেয়ে,
আরও তটিনী চলেছে ধেয়ে সে কার তালাশিয়া রে।।
বিরহী পরাণ আমার খুঁজিছে সাথী
বাসনার মালিকা ভরি মালিকা গাঁথি
পাগল বিজয় আছে আসন পাতি বাসর বিলাসিয়া রে।।

(৯০)

সেদিন চপল ছন্দে গেলে তোমার চলার রাস্তা দিয়া প্রাণবঁধুয়া রে
আমি তখন দাঁড়ানো ছিলাম পাশে।।
গেলে তুমি ধীরে ধীরে, চাইলে কত ফিরে ফিরে
মন তটিনীর তীরে তীরে আশার জোয়ার আসে,
আমার বিরহী প্রাণ বিভোর হল তোমার মিলন বিলাসে।।
বিহঙ্গ বিঁধিয়া শরে যে বেদনায় কেঁদে মরে
বাঁধে না ব্যাধের অন্তরে কি জ্বালা সেই বিষে,
জানি শিকার করা স্বভাব যাদের তারা পরের পরাণ নাশে।।
কোন-বা দেশে তোমার বাসা, বোঝো নাকি ভালোবাসা
খোঁজ নাকি প্রাণে ভাষা নীরব উচ্ছাসে,
আমার মন কেন হইল এমন তোমার পীরিতি পিয়াসে।।
মন মজানো পরাণ প্রিয়, এই পথে আবার আসিয়ো
উড়াইয়ে উত্তরীয় বাসন্তী বাতাসে,
আমার চিত্ত যশের বিভোর হল তোমার রূপসুধার আশে।।
পাগল বিজয় বলে ধরা দিতে যদি না চায় তোমার চিত্তে
আঁখি মোর চাহে দেখিতে মানা মীনে নাশে,
তোমায় দূরে থেকে বাসব ভালো যেমন চাঁদকে ভালোবাসে।।

(৯১)

ওপার তুমি এপার আমি মাঝখানে এক সীমারেখা,
সে তো বেশি পথ নয় হাত-আষ্টেক নয় পার হতে তাই বিষম ঠেকা।।
সীমান্তের সব অফিসারে, তারা কাজ করে না অবিচারে
আইন মাফিক অনুসারে মানতে হয় আদেশ পত্রিকা,
সেথায় চলবে না কোনো চালাকি খাটবে নাকো ফাঁকি ফেকা।।
হারায়ে সৎপথের দিশা, না করিয়ে পাসপোর্ট ভিসা
গোপন পথে যাওয়া আসা অতি ভয়ানক ভূমিকা,
পথে জনসাধারণ অসাধারণ দেখায় শরণ বিভীষিকা।।
পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ, তাদের নাই তো বঙ্গভঙ্গ
পশ্চিম কিংবা পূর্ববঙ্গ, সব যেন তাদের এলাকা,
তারা এপার ওপার ঘুরে বেড়ায় লাগে না সরকারি লেখা।।
তোমার লাগিয়া দরদী, বহে নয়নে নীর নিরবধি
এড়ায়ে যেতাম নদনদী বিধি যদি দিত পাখা,
পাগল বিজয় বলে উড়ে গিয়ে দেখে আসতেম চোখের দেখা।।

(৯২)

শ্রাবণ এল প্লাবন এল আগের মতো ওই
এমনি দিনের হারানো মন সে আর এল কই
আমার মনের মাণিক মেনে কোথায় কার কাছে তার সন্ধান লই।।
বড়ো আশায় ঘর বাঁধিলাম চূর্ণী নদীর পাড়ে
ভাসায়ে নিয়ে গেল এক শ্রাবণ ঘূর্ণিঝড়ে
আমি ভাঙা চরে আছি পড়ে আজিও পথ চেয়ে রই।।
নদীর বুকে উছলে ওঠে পুরানো কথা
তুফান হয়ে তীরে গিয়ে জানায় সকল ব্যথা,
আমার প্রাণের ব্যথা মনের কথা কে আছে কার কাছে কই।।
বিরহী বিহঙ্গ ডাকে বনের গাছে গাছে
মনের ব্যথা বুঝিবে তার এমন কে-বা আছে
কভু ফিরবে না সে যার যা গেছে যতন তার করো যতই।।
ভাঙা গড়া বিধির খেলা সংসার সমুদ্রে
কেহ চলিতে পারে না তার বিধির বিরুদ্ধে
পাগল বিজয় বলে লাভের মধ্যে হাসি কান্নার বোঝা বই।।

(৯৩)

তোমার কাছে যখন থাকি, হৃদয় ভরে তোমায় ডাকি
তখন কত ভালো লাগে আমারে,
তখন সুন্দর ভুবন দর্শন শ্রবণ সুন্দর পবন সঞ্চারে
সুন্দর ভবন জীবন যৌবন সুন্দর বন বসন্তবাহারে।।
তোমায় ছেড়ে যখন দূরে যাই,
আমার সাজে আমার কাজে আমি বড়ো লজ্জা পাই,
আমি কেমন করে এই সুখ দেখাই দেবতা তোমার ধারে,
আমায় আমি আড়াল করে দাঁড়িয়ে রই মোহের আঁধার।।
চাহি না যখন তোমার দিনে,
বিশ্বজগৎ বিমুখ তখন আমার মুখ দেখে,
তখন শুধায় না কেউ আমায় ডেকে
বঞ্চিত হই সবার দ্বারে খালি হাতে ফেরে না কেউ দীনবন্ধু তোমার দুয়ারে।।
তুমি কভু কাণ্ডারী হও যার,
জলের কুম্ভির গুন টানে তার বাঘে টানে দাড়,
ও তার যেমন ফাগুন তেমন আষাঢ় ভয় কি ভবপাথারে
নামের বাদাম টেনে নৌকায় চলে যায় আনন্দবাজারে।।
পাগল বিজয় বলে হে প্রাণপ্রিয়,
ভুল পথে যদি যাই আমি তুমি ফিরায়ে নিও
তোমার চরণতলে বাসতে দিও ভুলিও না আমারে
জীবনে মরণে যেন আমি ভুলে না যাই তোমারে।।

(৯৪)

ধনে-জনে সংসারে আছি যখন ওরে দয়াল
তোমার লাগি কাঁদে কেন মন,
তুমি কি হও আমার বুঝাইয়ে দাও গো
জীবনে তো দেখি নাই তুমি কেমন।।
জানি না তোমার পরিচয়
তবু আমার ভিখারি হৃদয় চাহে তোমার চরণে আশ্রয়
দেখলাম ভোগের মাঝে রোগের বিষয় গো
সংসার সুখে সারে না বুকের বেদন।।
যাদের আমি আপন আপন কই, স্বপনের সেই খেলার সাথী ঐ
অজানা বান্ধব আমার কই কভু পরাণ জুড়ায় না তোমা বই গো
অজানা কি মানুষের এত আপন।।
ঘুরে ফিরে সংসারের পাছে, যাহা পেলাম সংসারের কাছে
ভাবলাম সকল অভাব গিয়াছে দেখি সকল পাওয়া এখন বাকি আছে গো
যে পাওয়াতে চাওয়া পাওয়া হয় বারণ।।
পশুপাখি কীটপতঙ্গ আর মানবজনম সকল জন্মের সার
এই জন্ম খাঁটি পথ সাধনায় পাগল বিজয়ের ভাবনা এবার গো
তারে ছেড়ে বিফল ঐ মানবজীবন।।

(৯৫)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম,
নামে শোক দুঃখ তাপ যাবে সবই গাহ রে মন অবিরাম।।
নামে হাসা নামে কাঁদা, নামে ঘোচে মাখার ধাঁধা
আছে নামের মাঝে নিত্য বাঁধা চিত্ত বিনোদ রাধাশ্যাম।।
নামেতে প্রেমে ভাসাবে, কামের কামনা যাবে
হৃদকমলে দেখতে পাবে ধ্যানের ঠাকুর প্রাণরাম।।
এই নাম যার একমাত্র লক্ষ্য, লক্ষ কোটি তার উপলক্ষ
সে তো আর করে না লক্ষ্য ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম।।
রেচক পূরক কুম্ভকাদি, নামে ঘটে ভাব সমাধি
নামে কালের কাল হয় সালতামাদি হরিনামের পরিণাম।।
যাগযজ্ঞ কর্মের বাঁধন, মরমে নামে না কাঁদন
পাগল বিজয় বলে ভজন সাধন তারক ব্রহ্ম হরিনাম।।

(৯৬)

প্রেম ভক্তি জ্ঞান যে গান গেয়ে জাগে না হৃদয়তল
সে গান গেয়ে আছে কি তোর ফল,
বল মন সে গান গেয়ে আছে কি তোর ফল
যে গানেতে তাহার নামে নামে না প্রেম অশ্রুজল।।
প্রেমে দেখায় সবাই সমান, ভক্তি দেখায় মুক্তির সোপান
জ্ঞান করে পথের সন্ধান -- সহজ ও সরল
প্রেম শক্তি জ্ঞান লাভ হইলে কর্ম হয় ধর্ম উজ্জ্বল
এই ত্রিবেণীতে স্নান করিলে তাপিত প্রাণ হবে শীতল।।
একফোঁটা প্রেম অশ্রুবিন্দু, তারি মধ্যে লুকানো সিন্ধু
মুসলিম খৃষ্টান কি-বা হিন্দু স্বভাবের বিহ্বল,
সুরে সুরধনী ছুটে ফোটে হৃদয় শতদল
তাহা ইহ পরকালে থাকে পরিপূর্ণ পরিমল।।
যদি গানে আনে উন্মাদনা, সে গান শুনলে হবে গোনা
পবিত্র কোরানে মানা রয়েছে প্রবল,
ছোরা লোকযানে মালিক রহমান জানায়েছে অবিকল
যাতে প্রাণের পরশ মেলে নাকো সে যে কলের গানের কোলাহল।।
সর্বশাস্ত্রে আছে ইঙ্গিত, সাত্বিক জ্ঞান আধ্যাত্মিক সঙ্গীত
প্রেমাঞ্জনে হলে রঞ্জিত নয়ন যুগল,
তখন দর্শন শ্রবণ পরিবর্তন হবে চির নির্মল
তখন গান হবে তার গুণকীর্তন আরও কাওয়ালী গজল।।
পাগল বিজয় বলে বিনয় করে, প্রিয়তমের প্রীতির ডোরে
কবে আমি বাঁধব মোরে নিশ্চিত নিশ্চল,
সরস প্রাণে ভালোবেসে দেব বসে অবিরল
যেন পৌঁছায় আমার নয়নবারি দীনবন্ধুর চরণতল।।

(৯৭)

আল্লা রসুল বল, বল মোমেন আল্লা রসুল বল
এবার দূরে ফেলে মায়ার সাজা সোজা পথে চলো।।
ফোরকানে ফরমান করেছেন পরোয়ার পাকজাত
নামাজ রোজা সই রাখিয়ো হজ আর জাকাত --
দিবে ফরজ সুন্নত উন্নত পথ -- জান্নাতে দখল।।
কালেবে কলেমা জপ ঈমানের সাথে
হায়াত মউত রেজেকে দৌলত সবই তার হাতে --
কুল পাবি সেই পুলসিরাতে -- হবি না দুর্বল।।
লা-শারিকয়ালা মাবুদ পাক নিরঞ্জন
এবং এব অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম সনাতন - -
যেজন বিধিনিষেধ করে পালন -- জনম তার সফল।।
আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামিন
মুশকিলে আজান দিবে সেই রোজ হাশরের দিন --
দয়াল রসুল তার হয়েছেন জামিন -- উম্মাতের সম্বল।।
পাগল বিজয় বলে বেদ-কোরান আর বাইবেল বেদান্ত
ভর দুনিয়ায় আশ্বাস জোগায় আসমানি গ্রন্থ --
যেজন নিত্য ভাবে চিরশান্ত -- চিত্ত তার নির্মল।।

(৯৮)

একখান মন ভোলানো ছবিরে দেখে যা সুবল রে
ও তার রূপের কিরণ ছড়িয়ে দিল রে ঠিক শরৎপ্রাতের রবিরে।।
জল আনতে যায় যমুনার কূলে

বারেক মাত্র চাইলো মুখ তুলে
আমার ধেনু চরান বেণু বাজানো রে আমি ভুলে গেছি সবই রে।।
ঢেউ দিয়ে জল ভরে ধনী সঙ্গে নাই তার কেউ,
আমার মনে দোলা দেয় তার জল ভুলানো ঢেউ।।
কেন-বা আমি এ পথে এলাম
কি হতে ভাই কি হয়ে গেলাম --
তোরা একবার যদি দেখিস তারে রে ঠিক আমার মতো হবি রে।।
লাল হল ভাই নীল যমুনা তার রূপ রঙিমায়
ছন্দ তাহার কবিতাময় চলার ভঙ্গিমায়।।
পাগল বিজয় কয় সে রূপের পিপাসায়,
দাঁড়িয়ে শ্যাম আছে কি আশায় --
ও তাই প্রকাশিতে ভাবে ভাষায় রে সাজলো রূপের পাগল কবিরে।।

(৯৯)

যে ধুলায় অঙ্কিত আছে শ্রীমতির চরণ
কানু পদরেণু মাখা এই সেই বৃন্দাবন,
এ যে বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ব্রজ শিবের আলম্বন।।
উঠেছিল বংশীধ্বনি এই সে বংশীবট,
জল নিতে আসিত রাখা এই যমুনার তট
আছে তাল-তমাল-শাল গোকুল জাপট --
শ্রীনন্দের ভবন।।
পড়ে আছে বেণুধরের ধেনু চরার মাঠ,
সেই কদম গাছ আজো আছে বসনচুরির ঘাট
আছে রাই শ্যামের মিলন মন্দির নাট
নিকুঞ্জ কানন।।
কেশি ঘাটে কেশি দৈত্যের হত হল প্রাণ
শ্যামকুঞ্জ আর রাধাকুণ্ড আজও বর্তমান
আছে আয়ানের গো-মহিষ বাথনি --
গিরি গোর্বধন।।
গোপনে গোপিনীর ননী যখন খেয়েছে
হস্ত মুছে রাখিত শ্যাম তমালের গাছে
তার স্মৃতিচিহ্ন আজও আছে --
প্রীতির নিদর্শন।।
নিধুবনে কৃষ্ণ-কালী বিধুমুখীর দায়
অতীতের ইতিহাস আজও সবুজ বনছায়
আছে জমলার্জনু ভগ্ন দশায় --
কালীয় দমন।।
পাগল বিজয় বলে শ্রম সার্থক ব্রজের মহিমায়,
গৌরব মেনেছি মনে যাহার গরিমায়
সেই ধ্যানের ছবি জ্ঞানের সীমায় --
করলাম দর্শন।।

(১০০)

তুমি যে দেশে বাস কর রে বন্ধু সে দেশ যেন কতই সুন্দর,
তোমার নন্দনকানন আনন্দধাম দেখে হার মানে স্বর্গের পুরন্দর।।
তোমার দেশের ফোটা ফুলে, ঝরে না সে বোঁটা খুলে,
কারো কথা কেউ যায় না ভুলে তোমার দেশের নারী নর --
মরে আমিত্ব ঠেকিয়ে লাজে যেথা দেখিয়ে স্বামীত্বের দর।।
তোমার দেশের গাঙ্গের জলে, কুল ভাঙ্গে না কলরোলে,
হারানো মাণিক দোলে সাগর বুকে ঢেউয়ের পর --
কিছু হারায় নাকো তোমার দেশে করে মরণে জীবনে ভর।।
আবেগে মাখা মেঘের পরে, তোমার দেশের রবিকরে,
হারা মনের ছবি করে বিরহীর প্রাণ প্রিয়তর --
সেথা চাঁদের গায় কলঙ্ক নাহি কারো নাহি কলঙ্কের ভর।।
তোমার আসার সাড়া পেয়ে, আশাপথ থাকি চেয়ে
কবে আসবে তুমি এই পথ বেয়ে বাঁশরী বাজায়ে রে।।
কি যেন কি জাগে তোমার বাঁশের বাঁশির গানে,
কত সুন্দর লাগে বন্ধু বুঝি নাই তার মানে --
না বোঝা সেই গানের ভাষায়, কেন আমায় কাঁদায় হাসায়
আমায় একবার ডুবায় একবার ভাষায় মরমে মরিয়া রে।।
জীবনে দেখি নাই তোমায় তবু যেন চিনি
অজানা কি এত আপন সকল আপন যিনি --
আমি কবে আপন হব, গোপন কথা ভেঙে কব
কবে আমার আমি তোমায় দেব সহজে ভরিয়া রে।।
চকিত চরণে মানুষ এসে বাড়ির ধারে,
আঘাত দিয়ে ফেরে সে মনের গোপন দ্বারে --
পাগল বিজয় বলে এমনি করে কতবার সে গেছে সরে
আমি ঘুরে মরি জনম ভরে সকলি হারাইয়া রে।।

(১০১)

কি সাপে কামড়ায় আমারে ওরে সাপুড়িয়া
জ্বলিয়া পুড়িয়া মলেম বিষে,
আমার বিষগুণে জ্বলেছে এ বিষ জুড়াইব কিসে।।
হাস্নুহানা হাসতে ছিল সন্ধ্যার আঁধার
দাঁড়িয়ে ছিলেম তখন আমি তার ধারে,
ও সেই সাপ ছিল সেই ঝোপের আড়ে আগে পাই নাই দিশে।।
চিকনকালো সাপ যে রে তার মাথায় মানিক জ্বলে
হাস্নুফুলের গন্ধেরি আশে ছিল ঝোপের তলে,
ও তার বিষ উঠেছে জ্বলে জ্বলে রক্তধারে মিশে।।
আগে যদি জানতেম সেই বিষের এত তাপ
ঘর বাঁধিতাম হাওয়াই দ্বীপে যে দেশে নেই সাপ,
না হয় লইতাম এড়াইতে এই তাপ ওঝার পরামিশে।।
পাগল বিজয় বলে সাপের লেখা এড়ানো না যায়

বনের সাথে নয়তো এ যে মনের সাপে খায়,
এখন দংশেছে অনেকের হিয়ায় দারুণ আশিবিষে।।

(১০২)

কত ভালো লাগে তোমারে কিশোর বন্ধু বাঁধিয়া রে,
তোমার বাঁশি শুনে বনে আসি সকল পাশরিয়া রে।।
রোজ বিকালে এই পথ দিয়ে এমনি করে যাও,
আড় বাঁশি বাজায়ে তুমি আড়ি নয়নে চাও --
তোমার আসার সাড়া পেয়ে, আশাপথ থাকি চেয়ে
কবে আসবে তুমি এই পথ বেয়ে বাঁশরী বাজায়ে রে।।
কি যেন কি জাগে তোমার বাঁশের বাঁশরী গানে,
কত সুন্দর লাগে বন্ধু বুঝি নাই তার মানে --
না বোঝা সেই গানের ভাষায়, কেন আমায় কাঁদায় হাসায়
আমায় একবার ডুবায় একবার ভাষায় মরমে মরিয়া রে।।
জীবনে দেখি নাই তোমায় তবু যেন চিনি,
অজানা কি এত আপন সকল আপন যিনি --
আমি কবে আপন হব, গোপন কথা ভেঙে কব
কবে আমার আমি তোমায় দেব সহজে ভরিয়া রে।।
চকিত চরণে মানুষ এসে বাড়ির ধারে,
আঘাত দিয়ে ফেরে সে মনের গোপন দ্বারে --
পাগল বিজয় বলে এমনি করে কতবার সে গেছে সরে
আমি ঘুরে মরি জনম ভরে সকলি হারাইয়া রে।।

(১০৩)

এসো নন্দলালা বংশীয়ালা শ্যামসুন্দর
এসো ব্রজ বিলাসিয়া রাধা বিনোদিয়া
বাঞ্ছিত বিরিঞ্চি দিগম্বর।।
গিরিধারী গোপাল শ্রীমধুসুদন,
মুরারী দামোদর আর নিসুদম।।
এসো মানস মোহন তামস দহন --
প্রিয়তম প্রেম পিতাম্বর।।
উত্তম অনুপম নম নারায়ণ,
প্রেম অনুরক্ত ভক্ত পরায়ণ।।
এসো নয়নরঞ্জক বিপদভঞ্জন
গোকুল কুল পুরন্দর।।
পাগল বিজয় বলে এসো হে মাধব,
তুলসী জল সহ আঁখিজল দিব।।
আমি পরাইব চন্দন করাইব বন্ধন --
ভরাইব হৃদয় কন্দর।।

(১০৪)

কুল ছেড়ে কালো মাণিক সাজাই ফুলবিছানা
পর কাঁদানো পরবাসী তোমার মন পেলাম না,
আমার ঘর হল বন বন হল ঘর পর হল আপনজনা।।
তোমার আগমনবাণী, দখিন হাওয়ায় দেয় শুনানি
চমকে উঠি ফুল বনানী ব্যাকুল বেদনা,
আমি একা বসি নির্জনে আমার নয়নে ঘুম আসে না।।
বন্ধু তোমার আমার আশে, ঘর বাঁধিলাম পথের পাশে
শূন্য বুকে মধুমাসে আমি আনমনা,
আমি প্রহর গুনি দিবারাতি এ পথে আর এলে না।।
পরাণে পীরিতি জাগে, এ জালা বুঝি নাই আগে
অনুদিন অনুরাগে করি তোমার সাধনা,
তোমায় দেখলে আমার যেমন লাগে তোমার তেমন লাগে না।।
ভেবেছিলাম সুজন নেয়ে, দুজনে মিলনেরই গান গেয়ে
উজান তরী যাব বেয়ে তীরে ফিরব না,
কত মাস বয়স গেল তোমার প্রীতির পরশ দিলে না।।
পাগল বিজয় বলে বেদন ভরে, ব্যর্থ সাধন জীবন ভরে
নিকটে গেলে যাও সরে করে ছলনা,
শুধু যতনে বাড়িল যাতন তোমার মনের মতন হলাম না।।

(১০৫)

অনেক দিনের এক বিরহ রে অনেক পুরাণ এক ব্যথা রে
আজ আমার মনে পড়ে গেছে --
আমি এতদিন ভুলিয়া ছিলাম রে পড়ে বিষয় বাসনার প্যাঁচে।।
তারে ছেড়ে যেদিন এলাম মরু মর্তে
সেই হতে এক বেদনা মোর বুকের পরতে,
সেই বেদনায় না পথেরে আমারে ঘুরায়েছে।।
কথা ছিল দেখা হবে সাগরবেলায়
সেদিন আমার হয়নি যাওয়া মিলনমেলায়,
আমি মজিয়ে এক রঙিন খেলায় রে অনেক পথ পড়লাম পাছে।।
ভুলের জীবন কেটে গেল শুধু ভুল করে
সন্ধ্যাকালে কাঁদি এখন নদীর কূল ধরে,
এমন করে তারে ছেড়ে রে আমার কেমনে পরাণ বাঁচে।।
সংসারে যা পেয়েছিলাম হারায়েছি তাই
বুঝেছি হে দীনবন্ধু তোমা বই কেউ নাই
পাগল বিজয় বলে ব্যথা জানাই রে তোমা বিনা কার কাছে।।

(১০৬)

পরবাসীরে বড়ো দাগা দিয়ে গেলি আমার মনে,
আমায় নিয়ে যাবে তোমার দেশে রে এই কথা ছিল তোমার সনে।।
ফাগুনের পূর্ণিমা রাতি একলা বসে মালা গাঁথি

সহসা অজানা সাথী -- এল মোর ভবনে,
আমার মনের কথা মেনে নিল রে সজল নীরব নিবেদনে।।
গাঁথা মালা নিয়ে গলে, আসি বলে গেছে চলে
সেই হতে এই বিজনতলে -- আছি প্রতিক্ষণে,
তুমি এই পথে আবার আসিও রে আমার আকুল আহ্বানে।।
ভুলি নাই সে ভালোবাসা, দিন চলে যায়নি আশা
তোমার বাঁশি কুলনাসা -- বাজে ফুলবনে,
তোমার রূপের ছোঁয়া লেগে আছে রে আমার পথ চাওয়া নয়নে
পাগল বিজয় বলে জীবন ভরে, আর কত কাঁদাবে মোরে।।
কাটবে কি দিন এমনি করে -- তোমার বিহনে,
কবে রব আমি তোমার হয়ে রে আমার জীবন ও মরণে।।

(১০৭)

জোয়ার দিয়ে রে নায়, বাদাম দিয়ে রে নায়
ও তুমি কোন দেশে চলেছ মাঝি রে।।
আমি ঘুরে বেড়াই গাঙ্গের কুলে কুলে
কেঁদে ফিরি নদীর ঘাটে ঘাটে আপন কপালের দোষে
আমি আর কত কান্দিব বলো রে এই পারঘাটাতে বসে।। (দয়ালচাঁদ)
ঘরে ফেরার লোকজন যারা ছিল
বাড়ি ফেরার লোকজন যারা ছিল ফিরে গেছে সব ঘরে,
আমি একা একা বসে কান্দি রে নদীর ভাঙ্গন চরে।। (দয়ালচাঁদ)
আমার বলতে কেহ নাই এদেশে
নিজের বলতে কিছু নাই এদেশে আশ্রয় কোথা আর পাব,
কথা ছিল তোমার নৌকায় রে তোমার দেশে যাব।। (দয়ালচাঁদ)
দূর প্রবাসে বিদেশে বাণিজ্যে
দূর বিদেশে প্রবাসে বাণিজ্যে পাঠাইলে যে কইয়া,
কথা ছিল তোমার নৌকায় রে আমায় যাবে লইয়া।। (দয়ালচাঁদ)
আমার মন টেকে না ভাঙ্গাগড়ার দেশে
প্রাণ টেঁকে না হাসিকান্নার দেশে বিদেশে পরবাসে,
আমি ঘর বেঁধে বাস করব সুখে রে তোমার বাড়ির পাশে।। (দয়ালচাঁদ)
পাগল বিজয় বলে কয়ে কি বুঝাব
পাগল বিজয় বলে কি জানাব পোড়া পরাণের কথা,
তুমি অন্তর জানা মরমীয়া রে জানে সকল ব্যথা।। (দয়ালচাঁদ)

(১০৮)

তোমার কতভাবে পেলাম পরিচয়
দয়াময় তবু তো সন্দেহ ঘোচে নাই,
করি বিপদে তোমারে নির্ভর দয়াল রে
আবার সম্পদ পেলে ভুলে যাই।।
দুঃখে যখন হেরি নিরুপায়
তখন অনুপায়ের উপায় ভাবি তোমারই ঐ পায়
আবার দিন পেলে দীননাথ তোমায় রে
তোমায় পাছে ফেলে আগে যাই।।
এই তো সেদিন দেখলাম তোমারে
বিপদ হতে উদ্ধার তুমি করলে আমারে,
আমি থেকে স্বামীত্বের মাঝারে
দয়াল রে মিছে করি আমিত্বের বড়াই।।
নীরবে করেছ সবই দান
চাওনি কিছু পাওনি কোনো দানের প্রতিদান
তবু বিশ্বাস ভক্তি অতিশয় ম্লান
দয়াল রে কেবল সংশয় লয়ে কাল কাটাই।।
পাগল বিজয় বলে হে চির নির্ভুল
তুমি করে দেহ আমার সন্দেহ নির্মূল,
তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল
দয়াল রে তোমায় এই জ্ঞানে প্রণাম জানাই।।

(১০৯)

পথ ঢাকা ঐ কাঁশের ফুলে চর জাগানো নদীর কূলে
বাঁশি বাজায় শ্যামল কিশোর,
তার সুর সোহাগে তন্দ্রা লাগে আবেশে তনু বিভোর।।
সাঁঝের বেলায় সাধে পূরবী
বাতাসে ভেসে চলে তার সুরের সুরভি,
আমি হেরিয়ে তার মোহনছবি হারায়েছি সবই মোর।।
নাচিছে সুরের সুরধনী
আমারে বেঁধেছে তার সেই সুরের জাল বুনি,
এখন সব সুরে তার বাঁশি শুনি নির্দ্বন্দ্বে সন্ধ্যা কি ভোর।।
নির্জনে নদীর কিনারায়
আনমনা সে বাজায় বাঁশি নীরব নিরালায়
আমার ঘুম আসে না ফুলবিছানায় ঝরঝর আঁখি মোর।।
উদার সুরে ওঠে বাঁশির তান
ছুটে চলে সারা বিশ্বে বিরাম হারা গান
পাগল বিজয় কয় জাগাও আমার প্রাণ সেই সুরেতে মনচোর।।

(১১০)

ওরে কালার প্রেমে এত জ্বালা হারে আমি আগে জানিনে,
তারে ভালোবেসে কাঁদতে হবে ভাবি নাই কোনদিনে।।
এখন দেখি কান্নার নদী বয়,
চোখ মুছিলে জল মোছে না লোকলজ্জার নাই ভয়,
আমায় যে যত নিন্দা মন্দ কয় কোনো সংশয় মানিনে।।
মন হারায়ে গেছে প্রাণসই,
মন দিয়ে সেই মন মানুষের আমি তার মন পেলাম কই,

আমি কেমনে মন ফিরায়ে লই মনের সাথে পারিনে।।
তারে ভুলতে গেলে ভুল হয়ে যায় ভুল,
ফুলবাগানে গিয়ে তুলি বন্ধুর পূজার ফুল,
আমার এই ভুল মনে মানি নির্ভুল বিচার বুদ্ধি রাখিনে।।
পাগল বিজয়ের এই ব্যথার গান গাওয়া,
কূলের তরী দেই নাই খুলে বয়ে যায় হাওয়া,
আজও হয়নি তরী সামনে বাওয়া পিছন চাওয়া ছাড়িনে।।

(১১১)

আমার জাত গিয়াছে সখী রে সেই কালার পীরিতে,
আমার গৃহবাসে মন ভাঙিলো তার বাঁশের বাঁশরীতে।।
জাতি যে বজ্জাতি করে কেবল লজ্জাদি আট পাশে
মনের কথা কইতে দেয় না মন মানুষের পাশে (রে সই মরি পরিহাসে)
তারা কেউ চায় না মোর মুখপানে টানে বিপরীতে।।
যে মালা দিয়াছে কালা গলে পরিয়া
কুলের তাপে সেই মালা ফুল পড়বে না ঝরিয়া।। (রে সই মরি পরিহাসে)
আমার প্রাণবন্ধুয়ার দেওয়া মালা দিব না ছিঁড়িতে।।
পাষাণের গায় দাগ লেগেছে উঠবে না আর ধুলে
কুলে দৃষ্টি ঢেকেছে মোর এই ধরণীর ধুলে (রে সই ভুলব না আর ভুলে)
আমার প্রাণের গোপন নাহি সই রে চাহি না ফিরিতে।।
হাসুক শত্রু দুষুক সমাজ মনের আবিলতায়
পরাণের যোগাযোগ যাদের নাহি পরের ব্যথায় (রে সই ভুলব না আর ভুলে)
পাগল বিজয় কয় প্রেমের অভিসার নীরব নিশীথে।।

(১১২)

সাতটি বছর আগে মনে জাগে রে সেইদিন বকুলতলে,
যেদিন বিনা সুতের মালাখানি দিয়েছিলাম তোমার গলে।।
ছিল এমনি সেদিন চাঁদিনী রাত,
তুমি চকিতের ন্যায় এসে হঠাৎ, মিশালে হাতে হাত --
কত ঝরিল প্রেমের পারিজাত মোদের রঙিন রঙমহলে।।
সেই মাধবী বকুল তীরে,
আবার সেই চাঁদিনী এল ধীরে, বাসন্তী সমীরে --
কেবল তুমি আর এলে না ফিরে আমার ছিন্ন হৃদয় দলে।।
গাঁথা মালা কুসুমগুলি,
সকল শুখায়ে হইল ধুলি ঝরে বাঁধন খুলি --
যে দীপ জ্বেলে জোনাকিগুলি তোমার অভিসারে চলে।।
সাথীহারা পাখির মতন,
করি মনোদুখে বনে রোদন, কেউ বোঝে না বেদন -
পাগল বিজয় বলে বাকি জীবন শুধু কাটবে চোখের জলে।।

(১১৩)

দেখলেম কদমতলে জলের ঘাটে সুবল রে সে কোন অচিন দেশের লোক,
অপরূপ তার রূপের আলোক।।
স্বর্গীয় স্বর্ণপ্রতিমা খান, নন্দন সৌন্দর্য মাখানো
সে কোন বিধাতার নির্মাণ,
যে বিধি দিয়েছে গড়ে কেন গড়ে তারে দিল ছেড়ে
তার বুঝি নাই দেখিবার চোখ।।
মুখ দেখে ফোঁটা ফুলজ্ঞান করে, কতো মধুর গুঞ্জরে
ভ্রমে ভ্রমে ভ্রমরে,
দেখে তার দন্তকৌমুদী লাজে চাঁদ লুকায় ভাই
আঁখি মুদি ফুলের বনে লেগেছে চমক।।
লাল হল ভাই নীল যমুনার কূল, তাল তমাল বকুল
একি রূপ না আমার ভুল
যেন দোল দিয়ে যায় নীল তরঙ্গে আবির ভাঙ্গা রক্তরঙে
আমার অঙ্গে লেগেছে ঝলক।।
পাগল বিজয় বলে সে রূপ একবার, দেখে ভোলে সাধ্য কার
খোলে বন্ধ চোখের দ্বার
তুই তো দেখিস না প্রাণের সুবল আমার মতো
আমি ভাই দেখেছি এক পলক।।

(১১৪)

ওরে বুকের ব্যথা মুখে বলা দায় নিঠুর কালা রে
তোর জ্বালা আর সয় না জীবনে --
তুই মাঠে থাকিস ধেনু রাখিস বুঝবি কেমনে।।
কি মোহনী জানে রে বন্ধু তোর ঐ বাঁশের বাঁশি
গোপন প্রাণে দাগা দিল কোন সন্ধানে আসি রে
গলে পড়ল প্রেমের ফাঁসি,
তোর বাঁশিতে হয়ে উদাসী ছুটে আসি বনে।।
মুখ ফুটে যদিও তোরে কইনি মনের ভাব
চোখের জলে বুঝিস নাই কি অন্তরের অভাব
ওরে এ তোর রাখালের স্বভাব
তোরে সেদিন দিলাম প্রাণের জবাব প্রথম দর্শনে।।
আগে যদি জানিতাম রে তোর কুটিল পীরিতি
ভুল করে দেখিতাম না তোর কুলনামা যুবতী
এ মন দিতেম না তোর প্রতি,
তোর সর্বনাশা বাঁশির গীতি শুনতাম না শ্রবণে।।
পাগল বিজয় বলে আশালতায় নাই বা ফুটল ফুল
তবু তো মানে না মনে ভালোবাসা ভুল
ওরে প্রিয় পরাণপুতুল,
আমি তোর লাগি সাজিয়ে বাউল বাস করব বিজনে।।

(১১৫)

কোথা হতে এলাম এই দেশে, ইহার পর যাব কোন দেশে
আমি চলেছি কার গোপন ইশারায় --
আমার যেমন আসা তেমনি যাওয়া রে স্রোতের শ্যালকা প্রায়।।
কত সাথী পাইলাম পথে পথে কত সাথী হইলাম হারা
অসীমের অচেনা পথে রে হারিয়ে গেছে তারা,
তাদের আগের মতো পাই না সাড়া রে আমি খুঁজি সারা দুনিয়ায়।।
ঝরা হতে ছুটিছে তটিনী, সাগর বক্ষবিলাসিনী
কুলে আঘাত দিয়ে চলে রে নীরব ভাষিনী,
সে অভিসার অভিলাষিনী রে শুধু মিলন সিন্ধু অভিপ্রায়।।
আমার জীবন চলনের এই ছন্দ কবে হবে তার শেষ
কতদিনে ফিরে পাব রে আমার আপন দেশ,
নিয়ে পরিণামের এই পরিবেশে রে সে দেশ খুঁজি আমি নিরালায়।।
পূর্বাচলের সূর্য চলে ধীরে ধীরে অস্তাচলের রেখা
আমি যাহার এই জীবনে রে পাব কি তার দেখা,
পাগল বিজয় কান্দে একা একা বসে ভাঙ্গন নদীর কিনারায়।।

(১১৬)

আমি কৃষ্ণ বলিয়া ত্যাজিব পরাণ যমুনার নীরে,
কালাকাল বলে গিয়েছে সই রে সেই কালের শেষ নাই রে।।
বাদল ঝরা কাজল আঁখি মানে না মানা
দিগাঞ্চলে মিশে সই রে দৃষ্টির সীমানা,
করি মাত্র লাগিয়া আনাগোনা সে এল না ফিরে।।
আমার মনের বনে ঘরের কোণে জলে এক আগুন
কালবৈশাখীর ঝরাপাতায় কাঁদিছে ফাগুন,
সই রে মলয় পবন জ্বালায় দ্বিগুণ কালা বিরহী রে।।
শেষের দাবি রইল সই রে ভুলিস না পাছে
শ্যাম বিহনে শ্যামদুলালী প্রাণ ত্যাজিয়াছে,
তোরা এই খবর দিস বন্ধুর কাছে আমার মাথার কিরে।।
কোন বিধাতা বানায়েছে এ ভালোবাসা
পাগল বিজয় বলে এ যে শুধু আগুনের বাসা,
যার ঘটে নাই এই দুর্দশা সে বুঝবে তার কিরে।।

(১১৭)

মনে মেনেছে আমার জানে জেনেছে তুমি আসবে না
নয়নে ছাড়ে না তবু পথ চাওয়া,
মনে বলে আসবে নামে নয়নে কয় আসে আসে গো
বসে আছি পথের পাশে হল না ঘরে যাওয়া।।
ভাদর ভরা বিলের মাঝে ছাড়া ভিটের পর
হিজল গান ভিজিছে জলে বৃষ্টি ঝরঝর --
পানসী নৌকায় খাটায়ে পাল, কত মানুষে গাহে ভাটিয়াল গো
হিজল ফুলের গন্ধে মাতাল উদাসী উতল হাওয়া।।
বাদল বাউল মেতেছে তার প্রাণের গান গেয়ে
ধানের ক্ষেতে নাচিছে এক দুলালী মেয়ে --
সবুজ ভরা যৌবন অঙ্গে, কবে মিলবে সোনালী রঙে গো
আমার জীবন মিলন ভঙ্গে বিরহ ব্যথায় ছাওয়া।।
সরোবরে সরোজিনী মেঘলা প্রভাতে
দিবাকরের পরশ মাগে হিয়াতে --
মেঘে যত করে নিরাশ তবু ছাড়ে না সে মিলায় বিলাস গো
আমার তেমনি অভিলাষ না পাওয়ার পরশ পাওয়া।।
পাগল বিজয় বলে বিগত কাল বিস্মৃতির পারে
অজানা কারণে তবু ফিরে চাই তারে --
যারে রেখে কত দূরে, আমি যত আছি মর্ত্যপুরে গো
তারে পাওয়ার ব্যথার সুরে আশার গান গাওয়া।।

(১১৮)

চিরসুন্দর এসো বন্ধনমন্দিরে প্রেম আলেক জ্বালিয়া,
মম প্রীতি ভক্তি প্রেম অর্ঘ্য আজি দিব পদে ছাইয়া।।
পুরুষ প্রকৃতি তুমি একেশ্বর,
তুমি অব্যয় তুমি অবিনশ্বর
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর -- তুমি কালী কালিকা।।
অঙ্গেতে লেগেছে চলবার পথের ধুলি
জীবনের দিবসে ঘনায়ে যে গোধূলি
মম গোপন অন্তরের অন্তরায় দাও প্রভু খুলিয়া।।
ব্যথা হারি মন থাকিও না আর ভুলিয়া,
আশার বাণী কত আপন হাতে কও দেউল দুয়ারে বসিয়া।।
কাঁদিছে বিশ্ব তোমার কারণ,
তোমা বিনা অশ্রুকে করে বারণ
অরুণ করুণ সম স্ত্রী করে দাও বুলিয়া।।
সন্ধ্যার আঁধার ওই আসিল ফিরে,
পারের কাণ্ডারী তুমি অকূল নীরে
পাগল বিজয় কাঁদিছে দাঁড়ায়ে তীরে তরীতে নাও তুলিয়া।।

(১১৯)

এসো প্রিয়তম সুন্দর মম জীবনদেবতা তুমি যে মোর,
বেদন বেদীর আসনের মোহে মুক্ত হৃদয় দেউল দ্বার।।
কত নামে ডেকে কত পথে হেঁটে
এ জীবনের কত দিবস গেল কেটে
বেলা গেল তবু খেলা সাধনা মেটে কেটে দাও কলুষ মোহ ঘোর।।
অন্তরের ব্যথা জানো অন্তর্যামী
পূজার মন্ত্র কিছু নাহি জানি আমি
পূজিব তোমারে ওহে বিশ্বস্বামী চরণে ঢালিয়া নয়ন মোর।।

আশাপথ পানে আছি চাহিয়া (২)
নিদহারা নয়ন সুরহারা কন্ঠে তব আগমন গীতি গাহিয়া।।
ভুলায়ে রেখো না মোরে বিষয়াদি কার্যে
দিন যায় মন ধায় অজানা এক রাজ্যে
দুস্তর পারাবার তোমারি সাহায্যে তরিব নামের তরী বাহিয়া।।
পাগল বিজয় বলে এ জীবনে যা হবার হল তাই
পাঠায়ে দাও দীনবন্ধু দেশের মানুষ দেশে যাই
অসার এ বাণিজ্য আর কোন কাজ নাই পারি না জীবনভার বহিয়া।।

(১২০)

ভরা ভাদরের নদী জানোনি তার কথা,
আমায় ঢেউয়ের হাতে তুলে দিয়ে বন্ধু গেল কোথা।।
এমনি সেদিন বিকেলবেলায়, নদীর কূলে ঝাউগাছ তলায়
দক্ষিণ বায়ুর সখিল দুলায় -- দোলে গাছের পাতা,
সেদিন আকাশের গায় আলপনা দেয় কোন দেবদয়িতা।।
ঢেউয়ের নাচন দুলে দুলে, ভরা নদীর কূলে কূলে
আমি কান্দি ফুলে ফুলে -- ফুলের ভ্রমর যথা,
তোমার পূর্ণ বক্ষে বুঝবে কি মোর শূন্য বক্ষের ব্যথা।।
আমি সেদিন আপন মনে, করি মধুর আলাপ বঁধুর সনে
মুখোমুখি সুখ আসনে বলি সুখ দুঃখেরি কথা,
আমার অল্পকাল শুখাইলো আশা কল্পলতা।।
ভাঙ্গা গড়ার নিত্য খেলায় বিপুল পুলকের মেলায়
হাসিকান্নার বন্যা মিলায় নিথর নীরবতা,
পাগল বিজয় বলে এমনি খেলা খেলেছেন বিধাতা।।

(১২১)

তারে আর কি ফিরে পাব রে যারে হারায়েছি জীবনে,
যদি সে আমারে কখনো দেখে রে তবে চিনবে কি মোর নয়নে।।
বাদল ঝরা নিঠুর শ্রাবণ মেঘে ঢাকা চাঁদ
এমনি দিনে হারায়েছি আমার ঘরের চাঁদ,
দিয়ে আলোর ঝরনা আঁধারের বাঁধ তারে খুঁজি সারা ভুবনে।।
মণিকাঞ্চন মুক্তামাণিক না থাকিলে ঘরে
অর্থ হলে মেলে সবই দিন কয়েকের পরে,
শুধু মন বিক্রি হয় মনের দরে গো যে মন মেলে না মণিকাঞ্চনে।।
নদীর কূল ভরিয়া ওঠে ভেসে গেলে পর
ভাঙ্গা মনের কূলে ভুলে কভু পড়ে নারে চর,
যার ভেঙে গেছে স্বপনের ঘর গো কেন সে ঘর বাঁধে না গহনে।।
জীবনে যা হারায়েছি পাব না তা আর
এইটুকু মাত্র রইলো পুঁজি প্রাণের হাহাকার,
পাগল বিজয়ের ছিন্নবীণার তার গো কাঁদিছে স্বজনবিহীন বিজনে।।

(১২২)

জীবন ভরে কাল কাটালাম কালার আশার কাল গুনে,
আমার কি জ্বালা হইল রে তার বাঁশের বাঁশির গান শুনে।।
তারে প্রথম জানিলাম মনে আপন মানিলাম
আমার বলতে যা কিছু সব তার হাতে দিলাম,
তারে প্রথম যেদিন দেখেছিলাম জীবনের এক ফাল্গুনে।।
ও সে যে বনে থাকে, ও মনে দেখতে চায় তাকে
বেরোবার ফাঁক পাই না আমি করমের ফাঁকে,
আমায় কে যেন জড়িয়ে রাখে সংসারের এক জাল বুনে।।
আমি জানি না আগে, আমার এই প্রীতির সোহাগে
প্রতিবেশীর প্রতিহিংসা মোর প্রতি জাগে,
তারা তাড়া করে রাগে রাগে বাঘের মতো শালবনে।।
কথা বলো না উঁচু ও মাথা রাখিয়ো নিচু
ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব সকল ফেলে দাও পিছু,
পাগল বিজয় বলে সকল কিছু সহিতে হয় কাল গুনে।।

(১২৩)

নামহারা ঐ নদীর কিনারায় বসে আছি তার আশায়
আমি নামহারা ঐ নদীর কিনারায়।।
মন হারানো দিনের শেষে, বসে আছি দীনের বেশে গো
বকুল তলে আকুল পিপাসায়।।
কূল ভাঙিয়া ব্যাকুল তানে, নদী ধায় সাগরের পানে
আমি জোয়ার ভাঁটার টানে টানে তারে খুঁজিয়া বেড়াই,
কত দেশের অচিন নায়ে, ও তারা গোন পেয়ে চলছে বেয়ে
আরো কি যেন যেতেছে বলে অজানা ভাষায়।।
কলতানে নদী চলে দিবাকর যায় অস্তাচলে
সন্ধ্যা প্রকৃতির ভালে দোলা দিয়ে যায়,
ঝাউবনে পবনের উচ্ছ্বাস কোন বিরহীর দীর্ঘনিশ্বাস
সে যে কেন্দে কেন্দে আমারে কাঁদায়।।
বসে আছি আশার আশে, মোর নিরালীর চরের পাশে
কি যেন বলতেছে হেসে হেসে চোখের ইশারায়,
তুফানের পর তুফান ছোটে চরের পরে লুটে গো
সে যে তীরের পাড়ে ফিরে ফিরে চায়।।
পাগল বিজয় বলে এমনি করে, কত জনম গেল সরে
আমি মরুবালুর চরের পরে আঁখির জল মিশাই,
কোনদিন তুমি পাবে নায়ে আসবা তোমার তরী বেয়ে গো
আমি ধারে ধারে থাকব তোমার নায়।।

(১২৪)

ওরে আমার জীবন জীবননদীর নাইয়া রে,
কবে আমার তীরে বেড়াবে তরী ধীরে বাইয়া রে।।

বের হইয়াছি সেই সে ভোরে আমি ধরণীর ধুলে
খেলা করে বেলা গেলে দয়াল তোমারে ভুলে,
আমি দিনের শেষে নায়ের কূলে রয়েছি দাঁড়াইয়া রে।।
সাথী যারা গেছে তারা ফেলিয়া আমায়
এখন শুধু বসে আছি দয়াল তোমারি আশায়,
তুমি কাঙ্গাল বলে এই অভাগায় দিয়ো না ফেলিয়া রে।।
ষোলআনা তফিল লইয়া আমি করেছি কারবার
জমায় শূন্য খরচ বেশি দয়াল হয়েছে আমার
এখন হিসেবের কিছু নাই সারিবার দেখেছি মিলাইয়া রে।।
পাগল বিজয় বলে আছি আমি ভবেরি কূলে
কবে এসে নাবিকবন্ধু আমায় লইবে তুলে,
আমার বাঁধা তরী নিবে খুলে গোনের লগন পাইয়া রে।।

(১২৫)

তোমায় নম নম বঙ্গমাতা, স্নেহের আসন বুকে পাতা
পালিছ মা সাত কোটি সন্তান,
তোমার করুণা অসামান্য মানুষ থাক দেবের মান্য
ধনধান্য সবই তোমার দান।।
কত ভাঙা গড়া তোমার বুকে, ওঠাপড়ার আঘাত ঠুকে
জর্জরিত তব কলেবর, তবু অযাচিত স্নেহ প্রীতি সন্তানের উপর
মাগো কত লাঙ্গল জোয়াল জোরে চালাই
বক্ষ চিরে ফসল ফলাই
রাই সর্ষে মুগ মটরকলাই তোমার দানে পূর্ণ করি ঘর।।
থাকি ভ্রাতৃভাবে মাতৃবক্ষে হিন্দু মুসলমান
আমরা সকলে এক মায়ের সন্তান -- গৌরবে সৌভাগ্য মানি
পূজিব নয়ননীরে, আমার এ মনমন্দিরে
মা তোমার ঐ স্নেহের মূর্তিখানি।।
তোমার অমল বিমল শোভা, বিশ্বে ধ্যানী মানীর মনলোভ।।
তোমার সভায় সবাই চাহে মান,
তোমার অনবদ্য সুখাদ্যাদি অফুরন্ত দান
আম কাঁঠাল সুপারি নারকেল, আতা নোবা বেদানা বেল
কত ফুলফল ঢেলেছ অঢেল কে করে তাহার বাখানি
ধনৈশ্বর্যে নিঃস্ব নহ তুমি বিশ্বরানী।।
মোদের দীঘির জলে আছে মৎস্য, গাভীর কোলে নাচে বৎস
বৎসরে বৎসরে ফলে ধান
আরো নোনা জলে সোনা ফলে বিধাতার বিধান
তাইতে লোকে কয় সোনার বাংলাদেশ
প্রকৃতির পূর্ণ পরিবেশ,
রূপ বৈচিত্রের আর নাহি শেষ চিত্ত মাঝে ভাসে চিত্রখান।।
কত কাঙ্গাল বেশে কত দেশে ঘুরলাম কত স্থানে
মাগো তোমার মতো আসন টেনে কেউ তো বুকে লয় না টানি।।
বিশ্বকবির সোনার বাংলা নজরুলে এই বাংলাদেশেই
জীবনানন্দের ছন্দে বন্দিছে বাংলা রূপসী
পদ্মা মেঘনা ব্রহ্মপুত্র ধলেশ্বরী নদীনদ
পশর শিবসা মধুমতী নবগঙ্গা তোমার সম্পদ।।
পড়ে যখন পলিমাটি, ক্ষেতখামার হয় পরিপাটি
সোনার বাংলা সোনা খাঁটি মহি মাঝে মহিয়সী
দেশ ছেড়ে বিদেশে পড়ে যখন হই বিদেশবাসী
পোড়া বুক তো জুড়ায় না তাই আবার ফিরে আসি
সকল দেশের সেরা তুমি, স্মরণ বিলাস চরণ চুমি
জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরিয়সী।।
তোমার অপরূপ রূপ শস্য শ্যামলা
সুজলা সুফলা বাংলা সন্তান বাৎসল্য জননী
প্রথম নামিয়ে ধরার কক্ষে স্থান পেলাম তোমার বক্ষে
করলে রক্ষে দিবারজনী।।
এই যে বাংলাদেশের আকাশ বাতাস
আমার জন্মের পূর্ব আভাস
এই মাটিতে এই দেহের নির্মাণ
বাংলার অন্নজলে ফুল ও ফলে তৃপ্ত মন ও প্রাণ
মা মাগো ওমা তোমার ঐ পদপ্রান্তে, প্রার্থনা জানাই একান্তে
হয় যেন মোর জীবনান্তে দেশের মাটি আমার শেষের স্থান।।

(১২৬)

একদিন কুঞ্জবাসে, বসে সখীর পাশে কাতরে বলে কিশোরী,
যেদিন পূর্বরাগে বঁধুকে দেখিলেম আগে সোহাগে আজও শিহরী।।
সখী পেলেম বন্ধুর দরশন, পেলেম মধুর পরশন সে সুখ ঘটল না আর
পেয়ে বধুঁকে হল শুধু হাসিকান্না সার,
পূর্বরাগের অপূর্ব সুখ, সে সুখে হয়ে বিমুখ
এখন সুখের আশায় পেতেছি দুখ
সখী মুখ দেখানো হল ভার।।
সে হারানো সুখের রেখা আমার বুকের মাঝে
সখী মুখ ফোটে লোকসমাজে -- কিছু বলতে পারি
ও তার ভালোবাসায় দিন কাটে মোর আশায় আশায়
এখন হাসায় আর কাঁদায় -- মোরে শ্যামল বংশীধারী।।
আমার চোখে জল মুখে হাসি এই কি বধুঁর খেলা
ক্ষণেক দুঃখে বিরহ বিগত হয় বিজন বেলা
মনে হয় ভালোবাসে, তাই এ পোড়া মুখ হাসে
তারে না দেখে চোখের পাশে নেমে আসে বারি
সজন বিহনে কেমনে রই সহচরী।।
একবার মনে ভাবি ভুলে যাই, ভুলের মাঝে তারে চাই
ব্যথা জাগে কাছে এলে, জলে মরি আবার দূরে গেলে
আমি কোনোভাবে তাহারে পেলে

সখী জুড়ায় আমার পোড়া প্রাণ।।
সে না পাওয়া পাওয়ার মাঝে এত পোড়া জ্বালা
এমন কেমনে করল কালা কিছু বোঝাতে নারি।।
বন্ধুর লাগিয়া আমি কোন-বা দেশে যাব
এমন মরম ফাটা ব্যথা নিয়ে ঘরে গিয়ে কার কাছে জানাব
আমি একে থাকি কালার ঘরে, জ্বলে মরি কালাজ্বরে
এ জ্বালা সই আর কত কাল সবো --
এত হাসিকান্নার ভিতর দিয়ে কবে তারে পাওয়ার মতো পাব
তার ব্যথায় জানায় মিলনবাণী,
মিলনে দেয় বিচ্ছেদ আনি, প্রাণসজনী কেমনে বুঝাব।
আমার সুখের বাঁধন দুঃখের কাঁদন কবে তার চরণে মিশাব।।
সে যে এমন করে সখী কাঁদায় মোরে, তবু কেন তারে চাহি
করব প্রেম আলাপন, বাসর নিশি উৎযাপন
সে ছাড়া আপন কেউ নাহি।।
সখী কেন তাহার চরিত্র, দেখি হেন বিচিত্র ব্রজের মতো নির্মম
সময় মনে হয় কুসুম মম নিরুপম --
ক্ষণেক ভাবি অনাত্মীয়, বিস্ময় ভীষণ কালিয়,
কেন বশ হয় মোর দশে প্রিয় -- ভেবে প্রিয় হতে তারে প্রিয়তম।।

(১২৭)

কবির কল্পনায় অঞ্জন জোটে যার যেটুকু মাথায়
উঠে করে তাই কবিত্বে প্রকাশ,
কত রূপকথায় অপরূপ শিক্ষা জ্ঞানী লোকে পায়
বাগবিতণ্ডা জল্পনায় ভাবলে দেখা যায় সত্যের পূর্ণাভাস।।
একজন পাহাড়ি সন্ন্যাসী এসে ভাওয়াল রাজকুমারের পাশে
বসিল পেতে সিংহাসন,
এল কুচিন্তায় আবৃত করতে চেতনগুরুর মন হায়।।
দেখে স্বধর্মের অভাব ধারে ধারে বীরের স্বভাব
রাজার সিংহাসনে করে প্রস্রাব বসিল পেতে কুশাসন।।
তখন রামেন্দ্র কয় কও মহাশয় এই করলে কি
ও তার ব্যঙ্গ হাসির রঙ্গ দেখি সাধু দাঁড়ায় ঝাড়া দিয়ে মাথার চুল,
রামেন্দ্র শোন বলি শোন তোদের রাজার মতো রাজ সিংহাসন
কলিতে নরককুণ্ডের মূল।।
রাজাগণ বিষয় বিষে জর্জরিত, তার অসুর বলে সবাই ভীত
এই বলে ধরার আধিপত্য কত কুলের নারীর চুলে ধরি
হরে তার সতীত্ব --
আর ঘোর নরকের তিনটি দ্বার, খোলা দেখি সব রাজার
রাজার সিংহাসন কুচিন্তার আঁধার
এর চেয়ে কিছু ভালো টেবিল টুল
রাজার সিংহাসনে গাঁজা আর মদের নেশার ঝুল।।
আমি রাজার মতো পাই না হিংসুক, দেখিতে পারে না পরের মুখ
একা যেতে চায় ত্রিভুবন, দেখি এক বনে বাস করতে পারে সাধুগণ,
একটি রাজ্যের ভিতরে দুই রাজা বসতে নারে
বসলে ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে সমরে মরে প্রজাগণ।।
সকল রাজার পর এক রাজা আছে রাজার নেই সে জ্ঞান
তাইতে রাজা কষ্ট পাবে না ক্যান
যখন কষ্ট করে প্রজাকুল।।
সত্যে করে রে আইন প্রণয়ন আর্য ঋষিগণ
এখন মানে সে বাধা রাজা যারা স্বার্থপরায়ণ
যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জন্মায় যত সুখাদ্য
বিদ্যান বুদ্ধিমানে তাদের পূজা দিতে বাধ্য
যত রাজা এই পূজার বিরূদ্ধে গো --
শুধু এই যুদ্ধের কারণ তাতে প্রজাদের মরণ কিসে করবে নিবারণ।
প্রজার আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ তাই নিয়ে রাজা মহাভব
রাজকোষে রাখিবার নিয়ম --
প্রজার বিপদকালে তাহার বলে করিবে পালন
পিতা সাজে রাজাগণ --
দেখি তার এখন ঘটল ব্যতিক্রম।।
ছিল সত্যে ষট চক্রবর্তী, স্বাতাদি ত্রি-গুণে মূর্তি
তারপরে হরিশচন্দ্র পাই,
আমরা বাজারে বাজারে এইসব রাজার গুণ পাই
হায় রঘুরাজন পরের হিতে পারিত জীবন দিতে
জন্মে শ্রীরামচন্দ্র সেই বাড়িতে রাজর্ষি জনকের জামাই।।

(১২৮)

ও ভাই সুবল রে দেখে এলাম নীল যমুনার কূল,
সে যে কুচবরণ মেয়ে ভাইরে মেঘবরণ তার মাথার চুল।।
তার হাসিতে বিজলীর ঝলক, মলিন করে চাঁদের আলোক গো,
সেরূপ কেউ যদি দেখে এক পলক নিজেকে নিজে হয় ভুল।।
রূপ দেখিয়ে যমুনার তীর, অচল হল মলয় সমীর গো,
আর গতিশূন্য যমুনার নীর দিশেহারা অলিকুল।।
সে যে ভুবনমোহন মোহিনী, স্বয়ং প্রকৃতি তার পূজারিনী গো,
তার অর্ঘ্য যোগায় ফুলবনানী বোঁটা খুলে ফোটা ফুল।।
পাগল বিজয় কয় এই রূপের হেতু এল ভূলোক ত্রিলোকের বস্তু গো
রেখে গেছে মুক্তির সেতু ধন্য তাই ব্রজগোকুল।।

(১২৯)

এলে কি করতে এই মর্তধামে সেকথা কি মনে আছে
সেই পূর্বের কথা ভুলেছি যেন পড়ে মায়ামোহের প্যাঁচে।।
বিশ্ববিধাতার নির্দেশে দেশ ফেলে এলি বিদেশে
সৎগুরুর সৎ উপদেশ চলিবার পথ লবি বেছে,
দ্বেষে স্বভাবের অভাব ঘটিলে কি জবাব দিবি তার কাছে।।

ক্ষণিকের এই ভালোবাসায়, বিষয়ের সম্পদের লালসায়
অলসে বিলাসে সদা মহানন্দে বেড়াও নেচে,
তোমার জমা খরচ ঠিক নাই মনা গনা দিন প্রায় ফুরায়ে গেছে।।
বাস করেছ সোহাগ ভরে, এপারের বসা ঘরে
তোমার বসতবাড়ি ওপারে বাসাবাড়ির আশা মিছে,
তুই কান পেতে শোন বিবাদী মন পরপারের ডাক এসেছে।।
বদ্ধঘরের রুদ্ধদুয়ার, মায়ামোহের এই কারাগার
পথ খুঁজে পায় না বেরুবার কেমনে তার পরাণ বাঁচে
পাগল বিজয় পড়ে কারাগারে কৃপাময়ের কৃপা যাচে।।

(১৩০)

ওপারে কি আছে ভাই রে এপার থেকে জানা যায় না
বলে একদলে এরকম কথা কেউ কারো মতে সায় দেয় না।।
একদল সাধকবৃন্দে জন্মান্তর মানে নির্বন্ধে
কিছু বলে না ঈশ্বর সম্বন্ধে নির্বাণ মুক্তির শেষ সাধনা
বলে আরেক দল পুরুষ নইলে নারীজন্মের মুক্তি হয় না।।
কেহ মানে পুনর্জীবন আরেক দল কিছু মানে না
জন্মমৃত্যুর সঙ্গে বিলীন কোনোদিন ফিরে আসে না।।
বলে থাকে এক দলের লোক, পাপপূর্ণ করিয়া পরখ
কোনোদিন ছুটি হয় না,
মাত্র এক জন্মের ফল অনন্তকাল আরেক দল তা মেনে নেয় না।।
কারো সাধন নিরাকারে, কেউ পূজা করে সাকারে
ভালোমন্দ বলব কারে কিছুই বুঝে পারি না,
ইহার কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা দ্বন্দ্বহীন মীমাংসা পাই না।।
পাগল বিজয়ের সংশয় সুখ পাই না কারো মীমাংসায়,
যতসব আত্মপ্রশংসায় কারো পথে কেউ চলে না,
ধর্ম মতবাদের এই ব্যবধান আর কি সমাধান হবে না।।

(১৩১)

মোদের ভারতরত্ন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা দেবী
চির অবসর গ্রহণ করেছে দীর্ঘদিন জনসমাজ সেবী।।
তেরশত একানব্বই সালে,
কার্তিক মাসে চোদ্দ তারিখ বুধবার সকালে --
নয়টা চল্লিশ মিনিট সময়কালে অস্তাচলে ভোরের রবি।।
অন্যায় অস্ত্রে আঘাত করে,
প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হল এক আততায়ীর করে --
ধৃত দেহরক্ষীর চক্ষের পর হলাম রে গাঙ্গে ভরাডুবি।।
কোন সে কঠিন পাষাণ হৃদি,
কোন উপাদানে গড়ালো বিধানের বিধি --
এ যে শান্তিধর্মের ঘোর বিরোধী বলেছেন আখেরী নবী।।
স্বার্থের লাগি গোপন হত্যা
বীরের ধর্ম নহে ইহা কাপুরুষতা --
এ যে শ্বাপদীয় ইতরতা জঘন্য এক ঘৃণ্য ছবি।।
বর্তমান রাজনীতির প্রসঙ্গ
প্রধানমন্ত্রী হত্যা যেন রাজনীতির অঙ্গ --
হবে কার কখনে লীলা সাঙ্গ বুঝে কাজ করিও সবাই।।
পাগল বিজয় বলে ওহে মালিক সাঁই
পাঠায়ে দাও দীনবন্ধু দেশে ফিরে যাই,
এ যে হিংসার রাজ্য দেখিতে পাই কার্যাদি সকল আজগুবি।।

(১৩২)

একদিন চুপ করে ডুব দিতে হবে অচিন সাগরে,
সে বড়ো কঠিন ঠিকানাহীন অজানা লোকান্তরে।।
চিরদিন কেউ ধরায় রহে না
যে যায় সে ফিরে এসে কোনো সংবাদ কয় না,
তথায় কারো বোঝা কেহ বহে না স্বীয়কর্ম যেথা করে।।
মানবজনম পেয়ে মর্তধাম,
আতর গোপাল মেখে শরীরকে যতন করিলাম,
এই জড়দেহের শেষ পরিণাম শ্মশানে কিংবা কবরে।।
যাবতীয় জাগতিক দৃশ্য,
কবির ভাষায় বলা চলে গভীর রহস্য
ইহার মীমাংসায় কত মনুষ্য মনান্তরে।।
পাগল বিজয় বলে বোঝাবার শক্তি নাই
বদ্ধ কূপের থেকে সাগর মাপতে চাই,
যেন আমিত্বে স্বামীত্বে মিলাই ক্ষুদ্র অন্তরে।।

(১৩৩)

অতি সাবধানে চালাও সাধের নাও ও মনমাঝিরে
তোমার পরে সকল দায়িত্ব,
জলের আড়ি বুঝে পাড়ি ধরো মানিও না দাড়ি মাল্লার কর্তৃত্ব।।
দাড়ি মাল্লা যারা তারা অতি বদরাগি,
নৌকা ডুবলে দুঃখ তাদের নাই তাহার লাগি,
তারা গামছা কাঁধে দেওয়া ভাগি বোঝে না মহাজনের মাহাত্ম্য।।
কূলহারা দরিয়ায় পাড়ি ধরতে হবে মন,
দাড়ি মাল্লা তোমার নৌকায় আছে ষোলজন,
তারা কেউ মানে না কারো শাসন ছাড়ে না কেউ আধিপত্য।।
তারা ভাটির গনে হাটিয়ে যায় মাঝিকে ফেলে,
ক্ষণেক অবাধ গতি দেখায় সুখের স্বাদ পেলে,
তারা খেয়ালের তাগিদে খেলে তাদের নাহি কোনো দায়িত্ব।।
মাঝির আদেশ দাড়ি মাল্লা করিবে পালন
নিয়মিত মানিবে তার নির্দিষ্ট ভাষণ,
থাকবে স্বতন্ত্র ওই মাঝির আসন রাখাব শাসনতন্ত্র স্বায়ত্ব।
পাগল বিজয় বলে দাড়ি মাল্লা মাঝি সবারে

বাজার বুঝে বেচাকেনা করো এবারে,
যেন ভক্তি প্রেমপ্রীতির সম্ভারে ভরে আমার জীবন সাহিত্য।।

(১৩৪)

অর্থ নইলে যদি দয়াল তোমায় মিলে সহজে
কাঙ্গাল করে তুমি মোরে কাছে লহ যে
যদি পরমার্থ মলিন করে সেই অর্থ অনর্থ যে।।
দীনজনের বান্ধব তুমি সব লোকে বলে
নিরাশ্রয়ের আশ্রয় তোমার চরণতলে,
যারা ঐশ্বর্যের গৌরবে চলে তুমি তাদের নহ যে।।
যদি দীনতায় তোমারে পাওয়া যায় দীনতারন
করিও না তুমি আমার দীনতা হরণ,
আমার মন ভ্রমর করবে বিচরণ তোমার চরণ সরোজে।।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাব নিত্য পরশে
চিত্ত চকোর বিভোর হবে প্রেম সুধারসে,
থাকবে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির বশে মনের অধীন মনো যে।।
যাবতীয় জাগতিক এই অভাবের গ্লানি
স্বভাব শুদ্ধ হলে ঘুচবে সহজে জানি,
সে যে শ্মশানে মিলায় রাজধানী চাওয়া পাওয়ার উর্দ্ধে যে।।
পাগল বিজয় কয় যে সবকিছুতে তোমাকে দেখে
সে চিরকাল সন্তুষ্ট সকল যন্ত্রণা থেকে,
তার বুকের কাছে ও মুখ রেখে মিলনবাণী কহ যে।।

(১৩৫)

অবস্থায় না পড়লে সাধুর হয় না আত্মপরিচিতি,
যাদের অফুরন্ত ধন ঐশ্বর্য দারিদ্রের নাই অনুভূতি।।
রেখে সম্মুখে প্রচুর উপভোগ্য, সহজে দেখানো চলে মৌখিক বৈরাগ্য,
তখন ভোগের রোগ হয় দুরারোগ্য করলে দুরাবস্থায় অবস্থিতি।।
চিরসুখী যারা সংসারে, দুঃখ বেদন কখন কেমন বুঝতে না পারে,
যেমন বন্ধ্যা নারী বোঝে না রে হারে যা বোঝে সন্তান প্রসূতি।।
সুখ সম্পদে আনন্দে থাকে, উদ্বিগ্ন হয় যখন পড়ে দুঃখের বিপাকে,
যারা অভাবে স্বভাব ঠিক রাখে তারা পায় পরিপূর্ণ পরিণতি।।
স্বচক্ষে তাই কত দেখেছি, অবস্থায় মন নড়ে চড়ে ঠেকে শিখেছি,
পাগল বিজয় বলে তাই লিখেছি যা আমার এই ভাবের গীতি।।

(১৩৬)

আকাশ আঙ্গিনায় রঙ্গিন মেঘের দোলনায়,
ফুলশয়নে নয়ন মেলে ডাকলে কে আমায়,
আমি ঘর ছেড়ে বাহিরে এসেছি কার চোখের ইশারায়।।
সেদিন আধখোলা বাতায়নে, চেয়েছিলাম আকাশ মুখে
আমি উদাস নয়নে --
তার পেল হাসি ছুটে আসি গো আঘাত দিল ঘরের দরজায়
আমার গোপন হিয়ায়।।
আমি সেদিন হতে ব্যাকুল প্রাণে, চেয়ে আছি আকাশ পানে
আমি উদাস নয়নে --
পাব কোথায় খুঁজে পাই না বুঝে গো, সে আমার রয়েছে কোথায়
আমার পরাণ যারে চায়।।
ও তার সন্ধানী চোখের নজরে, তীর মেরে দিয়েছে আমায়
ভাঙ্গা পাঁজরে,
এখন বনপোড়া হরিণের মতো গো মনপোড়া রোগে জীবন যায়
জ্বালা জুড়াবো কোথায়।।
পাগল বিজয় কয় তার রূপের ছোঁয়া, যার লেগেছে তার কুলমান খোয়া,
ও সে সকল হারা বাউলিয়া গো কেঁদে ফেরে দেউলিয়া দশায়
শুধু তার ভালোবাসায়।।

(১৩৭)

আমার গোপন প্রাণের ব্যথা রে আমার না বলা সেই কথা রে
পরাণবন্ধু আমায় বুঝিল কেমন --
আমি সে কথা বলি নাই তারে ছিল আমার মনে মনে।।
নদীর চরে বাঁশি স্বরে করল রসিকতা
যে গানখানি বাজালো সে আমার মনের কথা
জেগে উঠল আশালতা,
আমার মনে মানল সফলতা তার বাঁশরীর গান শুনে।।
স্বভাব দেখে যেজন মনের ভাব বুঝিয়া নেয়
তার সঙ্গ লাভ করলে মনের সকল অভাব যায়
মনপ্রাণে তারে চায়,
আমি রাখিতে চাই তারে সদায় নয়নে নয়নে।।
কতবার যে এ সংসারে করলাম কত ঘর
আপনজন পেলাম না খুঁজে দেখলাম শুধু পর
কত করলেম সমাদর,
যে বুঝে মোর পোড়া অন্তর তারে চাইলাম না জীবনে।।
মন বুঝে যে মনের খোরাক দিতে পারে ভাই,
তাহার মতো দরদী আর এ দুনিয়ায় নাই
খুঁজে যদি তারে পাই,
পাগল বিজয় বলে সব দিতে চাই তাহার চরণে।।

(১৩৮)

আমার প্রাণের ঠাকুর হরিচাঁদের ঠাকুর
তুমি হেন ভুলে যেও না আমারে
এই সংসারের মাঝে থেকে নানা কাজে
আমি ভুলে যাই রে তোমারে।।
পরাণ ভরিয়ে তোমারে ডাকিতে
একদিন জল ঝরে না আমার আঁখিতে,

কত করেছি গায়ের জোর বিষয়েতে হয়ে ভোর
আমি বাঁধা আছি আরও আঁধারে।।
মায়ার খেলা খেলে ভবের পর
আমি পরকে আপন ভেবে করলাম ঘর,
এইসব আত্মীয়স্বজন মায়ামোহের স্বপন
কেবল তুমি চির আপন সংসারে।।
কত যতনে ঘরবাড়ি সাজাই
সে ঘরে তোমার পূজার আসন পাতি না,
তোমার পূজার নৈবেদ্য করেছি অশুদ্ধ
আমার মনের মলিন আচারে।।
দেহের ময়লা মাটি কবে ছাড়াবো
তোমার চরণ ছায়ায় পরাণ কুড়াবো,
পাগল বিজয় বলে হরি উপায় নাহি হেরি
তোমা বিনা ঘোর পাথারে।।

(১৩৯)

আমার বন্ধু যদি থাকে সুখে
আমার দুঃখের সেই তো সান্তনা --
হয় না যে ফুলে তার মনের প্রতি গো
হারে আমি তার পুজোয় তা আনব না।।
তার যে সকল নিঠুরতা, তাতে কত মধুরতা
না মানিলে কেউ সে কথা খুলে বলব না --
আসি তারে যাহা জানিয়াছি রে আমি তার বেশি আর জানব না।।
প্রিয়তমের প্রেম বিরহে, নিরন্তর মোর অন্তর দহে
যতদিন দেহে প্রাণ রহে সইব বেদনা --
তার ভালোবাসা বুকে নিয়া রে ভুলে যাব সকল যন্ত্রণা।।
না বুঝলে সে আমার সোহাগ তবু মোর বাড়ে অনুরাগ
আমার এই জ্বালা পোড়ার ভাগ তারে দেব না রে --
হারে এ যে পোড়া বিষম পোড়া রে পরাণবন্ধুর প্রাণে সইবে না।।
মজায়ে তরী বাঁশির সুরে, দেয় না ধরা যায় না দূরে
বিরহ নয়ন ঝরে যেন ঝরনা ঝরে --
পাগল বিজয় বলে এমনি করে রে খেলে নিঠুর খেলা সেই আনমনা।।

(১৪০)

আমার প্রাণবন্ধুয়ার দেশের আমি কোন পথে যাই শুধাই কার কাছে,
আমি দিশেহারা পাগলপারা আমার পথ হারায়ে গেছে রে।।
মনের ডাকে চলি আমি অজানা পথ বেয়ে
হারানো পথ খুঁজে না পাই কেউ দেখে না চেয়ে
এল আঁধারে দিক ছেয়ে,
আমি এতকাল তারে না পেয়ে আমার কেমনে প্রাণ বাঁচে রে।।
সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে তারপর
তেপান্তরের মাঠের শেষে ময়নামতির চর
সে দেশ অতি মনোহর,
আমার প্রাণবন্ধু সেই চরের উপর এক ঘর বাঁধিয়া আছে রে।।
পাখির মতো পাখা যদি থাকত আমার গায়
উড়ে গিয়ে পড়তাম আমি সেই যে সোনার গাঁয়
সোনা বন্ধু যে জায়গায়,
আমি বাসা বাঁধতাম মনের আশায় ও তার ফুলবাগিচার পাশে রে।।
পাগল বিজয় বলে চিনলাম না সেই মানুষ রতন
কবে হব মন মানুষের মনের মতন
করব মানুষের যতন,
আমার নীরস এই দেহ প্রাণমন তার প্রীতি পরশ যাচে রে।।

(১৪১)

আমার ঘুমঘোরের স্বপনে আমি আজ দেখলাম তোমারে,
ধীরে রাঙ্গাচরণ দিলে আমার ভাঙ্গা ঘরের দুয়ারে।।
নিশীথ শয়নে এলে নিয়ে বীণাখান
স্বপন মাঝে গেয়ে গেলে ঘুম ভাঙ্গানো গান --
মিঠে চুমু খেয়ে ঘুম-নয়ন খোঁজে তোমায় আঁধারে।।
সহসা চাহিয়া দেখি উঠে বিছানায়
অভিমানে ফিরে গেছ এসে দরজায় --
তুমি ফেলে যদি যাবে আমায় ডাকলে কেন আমারে।।
বিজন বিটপী শাঁখে জল ভরা আঁখি
চোখ গেল বলিয়া কাঁদে জোড় ভাঙ্গা পাখি --
সে ব্যথার সুরে জানায় নাকি মনের কথা তাহারে।।
স্বপনে গোপন প্রাণে লাগায়ে কি সুর
কাঁচা ঘুমে জাগায়ে আজ পালালে নিঠুর --
পাগল বিজয় কয় সোনার স্বপনপুর যাব তার অভিসারে।।

(১৪২)

আমার মনের বনের হরিণটিরে মারলি একটি বাণেরে
নিঠুর ব্যাধে কোন ঘর ছাড়া করিলি শর সন্ধানে --
কোনো ব্যথার দাগ লাগে নাকি তোর পাষাণ পরাণে।।
সব গেছে তার সাথে সাথে হাতে কিছু নাই
এখন সব হারায়ে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই,
আমার কি যেন নাই কি যেন পাই বুঝি নাই তো জ্ঞানে।।
আবার বুকের পাঁজরে ভেঙে দিয়ে বিষমাখা এক তীরে
শেষে চকিতের ন্যায় চলে গেল চাইল না আর ফিরে,
আমি ভেসে বেড়াই অকূল নীরে ব্যাকুল স্রোতের টানে।।
শিকার করা স্বভাব যে তোর নিদয় শিকারী
তবু তোর দ্বারে কি জায়গা পায় না পথের ভিখারি,
আমি এইভাবে কি থাকতে পারি না পাওয়ার এক ধ্যানে।।

পাগল বিজয় বলে মন হারানো মানুষ যতজন,
তাদের ঘর হল পর বন হল ঘর পর হল আপন
তাদের চলার গতি নদীর মতন মিলনসিন্ধু পানে।।

(১৪৩)

আমার গানের পদ ধরে আমার কেউ বিচার কোরো না,
আমার গানে যা আছে তা প্রাণে খুঁজলে পাবে না।।
দেলবাগিচায় নাই যে বৃক্ষের মূল
কল্পলতায় গল্পকথায় ফুটালাম সে ফুল,
শুধু জীবন ভরে করিলাম ভুল ফুল ফুটানো ফল ধরলো না।।
কর্মশূন্য ধর্মের ভাব লয়ে
যশের নেশায় দশের কাছে রসের কথা কয়ে,
তোমরা কেহ যেন মন হয়ে আমার মতো মরো না।।
আমি গানের মাঝে যা করে গেলাম
তার শতাংশের এক অংশ যদি কাজে করিতাম,
আমি পরমহংস হয়ে যেতাম এড়াইতাম সব যন্ত্রণা।।
পাগল বিজয় বলে নাই মোর অন্য বল
সাধুগুরুর করুণা এই জীবনের সম্বল,
আমি সেই ভরসায় আছি কেবল শেষের দিনের সান্ত্বনা।।

(১৪৪)

আমার প্রাণের খবর কইয়ো রে সখা প্রাণেশ্বরী যথা,
আমি যতই থাকি দূরে সুদূরে মধুপুর তবু ভুলি নাই তার কথা।।
পেলাম কত নতুন রাজ্য যতন সাহায্য স্বজন বান্ধবতা
আমি যত কিছু বেশি পাই কি যেন কি পাই না ভাই
অসার এ রাজতা।।
ছিলাম যে সুখেতে গোকুলে পারি না গো খুলে বলিতে সে কথা,
যেন সুখস্বপন সম গোপন প্রাণে মন সদা জাগিছে সেই ব্যথা।।
আমি করিয়ে অযত্ন হারায়েছি রত্ন সব করেছি বৃথা,
শুকায় গোকুল গহনে আকুল দহনে সে মাধবীলতা।।
আমার হারানো আনন্দ পরাণের ছন্দ মিলবে কি ভাই হেথা,
পাগল বিজয় বলে বঁধু বাঁধা পদ্মমধু বলো কুব্জা পাবে কোথা।।

(১৪৫)

আমার প্রাণের ঠাকুর কৃষ্ণ রে ঠাকুর
তুমি যেন ভুলে যেও না আমারে,
এই সংসারের মাঝে থেকে নানা কাজে
আমি ভুলে যাই যে তোমারে।।
পরাণ ভরিয়া তোমায় ডাকিতে, একদিন জল ঝরে নাই আমার আঁখিতে,
আমি করেছি গায়ের জোর বিষয়েতে হয়ে বিভোর,
বাঁধা আছি ঘোর আঁধারে।।
মায়ার খেলা খেলে ভবের পর, পরকে আপন ভেবে করলাম ঘর,
আত্মীয়স্বজন মায়ামোহের স্বপন কেবল তুমি চির আপন সংসারে।।
কত যতনে ঘরবাড়ি সাজাই ঘরে পূজার আসন পাতি নাই,
তোমার পূজার নৈবেদ্য করেছি অশুদ্ধ আমার মনের মলিন আচারে।।
দেহের ময়লা মাটি কবে ছাড়াব তোমার চরণছায়ায় পরাণ জুড়াব,
পাগল বিজয় বলে হরি উপায় নাই হেরি তোমা বিনা ঘোর পাথারে।।

(১৪৬)

আমার গানের পদ ভেসে বেড়ায় লোকের মুখে অসম্পূর্ণ,
যদি লিখবার শিখবার সুযোগ না পায় ভুলত্রুটি থাকে সেইজন্য।।
ধরে রাখবার থাকলে ব্যবস্থা, সঙ্গীতে পায় সঙ্গতের রাস্তা,
ঘটে না কোনো প্রকারে এই দুরাবস্থা নইলে সাত নকলে আদত খাস্তা
পদগুলি সব হয় বিপন্ন।।
তবু শুনি এই গানের ভাষায়, মশগুল করে মজালি জলসায়,
গায়ক বাদক শ্রোতাদিগের আনন্দ যোগায় --
হয়তো দিন কয়েক পর এই গানের হায় রইবে না আর কোনো চিহ্ন।।
এই গানের যেদিন ঘটবে বিস্মরণ, সেইদিন আমার প্রকৃত মরণ
কেহ যদি পারে ইহার করতে সংরক্ষণ --
তবে আমি মরণে পাইব জীবন এ জনম মানিব ধন্য।।
পাগল বিজয় বলে আগ্রহ ভরে, কেউ যদি অনুগ্রহ করে
গানগুলিকে বাঁধায় রাখে ছাপার অক্ষরে --
থাকব চিরঋণী তার গোচরে পেলে এমন সৌজন্য।।
আমার মন বুঝে তুই কাজ করলি না মন,
ও তুই কি যে করিস নিজের মতে বিপথে পরিভ্রমণ।।
আমি বলি ডাইনে যেতে তুই চলিস বামে
কেন্দ্রচ্যুত করেছিস ইন্দ্রিয় সংগ্রামে,
আমরা বসবাস করি এক গ্রামে তুই কেন হলি এমন।।
আমার সাথে সহজ ভাবে নাই তোর সহবাস
পরের সাথে মিশে করলি ঘরের সর্বনাশ,
ও তোর সৈন্যগণের দৈন্য প্রকাশ তবু করিস আক্রমণ।।
ষোলজনের দল বেঁধেছে তুই তার মাতব্বর
বাহিরের টান গেল না তোর সারা জীবনভর,
তুই আমাকে করিস দেশান্তর অন্তর মুখে নাই গমন।।
আমার সাথে মিশে থাকলে পরম পুলকে
পাগল বিজয় বলে পথের সন্ধান পেতাম পলকে,
যেতাম তোরে নিয়ে দিবালোকে দাঁড়ায়ে দেখতে শমন।।

(১৪৭)

আমার সকল ভালোবাসা রে আমার সকল প্রাণের ব্যথারে
দয়াল লহ তুমি লহ তোমার রাঙা পায়,
যারে ভালোবেসে কাঁদলাম এত সে জ্বালার পর কত জ্বালায়
কোন বিরহে অহরহ

কত পরাণ দিয়ে হয়রান হলাম জ্বালা দুঃসহ,
এখন যা কিছু মোর তুমি লহগো না দিন ফুরায়ে যায়।।
কালো রাতে আলো লেগে
আমি আলেয়ার পিছনে মিছে ছুটিলাম বেগে,
মরলাম ঘুরেফিরে নিশি জেগে মরম ফাটা বেদনায়।।
মরুবালুকার উপরে
দয়াল শুকায়ে গেছে কত আঁখির জল ঝরে,
আমার কাঁদন আঁখির বাঁধন ছিঁড়ে রেখো তোমার চরণছায়।।
পাগল বিজয় কয় কোন আকর্ষণে,
আমার ব্যাকুল হিয়া কাঁদে সদা রূপ অদর্শনে,
তোমার মিলন মেঘ বারিবর্ষণে সুশীতল করো আমায়।।

(১৪৮)

আমার পুরবের বাংলারে গরবের জয় নিশান
সারা এই পৃথিবীর সেরা প্রকৃতির বিধান।।
ভরা ওই ভাদরের ক্ষেতে, সবুজ রঙের চাদর পেতে
আদর সোহাগেতে মেতে করিছে আহ্বান।।
পদ্মবনে থোকা থোকা বিলবিহগী পলাতকা
শুন্ধি শালুক চোখা চোখা জলো ফুলবাগান।।
অঘ্রাণ মাসে ভাঙন লাগে, সবুজ নেশায় বিদায় মাগে
সোনালী রঙ মাঠে জাগে পেকে ওঠে ধান।।
উঁচু নিচু জমি সমেত, সোনার পাতে ভয়ে দেয় ক্ষেত
নবান্নোৎসবে সমবেত হিন্দু মুসলমান।।
কচি মায়ায় রাখাল ছেলে, প্রাণের দরদ নিয়ে মেলে
মেঠো খেলা কত খেলে সব যেন এক জান।।
ধেনু চরে অবিরত, বেণু বাজে রুচি মতো
বসে বসে শুনি কত রাখালিয়া গান।।
এই দেশের এই মাটি ধুলি, বন উপবন নদীগুলি
পাগল বিজয় কয় কেমনে ভুলি মাতৃভূমির দান।।
স্বাধীন দেশের এই খাসখামার, বাস করতে কি ভয় তোমার
ছাড়ব না যতদিন আমার দেহে আছে প্রাণ।।

(১৪৯)

আমার দিনের দিন ফুরালো ফুরালো না পথ চাওয়া
আমি কি যেন চাই কি যেন পাই হিসাব নাই চাওয়া পাওয়া।।
তোমার আশার বাণী লয়ে, তোমার অঙ্গের গন্ধ বয়ে,
বন্ধু আসবে আমার হয়ে কয়ে গেল দক্ষিণ হাওয়া।।
কুল ছেড়েছি ভুল করিয়া, এ যে অজানা অকূল দরিয়া,
আমার খার হলো জীবন ভরিয়া তীরের আশায় তরী বাওয়া।।
জীবনের গান যাবতীয়, তোমার শ্রবণযোগ্য নহে যদিও,
তবে বিফলে কি যাবে প্রিয় তোমার আসার গীতি গাওয়া।।
খুঁজে যদি না পাই তোমারে, তবু বন্ধুর সন্ধানী সংসারে
পাগল বিজয় কয় তোমার অভিসারে আজও আমার হয়নি যাওয়া।।

(১৫০)

আমি জানিতে চাই দয়াল তোমার আসল নামটি কি ?
আমরা বহু নামে ধরাধামে কতরকমে ডাকি।।
কেহ তোমায় বলে ভগবান, গড বলে কেউ করিছে আহ্বান
কেহ খোদা কেউ যিহুদা কেউ কয় পাথিয়ান,
গাইলাম জনম ভরে মুখস্থ গান মুখবোলা টিয়া পাখি।।
সকল শাস্ত্রে শুনিতে যে পাই, তোমার নাকি পিতামাতা নাই
তোমার নামাকরণ কে করিল বসে ভাবি তাই,
তুমি নামি কি অনামি হে সাঁই আমরা তার বুঝিবা কি।।
কেহ পিতা কেহ পুত্র কয়, বন্ধু বলে কেউ দেয় পরিচয়
তুমি সকলের সকল আবার কারো কিছু নয়,
দয়াল তোমার আসল পরিচয় কে জানে তা কি।।
পাগল বিজয় বলে মনের কথা কই, আমি খাঁটি ভাবের পাগল নই
গোল বেঁধেছে মনের মাঝে কাজেই পাগল হই,
আমার বুকে যা নাই মুখে তাই কই কাটা চুন চুলে ঢাকি।।

(১৫১)

আমি এতদিন জেনেছি দয়াল আমার গৌরবের নাই কিছু
হয়ে তুমি সবার পরিচালক চালাও পিছু পিছু।।
খামারজমি আমার বলে, মায়াফাঁসি পরলেম গলে
কাজ করেছি গায়ের বলে কথা বলে উঁচু,
আমি কল্পবৃক্ষের তলায় বসে শুধু কুড়ায়েছি নিচু।।
আগে মনে করতাম এই ভাবনা, কারো কাছে কিছু চাব না
শেষে দেখি হলাম দেনা শোধ দেবার নাই কিছু,
আমি পাওয়ার নেশায় পথ ভুলেছি দেওয়ার বেলায় পিছু।।
করেছি জ্ঞানের গরিমা, ভুলিয়ে তোমার মহিমা
ভাবতাম আমার দৃষ্টিসীমা তারপরে নাই কিছু,
এখন তোমার সভায় আমার আসন দেখি সবার চেয়ে নিচু।।
তুমি প্রভু অন্তর্যামী, নিখিলের হৃদয় স্বামী
আমাকে দংশিয়া মারে আমার অহমিকার বিছু।।

(১৫২)

আমি ঘর বেঁধে বাস করব বন্ধু রে চলবার পথের পাশে গো
খোলা জানালার ফাঁকে দেখব তাকে যখন সে যায় আসে গো
ফুলের গাছ লাগাব আমি আমার বাড়ির পাশে গো।।
সন্ধ্যের পর গন্ধ ছড়াবে হাসনুহেনার গাছে,
হয়তো এক চাদনী সাঁঝে, আসবে প্রিয় মোহন সাজে
এসে দাঁড়াবে মোর দৃষ্টির মাঝে হাসনা ফুলের বাসে গো।।
তাতে যদি নিদয় বন্ধুর হৃদয় নাহি মানে

ফুল তুলে গাঁথিব মালা কাজ কি অভিমানে
তার পথে মালা ছড়ায়ে, অদূরে রব দাঁড়ায়ে
দেখব চরণ তার পড়বে জড়ায়ে ফুলমালার ফাঁসে গো।।
আমি তখন ছুটে গিয়ে পড়ব চরণতলে
বন্ধুর পায়ের মালা খুলে নিয়ে পরব আপন গলে
আমার সকল জ্বালা যাবে খোয়া, এই মালা তার চরণ ছোঁয়া
এই পাওয়া জীবনের পাওয়া সকল চাওয়া নাশে গো।।
পাগল বিজয় বলে কবে আমি বসিব বিজন
বন্ধুর দরশ পরশ পাব আমার নীরস জীবনে,
আমার এ জনম হইবে সফল, মরুতে ফলিবে ফসল
ভীরু হিয়া হয়ে সবল ছুটবে তাহার আশে গো।।

(১৫৩)

আমি সুন্দরবনে দেখে এলাম গো সুন্দরী এক মেয়ে,
আছে এলো চুলে সাগরকূলে অপলক নয়নে চেয়ে।।
ফাগুন মাখা সবুজ রঙে অঙ্গের অলঙ্কার
একাকিনী দাঁড়িয়ে আছে সঙ্গে নাই কেউ তার,
তার নীরব এই গোপন অভিসার যেন কার ইশারা পেয়ে।।
কর্ণে তাহার দুলিতেছে কেওড়া ফুলের দুল
নাসিকার ব্যসাতি তাহার বনলতা ফুল,
তার রূপের ছটায় সাগরের কূল বনভূমি গেছে ছেয়ে।।
লাফিয়ে ওঠে ভোরের সূর্য পুরবের অঙ্গে
হোলি খেলার আবির ছড়ায় সাগর তরঙ্গে,
কত ঢেউয়ের নাচন রক্তরঙে চলে কলগীতি গেয়ে।।
বেলাভূমি সাজায় কন্যা চিত্র আলপনায়
বিধাতা বিমুগ্ধ যেন শিশিরকণায়,
ইহা বলা চলে না কল্পনায় দেখো সাগর স্নানে যেয়ে।।
সুন্দরী মেয়ের রূপরাশি জাগিলে মনে
পাগল বিজয় বলে মন মানে না গৃহবন্ধনে,
আমি ছুটে চলি সুন্দরবনে মানস তরীখানি বেয়ে।।

(১৫৪)

আমি যার সন্ধানে নামলাম পথে সে যেন মোর কতই দূরে,
আমি তার লাগি বিরাগী হয়ে রে সারা জনম বেড়াই ঘুরে।।
অসীম পথের সীমারেখা, মলিন চোখে যায় না দেখা
অচিন পথে চলি একা পথ শুধাব কারে,
আমার মন বুঝে কেউ কয় না কথা রে যে ব্যথায় তার অন্তর পুড়ে
রাতের তারা আকাশের গায়, নিশীথ অভিসারে ধায়
তারাও বুঝি তাহারে চায় আমি চাহি যারে,
আরও নদীর ধায় সাগর সন্ধানে রে ছলছল কল সুরে।।
জোনাকি জ্বালিয়ে বাতি, খুঁজে ফিরে হারা সাথী
ঘুরে মরে সারা রাতি বিয়োগ বেদন ভরে,
ডাকে ঘুম জাগা এক রাতের পাখি রে আনমান কাননপুরে।।
পথ পাওয়ার সৎ পরামিশে, আমি নিলাম না কুসঙ্গে মিশে
জ্বলে মরি বিষম বিষে মিছে মায়াঘোরে,
এবার হারানো পথের পরে রে পাগল বিজয়ের দুই নয়ন ঝরে।।

(১৫৫)

আমি কার দোষ দিব নিজে দুষি,
ঘুরি কায়া ত্যজে ছায়ার পিছে চোখে মায়ার ঠুসি।।
শুনলাম না বিবেকের বাণী শুভ সুসময়
মরীচিকায় ঘুরে মরি রিপুর তাড়নায়,
এখন প্রাণ যাবে প্রবল পিপাসায় মরুভূমে বসি।।
কত চেতন মানুষ ডেকে গেল ঘরের দরজায়
বন্ধ ঘরে অন্ধকারে মওসাজ সজ্জায়,
আমি শুয়ে রইলাম সুখসজ্জায় মোহনিদ্রায় পশি।।
চিরমলিন দেহ মন প্রাণ বিষয়ে কাতর
পুণ্যের ঘরে শূন্য আমার পাপে চিত্ত ভোর,
তোমরা সাধুগুরু মুছে দাও মোর মনের মোহমসি।।
পাগল বিজয় কয় জুড়াব প্রাণ সৎ সহবাসে
চিত্ত করে উঠবে জেগে নিত্যের আভাসে,
করে উদয় হবে হৃদাকাশে অদোষ দরশী।।

(১৫৬)

আমি কি দিয়ে পূজিব দেবতা তোমারে
দেওয়ার নাহি কিছু মোর,
করো পূজার উপযুক্ত সেবাতে নিযুক্ত
মুক্ত করো বাঁধনডোর।।
নানা পথ ঘুরে দিবসের শেষে
ব্যথার ডালি নিয়ে দাঁড়ায়েছি এসে
আমি আছি দ্বারদেশে, দেউলিয়া বেশে
খুলে দাও দেউল দোর।।
পূজার কুসুম করি নাই আহরণ
কি দিয়ে পূজিব ও রাতুল চরণ
পাগল বিজয়ের পূজার উপকরণ
ব্যাকুল আঁখির লোর।।

(১৫৭)

আমি আমায় জিজ্ঞেস করে পেলাম না এই আমির পরিচয়
আমি কে আর কি-বা আমি কতজন কতরকম কয়।।
আমি কে এই প্রশ্নের উত্তর জানতে যাই যখন
প্রশ্নকর্তা উত্তরদাতা একজন কি দুইজন --

আবার এই প্রশ্নই বা করে কোনজন ক্রমাগত বাড়ে সংশয়।।
চলে কে আর বলে বা কে, কে করে শ্রবণ
কে-বা খায় আর কে-বা ঘুমায় কে দেখে স্বপন --
কে হাসে আর কে করে ক্রন্দন কে করে এইসব অভিনয়।।
শাস্ত্রে বলে দশ ইন্দ্রিয় রিপুর সংখ্যা ছয়
চিত্ত বুদ্ধি অহংকার মন কেহ আমি নয় --
হবে কিরূপে এই আমির নির্ণয় বুঝায়ে কও সহোদয়।।
মহাসাধক তোমরা দার্শনিক বৈজ্ঞানিক
এই সমস্যার সমাধান কি পেরেছো সঠিক --
ইহা ভাবতে গিয়ে হল বিদিক দিশেহারা পাগল বিজয়।।

(১৫৮)

আমি দীনহীন কাঙাল বেশে দয়াল
আর কতকাল ঘুরব বিদেশে --
আমি কি হতে যে কি হয়েছি আরো কি হব শেষে।।
জননী জঠরে হল জন্ম সূত্রপাত
আলো বাতাস নাই সেখানে জগৎজোড়া রাত,
শেষে দেখিলাম এক নতুন প্রভাত ধরণীর কূলে এসে।।
বাল্যকালে খেলার জগৎ খেলেছি কত
দেখতে দেখতে সেই খেলার দিন হইল গত,
যখন যৌবন হল সমাগত সাজিলাম নতুন বেশে।।
দারা পুত্র পরিবারে ভরিল সংসার
কে যেন বনে যায় ডেকে আপন সারাসার,
ক্রমে ঘুচিল সব আশার পশার বার্ধক্যের পরিবেশে।।
পাগল বিজয় বলে এতদিনে করিলাম কালযাপন
বুঝিলাম কেহ কারো নয় মায়াময় স্বপন,
দয়াল হে দেশ সবার চির আপন পাঠায়ে দাও সেই দেশে।।

(১৫৯)

আমি পাগল হয়েছি তার নামে মরমী গো
আমি পাগল হয়েছি তার নামে,
যায় না জীবন রাখা এনে দেখা প্রাণ প্রিয়তমে।।
কি করিতে কি যে করি পাই না বুঝিয়া
মনে বলে ঘরের কোণে তারে মরি খুঁজিয়া,
আমি কি ছিলাম আর কি হয়েছি আরো কি হব পরিণামে।।
কি বেদনা প্রাণের কাছে কার কাছে বা কই
তোদের মুখের কথায় বুকের ব্যথা জুড়ায় নালো সই,
তোরা শুনলি কোথায় বিনা ঝাড়ায় কালসাপের বিষ নামে।।
বুঝি নাই কেমনে আমি এমন হয়েছি
ধরম করম কূলের ভরম ভুলে গিয়েছি,
কেবল তাহারে চাই সুখ দুঃখ নাই সুনামে দুর্নামে।।
যার নাম শুনে মনপ্রাণ মোর হয়েছে এমন
না জানি সজনী গো সে মানুষটি কেমন,
পাগল বিজয় বলে করে আমি বিকাব তার নামে।।

(১৬০)

আর কত ভোজবাজির খেলা খেলবি মিছে বল
সাধ রে ভাই সময় বুঝে সহজ পথে চল,
শুধু গাঁড়ামিতে গড়াগড়ি দিয়ে গড়ায় না আর দল।।
হরি বলে লাফালাফি করলে সাধু ভাই
জীবনে কি লাভ হয়েছে হিসাব রাখা চাই
তার তো জমা খরচ নাই,
নামে লাভ হবে যা জানিও তাই জীবনের সম্বল।।
অসুর স্বভাব পশুর বৃত্তি যদি না ঘোচে
পরের বাড়ির তেল জল মাখালে চুলদাড়ি মোচে
তাতে ময়লা কি মোছে,
তোমার মালকোঠা ইঁদুরে খোঁচে নাম করায় কি ফল।।
হরিবোল হরবোলা লোক দেখি পাড়াগাঁয়
কৃষ্ণভক্ত দেখলে তাদের আগুন জ্বলে গায়
কৃষ্ণ নামে বাধা দেয়,
এ যে নাম অপরাধ শাস্ত্রেতে কয় আচার খাওয়া কল।।
কালী কৃষ্ণ হরহরি বিধি শ্রীনিবাস
একই সত্য বিশ্বে তাহার বিবিধ প্রকাশ
মূলে এক শক্তির বিকাশ,
যার এই সত্যে জন্মে নাই বিশ্বাস সবই তার বিফল।।
নদীর বুকে তুফান খেলে দেখায় বহুতম
তুফান নদীর পৃথক নহে প্রকৃতির নিয়ম
মাত্র প্রকাশের তারতম,
যেজন এই নিয়ম করে অতিক্রম তরী তার অচল।।
সাধুগুরু মতুয়া কি বৈষ্ণব গোঁসাই
ভাবরাজ্যে সকলকে যেন এক জায়গায় বসাই
ভুলে গিয়ে কুলে বড়াই,
পাগল বিজয় বলে দিও সবাই চরণধোয়া জল।।

(১৬১)

আমায় পাগল করেছে রে কালা বাঁশিতে,
আমি কিক্ষণে গিয়েছিলাম সই যমুনায় জল আনিতে।।
মোহনমুরলী করে ঈষৎ বাঁকা বায়
ইশারাতে কথা বলে ভাবে বোঝা যায়,
সে যে মন মজানো বাঁশি বাজায় কুলজার কুল নাশিতে।।
হাসিমাখা মুখে যেমন ওঠে বাঁশির তান
সেই হাসি মাখিয়া বুকে হাসে ফুলবাগান,

আমার কেড়ে নিয়েছে মনপ্রাণ বঁধুর মধুর হাসিতে।।
না জানি কেমনে আমার গোপন হিয়া
কোন শুভ লগনে তারে ফেলেছি দিয়া,
এখন বাড়ির পথে পাড়ি নিয়া পারি না সই আসিতে।।
পাগল বিজয় কয় সেই সুরে মুগ্ধ দেবাদিদেবের
কি সাধ্য আছে তাই বুঝবে আবদ্ধ জীবের,
কালার বাঁশির গান শুনিয়া শিবের মন টিকল না কাশীতে।।

(১৬২)

আমায় আর ভুলতে দিও না তোমারে,
আমি ভুল পথে অনেক দূর গেছি দয়াল ফিরায়ে লও আমারে।।
রঙিন ফুলের মায়ায় ঘেরা পথে নিয়ত
রূপের নেশায় দিশেহারা পতঙ্গের মতো,
আমি চলিয়াছি অবিরত মরণের ওই দুয়ারে।।
কাজ না করে পাবার নেশা পেশা হল তাই
খাজনা বন্ধ করে আমি দাখিলা পেতে চাই,
আমি যত না পাই তত লাফাই হামবড়ো অহংকারে।।
নিবৃত্তি ভুলেছি আমি প্রবৃত্তির আদেশে
সোনার স্বপন দেখেছি শুধু বাসনার বশে,
আমি তোমাকে না ভালোবেসে বাঁধা আছি আঁধারে।।
পাগল বিজয় বলে ভুলের পথে জীবন গেল প্রায়
এখন কূলের তরী খুলে দিলাম তোমার ভরসায়,
তুমি কাণ্ডারী হয়ে আমার নায় পার করো ঘোর আঁধারে।।

(১৬৩)

ঈশ্বরতত্ত্ব বিস্মরণ হয় বিষয়সুখে বিভোর থাকলে,
তখন তাহার কথা প্রাণে জাগে দুঃখের আঘাত বুকে লাগলে।।
সুখ হলে বিলাসের বাহন, বিনাশের করে আবাহন
ঐশ্বর্যের অসহ্য দাহন চলতে নারে আত্ম সামলে,
দুঃখীজন পায় সুন্দর স্বভাব অভাবের মধ্যে ভাব জাগলে।।
মানুষ যখন দুঃখে থাকে দায় ঠেকিয়ে তারে ডাকে
তবু তো তাহারে রাখে দুঃখকষ্টের শতদলে,
শেষে স্বার্থ ধরে নিঃস্বার্থের রূপ যে রূপ হয় তারে ডাকলে।।
এ সংসার ছেড়ে চলবে না সংসারে সাধন হবে না
মাছ মারিবে জল ছুঁইবে না করার মতো করতে পারলে,
সেই হয় পরকালে ধন্য অন্তর বাহির সমান রাখলে।।
কাজ না করে কথা কয়ে গেলাম পরের কাছে ভালো হয়
বোঝা যায় ঠিক বিচারালয়ে নিজের কাছে নিজে বসলে,
পাগল বিজয় বলে সারা যায় না ছাই দিয়ে আগুন ঢাকলে।।

(১৬৪)

উজ্জলিত কবিকুল করিলে কবি নজরুল
ঘুম ভাঙ্গানো মন্ত্রের আমন্ত্রণে,
ঘুমন্ত আছিল যারা জীবন্ত হইল তারা
তোমার উদাত্ত কন্ঠের আহ্বানে।।
বিশ্বকবির বিশ্বপ্লাবন কাব্যের বন্যা সব দেশে
তার মধ্যে জাগিলে তুমি স্বতন্ত্র পরিবেশে,
তোমার শিকল ভাঙ্গা গান শুনে জাগল নওজোয়ান
দুর্নীতির বিরুদ্ধাচারণে।।
উৎপীড়িতে উৎপীড়নে করলে তুমি মরণ পণ,
সর্বহারার জন্য করলে কতবার কারাবরণ,
তোমার অগ্নিবীণার সুর শুনে ভীত দেবাসুর
ভূলোক দ্যুলোকে দোলে আন্দোলনে।।
শাসন করে শোষণ করে যারা দেশের শান্তি সুখ
তোমার কলম শক্তিশেল বাণ দীর্ণ করল তাদের বুক,
নির্ভীক বীর মেনেছে সবই তাই তুমি বিদ্রোহী কবি
মাতৃভূমির শান্তি সম্পাদনে।।
পাগল বিজয় কয় বিদ্রোহী কবি তোমার বিরাট দানযজ্ঞ
স্তুতি বন্দন অভিনন্দন করতে আমি অযোগ্য,
ক্ষুদ্র প্রাণের শ্রদ্ধারাশি লহ যদি ভালোবাসি
ধন্য আমি মানিব জীবনে।।
তার রূপের কিরণ ছড়িয়ে দিল রে যেন শরৎপ্রাতের রবিরে।
জল আনতে যায় যমুনার কূলে, বারেক মাত্র চাইল মুখ তুলে
আমার ধেনু চরানো বেণু বাজানো রে আমি ভুলে গেছি সবই রে।।

(১৬৫)

এখনো মন সময় আছে হও রে সাবধান,
তোর কাল পেয়ে কাল আসবে যবে সবই হবে অবসান।।
এ সংসারে এসেছিলি শুভ এক লগ্নে
বাল্য কৈশোর যৌবন গেল বিলাসের স্বপ্নে,
ও তুই মোহে পড়ে মহা যত্নে করলি বিষয়ের বিষ পান।।
তুই ভাবিস তুই বড়ো হচ্ছিস বিধির কালক্রমে
প্রতিদিন তোর জমার খাতায় একটি দিন কমে,
তবু তুই এমন করিস মনের ভ্রমে ঠিক পেলি না লাভ লোকসান।।
বেলা গেল তবু যে তোর ধুলা খেলার মতো
অন্ধকারে চলিতে তোর হবে অন্ধবৎ
তোর জীবনে সেই হারানো পথ সন্ধ্যায় পাবি না সন্ধান।।
পাগল বিজয় বলে বৃথা কাজে গেল এ জীবন
আলোর আশে ঘুরে মরলাম আলেয়ার পিছন,
তোর সম্মুখে পারাবার ভীষণ করলি কই পারের বিধান।।

(১৬৬)

এমন জুয়াচোরের সাথে রে এমন ছেচড়া চোরের সাথে রে
আমি এক ঘরে বসতি করিলাম,
কত সরল প্রাণে পরের করে ঘরের ব্যাসাতি দিলাম।।
যা ছিল মোর পুঁজিবাটা দিলাম তার হাতে, দিলাম তার হাতে
সে ছেচড়া চুরি করিয়ে সব নিল তফাতে,
এখন খালি হাতে আঁধার রাতে অনেক পথ পাছে পলাম।।
আপন হাতে কত আপন দেখায় বাহিরে, সে দেখায় বাহিরে
যেন সে ছাড়া জগতে আমার কেহ নাহি রে,
বড়ো ভুল করলাম তারে চাহিরে লাভে মুখে হারালাম।।
তার মুখোশ পরা মুখের বাণী শুনিতাম সুখে, কত শুনিতাম সুখে
কত স্তুতি বন্ধন অভিনন্দন করিত মুখে,
সে সম্মুখে মন যোগায় মুখে ফাঁক পেলে করে বদনাম।।
ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরতে গেছি শুধু তার কথায়, শুধু তার কথায়
কত লাল পতাকা উড়ায়েছি পাল্টানো নৌকায়,
সে ভাটির গোনে হাটিয়ে যায় খুলে ফেলে দাঁড় বাদাম।।
ব্যবসায়ের পথ ভুলানোর ঝাপসা কুয়াশায়, ঝাপসা কুয়াশায়
পাগল বিজয় বলে ভুলব নাকো মায়ার কু-আশায়,
এমন অকরুণের ভালোবাসায় দুই হাতে জানাই সালাম।।

(১৬৭)

এবার ব্যথার আঘাত দিয়ো দীনবন্ধু হরি
ফিরাইলে আমায় তোমার দিকে,
তুমি সজোরে সজাগ করিলে আমার ঘুমন্ত মনটিকে।।
সহজে ডাকলে কতবার ডাক শুনে ঘুমালাম আবার
ব্যথার হাতে এসে এবার জাগলে তাই ডেকে,
তোমার ব্যথার প্রতি পরশ দিলে আমার নীরস বুকে।।
ব্যথা দিয়ে ব্যথা নাশ, এমনি কত ভালোবাসো
লুকায়ে লুকায়ে হাসো কাছে কাছে থেকে,
তুমি ভয় দিয়ে অভয় দান করো চোখের নিমিষে।।
পথ ভুলে কেউ গেলে চলে, টেনে তারে আনো কোলে
সাধে কি দয়াময় বলে কাঁদে ভক্তলোকে,
আমার চলা বসা সকল তুমি দেখো এক নিরিখে।।
পাগল বিজয় বলে বিশ্বপতি, চরণে করি মিনতি
বিপদে আপদ মতি রয় যেন সুখে দুঃখে,
আমার বুকের পাতে আপন হাতে দাও প্রভু তাই লিখে।।

(১৬৮)

এল ব্যথার গীতি গাওয়াতে মেঘলা দিনের পাগলা হাওয়াতে।।
ও সেই বহুদিনের পুরানো সুর রে ভেসে উঠল আমার পরাণে,
পুরানো এক স্মৃতির কাঁটা রে এসে বিঁধলো আমার হিয়াতে।।
পাড়ার ঠোঁটে জল ঝরিছে রে কে যেন কাঁদিছে বনে,
সাঁই বলে ঝাউ গাছের শাখায় রে হাই ছাড়ে মলয় পবনে,
নয়ন দিয়ে বাগানে রে দেখি বাতাস আর মেঘের খেলা
কাটে বিজন বাদল বেলারে আমার কি যেন কি পাওয়াতে।।
হতাশ মনে বাতাস ভরে রে আকাশ পরে মেঘের আনাগোনা,
ছন্দহারা যাত্রী ওরা রে কোথা যাবে নাইকো জানাশোনা,
বিলাসের মায়াজাল বোনা রে আমার ফেলে আসা দিনগুলি
অতীতের অতিথি আমায় রে এসে বসল মনের দাওয়াতে।।
একা একা বসেছিলাম রে নিরজনে মনের কিনারায়,
মেঘের ফাঁকে ডাকে আমায় রে কে যেন চোখের ইশারায়,
কুলমানের এই ফুলবিছানায় রে আমার ভুলে থাকা হল দায়
কুলের তরী খুলে দিলাম রে কার চপল চোখের চাওয়াতে।।
অসীমের যাত্রী সবাই রে সসীমের এই নিত্য অভিসার
মেঘের মতো চলে ভেসে রে অকূলের পায় না কূলকিনারা,
পাগল বিজয় কয় বেদনা আমার রে এবার রয়ে গেল মরমে
জীবন আমার ফুরায় বন্ধু রে কেবল আশার তরী বাওয়াতে।।

(১৬৯)

এসো গুরুদেব মম উৎসব ভবনে মোদের দীন আয়োজন
সফল করো তব পূর্ণ পদার্পণে,
তব কৃপা বিনা দীনদয়াল গুরু, এ জীবন মোদের রসহীন মরু
ভক্তবৎসল বাঞ্ছা কল্পতরু এসো দেবদেবী সনে।।
নিত্য মুক্ত শুদ্ধ মহাত্মাগণ সাথে, এসো এসো দেবধর্মের হাতে
ও চরণধুলি তুলিয়া লই মোহে মোরা ধন্য হই জীবনে।।
অসীমের পথে চলিতে শক্তি, একমাত্র গুরু অগতির গতি
পরমপিতাকে জানাতে কাকুতি তুমি শক্তি দাও মনে।।
এপারেতে আমি ওপারে মোর পিতা
মাঝখানেতে গুরু ধ্যানের দেবতা
তোমা বিনা পথ শুধাইব কোথা এমন কেহ নাই ভুবনে।।
প্রবর্তক গুরু তোমার শ্রেষ্ঠসুত, পাগল বিজয় হবে শ্রদ্ধাযুত
এই আশীষ দানে কত স্নাত এ দীন সন্তানে।।

(১৭০)

ওই ঘাটে আজ দেখলাম কারে বল রে সুবল বল,
সে এলোচুলে এল চলে পথ ভুলে এই কাননতল।।
বকুল বিছানো পথে, একাকিনী কেউ নাই সাথে
চলে ধনী যমুনাতে কলসী কাঁখে আনতে জল,
আমি কদম ফাঁকে দেখলাম তাকে দেখবি তো মোর সাথে চল।।
অঙ্গশ্রী তার বিদ্যুৎ আটা, মুখের হাসি মিশী কাটা
বিশ্রী মানি চাঁদের ছটা কাঁদে সুরবালা দল,
ও তার রূপে ভিজে হল কি যে মনসিজের মনোবল।।
উছলে ওঠে মুখের আলো, পিছলে ছোটে নিবিড় কালো
ভয় পেয়ে পিছু লুকালো পেয়ে তার কালো কুন্তল,
যেন ভোরের আলো সন্ধ্যার কালো বন্দী হল সন্ধিস্থল।।
আঁচল টেনে ঘাটে যাওয়া, কাজল পরা আঁখির চাওয়া
থমকে ওঠে দক্ষিণ হাওয়া চমকে ওঠে নদীর জল,
আমার মনমুকুরে নাচে সেইরূপ আছে কি ভাই ধরার কল।।

যেরূপ দেখে আচম্বিতে, রূপানুরাগ কানুর চিতে
মহাভাব রাই রূপ সাধিতে স্বরূপে ভাবের পাগল
পাগল বিজয় চাহে পরাণ ভরা হারানো রূপ অবিকল।।

(১৭১)

ওগো দেবতা ব্যথাহারি মোর থাকিয়ো না আর ভুলিয়া,
আশার বাণী কও আপন হাতে দাও দেউল দুয়ার খুলিয়া।।
কাঁদিছে বিশ্ব তোমারি কারণ, তোমা বিনা অশ্রুকে করে বারণ
তরুণ অরুণ সম করুণা কিরণ শ্রী করে দাও বুলিয়া।।
সন্ধ্যার আঁধার ওই আসিল ঘিরে, পারের কাণ্ডারী
তুমি অকুল নীরে
পাগল বিজয় কাঁদিছে দাঁড়ায়ে তীরে তরীতে লহ তুলিয়া।।

(১৭২)

ও দয়াল তোমার নামে ধরলাম পাড়ি অকুল দরিয়ায়,
আমার তরী ঘোরে ঘোর বিপাকে সেই ত্রিবেণীর ত্রিমোহনায়।।
মরণ মুখে কেমনে বাঁচি,
আমার বেজুত হাল বিপরীত বাতাস নাহি গোন কাছি,
তোমার ভরসায় পাড়ি ধরেছি আমার কানা ছেঁড়া ভাঙ্গা নায়।।
আগে যারা নৌকা খুলেছে,
তারা গোনের বাতাস পেয়ে নৌকায় বাদাম তুলেছে,
আমি কপালপোড়া পাছে পড়া নাও খুলেছি অবেলায়।।
দিশেহারা গভীর আঁধারে
দয়াল তুমি আমার ধ্রুবতারা অকুল পাথারে,
ওহে বিশ্বের মালিক পারের নাবিক আমি সঁপিলাম ভার তোমার পায়।।
পতিতপাবন তোমায় সবে কয়,
দয়াল আমা হতে জানা যাবে তোমার দয়ার পরিচয়,
পাগল বিজয় বলে নয়নজলে এবার ঘুচাও আমার পারের দায়।।

(১৭৩)

ও পরাণপ্রিয় রে তুমি আমার খবর নিও রে দিনের শেষে,
রব আর কতকাল ঘরের কোণে রে আমি পরের সনে মিশে রে।।
পাষাণের গায় পলো রেখা, প্রথম যেদিন দিলে দেখা
জীবনপথে ছিলাম একা বিজন প্রদেশে
আমার প্রাণের চমক ভেঙ্গে গেছে রে তোমার প্রথম পরশে রে।।
জড়ায়ে গোপন শৃঙ্খলে, ছিলাম যে গোপন সিংহলে
আঘাত দিয়ে নিদমহলে দাঁড়ালে দ্বারদেশে
আমার ঘুমের পশরা কেড়ে নিলে রে আমার বাসর ঘরে এসে রে
পূবালী গগনের পাশে, দিবাকর দীপ্তির আভাসে
সরোবরে কমল হাসে মিলন মানসে,
আমার মানসবনের পদ্মখানি রে আছে বিমুগ্ধ আবেশে রে।।
সেদিনের আর কয়দিন বাকি, যেদিনে এসে লবে ডাকি
ভালোবেসে কাছে রাখি দিবে শেষ দিবসে,
শুধু সেই শুভ লগনের লাগিয়ে পাগল বিজয় আছে বসে রে।।

(১৭৪)

ও মন রসনা মেটে দেহের গুমর কোরো না,
এ যে মাটির দেহ মাটি হবে সদা রাখিও এই ধারণা।।
হরিণের পিছনে যেমন বাঘের আক্রমণ
মৃত্যুবাঘ তোর পিছনে ছুটিছে তেমন,
তোমার সম্মুখে নিশ্চিত মরণ বুঝতে তা কি পারো না।।
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমে এ দেহতরী
জীর্ণ জরা ব্যাধি মরা কত তার বৈরী,
পেয়ে দিন কয়েকের ইজারারী মাতব্বরী ছাড়ো না।।
পরের জায়গা পরের বাড়ি পরের গৃহতল
যখন ছাড়ে যাবে সবই শরণার্থীর দল,
মন পান করে বিষয় হলাহল অমনভাবে মরো না।।
পাগল বিজয় বলে অবুঝ মনা বুঝবি কবে আর
দিনের দিনে দিন ফুরালো এল অন্ধকার,
এখন ছেড়ে বেচাকেনার বাজার আপন সারা সারো না।।

(১৭৫)

ও মন বাউল রে তোর পথে চলার গান গেয়ে যা তোর একতারাতে
যে গান গাহে দিবানিশি তারাতে।।
অন্তর দিয়ে মন্ত্রের সুর বাঁধো
গানের কথায় প্রাণের ব্যথায় নয়নভরে কাঁদো,
ও তুই ভেঙে দে মায়ানদীর বাঁধ ব্যাকুল আঁখির ধরাতে।।
ধনে জনে পূর্ণ গৃহস্থ,
কালের টানে দেখবি একদিন তোর শূন্য হস্ত,
ও তুই আপন ভাবিস যে সমস্ত সবই হবে হারাতে।।
ধরে চলবি সত্যের সু-রেখা
চলতে পথে হয়তো একদিন পাবি তার দেখা,
ও তোর চলতে হবে একা একা ঝড় বাদল ভরা রাতে।।
মজার খেলা আজব দুনিয়ায়
থাকে না যা তাই রাখতে চাস আপন হিয়ায়,
পাগল বিজয় ঘোরে মরীচিকার মরুময় সাহারাতে।।

(১৭৬)

ও ভাই মাঝি রে ও মনমাঝি রে সাবধানে চালাইয়ো তরীখানি
মরন সাগরের বুকে ঢেউয়ের কানাকানি।।
তুফান ভেঙে ফিনকে ওঠে জল
কল্ কল্ কল্ খল্ খল্ জল রাক্ষসীর দল

ও তোর তরী যেন যায় নারে তল উছলে ওঠে পানি।।
কূলহারা অকূল দরিয়ায় বোঝা যায় না গোন
মরণপারের ডাক উঠেছে বসে বসে শোন
হাঙ্গরে কুম্ভীর সেই সাগরের গায় --
মরা মানুষ ছোঁয় না তারা তাজা মানুষ খায়
তারা আহারে লাগি পাহারায় করে রাহাজানি।।
চোখ ধাঁধানো আঁধার রাতি সাথী নাই রে কেউ
ঝড়ের ঘায়ে পড়ে এসে পাহাড় ভাঙা ঢেউ
ঈশান কোণে ভীষণ মেঘমালায়
ঝিলিক ঠাটায় মিলকি মেরে ঝিলমিলি খেলায়
পাগল বিজয় বলে পারের বেলায় দিও আশার বাণী।।

(১৭৭)

ওরাই বলে তারাই কাঁদে যারাই দুর্বল,
দেখি তোমার কান্নার ক্ষত বুকে আনে কত নতুন বল।।
হালকা মেঘে আকাশ পরে
হতাশ মনে ঘুরে মরে বাতাস ভরে,
সেথা কতক্ষণ থাকিতে পারে মেঘে যখন ভরে জল।।
মূলের কথা ভুলিয়ে পাছে
স্ফীত শাঁখে থাকে কত ফলহারা গাছে
শেষে নুয়ে পড়ে ধরার কাছে সেই গাছে যখন ধরে ফল।।
বুক ভরা দুঃখে হৃদয় যার গাঁথা
চোখের জলে মুছে যায় তার মরমের ব্যথা,
যারা এই জলকে ভাবে অযথা তারা তো মরুভূমির তরুদল।।
যদি দেখা না পাই জীবনে
একা আমি কাঁদব তবু বসে বিজনে,
যেন পৌঁছায় গিয়ে তার চরণে পাগল বিজয়ের নয়নের জল।।

(১৭৮)

ওরে অবুঝ বুঝলি নারে দিনের দিন গনা দিন তোর হল অবসান,
ও তুই দিন পেয়ে দিন ভুলেছিস দীনদয়াল দীনবন্ধুর নাম --
ভাবো নাকি চিরদিন তোর যাবে রে সমান।।
এই যে সোনার দেহ রে তোর ক্রমে ক্রমে এল জোর
দুই চোখে দেখেছিস ঘোর তবু রে তোর যায় না অভিমান,
ও তুই ভেবেছিস কি ওরে বেভুল ফুল ফুটলে আর হয় না ম্লান
কালের টানে মলিন হল তোর সাধের ফুলবাগান।।
গাঙ্গে আসিয়ে জোয়ার ভাসিয়ে নেয় কূলপাথার
আর ভাঁটায় শুকায় আবার শুকনো গাঙ্গে আবার ছোটে বাণ,
ও তোর জীবননদীর জোয়ার নাই রে লাগলে একবার ভাটির টান
চড়ায় বেঁধে মারা যাবে তোর জীর্ণ তরীখান।।
যা গেছে গেছে ঢলে, জেদ করিস না তাই বলে
যা আছে মূল তহবিলে মিলায়ে দেখ কত কি লোকসান,
দিয়ে হিসাবনিকাশ তাহার হাতে দেউল হয়ে পথে নাম
বেহাল বেশে গেয়ে ফিরিস দয়াল দীনবন্ধুর গান।।
ছাড়িয়ে কুটিনাটি ঝাড়িয়ে ময়লা মাটি
দেহ মন হলে খাঁটি পথের সাথী আছেন ভগবান,
পাগল বিজয় বলে কর্মফলে পেয়ে মানবদেহখান
মানুষ হয়ে করলি না মন মানুষের সন্ধান।।

(১৭৯)

ওরে শ্যামল বংশীয়ালা নন্দলালা পরাণ কালা রে মরম দরদিয়া
একা ছিলাম জলের ঘাটে সহসা চাহিয়া
দেখি এলে তুমি যমুনার কূল ফুলঝরা পথ দিয়া।।
সুন্দর চিকন কটিতটে শোভে পীতধরা
তোমার অঙ্গে রঙিন শোভে পীতধরা
তোমার অঙ্গে রঙিন উত্তরীয় গলে গুঞ্জ ছড়া
নন্দন সৌন্দর্য গড়া,
আমার মনের তীরে ভাঙাগড়া উঠিল জাগিয়া
আমি কেমনে রাখিব বন্ধু ধৈর্য্য বাঁধিয়া।।
কত লোক এই পথে গেছে তোমার আসার আগে
তুমি আসন পেতে বসলে আমার মনের কুসুমবাগে
প্রিয় পীরিতি সোহাগে,
আমার আর কিছু না ভালো লাগে তোমারে ছাড়িয়া
আমি এ জ্বালা জানি নাই আগে দিন যাবে কাঁদিয়া।।
জনসমাজে মন বসে না থাকি আপন লয়ে
আমি আনমনা করি গৃহকাজ ব্যথা বেদন সয়ে
জ্বালা জ্বলে রয়ে রয়ে,
কাউকে যদি জানাই কয়ে শোনে না মন দিয়া
রইবে আর কতকাল নিদয় হয়ে হৃদয় বিনোদিয়া।।
পাগল বিজয় বলে হাসিকান্না তোমার অনুরাগে
তুমি যত কাঁদাও তত তোমায় কত ভালো লাগে
প্রাণে প্রীতি পরশ জাগে,
বিরহ মিলন সোহাগে ওঠে যে দুলিয়া
শেষে মিলনকমল ফুটে ওঠে পাষাণ ভেদিয়া।।

(১৮০)

ওরে আমার সোনার ময়না পাখি রে
তুই কোন ফাঁকে পালিয়ে গেলি আমায় দিয়ে ফাঁকি রে।।
বনের পাখি পুষেছিলাম মনেরই আশায়
শুনিতাম তার সুখদুঃখের গান সুমধুর ভাষায়,
তোরে সোহাগে সোনালী খাঁচায় দিয়েছিলাম রাখি রে।।
বাটি ভরে খাবার দিতাম শোভন পিঞ্জরে
এখন তোর বিরহে আঁখিজল মোর রাত্রদিন ঝরে,
আমি তোরে ছেড়ে কেমন করে এমনভাবে থাকি রে।।
খালি খাঁচার দিকে যখন সজল চোখে চাই

আমার স্মৃতির তমালশাখায় তোরে বসা দেখতে পাই,
আমি তোর মুখ চেয়ে সব ভুলে যাই পরাণ খুলে ডাকি রে।।
নদীর বুক শুকায়ে গেলে ভাটির টান লেগে
দুকূল ভরে ওঠে আবার জোয়ারের বেগে,
ও তুই তেমনি মতো মনের বাগে ফিরে আসবি নাকি রে।
মানুষের হারায় না কিছু শুনলাম এতদিন
সব হারানো সব ফিরে পায় আছে এমন দিন,
তুই বলতে পারিস সেই দিনের দিন আর কয়দিন আছে বাকি রে,
না পাওয়ার বেদনা আছে হৃদয়ে মোর ছেয়ে
তবু আশায় বুক বেঁধেছি যাতনা পেয়ে,
পাগল বিজয় আছে পথ চেয়ে জলভরা দুই আঁখি রে।।

(১৮১)

ওরে বড়ো ব্যথা দিয়ে গেলি রে পরাণে পর কাঁদানো পরবাসিয়া
আমি কি ছিলাম আর কি হয়েছি বন্ধু তোরে ভালোবাসিয়া।।
রঙ জড়ানো ভাব ছড়ানো মনের হরষে
যৌবনে ঘুমায়েছিলাম যৌবন সরসে,
আমার ঘুম ভাঙ্গলে প্রথম পরশে ফুলবাসরে আসিয়া।।
শয়ন ছেড়ে তোমার দিকে চাইলাম নয়ন মেলে
বলেছিলাম কেন বন্ধু এমন ভাবে এলে,
তুমি চকিতের ন্যায় চলে গেলে চপল হাসি হাসিয়া।।
আমার বুকে তোমার প্রেমের পরশ নিয়েছি মানি
শ্রবণে মেনেছে তোমার অমিয় বাণী,
তোমার মনভুলানো ছবিখানি ওঠে আমার চোখের সামনে ভাসিয়া।।
তোমার গুণে ঘুণ ধরলো মোর মতি কুলমানে,
সমাজে মানুষের মানা মনে নাহি মানে,
আমার মন ছোটে তোমার সন্ধানে পীরিত পিপাসিয়া।।

(১৮২)

ও সেই বকুলতলার ঘাটে রে
আমি কেন-বা আইলাম মধুমতীর কূলে।।
কেন-বা আইলাম কেন বাহারে নাইলাম
কেন-বা চাইলাম মুখ তুলে,
তার ময়ূরপঙ্খী নৌকাখানি দেখে
আমার মনপ্রাণ গেছে ভুলে রে।।
কালচে মাঝি লালচে বাদাম দিয়ে
চিকন মাঞ্জা তার দুলে,
আরো খোলা হাওয়ায় দোলা দিয়ে গেল
ও তার মাথার বাবরি চুলে রে।।
দেখতে দেখতে ভাটির নদীর বুকে
জোয়ার উঠলো রে ফুলে,
আমার এলোখোঁপা এলিয়ে পড়ল
মাথার ঘোমটা গেল খুলে রে।।
নদী চলে সাগরের সন্ধানে
ভ্রমর চলে রে ফুলে,
পাগল বিজয় বলে সবার অভিসার
কেবল তার বিরহমূলে রে।।

(১৮৩)

কতকাল বন্ধ রবি অন্ধকারে কেন আন্দাজে তুই হাতড়ে বেড়াস
চোখ ধাঁধা মোহের আঁধারে।।
কাল তোর মায়া কারাগার
বাপের ধন তোর সাপে খেয়ে করল জর জর,
তোর সম্মুখে অকূল পারাবার কি ধন লয়ে যাবি পারে।।
স্বভাবে তোর অভাব ঘটেছে
ভাব বুঝে ব্যবসায় করলে তোর লাভ হত পাছে,
কত মণিকাঞ্চন পড়ে আছে তোর বসত ঘরের পাছ দুয়ারে।।
তোর মধ্যে রয়েছে সমস্ত
হিসাব করে দেখ রে তুই এক মস্ত গৃহস্থ,
তবু পরের বাড়ি বাড়ালি হস্ত ঘুরে বেড়াস বহিদুয়ারে।।
পাগল বিজয় বলে মনের আশপাশে
সারা জীবন কাটল এই কারাগারে বসে,
আমি নিজে মরলাম নিজের দোষে এ দোষ আমি দিব কারে।।

(১৮৪)

কলির জীব তরাতে নদীয়াতে ওই যে গৌর নিতাই দুই ভাই এসেছে,
জীবের দুঃখ দেখে এ ভূলোক গোলকের ধন এনেছে।।
ভেবে জীব উদ্ধারের কথা, অঙ্গে বেঁধা ছেঁড়া কাঁথা
ওই যে দীনহীন বেশে জীবের দ্বারে এসে হরি বলে কত কেঁদেছে।
মাধার কান্ধার আঘাত খেয়ে, স্বকরুণ নয়নে চেয়ে
বলে আয় রে মাধা কোলে হরি হরি বলে আনন্দে বেড়াই নেচে।।
ওদের কোনো ধনের নাই রে অভাব, মোদের অভাব দেখে এ ভাব
ওই যে ব্যথাহারি দুটি ভাই এমন দয়াল হতে নাই,
মার খেয়ে যে প্রেম যাচে।।
প্রেমিক ভক্ত এ জগতে, সময় বুঝে নামল পথে
পাগল বিজয় বলে অবোধ মন, বলি তোরে কথা শোন,
এখনো সময় আছে।।

(১৮৫)

কৃষ্ণ কানাইয়া সকল ভুলেছি তোরে পাইয়া
আমি সকল ভুলেছি তোরে পাইয়া রে।।
কেলিকদম্বের মূলে, যেদিন দেখলাম তোরে পরাণ খুলে রে
আমার মনের কোণে ভাঙ্গন লাগাইয়া রে।।
তোমার রূপে পরাণ উঠলো মেতে, আমি পথ ভুলে যাই বাড়ি যেতে রে

আমি কি যেন কি ফেলেছি হারাইয়া রে।।
আমি সকল কিছু পারি ভুলতে, কেবল পারি না তোর বাঁধন খুলতে রে
রাখলি কেমনে এমন জালে জড়াইয়া রে।।
কবে এসে আমার ভাঙ্গা কুঁড়ে, আমার মাটির আসা বসবে ছেড়ে রে
পাগল বিজয় আছে আশাপথ চাইয়া রে।।

(১৮৬)

কৃষ্ণপ্রেম বিরহে সই রে প্রবোধ মানে না আমার মন প্রবোধ মানে না
আমি জাত দিলাম যার সঙ্গে যাব তোমরা কেউ নিষেধ কোরো না
কুলনাশা সেই কালার পীরিত, প্রেম রাজ্যে মাধুর্য্যের চরিত
লোকে তাই বুঝে বিপরীত করে গঞ্জনা,
সই রে যে জানে তারে জানে জানে ব্যথিত বই আর কেউ জানে না
কালার প্রেমের এমনি জ্বালা, বোঝা যায় বোঝানো যায় না জ্বালা
যেমন বোবার স্বপন বুকে ঢালা মুখে জোগায় না,
সবই রে সেই ভাবের রাজ্যে ভাষা অচল চলে না কোনো কল্পনা।।
জল নহে সুশীতল করে, আগুন নয় পোড়ায়ে মারে
বিষামৃত একাধারে আছে যোজনা,
সই রে সুধা পানে ক্ষুধা নাশে বিষ পানে পরাণ বাঁচে না।।
ব্যথা জাগে কাছে এলে, জ্বলে মরি দূরে গেলে
মুখের হাসি চোখের জলে সাজায় দেয় না,
সখী কোনোভাবে তাহারে পেলে অন্তরে মানে সান্তনা।।
পাওয়া না পাওয়ার মাঝে, বেদনার এক সুর বাজে
লোভে ক্ষোভে লোকসমাজে থাকি আনমনা,
পাগল বিজয় বলে কৃষ্ণপ্রেমে হাসি কান্নার যোগসাধনা।।

(১৮৭)

কেন শুকনো ডালে জাগলো নতুন পাতা,
সে যে বহুদিনের রোয়া গাছ তার খোয়া গেছে লতা রে বন্ধু।।
চর পড়া ওই নদীর কিনারে
ঘরপোড়া কোন পথিক বাজায় ব্যথার বীণা রে --
খোঁজে দুঃসহ বিরহ পরে তাহার হারানো দেবতা।।
সবুজ নেশায় মেতে উঠলো বন
শিস দিয়ে গায় দোয়েল পাখি কোকিলের কুজন --
আনে আশার বাসন্তী পবন সেই ভুলে যাওয়া কথা।।
হারিয়েছি ফুলতোলা মাঝি
ভুল করা সেই পূজার মন্ত্র জাগিলো আজি,
আবার কোন সুরে উঠিল বাজি আমার গোপন প্রাণের ব্যথা।।
অজানা বিরহে একূলে
মিলনপিয়াসী হলাম পথের দেউলে --
পাগল বিজয়ের ভাঙা দেউলে রয়েছে আশার আসন পাতা।।

(১৮৮)

গীতা শাস্ত্র ব্রহ্ম অস্ত্র একমাত্র সংসারে সংগ্রামে,
তা না হলে পদে পদে ঘটিবে পরাজয় এই ধরাধামে।।
সুখের নেশায় দেখো না স্বপ্ন, দুঃখেতে হয়ো না উদ্বিগ্ন
সুখ দুঃখ সম জ্ঞানে পথ চলবার এই লগ্ন,
নইলে ত্রিতাপ জ্বালায় হৃদয় ভগ্ন করিবে ইন্দ্রিয়গ্রামে।।
আদেশদাতা পরম পুরুষ ভাই প্রকৃতি কর্ম করে তাই
আমরা অবুঝ লোক না বুঝে করি কর্তৃত্বের বড়াই,
শেষে স্বকর্মের জঞ্জালে জড়াই পরিত্রাণ নাই পরিণামে।।
কেন করো বৃথা অহংকার, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার,
বিশ্বের মালিক পারের নাবিক করবে তরী পার,
তোমার ভাবনাচিন্তা কি আছে আর চলবে তরী হরিনামে।।
পাগল বিজয় বলে ভগবৎ, গীতা, ধর্মগ্রন্থ শাস্ত্রাদির পিতা
পথ না চিনে রাত্রদিনে ঘুরেছি বৃথা,
এবার ছেড়ে দিয়ে তিতা মিঠা গীতা যোগী হও নিস্কামে।।

(১৮৯)

গোঁজামিলে কাজ চলবে না সোজা পথ চল,
তোর মনটা যে কোনঠাসা করে বদ্ধ রাখে গৃহতল।।
তোর গোপন কর্ম কেউ জানে না মনে তাই মানিস
তোর আগে যে একজন জানে তা কি তুই জানিস,
তুই ছলে বলে যাহা আনিস সকলই হবে বিফল।।
পরকে ফাঁকি দিয়ে করিস তোর বুদ্ধির বড়াই
তুই যে পড়লি ফাঁকিতে তা বুঝতে পারিস নাই,
তোর মতো কেউ অবুঝ আর নাই বুঝিস না নিজের মঙ্গল।।
পরের ঘরে সিঁধ কেটে এলি চুরি করে
তুই ভাবিস যে চোর বলে কেউ ধরবে না তোরে,
তোর পিছনে ঘুরতেছে জোরে যমরাজার সেই যাতাকল।।
সকলেই তো বহন করে স্বার্থসিদ্ধির চাপ
পরের অনর্থ ঘটায়ে স্বার্থ উদ্ধারের পাপ,
পাগল বিজয় বলে সেই পাপের মাফ শুধুমাত্র চোখের জল।।

(১৯০)

ঘরের সর্বনাশ করলি তুই পরের সাথে মিশে
তুই যার তেজে মজেছিস অসার সংসার বিষয় বিষে।।
জঞ্জাল জড়ায়েছিস এক মায়ার জাল বুনে
চিরদিন পরাধীন হয়ে দিন যায় দিন গুনে,
তুই পরকাল খোয়ালি শুনে পরের পরামিশে।।
রূপে আঁকা রসে মাখা জগৎ পেয়েছিস
যার কৃপায় এইসব পেলি তারে কি দিয়েছিস,
তুই পাওয়ার নেশায় হারায়েছিস চলার পথে দিশে।।
এত পেলি তবু মনের অভাব পারলি না,
তুই ভাবির সাথে ভাব করলি না তোর অভাব যাবে কিসে।।
ধনের চেয়ে মনের অভাব বেশি যখন হয়
ত্রিতালায় বাস করে সে জলে ত্রিতাপ জ্বালায়,

কত মানুষে থাকে গাছতলায় মনের হরষে.
পাগল বিজয় বলে ভাবে কিংবা অভাবে থাকি
স্বভাব সুন্দর করে যেন তাহারে ডাকি,
যেন সবরূপে তার স্বরূপ দেখি আঁখি অনিমেষে।।

(১৯১)

চিরকালের আমি আছি স্বামীর পরাধীন,
আমার স্বামী হয় না গৃহশূন্য আমি হই না স্বামীহীন।।
ওই যে আকাশ অসীমের দেশ যে অনন্তধাম
তাহার প্রতিবেশী হয়ে সেই দেশে ছিলাম,
আবার তার ইচ্ছায় এই দেশে এলাম থাকতে হবে কয়েকদিন।।
আশি লক্ষের ঘূর্ণিপাকে ঘুরি দিনরাত্রি
আমার যেমন আসা তেমনি যাওয়া অসীমের যাত্রী,
দেখি আমার মতো কত যাত্রী ছুটিছে পথ বিরামহীন।।
বিরামহারা নদীর ধারা দুই কূলে আঁটা
সাগরের সন্ধানে তাই তার নামা আর ওঠা
নদীর শেষে হইবে জোয়ার ভাঁটা সাগরে মিলিবে যেদিন।।
পাগল বিজয় বলে আর কতকাল ঘুরব অনিত্য
কোনখানে এই পথের শেষ ভেবে চঞ্চল এ চিত্ত,
কবে ঘুচায়ে আমার আমিত্ব স্বামীর পদে হব লীন।।

(১৯২)

জাতি বলতে কি বুঝলে পণ্ডিতমশাই,
দেখি জগতে এক মানবজাতি দুইভাগে বিভক্ত তাই।।
ব্রাহ্মণ, ক্ষৈত্র, বৈশ্য, শূদ্র কেহ বৃহৎ ক্ষুদ্র
আচরণে ইতর ভদ্র গুণ কর্ম অনুযায়ী,
কেহ ওঠে বহু উচ্চে, কেহ পড়ে অনেক নিচে
গুণের মাত্র জাতি আছে গুণীর কোনো জাতি নাই।।
আর্য সন্তানে জাতিভেদে সমাজে আনিল বিভেদ
উপনিষদ দর্শন কি বেদ জাতি ভেদের কথা নাই,
জাতি ভেদ মেনে হিন্দু দল, দিনের দিন গেল রসাতল
জাতাজাতি এই জাঁতাকল কেমনে এড়াবে ভাই।।
জন্মে যত ঘটে দুর্নাম, কর্মে বাড়ে মানুষের দাম
জাবালার পুত্র সত্যকাম পিতার ঠিক ঠিকানা নাই,
বশিষ্ঠ গনিকাত্মজ, পরাশর চণ্ডাল রক্তজ,
মেছেনীর পুত্র জারজ বেদের কর্তা ব্যাস গোঁসাই।।
হিন্দুর এই হিংসা বিদ্বেষে, ছুতি স্পর্শ বিষম বিষে
জাতির জীবন বাঁচবে কি সে বসে বসে ভাবি তাই,
ঠুনকো জাতি চরাচরে, আজ না হয় কাল ভাঙ্গবে পরে
পাগল বিজয় বলে বিষাদ ভরে জাতি ভেদের মুখে ছাই।।

(১৯৩)

জুড়াব আজ আমার এ পোড়া হিয়া
প্রিয়তম তব নাম গাহিয়া।।
মোর শ্রান্ত ক্লান্ত দেহখানি
পদপ্রান্তে লহ টানি
আশার বাণী পরাণে দাও আসি
মঙ্গল অভয় দানে, শান্তি দাও অশান্ত প্রাণে
আছি তবে মুখপানে চাহিয়া।।
পাগল বিজয় বলে চরিত্র মোর
অপবিত্র হইল ঘোর,
তবু আশায় রয়েছি বুক বাঁধিয়া
পুত চরিত্র হব পুণ্য পবিত্র তব
করুণার ঝরনা অবগাহিয়া।।

(১৯৪)

জ্ঞান অস্ত্রে তোর ধার বেড়েছে শাস্ত্রের ঘর্ষণে,
যেন নিজের অস্ত্রে নিজে কেটে মরিস না অসাবধানে।।
জ্ঞান যদি হয় বাক্যের বাহক কর্মেতে নাকাল
কাছে শূন্য কথায় ধন্য তারে কয় বাচাল,
সে নিজেকে রাখিতে সামাল পারবে নাকো সাধনে।।
লোক ঠকানো সংগ্রহ তোর শাস্ত্রাদি ঘেটে
পরের যাত্রা নষ্ট করিস নিজের নাক কেটে,
ও তুই বেহিসেবি খাটনি খেটে কি পেয়েছিস জীবনে।।
বেদ বেদান্ত পড়ে যদি না জাগে জীবন
দেবতা নিবে না তার নৈবেদ্য নিবেদন,
তার ভজন সাধন যাজন যজন সবি বৃথা ভুবনে।।
নিবেদন যার বেদন ভরা নয়ন ভরা জল
হৃদয় ভরা ভালোবাসা জনম তার সফল
পাগল বিজয় চায় অন্তিমের সম্বল ব্যথার অশ্রুবর্ষণে।।

(১৯৫)

তব আশাপথ পানে আছি চাহিয়া
নিদ হারা নয়নে সুর হারা কণ্ঠে
তব আগমন গীতি গাহিয়া।।
ভুলায়ে রেখো না মোরে বিষয়াদির কার্যে
দিন যায় মন ধায় অজানা এক রাজ্যে
দুস্তর পারাবার তোমারি সাহায্যে --
পাগল বিজয় বলে এ জীবনে যা হবার তা হল ভাই
পাঠায়ে দাও দীনবন্ধু দেশের মানুষ দেশে যাই
আমার এ বাণিজ্যে আর কোনো কাজ নাই
পারি না জীবনভর বহিয়া।।

(১৯৬)

সেইদিনের আর কয়দিন বাকি ওহে দীনবন্ধু হরি,
যেদিন জীবন শেষে পারঘাটাতে ভিড়বে এসে পারের তরী।।
দিন কাটে মাটির ঘরে বসে
কালের স্রোতে দেয়ালের সেই মাটি যায় বসে,
ঘরে বেদখল আজ নিজের দোষে কেমনে বসবাস করি।।
সংসারের এই বেচাকেনাতে
দেউলে হয়ে ঘুরি মহাজনের দেনাতে,
মিশেছে বিষের বীণাতে অমৃতের সুর লহরী।।
বন্ধুবান্ধব দেখি সমুদয়
সুখের সাথী সবাই তারা দুঃখের ভাগী নয়,
তুমি সকলের কাছে সবসময় কাণ্ডারী নাই কেউ,
আমার সহজে কেটে যাবে ঢেউ তুমি নৌকাতে দাঁড়াও হাল ধরি।।

(১৯৭)

তুমি আমার আমি তোমার এই খাঁটি পরিচয়
তা ভিন্ন প্রপঞ্চ মাঝে রঙ্গমঞ্চের অভিনয়।।
কেহ যায় আর কেহ আসে, কেহ আছে আশার আশে
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় গ্রাসে পড়েছে জীবন সমুদয়।।
কেহ আসে পিতৃবেশে, মাতৃরূপে কেহ আসে
কেহ কোথায় চলে যায় শেষে নাহিকো তার নির্ণয়।।
রেঙে ওঠে ফুলের মালা, ভেঙে পড়ে সন্ধ্যাবেলা
ভাঙা গড়া বিধির খেলা চলছে এই বিশ্বময়।।
কায়া দেখায় ছায়াছবি, সেই মায়ায় জীব মুগ্ধ সবই
তুমি চিরস্থির রবি নাই তোমার অস্ত উদয়।।
কবে তোমার আদেশ পেয়ে, তোমার দেশে চলব ধেয়ে
সেই আশাতে পথ চেয়ে রয়েছে পাগল বিজয়।।

(১৯৮)

তার নামে এত মধুরতা বুঝি নাই তা আগে,
আমার গতদিনের সেই অনুতাপ অন্তরে আজ জাগে।।
বাল্যকালে বাল্যখেলায় কেটেছে দিন অবহেলায়
দিন ফুরায় যৌবনে মেলায় বিষয় অনুরাগে।।
শেষকালে শমনের শঙ্কায়, মরণ ভীতি পরাণ চমকায়
জীর্ণ গৃহ দমকা হাওয়ায় কখন যেন ভাঙ্গে।।
ওঠে সেই দুঃখ বক্ষ ছাপিয়া, রাখতে পারি না চাপিয়া
কাঁদে বিষাদে মনের পাপিয়া দিলকুসুমের বাগে।।
পাগল বিজয় কয় মায়াতে ভুলে, দিন গেল তাহারে ভুলে
সেই অনুতাপ ওঠে দুলে মনের কূলে লাগে।।

(১৯৯)

মরণ রে মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান,
আমায় রাধাসম বাঁধা দিয়ে রেখেছে সংসার আয়ান।।
কালস্য কুটিলা গতি অতি ভয়ানক
দুর্মতি জটিলা যেমন জলন্ত পাবক,
আমায় কারাগৃহে করে আটক রাখে সারাদিন মান।।
খেটে খেটে কেটে গেল সারাটি জীবন
তবু তো পাইলাম না আমি সংসারের মন,
পোড়া সংসার যে স্বার্থপর এমন আগে করি নাই অনুমান।।
অজানা দিনের খবর নহে বিদিত
ইহাই জানি তুমি একদিন আসবে নিশ্চিত,
হবো তোমার ভাবে সমাহিত ছেড়ে জাতি কুলমান।।
পাগল বিজয় বলে বসে বসে ভাবি নীরবে
দেশে যাওয়ার শেষে বাঁশি বাজাবে কবে,
আমার জীবন যৌবন সবই হবে তোমার হাতে অবসান।।

(২০০)

এই পৃথিবী যেমন আছে তেমন ঠিক রবে,
সুন্দর এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে --
যখন নগদ তলব তাকিত পত্র নেমে আসবে যবে।।
মোহ ঘুমে যেদিন আমার মুদি রে দুই চোখ
পাড়াপড়শি প্রতিবেশী পাবে কিছু শোক,
তখন আমি যে এই পৃথিবীর লোক ভুলে যাবে সবে।।
যত বড়ো হোক না কেন রাজা জমিদার
পাকা বাড়ি জুড়ি গাড়ি ঘড়ি ট্রানজিস্টার,
তখন থাকবে না কোনো অধিকার বিষয় ও বৈভবে।।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা আকাশ বাতাস জল
যেমন আছে তেমনি ঠিক রইবে অবিকল,
মাত্র আমি আর থাকব না কেবল জনপূর্ণ ভবে।।
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ বন্ধ হল যেন
এই পৃথিবীর অস্তিত্ববোধ থাকবে না আর হেন,
পাগল বিজয় বলে সেই দিন এসে পড়ে কবে।।

ভবা পাগলা

(১)

তুমি জাগাও, তাই জাগিয়া উঠি
তুমি ঘুমটি পাড়াও, তাই ঘুমটি পাড়ি।।
তুমি কথাটি কহ, তাই কথাটি কহি
তুমি আনন্দ করো, তাই আনন্দ করি।।
যেমন রাখো তুমি, সংসারের কোলাহলে
তেমন থাকি আমি, তোমার অভয় কোলে।।
তুমি বিপদভঞ্জন, তুমি অনন্ত শয়ন
তোমার হাতের পুতুল (তাই) নড়ি চড়ি।।
তুমি ভাঙো, আবার তুমি গড়িয়া তোলো
অসীমের শূন্যাকাশে, প্রকৃতি প্রদীপ জ্বালো।।
নিত্য নতুন মায়া, প্রভাত সন্ধ্যা ছায়া
ভবা কয়, শোন ওগো, বিশ্ব পূজারী।।

(২)

তোমারে মনে রাখিয়া
ভুলেছি আমি (এই) সারা দুনিয়া।।
তোমারে নিয়ে তরী বাহিয়া
জীবনের পরপারে যাব মিশিয়া।।
নয়নের জল মোর সুরধুনী,
তোমারই লাগি কাঁদি দিনরজনী।।
আমি তোমারে জানি, তুমি নয়নমণি
স্নেহের খনি, তুমি মরমিয়া।।
তোমারই ভাবরাজ্যে আমি যে প্রজা
ছল না করিও তুমি, দিয়ো গো সাজা।।
উড়াইব তোমার নামেরই ধ্বজা
ভবা পাগলা তাই যায় কহিয়া।।

(৩)

দেহ মন প্রাণ, তুমি ভগবান
তোমারই প্রকৃতি গড়া, অতি সুমহান
অতি সুমহান।।
তুমি অদৃশ্যের দৃশ্য, এই বিপুল বিশ্ব
অবশ্য, তুমি ঠাকুর সদা বিদ্যমান।
কেউ বেশ্যালয়ে,
কেউ দেবালয়ে,
দুইটিই আনন্দ বটে, কত ব্যবধান।।
তুমি সুন্দর ভগবান, (তব) লীলা প্রধান,
অদ্ভুত অদ্ভুত তোমার, বহু বহু প্রমাণ।।
কেউ আত্ম অভিমানী,
কেউ কুলশিরোমণি,
তোমা ছাড়া প্রভু, বাঁচে না তার প্রাণ।।
কেন, কেন ঠাকুর, এমন বিধান,
ভবা পাগলা তাই গাহে তব গান।।

(৪)

কাশী আর বৃন্দাবনে,
যেতে যদি মন চায়।।
মিছে কেন ঘুরে মরবি
প্রাণ সঁপে দে ঐ রাঙ্গা পায়।।
হৃদয়েতে সেই বৃন্দাবন,
নৃত্য করে মদনমোহন।।
চিত্ত দিয়ে আত্মদর্শন
বসে দেখিস সকাল সন্ধ্যায়।।
দেহখানা সোনার কাশী
পাগলা ভোলা ঐ উদাসী।।
ভবার মুখে নতুন হাসি
বইছে গঙ্গা নয়ন ধারায়।।

(৫)

বহু দূর হতে এসেছি আমি দেখিতে তোমারে
(প্রভু) দেখিতে তোমারে।।
কোটি কোটি জনম ঘুরিয়া ঘুরিয়া
জনম লভেছি তাই মায়ারই সংসারে।।
সর্বজীব মাঝে ঘুরিয়া বেড়াও
যে তোমারে চাহে না, তারে তুমি চাও।।
কেউ কাঁদিয়া আকুল, তুমি বনফুল,
পুজিতে চরণখানি, দাও না তারে।।
বঞ্চনা কোরো না আর, ওগো দয়াল
কিছুই চাহি না (শুধু) তোমারই কাঙাল।।
ভবার বাসনা পূর্ণ করো ঠাকুর রাখাল
চিরকাল দাস করি রাখো অভাগারে।।

(৬)

কে গো নাও বেয়ে যাও
কে গো নাও বেয়ে যাও,
কোন মাঝি ভাই, নেবে কি আমায়
আমার নাইকো তরী, দেব পাড়ি
ধরি তোমার পায়।।

চড়তে দিলে তোমার নায়ে
যাব আমি নিজেই বেয়ে।।
তুমি থেকো হাল ধরিয়ে, অকূল দরিয়ায়।।

গাইব তোমার মধুর গান
শুনি বৈঠা মারব টান।।
(আজি) প্রেমপাথারে দুটি প্রাণ
যেন গলে যায়।।

আনন্দে ঐ প্রেমের ধারা
প্রাণে প্রাণে পড়বে সাড়া।।
হবে মোদের বাওয়া সারা
মালিক চড়বে নায়।।

ভবা পাগলা ডেকে বলে
আমার বৈঠা পড়ল জলে।।
জানি না ভাই, কোন সকালে
মিলল দুজনায়।।

(৭)

শঙ্খ বাজায় শ্রীকৃষ্ণ, শঙ্খ বাজায় ভগীরথ
শিঙ্গা বাজায় শিবশম্ভু, রাম ধনুক টঙ্কার।।
কিসের শঙ্কা, বাজায় ডঙ্কা, দামামা বাজাও অনিবার।।
কৃষ্ণ ধরিছে সুদর্শন
ভগীরথ গঙ্গা করিছে প্লাবন।।
ত্রিশূলধারী দেব পঞ্চানন,
গাণ্ডীবে শোভিত ঐ রাম অবতার।।
কৃষ্ণ প্রেয়সী রাধারানী
গঙ্গা যমুনা সুরধনী।।
শ্রীদুর্গা, দুর্গতিনাশিনী,
এমন দুখের জীবন কেন গো সীতার।।
ভবা বাজায় করতালি,
কানে ভাসিছে সদা, মা-মা বুলি।।
আনন্দে নাচিছে দু-বাহু তুলি
কৃষ্ণ-শিব-রাম এই মাত্র সার।।

(৮)

দোলে যদি দুলবে শ্যাম, এসো দোলনায়
আমিই তোমার দোলমঞ্চ, দোল হৃদি আঙিনায়।।
আমি তোমার রঙ আবীর, আমি তোমার পিচকারি
আমি তোমায় রাঙাবো শ্যাম, ওগো মুরারী
আমি তোমারই প্রিয়া, রাইকিশোরী,
ময়ূরকন্ঠী রঙ এনেছি দিতে রাঙা পায়।।
(আজ) কোন ফাগুয়া, সে কোন বৃন্দাবনে,
আমরা গোপিকা, কৃষ্ণ ভজনে।।
মধু দোল পূর্ণিমা, ভাব মনে মনে,
কেলি কদম্বতলে, নীল যমুনায়।।
ভবার ভাবের দোলে, এসো ওগো সুন্দর,
ভুবনে ভরিয়া উঠুক, সবারই অন্তর।।
এমন দোলের মাঝে, নাচ মনোহর
আমরা তোমারই সাথে নাচব হেথায়।।

(৯)

সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী মা
পূর্ণ করো স্ব-বাসনা, ব্রহ্মময়ী শ্যামা।।
ব্রহ্মপদ চাই না মাগো
তুমি সদা হৃদে জাগো।।
অনুরাগের অঙ্গরাগে, আমায় রাঙাও মা।।
চাই না আমি রাজা হতে
সাজা নেব মাথা পেতে।।
দিও তোমার প্রসাদ পেতে, অন্নপূর্ণা মা।।
সর্বজীবে তব বিকাশ,
চাই না মা দেখতে, এই অভিলাষ।।
সর্বশ্রেষ্ঠ, ঐ শ্মশানবাস, দিও আমায় মা।।
থেকো তুমি অন্তরালে,
চাহিলাম তাই যা বলালে।।
ভবা পাগলায় নিও কোলে, শ্মশানবাসে মা।।

(১০)

বদন ভরিয়া তাঁরে ডাকো।।
করো সংসার, এটাও যে তার,
হইও না সংসারী, এখানেই থাকো।।
রাখিও সবার মন, ভাবিও একজন
দিও না বিসর্জন (শুধু) মনকে বাঁধিয়া রাখো।।
(হবে) সার্থক জীবন তোমার,
সে বিনে বন্ধু নাই আর,
তাই গোপনে হৃদয়েতে তাঁর ছবি আঁকো।।
মানবজীবন তোমার, কতদিন রবে আর,
এসেছ, যাবে আবার (তাই) মানুষের মতো থাকো।।
আসা-যাওয়া এ যে নদীর খেওয়া,
নিশ্চয়ই যাইতে হবে, ঠিক জেনে রাখো।।
অমূল্য সময় গেলে, ভাগ্যে কি আর তাই মিলে,

দিও না ভাই পায়ে ঠেলে, সময় থাকিতে তারে ডাকো।।
পেয়েছ মধুর বদন, করো তাঁর নাম উচ্চারণ,
সদা ভকত-পদধূলি তব অঙ্গে মাখো।।

(১১)

হর শিরে গঙ্গা দোলে, বুকে নাচে কালী
মহাশিব যে ধ্যানে মগ্ন, তাঁর কেন ঘুম ভাঙালি।।
প্রলয় কর্তা জেগে উঠল
কি যে আছে তার কপালে।।
মদন ভস্ম করেছিলে, ললাটে তার শিব আগুন জ্বালি।।
শিবকে বিশ্বাস করা দায়,
ভোলে না সে কারুর মায়ায়।।
সদানন্দে হরিগুণ গায়, এই নামেতে থাকে ভুলি।।
ভবার ভোলা আত্মভোলা
ভূতের সঙ্গে তাঁহার খেলা।।
অদ্ভুত এই ভবা পাগলা ভেঙ্গে দেয় সব দলাদলি।।

(১২)

তোমারই চরণতলে চিরকাল
যদি পড়ে থাকে মহাকাল
দখল কি পাব না মাগো
রাঙা রাঙা দুটি চরণ, এ কি খেয়াল।।
সহ্য করিব কত, যুগ যুগ আসি,
নহি কি আমি তোমার স্নেহের গোপাল।।
জোর করে তুলে দেব, বাবাকে এবার
জানে নাকি বাবা আমার, মহাশক্তি ভবার।।
তুমিই করো মাগো সূক্ষ্ম বিচার
আমি তব সুন্দর ছেলে, নহি যে মাতাল।।
শিব শিব বলে ডাকি, উঠো গো বাবা,
ঘুমাব আমি এবার, কহিছে ভবা।।
ভবার সন্ধ্যা হল, শুকালো জবা
দুটি ভাই, দুটি পায়, ঘুমাব অনন্তকাল।।

(১৩)

পাগলের রোগ সারানো দায়।।
মহাযোগীর যোগ ভাঙলো না,
অনন্তকাল যোগে কাটায়।।

যোগেশ্বরী যোগমায়া,
কি অমৃত পদছায়া।।
পদছায়ায় মিশিয়ে কায়া,
মহাপাগল ঐ যে ঘুমায়।।

এ ঘুম যে, সে ঘুম নয়,
(এ যে) যুগযুগান্ত, মূল পরিচয়।
মহাধ্যানের মহাপ্রলয়
দেবাদিদেব শিবে রটায়।।

শিবের বেটা ভবা পাগলা
সার করে না হাড়ের মালা
কালবৈশাখীর ঝড়ের দোলা।।
সংক্রান্তির শেষ সীমানায়।।

(১৪)

হে চির সুন্দর, সচ্চিদানন্দ ভগবান।।
(তুমি) যুগে যুগে আসো, নিত্য প্রকাশ,
ভাসিয়ে দাও দুঃখ দৈন্য, হে সুমহান।।

তুমি ফুল, গুল্মলতা,
তুমি স্নেহ, তুমি মমতা।।
তুমিই সর্ববিধাতা,
(তুমি) মঙ্গলময়, মুস্কিল আসান।।

তুমি ভাগবত চণ্ডী
তুমি মায়ামোহ গণ্ডি।।
তুমি ব্রহ্মাণ্ড দণ্ডি, মহামায়া কল্যাণ।।

তুমি ভবার পরাণ
তুমি জ্ঞান, অজ্ঞান, বুদ্ধিমান।।
তুমি অমৃত বিষপান, তুমি দিগদিগন্ত প্রমাণ।।

(১৫)

পরমে পরম জানিয়া,
এসেছি হেথায়, তোমারি আজ্ঞায়
আদেশ করিবা মাত্র যাব চলিয়া।।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহে ডরি না কভু
আমি যে দাসানুদাস, তুমি যে প্রভু।।
কারণ-অকারণ, তোমারই সৃজন
আশ্চর্য হই না কভু ভীষণ দেখিয়া।।

তুমি পাপ, তুমি পুণ্য, সকলি তোমারই দান,
আসন পাতিয়া আছ, কে মহামানব প্রাণ।।
খেলিছ পুতুল খেলা, হাসে তাই ভবা পাগলা,
চূড়ান্ত চালাক তুমি, আছ যে মিশিয়া।।

(১৬)

অন্ধ করো মোর আঁখি, বন্ধ করো দুটি কান।।
রুদ্ধ করি দাও, এই মধুর বয়ান
কেড়ে নাও এই মহাপ্রাণ।।

ভেঙ্গে চুরে দাও দেহখানা,
ছিন্নভিন্ন করো, জীর্ণ নিশানা।।
আলোটি নিভায় দিয়ে যাও,
আঁধার করা ঘর, মোরে গড়ে দাও,
আসা যাওয়ার আশা হোক অবসান।।

জাগে যত বাসনা, ওঠে তত কামনা
অনন্ত পিপাসা, বিন্দুতে ধরে না।।
তোমারে প্রভু আমি কহি,
আঘাতের বাণী যাব ওগো গাহি
ভবার তুমি ভগবান।।

(১৭)

আমার সকলই আছে, তুমি তো রয়েছ কাছে
যবে তুমি ছাড়িবে আমায়, তবুও ধাইব তোমার পিছে পিছে।।

তুমি আমার, ওগো আসা যাওয়া
মাঝপথেও তুমি, আমার ভরসা।।
বৃন্দাবন শশী, তীর্থ গয়া কাশী
এলোকেশী আমার হৃদয়ে নাচে রে।।

কাঁদিবার ছলে তুমি মন্দাকিনী,
হাসি যখন আমি, হও আহ্লাদিনী
ভবা পাগলা তোমার করে না বিচার
প্রচার করিতে করুণা মাগে।।

(১৮)

পলকে পলকে তাঁরে হারাই
পলকে পলকে তাঁরে হারাই।।
আমারই তরে, সে কাঁদিয়া মরে,
আমিও কাঁদিয়া তাঁর চরণ ধোয়াই।।

অন্তর মন্দিরে সে রহে
(সে) কি যেন কি কথা মোরে কহে।।
শুনি সে কথা, জুড়ায়ে ব্যথা
ছন্দে ছন্দে আমি পাগল হয়ে যাই।।
পাগলা ভবার এই অন্তে
লুকাবে জীবন কোন প্রান্তে।।
শ্রান্ত জীবন সিন্ধু, প্রেমিক পাগলা বন্ধু
মিলিব সেই পারাবারে, যেথা কেউ নাই।।

(১৯)

বহু কষ্টে মোর জীবন গড়া, সেও তো তোমারই দান
তুমি হৃদে আছ, তাই সহিতেছ, কত শত মান অপমান।।

তুমি হেসে উঠো, দেখিয়া হাসি
তুমি কেঁদে ফেলো, দেখে কান্নারাশি
অভিমানে পূর্ণ, পূর্ণ অভিলাষী
অভিনব তব, নব অভিযান।।

ভবা সত্য কয়, সত্য বটে তুমি,
মিথ্যা কিছু নয়, মিথ্যাও যে তুমি।।
আমি, তুমি, কে-বা, কহ অন্তর্যামী
আমি বলে তুমি দিতেছ প্রমাণ।।

(২০)

মানুষ এসে, কোথা চলে যায়
কত ভালোবাসা, কত প্রেম-জল
আঁখিতে আঁকিয়া, কেঁদে ভাসায়।।
এ নিষ্ঠুর পৃথিবী, নিত্য নব ছবি
কবিতে গাহিয়া, গাহিয়া বেড়ায়।।

কত শিল্পী, কত আউল বাউল
কত ধন্যাঢ্য, কত ফকির, কত কুঞ্জফুল।।
ঝড়ে পড়ে যায়, এ দুনিয়ায়
বৃক্ষ পল্লবাদি, মাটিতে মিশায়।।

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র
কত ধ্যান ধারণা, পূজার মন্ত্র।।
ভবার পাগলামি, শোনো অন্তর্যামী
কোন পূর্ণিমার চাঁদ, তুমি অমানিশায়।।

(২১)

মানুষ কাঁদে কেন? মানুষ হাসে কেন?
কি প্রয়োজন? কি নিষ্প্রয়োজন?
নইলে, পৃথিবী বাঁচে না,
এ যে মায়া, এ যে মোহ, এ যে বিধির নিমন্ত্রণ।।

তাই, আসে যায়, দুদিনের তরে,
যন্ত্রণার কঠিন শাস্তি, এ হেন সংসারে।।
কেউ বুঝিয়া পাগল, কেউ না বুঝে পাগল,
কি সুন্দর, কি মধুর, এমন বন্ধন।।

ভবার আনন্দ, নিত্য এ ধরায়,
অনিত্য ভাবিয়া, নাচিয়া বেড়ায়।।
হাসে একটিবার, যাব ওপার,
মায়া মোহ সৃষ্টি, না করি ক্রন্দন।।

(২২)

আমার, আর কতদিন বাকি।।
তোমারই পরাণ, তোমাকে সঁপিতে,
করি কত ডাকাডাকি।।

তুমি কি নিষ্ঠুর,
ওগো ঠাকুর, তুমি পূর্ণিমা রাখী।।
রাখী বন্ধনে, আঁখি ক্রন্দনে,
(আমি) তোমাকে নিয়েছি আঁকি।।

এসো, কাছে মোর,
ওগো, চিতচোর,
(দ্বার) রেখেছি খুলিয়া সখী।।
ভবা ডাকে সখা,
দিতে এসো দেখা,
আর দিও নাকো ফাঁকি।।

(২৩)

এই মহা ভূমণ্ডলে, সংসারের গণ্ডগোলে,
অনেক কিছুই পাওয়া যায়।।
কামনা, বাসনা, যত যত সাধনা,
যে যেমন চায়।।

কেউ চাহে ধনরত্ন, হইবারে শ্রেষ্ঠ ধনী,
কেউ চাহে ফকির হব, করিব নামধ্বনি,
কল্পতরু, মহাদানী, নড়েন চড়েন সবার কথায়।।

কেউ কি তাঁহারে চাহে, করেন কত অভিমান,
একটুকু ডাকে না তাঁরে, যিনি সবার মনটি জোগান।।
ভবার ভাবনা কিরে, ঘিরে আছেন ভগবান,
ধনী, ফকির, সমান ভবার, শান্তিমুখে গানটি গায়।।

(২৪)

কে যেন ডাকিছে, মন মন্দিরে।।
দেখে যা, তোর ঠাকুর নহে বাহিরে।।

চারিদিকে, বেজে ওঠে, ঘণ্টা কাঁসর,
এ যেন, কেমন রূপ, অতি ভয়ঙ্কর।।
তোমাতে আমাতে ঠাকুর, অভেদ অন্তর,
যুগ যুগান্তর রহ, অন্তরে অন্তরে।।

একা আমি, একা তুমি, নাহি কেউ আর,
যেদিকে চাই আমি, দেখি অন্ধকার।।
তুমি যে আমার ঠাকুর, পাগলা ভবার,
অভাব কিসের ঠাকুর, পূর্ণ ভাণ্ডারে।।

(২৫)

কি অপরাধ ছিল আমার, কে নিখিল ভাগ্যলিপি।।
কারোর এ দোষ নয়, এ মোর কর্মফল,
সবারই একই দশা, বিরাট এক বিশ্বব্যাপী।।

কেনই বা এসেছিলাম, কে আনিল এই ভুবনে,
কেউ নাই আমার, শূন্য এ মরুতে,
কি ভীষণ তাপ, পুড়ে মরলাম আগুনে।।
এর কি নাই কোনো ক্ষমা, আমি কি এতই পাপী।।

ভগবান, বিধাতা, নিয়তির গঠন,
আমাকে গড়িয়া এরা করিল সৃজন।।
অপরাধ কার বলো, কহ তিন জন,
ভবা কহে, কটু কথায়, সদা ওঠে প্রাণটি কাঁপি।।

(২৬)

তুমি সেথায় নিয়ে চলো,
যেথায় তোমার মধুর আলো।।
আঁধার বলতে নাই কিছু আর,
কেবলই ভালো, সকলই ভালো।।

হিংসা গন্ধ নাই সেখানে,
সেই মধুর, ঐ কাননে।।
শুধু বাজে সেই চরণে,
ঝুন ঝুন ঝুন নুপূরগুলো।।

ভবার ভাবনা থাকবে না আর,
তুমি আমি, আমার তোমার।।
নির্বিকার সকল আকার,
সব একাকার, এলোমেলো।।

(২৭)

আমায় রাখিও না প্রভু সুখে, কভুও ভুলে সুখ চাহিনি।।
ওগো অন্তর্যামী, সত্য পথগামী,
অন্তরে লুকায়ে আছ, কভু তোমায় দেখিনি।।

দুঃখের আসনখানি দাও পাতিয়া,
দিনের আলো ঐ এল নিভিয়া।।
ভুলের ভুল করিয়া নির্মূল, ডাকিবার পথ চাহি অভয়বাণী।।

তুমিই তো গড়িয়াছ, এ বিরাট বিশ্ব,
আমি কে, কহ তুমি, আমি যে নিঃস্ব।।
শেষ হবার আগে, ভবা এই ভিক্ষা মাগে,
ক্ষণিকের তরে যেন পাই চরণখানি।।

(২৮)

তব চরণে, মন যেন পড়িয়া রহে গো।।
তোমা ছাড়া আর, কেউ নাই আমার,
অসার সংসার ভার কে লহে গো।।

আগে ভাবিতাম শুধু আমি, আমি,
বুঝিয়াছি প্রভু, এবে সকলি তুমি।।
তুমিই অনন্ত মাঝে জগৎস্বামী,
অন্তর্যামী তুমি, সবে কহে গো।।

ভবার গতি তুমি, পতিতপাবন,
তুমি জ্ঞান, তুমি ধ্যান, ভবার ভুবন।।
সুপথে, কুপথে করিলে গমন,
তোমারি করুণাধারা সদা বহে গো।।

(২৯)

কৃষ্ণ আমার প্রাণের ঠাকুর,
দেহরূপী কালী পূজা করে।।
কেউ কি দেখেছ তাহা,
প্রতিটি জীবের অন্তরে।।

আগমে, নিগমে ধায়,
বৃন্দাবন আর ঐ মথুরায়।।
পারাপারে নীল যমুনায়,
বাঁশিটি বাজায় রাধাসুরে।।

কালী, কৃষ্ণ, নাই ভেদাভেদ,
ভাগবত, গীতা, চণ্ডী, বেদ।।
ভবা পাগলার অন্ত অভেদ,
ভিন্ন, অভিন্ন, নাই হরিহরে।।

(৩০)

তুমি নারায়ণ, গোপাল, হরি,
পাশরিয়া থাকিব, বলো কেমনে।।
আমারই আঁখিবারি, যমুনা কিনারে,
সতত কেলি করে, নয়নে নয়নে।।
বাঁশিটি বাজাতে তুমি ভুলিয়া যে যাও,
বারে বারে, আঁখিধারে, মিটিমিটি চাও।।
তুমি তো বিশ্বমাঝে, নাচিয়া বেড়াও,
হৃদয় এ কন্দরে, প্রভু মনে বনে।।
ভুবন ভোলানো রূপ, কে-বা গড়িল,
মন প্রাণ যতকিছু সব হরিল।।
কেন রে, রামালিয়া, মনে পড়িল,
না দেখা ছিল ভালো, অমন জনে।।
ভবা ভুলিতে চাহে, শুনো হে কানাইয়া,
এসো না আর তুমি, যাও ফিরিয়া।।
তুমি তো বিশ্বমাঝে, আছ জুড়িয়া,
যেথা নাই তুমি, নাও আমায় অমন স্থানে।।

(৩১)

রসনারই রসে, মায়া মোহ বসে, হেসে হেসে গেল ভবা।।
পাপ পিপাসা, দেয় না যে দিশা, নিশার মাতাল তুমি সংজ্ঞাহীন।।
মানুষেরই বেশে, এলে সোনার দেশে, বিধাতা পাঠালো তোমায়
আবর্জনা ভরা কু-জন সঙ্গে, টেনে নিলে অজানায়।।
নহে পশু তুমি, জীব অগ্রগামী, শ্রেষ্ঠ কুল তোমার, নহ জলমীন।।

আর কত কাল, এল কাছে কাল, কাল তুফান ভারী,
ভবা পাগলা কয়, এই তো সময়, একবার ডাক হরি।।
এক ডাকে তোমার, হবে সুবিচার, শোধ হবে যত ঋণ।।

(৩২)

(ওগো) বন্ধু তোমারই নাম, বন্ধু তোমারই নাম।।
আনিয়াছ তুমি, পালিতেছ তুমি,
অন্তিমে লহিও প্রণাম।।

কোথা তুমি থাকো, --
কোথা হতে মোরে ডাকো।।
অন্ধ আমি, বধির আমি, হয়ো নাকো মোর বাম।।
পতিতের তুমি প্রভু,
(জানি) ফেলিবে না মোরে প্রভু।।
পতিত আমি দয়াল তুমি, পারের কাণ্ডারী শ্যাম।।

চঞ্চল তুমি অতি,
গম্ভীর তব গতি।।
দানব আমি দেবতা তুমি, ভবা ভাবে অবিরাম।।

(৩৩)

আর চাহি না জনম, আর চাহি না মরণ,
(শুধু) তোমার চরণতলে রেখে দাও।।
আমি বড়োই দুখী তাই জানিয়ে রাখি,
আঁখির পলকে প্রভু, ফিরে চাও।।
আমারই চাওয়া, তাই তোমারি দেওয়া,
আমার এই নশ্বর দেহে একটু হাওয়া।।
তাই দুদিনের তরে এসে, বেড়িয়ে যাওয়া,
এ ভুল চিরতরে ভেঙ্গে দাও।।
এই পৃথিবীর মাঝে, যত নুতন স্বপন,
মানুষের কারাগার কেমন ভীষণ।।
ভবা পাগলার শুধু এই নিবেদন,
(এই) মায়ার কঠিন বাঁধন খুলে দাও।।

(৩৪)

(আজ) গৌরাঙ্গলাল রে (আমার) গৌরাঙ্গলাল
নিতাই প্রেমে মাতাল রে (নিতাই) প্রেম মাতাল।।
শ্রীঅদ্বৈত্য গদাধর ভকত কাঙ্গাল রে
ভকত কাঙ্গাল।।

শ্রীবাস অঙ্গনে,
কীর্তনে কীর্তনে, ফাগুয়া আবীরে হল,
লালে, ঐ লাল রে
লালে ঐ লাল।।

নদীয়ার রাঙ্গামাটি,
নদীয়ার বসত বাটি, কোটি কোটি জনম,
মহা ভাগ্য ফল রে
মহা ভাগ্য ফল।।
ভবা ফাগুয়া দিনে,
নিবেদন ঐ শ্রীচরণে, নদীয়া শ্রীবৃন্দাবনে,
একই খেয়াল রে, একই খেয়াল।।

(৩৫)

(ও তুই) মক্কা যাবার করলি নারে নাম।।
(তোর) দেহের মধ্যে মক্কা
কর নারে তারে হাজার সালাম।।
মন মদিনা চরণ দাড়ি
হাজম করলি দুনিয়া ঘুরি।।
কয় উক্ত তুই নমাজ পড়ি
রোজার ঘরে দিলি বিরাম।।
ছিন্ন করলি সিরিস্তারে
ফিরিস্তারে ইস্তার মরে।।
কুরবানি কর শয়তানেরে
তানা কইর‍্যা করলি হারাম।।
কসম কইর‍্যা খোদার কাছে
তাই রোশনাই দেখলি দুনিয়া মাঝে।।
(এখন) বেগম পাইয়া আসমান নাচে
(তাই) ভুইলা গেলি আসল মোকাম।।
ভবা পাগলা সাজল মোল্লা
আলি কালী বিসমিল্লা
সঙ্গের সাথী ছেঁড়া ঝোল্লা
গোরস্থানেই হোক পরিণাম।।

(৩৬)

বনের পাখি, মনে এসে গান করে।।
ঘুরে ঘুরে হৃদমাঝারে, উড়ে যায় আবার, কোন সুদূরে।।

কত খেলা খেলতে জানে,
বাল্য হতে শেষ জীবনে।।
পৃথিবীর ঐ নীল গগনে,
মেঘের আঁড়ে কোন নিবিড়ে।।

কত ভালোবাসা বাসি,
নাইকো জানা কোন বিদেশী।।
কেন যেন সেই উদাসী,
মায়া জালে আটক পরে।।

ভবার পাখি হৃদমন্দিরে,
গান করে আর পূজা করে।।
পূজো সাঙ্গ হলে পরে,
বিদায় লবে চিরতরে।।

(৩৭)

বারে বারে আর আসা হবে না,
এমন মানুষ জনম তো আর পাবে না।।
ভেবেছ মনে এই ভুবনে তুমি যাহা করে গেলে কেউ জানে না।।
তুমি যাহা করে গেলে আসিয়া হেথা,
চিত্রগুপ্ত লিখে ভরিল খাতা।।
বিচার করিবেন ঐ বিধাতা,
ফাঁকিঝুকি তাঁর কাছে কিছু চলে না।।
তুমি যাহা বদনে করো না প্রকাশ,
অপ্রকাশ তাঁর কাছে কি সর্বনাশ।।
জুড়িয়া আছেন বসে হৃদয় আকাশ,
মানুষের কুলে দিও না।।
তাই, সাবধানে চলো মন হও হুঁশিয়ার,
বেলা তো ডুবিয়া যায় আসে অন্ধকার।।
মানুষই দেবতা হয়, হয় অবতার,
ভবা কয় চোখ মেলে চেয়ে দেখো না।।

(৩৮)

টাকা গড় গড়, গড় গড়, গড় গড় কইর‍্যা চলে।।
হুঁকা টানা, বুইড়ার মতো, দুই দিকে কথা বলে।।

টাকায় বৌ ঘরে আনে, সঙ্গে আনে ফাও
বৌ ছাইর‍্যা, শালী ধরে, আর কি মজা চাও।।
দিনদুপুরে তারা দেইখ্যা, ঝাঁপ দেয় কূপের জলে।।

টাকা যদি হাতে পায়,
পায়ের উপর পা নাচায়।।
তারে পায় কোন শালায়,
কাঠের ঘোড়া হুকুমে চলে।।

টাকা, ভবা, নাড়ে চাড়ে,
কারুর ঘাড়ে নাহি চড়ে।।
টাকা, তুইল্লা আছাড় মারে
(তবুও) লক্ষ্মী ঠাকুরন রাখে কোলে।।

(৩৯)

দূর করে দে মনের ময়লা, ঠাকুর পুজো কর।।
ঠাকুর নয় রে, ভাতের হাঁড়ি, মন্দির নয় রে রান্নাঘর।।
মন্ত্র তুই বেশ শিখেছিস,
ছুঁবি ছুঁবি বোল ধরেছিস।।
জলে গেল করিস হিস্ হিস্
ধ্যান হল ছোঁয়ার উপর।।
আচার দেখি, বিচার নাই,
ব্রহ্মাণ্ডে তা শুনতে পাই।।
জাত গেল জাত গেল ভাই,
(তাই) আপন মানুষ হল পর।।
ছেড়ে দে তোর ছোঁয়া ছানি,
পেতে দে তোর হৃদয়খানি।।
নাচবে দিয়ে পা দুখানি,
প্রেমের ঠাকুর, যুগ যুগান্তর।।
এই তো এদের, ধরম করম,
ভবা কয় তাই, হয়ে নরম।।
ঠাকুরের দল, পেয়ে শরম,
লুকিয়ে গেল চুলোর ভিতর।।

(৪০)

চতুর তুমি হইও রে মন ফতুর হইও না
ফকির তুমি হতে পারো এর বেশি আর না।।
তাঁহার হাতে সব সমর্পিয় কর্ম ছেড়ো না।।

তুমি তাঁকে রেখো বুকে, মুখে লইও নাম,
হেথায় আসা সার্থক হবে (হবে) ভালো পরিণাম।
নামরসে ডুবে থেকো, সাঁতার কেটো না।।

আসার কালে বহু কষ্ট, যাবার কালেও তাই,
তাইতো ভবা মগ্ন রহে, গান লিখে গান গায়।
সার্থক হল জন্ম নেওয়া, আর আসিব না।।

আব্দুর রশিদ সরকার

(১)

পাগল মরলে বাতি জ্বলে
মুন্সি মরলে জ্বলে না
এই মানুষে আল্লা থাকে
মোল্লারা তা জানে না।।

মুন্সি মরলে বেহেস্তে যাবে
পাগল মরলে অমর হবে
তরিকার বাতি জ্বালাবে
যে বাতির জোত কমে না।।

লেংটা পাগল কেষা পাগল
অথুলীতে ফজর পাগল
গোলাপ নগর সলেমান শা
আল্লার এস্কে দেওয়ানা।।

আফাজ পাগল বাঠুইমুরী
পাঁচা ফকির খরার চরী
ভাকলার পাগলি দুলি বুড়ি
ধামরাইর পাগলি বরকত মা।।

লেংটা আফাজ গালিমপুরী
গোলাম মাওলা বৈরাবরি
খলিল চাঁনকে স্মরণ করি
গড়পাড়ায় যার ঠিকানা।।

বাঘা থানায় বাঘা পীর
নুরুল্লাপুরে শানাল ফকির
ঝিটকাতে হয় রশিদ ফকির
তাসাউফের ঠিকানা।।

আখাউরাতে কেল্লা শাহ
কুষ্টিয়াতে লালন শাহ
পারিলে হয় ইব্রাহিম শাহ
তরিকতের নিশানা।।

ঝিটকার দরবেশ আল্লা বাজান
জয়মণ্ডপে হয় ডেংগর চাঁন
ভাণ্ডারের গোলাম রহমান
পাগল এরা সব জনা।।

বৈরাবরের খালেক চাঁন
সুরেশ্বরের মওলানাজান
ঘোড়াশালের কাজী এমরান
মেছাল যাহার মেলে না।।

বাগদাদে পীর মহিউদ্দিন
আজমিরে খাজা মইনুদ্দিন
দিল্লিতে রয় নিজামুদ্দিন
চিনেও কেন চেনো না।।

কুকুরহাটির জালালউদ্দিন
পয়লাতে পীর কসিমুদ্দিন
নকীববাড়ির একলাসউদ্দিন
আল্লাহ্‌র প্রেমে দেওয়ানা।।

সব পাগলের বাবার বাবা
সিলেটে শাহ্ জালাল বাবা
হাইকেটে সরফুদ্দিন বাবা
পাগল এরা সব জনা।।

বাহার শাহ্ হয় বাবু বাজার
মাক্কু শাহ্‌র জেলখানায় মাজার
মিরপুর হয় শাহ আলী বাবা
পুরায় মনের বাসনা।।

উত্তর টাঙ্গাইল ফাইল্লা বাবা
করটিয়া জান শাহ্ বাবা
এনায়েপুরে ইউনুছ বাবা
পাগল রশিদের আজিমপুরে ঠিকানা।।

(২)

ফুল ছাড়িয়া ফলের আশায় চলল ভোমরা
ওরে গুনগুন শব্দে গান গাইয়া
সাধক রে দেয় ইশারা।।

মিষ্টি সুরে সেই গানে জানায়
ফুল হইতে বিষ তুলিয়া চলল ভোমরায়
গুরুর নাম গাইতে বিষ
মধু হবে জানে না যারা তারা।।

নুরে নিঝর হইয়াছে যারা
তাদের গুপ্ত ব্যক্ত সুপ্ত কথা ত্রিগজৎ ভরা
ওরে জ্ঞানী যারা ধইরা নিয়া
করছে দেহ কাম ছাড়া।।

কাম জ্বালাতে জ্বইলাছে যারা
বারণ হয় না কামের জ্বালা বলতেছে তারা
চালাইয়া যাও ঝর্না ধারা
রশিদ কয় ভাবুক যারা।।

(৩)

যাইয়া কাম সাগরে কাম করিতে
পাইলি মরণ পরোয়ানা রে মনরায়।।
নিহেতু প্রেম করো বেচাকেনা।।

ফলের আশা আর কইরো না
করো গাছ বাঁচাইয়া ফুল সাধনা
যে ফুল সাধনে কামের ভাব থাকে না
রূপসাগরে পঞ্চবাণে
জমেও ছুঁইবো না রে মনরায়।।

অকাট্য প্রেম উদয় হবে
প্রেম অশ্রু নিষ্কলিবে
প্রেমানন্দে ডুইবা থাকো মনা
ও তোর গায়ে পরলে সাধুর নজর
আর কাম দেহ থাকবে না রে মনরায়।।

তখন কাম করে প্রেমিক হবে
প্রেমের দরে সব বিকাবে
যেমন ধানের মধ্যে চিটারও নমুনা
ওরে ধানে মিশে হয় চিটা বিক্রি
যা রশিদের হইল না রে মনরায়।।

(৪)

অনাদির আদি গোলকের নিধি
তার নাই কভু গোষ্ঠখেলা
টল অটল সুটল
এসব তো শাইর ভবলীলা।।

ওহেদাল্লাহ্ লা শরীকি
নিত্য ছেড়ে লীলায় দেখি
করে অটলে আশ্রয় টলে সৃষ্টি হয়
জাতে রয় তার স্বরূপের গোলা।।

স্বরূপে করিয়া আশ্রয়
সৃষ্টির মধ্যে কে কথা কয়
বাতুন ঢুরলে জানতে পারবি
কামুক নয় সে প্রেমভোলা।।

প্রেম মেলা মিলাইছে রসিক
ছেড়ে দিয়া আচার বৈদিক
রশিদ বলে রসের মাফিক
ডুব দিয়া হও আত্মভোলা।।

(৫)

দরূদ ও সালাম জানাই দয়াল নবীরে
মাওলার অভিষেক করে ঈদে গাদীরে।।

আল্লাহ্র কোরআন নাজিল হওয়া শেষ হইল যেদিন
নবীজির এলেমের দ্বার খুলিল সেদিন
দ্বার খুলিয়া চাবি দিল শেরে খোদারে।।

নবীজির এলেমের শহরে যাইতে আমার মন
গাদীরে খুমে হইল নিগূঢ় এক ভাষণ
ওয়া আলী বাবুহা বলে নবী কয় উচ্চস্বরে।।

মানবতার পরিপূর্ণ ছিল নবীর দীন
হযরত আলীর কাছে হস্তান্তর করিল ঐদিন
লাখো স্বাগতম জানাই মাওলা আলীরে।।

আল্লাহ কয় দোস্ত -- তুমি আমার কথা লও
আমার রবু বিয়াতের দ্বার তুমি আলীর গায় লাগাও
আমায় না খুঁজিয়া যেন খুঁজে আলীরে।।

সরকার রশিদ বলে আমি হই
ভণ্ড মুসলমান ষাট বছরেও
হয় নাই জানা হযরত আলীর শান
আমি কই হইলাম মুসলমান কও দেখি মোরে।।

(৬)

আল্লাহ্র প্রেমের বান্দা হইয়া
বাঁচতে আমার ইচ্ছা নাই
মুর্শিদ প্রেমের কাফের হইয়া
আমি যেন মইরা যাই।।

ওরে কাবা ঘরের খাদেম হইতে
মন চায় না মোর এই জগতে

কেবলা জানের পায়খানাতে
আমি যেন ডিউটি পাই।।

জবরদস্তি ওলি হইতে
যাইতে চাই না আজমিরেতে
মুর্শিদ চাঁন্দের রওজাপাকে যেন
জিয়ারতে কাল কাটাই।।

রশিদ কয় পূর্ণিমার চাঁন
বৈরাবরি জানেরই জান
শেষবেলায় পাইতে পরিত্রাণ
তার পাক কদমের ধুলি চাই।।

(৭)

শরার মাওলানা মসজিদ ঘরে আল্লাহ্ থাকে না
কুলবিল মোমিনীন আরশে আল্লাহ
এই তো আল্লাহ্র ঠিকানা।।

আল্লাহ্র কোনো ঘরবাড়ি নাই
কোরআনে বইলাছে সাঁই
খোদার ঘরে জমায়েত হও
মিছে কেন শুনতে পাই
এবাদত করিতে যাইয়া একি রে তাল বাহানা।।

পাগড়ী বান্দা মার্কা মারা পথে পথে ঘুরতাছে
নিজের স্বার্থ গোপন রাইখা
মসজিদের চান্দা তুলতেছে
নিজে খাইয়া চৌদ্দ আনা মসজিদে দেয় দুই আনা
ঐ মসজিদে আল্লাহ্ থাকে না।।

সুদের টাকায় ঘুষের পয়সায় হারাম হয় গায়ের রক্ত
লোক দেখানো নামাজ পড়লে
হরি কি খোদার ভক্ত
অন্তরে না পৌঁছাইলে সাম্যের ডাক
এই ব্যাধি তোর যাবে না।।

আশেক লোকের নামাজ রোজা
লোকে কভু দেখে না
জায়নামাজ আর ওজুর পানি আয়াত কেরাত লাগে না
তারা আল্লাহ্ চিনে কইরা সেজদা
মাফ কইরা নেয় সব গুণা।।

সাম্যবাদের কথা কইয়া দীনহীন রশিদ সরকার
মিথ্যা মামলায় জেল খাটিল
জজকোর্টে হইয়া বিচার
সমাজ সংস্কার না হইলে
ধর্ম কর্ম থাকবে না।।

(৮)

তুমি আমি একই ঘরে
মিশেছিলাম এক জাতে
গো এক জাতে
ভিন্ন থাকলে প্রমাণ দাও সাক্ষাতে।।

প্রেমেরও তাগাদা তুমি
সইতে না পারিয়া
নিজের ইচ্ছায় নুজুল হইলা
মানব নাম ধরিয়া
বোধহয় তোমার ইচ্ছা ছিল
সূরত প্রকাশিতে
তাই আকাশে চেহারা রাইখা
পাও রাখছাও মাটিতে ও মাটিতে রে।।

ছলনায় আদম বানাইয়া
গড়িয়া জান্নাত
ভিতরে বসিয়া লইছাও গন্দমেরই সাধ
গন্দম খাওয়ার পাপের বিচার
হবে হাশরেতে
কে বলেছে এমন কথা
তারে পাইছে ভূতে ও কি ভূতে রে।।

জাতে করে শক্তি সঞ্চয়
পাপ করে সেফাতে
সেফাত করে মজা সঞ্চয়
ভোগ করে তা জাতে
নেকিবধির বিচার হবে হাশর মিজানেতে
ওরে এসকোবাজি পাপের শাস্তি -- তুমি পারবানি সহিতে।।

বৈরাবরের পীর কেবলা কয়
শুনো রশিদ সরকার
বিস্তারিত বুঝতে যদি ইচ্ছা হয় তোমার
সাধু সেজে বসো তুমি
নিগূঢ় বিচারেতে
একা যদি না পারো আমায় রাইখো সাথে ওকি সাথে রে।।

(৯)

বৃথায় যাবে নামাজ রোজা
হবে জাহান্নামের রাস্তা সোজা
পইড়া হাদিস মানতে যে পারল না
শরার মাওলানা ভালো
চোখটা কেমনে করছাস কানা।।

আছে হাদিসে বিস্তারিত
হুজুরী কালেব ব্যতীত
কস্মিনকালেও নামাজ তোর হইবে না
তবে কেন গাও জুয়ারী
সমাজকে দেখাও নামাজ পড়ি
সিদ্ধ বীজে সুফসল ফলবে না।।

পাঞ্জেগানা সালাতের জোড়ে
ফায়েসা কাজ যাবে দূরে
পাক কোরআনে রইয়াছে ঘোষণা
এখন দেখি আকাম কুকাম নামাজ রোজা
একসাথে বাইন্দা বোঝা
জাহান্নামে কইরাছ রওয়ানা।।

জুলিয়াতে কুরবাতিন আইনিফিস সালাত
হাদিসটা কি হইছে সাক্ষাৎ
পাক নবীজির পাক মুখের বর্ণনা
নামাজে হয় চক্ষু ঠান্ডা
নামাও শরিয়তের ডান্ডা
ঐ ঘোড়ার আণ্ডা রশিদ সরকার মানে না।।

(১০)

আপে সাঁই রব্বানী
মালেকুল কাদের গণী
বুঝিতে পারলাম না
তোমার পবিত্র কোরআন গো।।

যদি বিশ্ব হেদায়েতের তরে
পাঠাইয়াছ এই কোরআন
কোরআনেতে থাকার কথা
সারা বিশ্বের নিদর্শন
শুধু বিচিত্র আরবের কথা
সারাটি কোরআনে গাঁথা
পইড়া দেখি ভর্তি পাতা
আরবের গুণগান গো।।

আরব দেশে মেয়ে হইলে
ফেলত তাদের মারিয়া
সুরা লোকমান পাঠাইয়া
দিলা বন্ধ করিয়া
নিজে হইল জামিনদার
নিয়া রেজেকের ভার
আজও কেন অনাহারে
যায় শিশুদের প্রাণ গো।

তুরকি আরবের হইল
খুরমা খেজুর আর আঙ্গুর
হিমালয় তো দূরের কথা
কোনো দেশের নাই খবর
ভেবে কয় রশিদ সরকার
কোরআন সৃষ্টি নয় স্রষ্টার
হয়তো কবির কল্পনার ধন
কবিতায় সমান গো।।

(১১)

হাতে গুনো তসবী দানা
বলো শরার মাওলানা
শুরু নাই যার অনন্ত নাম
শেষ কোথায় তার সীমানা।।

তসবীহ গুনতে গুনতে হঠাৎ করে
দুই একবার বেশ কম হইলে যোগের ঘরে
কতটি পাপ হইতে পারে
হাদিসটা কি আছে জানা।।

উড়াল দিয়া চড়াইয়ের মতো
ও তুই সাগর জল উঠাবি কত
তসবীহ গুনতে গুনতে হবি কত
দিন থাকিতে হবি কানা।।

বুদ্ধি কইরা প্রেম চলে না
হইলে প্রেম ফেরানো যায় না
ছিঁড়ে ফেল তোর তসবীহ দানা
ভাঙ্গ রে শয়তানের আস্তানা।

রশিদ বলে ও মুসলমান
আগে মন মানুষটার কর সন্ধান
সবকিছুর হবে সমাধান
তসবীহ টানা আর লাগবে না।।

(১২)

প্রেম রাস্তায় কামিনী বাদী
সারল না মোর ভব ব্যাধি
উদয় হয় না সুর রাগের
বলো গুরুধন কিসে বাধ্য করিব মদন।।

সব কামেরই লক্ষ্য আছে
কামের সাধ কি মইরা গেছে
এমন কইরা করতে কও করন
সিঙ্গারে মজা না পাইলে
ফল পায় কি বৃষ্টির জলে
মজা নিলেও হয় আবার মরণ।।

ওহি মণ্ড নজর দিয়া
প্রেমের স্রোতে গাঁ ভাসাইয়া
সাধক যারা করতাছে সাধন
প্রেমহীন নাই মুণ্ডু চেনা
তাতে প্রেমের স্রোতে গা ভাসে না
জ্ঞান অন্ধের হয় কিসে দরশন।।

রশিদ কয় গুরুজি আমার
পাহাড় ভাইঙ্গা করে সাগর
প্রেমের নাগর সাত রাজারই ধন
তোমার দয়া মিশ্র শক্তি দিয়া
দেও হে রাস্তা দেখাইয়া
যে রাস্তায় হয় হরণ আর পূরণ।।

(১৩)

আগে সাধুর কাছে জানো রে মন
কোথায় দেহের লাবণী
রশিক হইছনি
পাবি খবর হবি অমর
রশিক হইছনি।।

শবে কদর শবেবরাতে
রহমতের বৃষ্টি ঝরে মায়ের বুকেতে
সাধু যারে লয় কোলেতে
সে হইছে দিব্যজ্ঞানী
রশিক হইছনি।।

বিসমিল্লাহর বীজ রহমতের পানি
জননীরে দান করিয়া ফেরত লইছনি
চাইলে ফেরত রশিদের মত
গুরুর ধনে হও ধনী
রশিক হইছনি।

(১৪)

ভাসা ভাসা মুখস্থ জ্ঞানে
সাধন ভজন হবে কেনে
বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবের দরকার, পাগল মন আমার
সাধন ভজন কঠিন এক ব্যাপার।।

সত্য সাধন করবি যদি
মুর্শিদ ভজো নিরবধি
পইড়া থাকো চরণে তাহার
রহমতের দ্বার খুলিবে
তিন সাগরের পারে নিবে
শুদ্ধ একটা গোসল করাইবার।।

শুদ্ধ গোসল যখন হবে
পাঞ্জাতনের করণ দিবে
মধু খাবি বইসা বেসুমার
সেই মধু করিলে ভক্ষণ
দেহ হবে কাঞ্চাবরণ
থাকবে না আর জরা মৃত্যুর ডর।।

পীরের কাছে মন্ত্র নিও
আল্লাহ্‌কে ধন কর্জ দিও
কোরআনেতে বলছে কয়েক বার
উত্তম ঋণ ঘুরাইয়া দিলে
জ্ঞানের বাতি উঠবে জ্বলে
রইছে ভুলে রশিদ সরকার।।

(১৫)

মানুষ গুরু কল্পতরু
নিষ্ঠা হলেই পাবি মুক্তি
হবে রে তোর বাধ্য রতি
সুপথের হবে সৎগতি।।

পুষিদায় যার বসত বাড়ি
হাহুতে করে কাচারী
দিদ্বলে গোলকবিহারী
প্রকাশ করে আদ্যাশক্তি।।

ঝিল্লি হইতে দিল্লির পথে
আসে মানুষ নজুলেতে
মেতে রয় চতুর দলেতে
সঙ্গে লয়ে ভক্তি শক্তি।।

লাফ দিয়ে যায় বৃন্দাবনে
পিতামাতার দয়ার গুণে
অনন্ত মানুষ যেখানে
বিধানে করে বসতি।।

সরকার রশিদ বলে সুপ্রেমে
গুরু দিলে সুজ্ঞানে
আসা যাওয়ার খবর জানে
লামউতে থাকে স্থিতি।।

(১৬)

দেওবন্দী আর এজেদী ওহাবী আর খারেজী
ধ্বংস করিয়া দিল পবিত্র ইসলাম
শান্তির ধর্মে জন্ম নিয়া
শান্তি কই পাইলাম।।

ওগো দয়াল নবীর ওছিয়ত
থাকবে হযরত আলীর খেলাফত
আমার হইলে ওফাৎ হুকুম রাখিলাম
সেই নবী পর্দা নিল
তাহার হুকুম বাতিল হইল
আবু বকর খলিফা হইল জানতে পারিলাম।।

খলিফা হযরত আলী চার নম্বর
ইতিহাসে রয় খবর
হত্যা মসজিদের ভিতর তাও জানিলাম
নবীর আসহাব মাবিয়া
চক্রান্ত করিয়া খেলাফত নিয়া করে নবীজীর বিরূদ্ধে কাম।।

নবীর কলিজার টুকরা হাসানেরে
বিষ খাওয়ায় বারে বারে
বিষেতেই মরণ তাহার নিশ্চিত জানিলাম
খুনী এজিদেরে খেলাফত দেয় ছেড়ে
হত্যা করে হোসেনেরে কারবালার ময়দান।।

শুধু কি তাই করিল
নবীজীর বংশে যারা ছিল
শহীদ হইল দেশ ছাড়িল আছে তার প্রমাণ
এজিদের পোষা আলেম দিয়া
মতলবী হাদিস লেখিয়া
শুরু করিল এক নামাজ মার্কা ইসলাম।।

আল্লাহ নবীর ইসলাম
নবীকে ভালোবাসার নাম
খোদা নিজেই পরে নবীর দরুদ প্রকাশে কালাম
পীর আওলিয়া আল্লাহ্‌র নবী
এইসব যদি হারাইবি
পথভ্রষ্ট হইয়া যাবি থাকবে না ঈমান।।

এজিদ মার্কা মুসলমান
নামাজ আর হাদিস কোরআন
আসল ভুইলা নকলের গান শুনিতে পাইলাম
তাদের নবী হইছে বড়ো ভাই
মিলাদ কেয়ামের দরকার নাই
আসো সবাই তাবলীগে যাই
আওলিয়ার মাজার হারাম।।

ফতুয়াবাজ শয়তানের দল
কৌশলে খাটাইয়া বল
ইসলাম করল রসাতল আর নবীজীর সুনাম
মানুষ মারা, রগ কাটা
রাজনীতি আর বোম ফাটা
এজিদী মুসলমান হইতে এই আমরা পাইলাম।।

রশিদ বলে মুসলমান
ঠিক রাখতে চাইলে ঈমান
নিজের চাইতে ভালোবাস নবীজীর ইসলাম
তার চাইতেও নবীকে,
পীর আওলিয়া মানুষকে
তবেই কায়েম হবে মুহাম্মদী ইসলাম।।

(১৭)

লা-মউতে গঞ্জজাতে
বিস্‌মিল্লাহর বীজ পয়দা হয়
ঝিল্লি হইতে দিল্লির পথে
নাসিকাতে আসে যায়।।

আহাদ হইতে দমের সৃষ্টি
দম হইতে হয় নুরের সৃষ্টি

সেই নরে মিশিয়া মন রে
বিস্‌মিল্লাহ বাতুনে রয়
প্রথমে পাঁচ খণ্ড হইল
ভাণ্ড রূপে চার খণ্ড বীজ
পাইয়া গেল ফাতেমায়।।

সৃষ্টির তরে মার ভিতরে
চার খণ্ড বীজ জমা করে
এমকানকে নফী করে
জ্ঞান শক্তি এজবত রয়
সেই এজবাতি ভাব বাবায় পাইল
এই তো সৃষ্টি শুরু হইল
সিন্ধুর মধ্যে বিন্দু গেল
বিসমিল্লাহর বীজ পয়দা হয়।।

নুর সেতারা নুরুহু নারু
নুর শ্যামলা করল শুরু
নুর পদ্ম হয় বিশ্বগুরু
যাকে মানুষ আল্লাহ কয়
সব সৃষ্টির আল্লাহ আগে
আর যতসব সৃষ্টির ভাগে
প্রথম হইতে দাগে দাগে
রশিদ সরকার কয়ে যায়।।

(১৮)

কামুকের হয় কামের মতি
নিম্ন দেশে হয় তার গতি
ফুল ছাড়িয়া ফলের আশা করে
প্রেমের বাজারে যাইতে পারলে
মানুষ কি আর মরে।।

শুদ্ধ প্রেম অনুরাগে
যেজন রূপ নিহাড়ে ধ্যানে জাগে
কামের বাঘে খায় না কভু তারে
কুতর্ক আর যুক্তি ছাড়ো
মুর্শিদ যা কয় তাই করো
নইলে পরবি লক্ষ জন্মের ফেরে।।

নিরিক দমে টেলি করে
শূন্যের উপর বাইন্দা ঘর
বইসা থাকো সেই ঘরের ভিতরে
সেজরাতুল মন তাহার উপর
আছে রে সেই ঘরের খবর
যে ঘরেতে তাজা মানুষ পুরে।।

কাম লালসায় হইয়া মত্ত
নিভাত কামুক চিত্ত
বিত্ত দিলি মায়ার কামসাগরে
রশিদ কয় বুঝিবি সেদিন
যমরাজায় ধরিবে যেদিন
কয়টা চাল রয় কয় ধানের ভিতর।।

(১৯)

পরের তেলে ভাইজা বেগুন
খাইলি খানা মনের মতন
পর যদি হয় পরেরি মতন
তখন হবে ভাব কেমন।।

পরের তলে ষোলআনা
বোঝাই তোর দেহখানা
শুরু হইল বেচাকেনা
কত যে সুখের রমন
সুখ দিয়া মন দুঃখ কিনলি
পরের সুখ বেচিয়া খাইলি
সবল ছিলি দুর্বল হইলি
বুঝলি না তাও ভাবে কেমন।।

কেন রে তুই এমন হইলি
ফাঁদ বানাইয়া পইড়া মরলি
বুইঝা কর্ম না করলি
ফুল থুইয়া ফুলের সাধন
তিন রঙের ফুল মার্কা মারা
যাই না নিছে সাধু যারা
একটি ফুলের তিনটি ধারা
যাতে হয় ক্ষতিপূরণ।।

আর করিস না নিজের ক্ষতি
মধ্যে রাখ প্রেম পীরিতি
জাত কাদিমে কর বসতি
যথায় পাই জন্ম-মরণ
তথায় কামুক গেলেও প্রেম হয় উদয়
রশিদ সরকারে তাই কয়ে যায়
নিভলে বাতি জ্বালানো যায়
হয় যথায় হরণ পূরণ।।

(২০)

বেলায়েতে ইনশান
জানার মতো কইরা জান
জানা পীরের কাছে জান গা
মহাব্বতের বাজারে।
আপন ঘরে বইসা যদি
দেখিতে চাও মওলারে।।

মুর্শিদের তোয়াজ্জা নিয়া নিগুম ঘরে বস যাইয়া
এলেম, জেকের, সালাত, যাকাত শিখাইব তোরে,
তোমার পীর যদি মোকাম্মেল হয় কামেল করবে নিশ্চয়
তৌহিদ তাওয়াক্কুল ঈমান জাগবে তোমার ভিতরে।।

বেলায়েতে কোবরা কায়েম করছে যারা
মজবুত থাকিয়া নিজের ঈমানটার পরে
তার কলব হইছে চৈতন্য মানুষ নয় সে সামান্য
জনম ধন্য হইছে যাইয়া ওলী আল্লাহর কাতারে।।

বেলায়েতে আবরার যদি হাছেল করবি মন আমার
এমন এবাদত কর বলি মন তোরে
যেমন খোদাকে দেখিতেছে দেইখা নামাজ পড়িতেছ
এই রূপ না পারলে যেন খোদা দেখে তোমারে।।

খোদার রহমত আর নেয়ামত সহি শুদ্ধ এবাদত
কর রে মন তোতা পাখি পরাণ ভরে
রশিদের হয় কপাল মন্দ জ্ঞানে আন্ধা চক্ষু অন্ধ
পীরের সাথে নাই সম্বন্ধ পইরা মায়ার ফেরে।।

(২১)

আমরা সবাই ঈমানদার
ঈমানটাই নবী সারোয়ার
ঈমান ছাড়া মুসলমানরা
কিসের ধর্ম করে
নবী থুইয়া নামাজ লইয়া
যাবি কি মন গোড়ে।।

আরশ কুরশী লৌহ কলম
বৃক্ষ আদি চৌদ্দ ভুবন
সকলই করেছে সৃজন
দয়াল নবীজির নুরে
রোজা নামাজ হজ্জ জাকাত
জাহের বাতেন ইবাদত
কিছুই নাই নবীর তুল্য হাদিস অনুসারে।।

লক্ষটা কোরআন জ্বালাইয়া
হাজারটা কাবা ভাঙ্গিয়া
তবু নবীজির মহাব্বত রাইখো
হৃদয় মাঝারে
নবীর প্রেম হৃদয়ে যার
আখেরাতে সেই সর্দার
নামাজ রোজার হিসাব লইয়া পইড়া যাবি ফ্যারে।।

যেদিন নামাজ রোজা সব থুইয়া
পাখি যাবে উড়িয়া
হাজির হবি যাইয়া রে মন অন্ধকার কবরে
মান রাব্বুকা মান দ্বীনুকা
শেষে মান নাবীওকা
নামাজ রোজার কথা সেদিন জিগাইব না তোরে।।

বাসারী আর মালাকী
আরেক ভাব তার হাকিকী
তিন অবস্থায় আছেন নবী
এই জগৎ মাঝারে
রশিদ কয় মোর কথা মানো
হাকিকী নবীরে চেনো
দায়মী মুর্শিদকে মানো যাইয়া প্রেমের বাজারে।।

(২২)

অজু রইছে মায়ের বুকে
তৈহম্মুম রইছে পাতালে
সত্য কথা কইলে লোকে
কইব কি কয় মাতালে।।

মারফতের দ্বিতীয় দিনে
ফরজ সালাত শুরু হয়
ঐ মারফতের অষ্টম দিনে
দায়মী সালাত কায়েমী হয়
প্রথম দিনের চব্বিশ ঘণ্টায়
সুন্নতেরই দ্বার খুলে।।

সপ্তম দিনের চব্বিশ ঘণ্টায়
বেহেশতেরই দ্বার খুলে
ওয়াজিব সালাত আদায় কর
বাতাসের ভেদ জানিলে
চৌদ্দ থেকে চাঁন পর্যন্ত
রহমত হয় নফলে।।

রশিদ বলে সালাতের ভেদ
বুইঝা দেখলাম বাপরে বাপ
আট থেকে চৌদ্দ পর্যন্ত
আদায় হবে মোস্তাহাব
আল্লাহ্ দেখবে ওলী হবে
নগদ সালাত পড়িলে।।

(২৩)

মায়ের ঘরে ভাই জন্মালে
বোনের ঘরে ভাগিনা হইলে
রমজানের চাঁদ উদয় হয়ে যাবে
মুর্শিদ ভজিবে ভইজা মুর্শিদ
ভেদ জানিয়া নিবে।।

তিন ভাগে বিভক্ত রোজা
কোরআনে তা বলছে সোজা
প্রথম দশদিনে বরকত হাসিল হবে
সাধনায় যে বড়ো হবে
বরকতের ধন সেই তো পাবে
অহিক লোকের মরণ দশা হবে।।

দ্বিতীয় ভাগেরও দশদিন
রহমত দেয় রাব্বুল আলামীন
এই রহমত এতিম মিশকিন পাবে
আরো পাবে মুক্ত যারা
যেজন পীরের ভাবের মরা
মুতু কেবলা আনতা মুতু যবে।।

পাপী দেহে থাকলে গোনাহ
দেহের দশদিন তাদের পাওনা
দশের একদিন শবে কদর হবে
রশিদ কইব সত্য খবর
যারা আলেম নামে সাজছে ফক্কর
তাদের কাছে ঘোড়ার আণ্ডা পাবে।।

(২৪)

জিলকদ মাসে জাকাত শুরু
হজের পূর্বেই জাকাত শেষ
না বুইঝা কিসের জাকাত দেস।।
প্রত্যেক জাতে আটটি করে
বেহেশতি ধন ধারণ করে
পাঁটআটা চল্লিশের আগে কর অন্বেষণ
ও তোর চল্লিশ গঞ্জ পূর্ণ হইলে
ঘুচবে দেহের হায় হুতাশ।।

চল্লিশ গঞ্জ হইতে এক ভাগ
জাকাত আদায় করিয়া দেখ
দেও না জাকাত একি তোমার কু-অভ্যাস
জাকাত পাওনা থাকলে আদায় কর
নইলে হবে সর্বনাশ।।

জাকাতের মূল পাঠে রয় নারী জাতি
গ্রহণে পুরুষের খ্যাতি
সাধক হইলে জাকাত
পায় সে বারো মাস
সরকার রশিদ বলে আমি বোকা
কাটলাম পীরের ঘোড়ার ঘাস।।

(২৫)

সাধক যারা পাইবে তারা
বারো মাস ভরা শবে কদর
মুর্শিদ বিনে কে জানাবে
নিগূঢ় খবর।।

দরদী হে বছর গেলে রমজানে
শেষের কোনো একদিনে
বৃক্ষলতা সেজদা করে
মানিয়া ঈশ্বর
ভূতেরই গল্পের মতো
শুনালাম চোখে দেখলাম নাতো
এই গল্প শুনব কত মনে লইয়া ফাপড়।।।

দরদী হে মুর্শিদ যার কামেল হইয়াছে
শবে কদর সে চিনেছে
হাজার মাসের ফল পাইয়াছে
সেকেন্ডের ভিতর
ওয়াজেতে গল্প শুইনা
রাত জাগিয়া হই দিন কানা
কভু হয় না দেহ ফানা
না হই কভু অমর।।

দরদী হে সাধ যদি থাকে সাধনে
জানা পীরে লওগা জেনে

আরেফ বিনে কে জানাবে
বাস্তব আর বিস্তর
রশিদ বোকা শরার পীর
রাইত ভইরা করায় জিকির
তাইতো আদায় হইল না শবে কদর।।

(২৬)

জেন্দা পীরের পায়ে পড়
আকবরী হজ্জ আদায় কর
হজ্জ কবুল হলেই হইবে তোর কোরবানি গো
মারফতের মুফাসেবের বাণী
পরাণ ভরিয়া রাইখো শুনি গো
মারফতের মুফাসেরের বাণী।।

মায়ের গর্ভে মা জন্মিল
পাক পবিত্র হইয়া গেল
জিলহজ্জ মাসে আসতাছে কোরবানি
দিনের অর্ধেক পিছে গেলে
বারো ঘণ্টা সামনে মিলে
এর মধ্যে লও অষ্ট নীর বাতুনী গো।।

আট সাধুর বিসমিল্লাহর জোরে
এক উট শক্তি ধারণ করে
গায়বী এলমে পাবি তার কাহিনী
দ্বিতীয় দিন গুরু হইয়া
সাতজন মানুষ মুক্তি দিয়া
রাখে মওলার কুদরতের নিশানী গো।।

তৃতীয় দিন ছাগল হইয়া
রশিদের মুক্তি দিয়া
কবুল করায় গরীবের কোরবানি
এই কালাম বুঝে সাধন কর
নগদ বেহেস্ত আদায় কর
বাকি তত্ত্বে রয়েছে ভণ্ডামি গো।।

(২৭)

সাবুদ কোরআন মানবদেহ কইরা লইগা ফানা
কলমা পড়লেই মুসলমান হইবা না।।

তৈয়ব হয় উৎকৃষ্ট বাণী তার চাইতেও বেশি
শাহাদাৎ হয় স্বাক্ষবাণী মিথ্যা কইলে দোষী
তৈয়ব কলমা জাইনা দেখা আল্লাহর নিশানা
না দেখিয়া সাক্ষী দিলে মুসলমান থাকবে না।।

কালেমা তৈয়ব হয় বিশ্বাসের গাছ সকলে জানে না
গাছের উপরের ভাগ সাত আসমান
তার রয়েছে ঠিকানা
নিচের ভাগ হয় সাত জমিনের অজুদ আবরণা
ঈমান নামের তৌহিদী ফর পাঁচ ডালে একখানা।।

ঈমানী ফলের রস হয় বিসমিল্লারই বাণী
আল্লাহকে তা কর্জ দিও হাদিস কোরআন জানি
সুরা মুজাম্মেলের বিশ আয়াতে রয়েছে বর্ণনা
বিসমিল্লাহর রস কর্জ দিয়া মুক্তি চাওগা দেনা।।

আল্লায় বলে ওরে বান্দা কসম আমার জাত
বাকারা সুরার দুইশত পয়তাল্লিশ আয়াত
পইড়া দেখ চাইছে আল্লাহ কর্জে হাসানা
কর্জ দিয়া ফিরত পাওয়া তৈয়ব কালেমা।।

পড়া কালেমা সাবুদ কিংবা তৌহিদেও হবে না
দায়মী কলমা কায়মী কর আরেফের বর্ণনা
রশিদ বলে কানা পীর না হাক্কানী পীর জানা
তাহার কাছে জানতে হবে কালেমার ভেদ বেনা।।

(২৮)

কলেমার মালিক হইল মাইয়া
বিসমিল্লাহ হয় পুরুষের
আত্মজ্ঞানে জানতে হবে
ভেদ বিধান্ত মারফতের।।

শরিয়তের কলেমা হইল কাগজ লেখা হরফের
তরিকতের কলমা হইল সহি শুদ্ধ আরেফের
দেইখা কলমা বিশ্বাস করা এই স্তর হাকিকতের।।

মারফতের কলমা রইছে মাইয়ার কাছে বাতুনে
পাঠ করিয়া আওলিয়া হয় যে জন তাহার ভেদ জানে
চার স্তরের কলমা জানা কর্তব্য হয় ইনসানের।।

যে বিসমিল্লাহর পুরুষ মালিক এশকো পয়দা গোপনে
বেশি বুঝতে ভাইঙ্গা বলি মাতাপিতার মিলনে
বেশি বুইঝা বুঝ হইল না চির বোকা রশিদের।।

(২৯)

বিজেপি আর জামাতিরা
জাল ফেলেছে বিশ্বজোড়া
চেতন মানুষ যারা শোন
চেতন মানুষ যারা।।

কেউ মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির গড়বে
কেউ মসজিদই কায়েম রাখিবে
বিবাদ শুরু হয় এভাবে ভারত দিল নাড়া
দুই দলের বিবাদে গেল কত মানুষ মারা
মন্দির গড়বি মনের মতন
মানুষ গড়তে পারবি কি তোরা।।

মসজিদ মন্দির মানুষের জন্য
মানুষ নয় মসজিদের জন্য
জন্ম পাইয়া হইলি ধন্য সৃষ্টির হইলি সেরা
কেউ করিবে রামের রাজ্য কেউ ইসলাম করবে খাড়া
যারা করে মানুষ মাইরা ধর্ম খাড়া
মানুষ নামের কলঙ্ক তারা।।

বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ রুখতে
ঐক্য হয় বিসমিল্লাহর সাথে
গোলাম আজম দেশের পথে
রাজাকারের সেরা
আদবানী আর গোলাম আজম।
যদি গদিতে দেয় পারা
দেশে ঠিক থাকিবে মসজিদ মন্দির
মানুষ মাইরা করবে সারা।।

আগে নবীজির আদর্শ মানো
আছো যত মুসলমান
মানবপ্রেমিক হইয়া যাওগা
কৃষ্ণভক্ত যারা
রশিদ সরকার নাই তার ধর্ম
কিছুই নাই এই মানুষ ছাড়া।।

(৩০)

ঝরা ফুলে হয় না পূজা ঝরার আগে তুলিতে হয়
যে ফুল মোর দিন দয়াময়।।

বসন্তের চল্লিশ দিন আগে
সহস্রারে অনুরাগে
ফুটে সে ফুল চারি ভাগে
তিন ভাগ কেবল প্রচার হয়।।

এক কলি তার গোপন থাকে
চাঁদ উঠিলে মায়ের বুকে
সাধনে ডাকিবে তোকে
করবি সাধন মন যদি চায়।।

আসমানি চার কিতাব লইয়া
আদ্যাশক্তি মহামায়া
চার কিতাবের ভেদ লেখিয়া
সাধ বাজারে সাধিতে হয়।।

ভজনহীন রশিদে বলে
জানো সে ভেদ ভক্তির বলে
না জাইনা সরকার আবুলে
সুর শুনাইয়া মানুষ ভোলায়।।

(৩১)

অকাম কুকাম সকাম সুকাম
নিষ্কাম প্রেমের পরিচয়
নিষ্কাম সাধনেই প্রেমিক হয়।।

কামিনীর গহীন কাননে
যে যায় মধু আহরণে
প্রেমভাবে তা টাইনা আনে
সহস্রার জমাইয়া লয়।।

কাম সর্পে সাড়ে তিন প্যাঁচ
চতুর দলের মঞ্চে নাচে
নিষ্কাম যে সে প্রাণে বাঁচে
সকামুকের মরণ যে হয়।।

ভজন পথে রাখলে মনটা
নিষ্কাম কোনটা প্রেম হয় কোনটা
বাজালে গুরুর নামের ঘণ্টা
রশিদ বলে ঠিক পাওয়া যায়।।

(৩২)

ফেরদৌস জান্নাতের ভিতর
একা ছিল আদম ছুফি
কে দেখাইল আদমেরে
উলঙ্গ এক মাইয়ার ছবি।।

কি কারণে কোথায় নিয়া
কার হুকুমের আভাস পাইয়া
কোন কৌশলে কোথায় যাইয়া
দেখল সেই রূপ ইয়া রাব্বি।।

জান্নাতুল মেওয়া হইতে
গুপ্ত কোঠায় রূপ দেখিতে
গোপন এক দরজা খুলতে
কোথায় পাইল তালা চাবি।।

রূপ দেখিয়া বেহাল হইল
চল্লিশ দিন অচেতন ছিল
রশিদে কয় বল বল
উত্তর শুনিতে আমার দাবি।।

(৩৩)

মতির এক গ্লাসের ভিতর
রেখেছিল নবীজির নুর
কুল কায়নাতে দেখতে পাইল
ঐ নুরেতে করে নজর।।

মতিরও পাত্রের ভিতরে
ছিল সেই নুর রূপ নিহারে
আড়াই কোটি বছর ভরে
তাজিম করে পরম ঈশ্বর।।

এশকের জোরে কুরসি ছেড়ে
নুরের শানে কেয়াম করে
আজও মিলাদের ভিতরে
দরূদ কিয়াম চলে বিস্তার।।

নুর শঠিল নুরে আলা
সুরা-আল এমরান রয় তাহার হাওলা
জানে যত আরেফ আল্লাহ
আয়াত তার একিশ নম্বর।।

আরশ আজলের উপর
ডাকলো সব নবী পয়গম্বর
করতে নবীর শান মান ব্যাখ্যা প্রতিশ্রুতি আদায়
রশিদ কয় নবী বরাবর।।

(৩৪)

নবীজির কুদরতের শান
যদি কাগজ হয় সাত আসমান
লেইখা শেষ করা যায় না তার নামেরই ব্যাখ্যা
এসমে আহম্মাদ হুজুর পরাণ সখা।।

রাসুলে মোকাররাম নুরে হয় মুজাসসাম
সাড়ে চার হাজার খাস নাম প্রকাশ পুস্তিকায়
তফসিরে কাবিরে লেখা রয় তার ভিতরে
তাইতো পরাণ ভরে আসসালামু আলাইকা।।

তুমি আহাদ হইতে আহাম্মাদ পাক জমিনে মোহাম্মাদ
সকল ধর্মের হাকিকত তোমার তরিকা
বাশারী আর মালাকী আরেক ভাব তার হাকিকী
তিন অবস্থায় আছো তুমি করো না বাঁকা।।

মীমের পর্দা উঠাইয়া তোমাকে দেখলাম চাইয়া
তুমি খুদে খোদা রব-রহমান সব তুমি একা
রশিদের মোনাজাত লও মুর্শিদ রূপে দেখা দাও
নিজের কাছে টানিয়া লও করো মাখলুকের রাব্বুকা।।

(৩৫)

আহলে বায়াতের উপর যে বান্দার নাই মুহাব্বত
হবে কাট্টা কাফের দোষকের কীট নবীর সাফায়াত
পাবে না নবীর সাফায়াত।।

সারা জনম নামাজ পড়ে যদি দেহ করে ফানা
যে জন আহলে বায়াতের উপর মুহাব্বত রাখে না
হজ্জ, জাকাত সে যতই করুক
সকলই হবে গড়বাত।।

মানকুনতুম মাওলাহু বলে হাদিসে দেখ না
ফাহাজা আলীউন মাওলাহু রয়েছে বর্ণনা
নবী যার মাওলা, আলী তার মাওলা
দুই জনে আছে এক সাথ।।
আল্লাহুম্মা ওয়ালেমান ওয়ালাহু বলছে দীন দেওয়ানা
বন্ধু বলে গ্রহণ কর ওহে পাক রাব্বানা
আলীকে যে ভালোবাসে সরকার রশিদ
কয় হইয়া উম্মাত।।

(৩৬)

যে চিনেছে দয়াল নবী
তার আল্লাহ চেনার কোনো বাকি নাই
কে-বা আল্লাহ কে-বা নবী
আমি বা কোন পথে যাই।।

লক্ষাধিক ফেরেস্তা নিয়া
নুর নবীজির শান মান গাইয়া
আল্লাহ গেছে বেহাল হইয়া
এ তো প্রমাণ হাদিসে পাই।
মিরাজে যায় পয়গম্বরে
সেজরাতুল মোনতাহার পরে
সব মঞ্জিলে নবী হেরে
দেখে সব জায়গায় নিজের বাদশাই।।

মাত্র একটা পর্দা বাকি
নবী আল্লাহকে করে ডাকাডাকি
আল্লায় কয় দোস্ত এ করো কি
আমি সেজদাতে মোহিত সদাই।।

নবী কয় সেজদা পয়দা তোমার তরে
আল্লাহ তুমি সেজদা করো কারে
আল্লাহ কয় দোস্ত তোর কদমের পরে
বিলীন করে দিলাম খোদাই।।

রশিদ কয় পুরুষ প্রকৃতি
দুই জন জুইটাছে আজব পীরিতি
কে পুরুষ আর কে প্রকৃতি
আমি হক কথা কইতে ডরাই।।

(৩৭)

আল্লাহ আলী, নবী আলী, তনে পাঞ্জা হায়দারী
নবী যার মাওলা, আলী তার মাওলা
বলেছেন রাসুল সুর করি।।

একদিন গাম্ভীর ও খোমের পরে
বলছেন দীনের পয়গম্বরে
যারা নবী স্বীকার করো মোরে সেই নবীর হয় এসরারী।।

দুই নম্বরে হুকুম করে
যারা বায়াত আমার এই হাত ধরে
তারা প্রত্যেকেই হও আলীর বায়াত আলীই তাদের কাণ্ডারী।।

নবীর হুকুম সবাই পাইয়া
খলিফা ওমর ওসমান আবু বক্কর লইয়া
সবাই হইল আলীর মুরিদ দেখো না হাদিস পড়ি।।

মাওলা আলীর এত বড়ো শান
ইবনে আব্বাস পড়তে কয় কোরআন
আলী সারা রাত গায় ফাতেহার গান মারফতের ভাণ্ডারী।।

ইবনে আব্বাস ডাক দিয়া আলীর কাছে কয়
ফাতেহার তফসিরেই যদি রাত চলিয়া যায়
পুরা কোরআনের তফসির কইরা দিবেন কবে
আলী বলেন ও বন্ধুগণ শুইনা রাখো সবে
কোরআনেরই সারসংক্ষেপ এই ফাতেহা হয়,
ফাতেহারই সারসংক্ষেপ বিসমিল্লাহ রয়,
বিসমিল্লাহরই সারসংক্ষেপ বে-হরফ হইল
বে-হরফের সারসংক্ষেপ তার নীচের নোক্তা ছিল
আনা নোক্তাতুল তাহা তালবা
কইলেন আলী হুককারী।।

রশিদ বলে ও মুসলমান
পাঞ্জাতনকে জানার মতো জান
কোনজন আলী কোনজন নবী
কোনজন আল্লাহ হকবারী।।

(৩৮)

জিলানী পীরানে পীরের সর্দার
গাউছুল আজম মহিউদ্দিন
কাণ্ডারী আমার।।

খাজা বাবার গানের জলসায়
শুনতে একদিন গান
হঠাৎ করে বড়ো পীর সাব
গায়েব হয়ে যান
উপস্থিত লোক সবাই খোঁজে
কই গেল হুজুর আমার।।

যাইয়া দেখে এক মাদ্রাসার
বারান্দায় আছে পড়ি
বেহুঁশ হইয়া শুইয়া রইছে
ভবপারের কাণ্ডারী
সবাই মিলে জিজ্ঞাস করে
কেন এই হাল হয় আপনার।।

জিলানী কয় খাজার গানে
হইছে এশকেরই তুফান
কারেন্টে ধরিয়া এনে আমায়
বারান্দায় ফালান
আমার সার্থক হইল মানবজনম
গান শুনে খাজা বাবার।।

যে গানেতে বড়ো পীর সাব
এত পেরেশান
কলির শেষে রশিদ এসে করে
সেই গানের অপমান,
গান কারে কয় গাইলাম বা কি
কে করবে তার বিচার।।

(৩৯)

কুল কায়নাতের খবর হচ্ছে
আদমের কালবের ভিতরে
ও মন চিনা লও না তারে।।

নিঃশব্দ হইতে যখন নুকতা রূপ করল ধারণ
হারাইয়া সরম ভরম পর্দা উদলা করে তখন
চাইয়া দেখে কুরসি একটা কলবের ভিতরে
হক্কের হাকিম নাম ধরিয়া বসিল কুরসির উপর।।

যাইতে কলবের পথে বারোটি রস হইল খাইতে
যোগসূত্র ছিল নাবির সাথে মায়ের উদরে
নুকতায় করে নকতার সৃষ্টি পনেরোটি ঘরে
ওই পনেরোটি নুকতা দিয়া নিজের অজুদ নিজেই গড়ে।।

আটটি নুকতা নফী করে সাতটি নুকতা রয় প্রচারে
লা-মুকামে বইসা আদম প্রেমের খেলা করে
সরকার রশিদ বলে আশুক মাশুক আছে যার ভিতরে
মান আরাফার ঘরে ঢুইকা দেখে সে রূপ পরাণ ভরে।।

(৪০)

নবী বলে হযরত আলী
তোমার কাছে খুইলা বলি
সতেরোটি আমল করে বন্ধু হও খোদার।।

হজ্জ, জাকাত আর নামাজ রোজা
যতই করো খোদার পূজা
সতেরোটি আমল বিনে
নাই কারও নিস্তার
বিশ্বাস যে জন করিবে
আল্লাহর ওলী হইয়া যাবে
জগতকে জানাইয়া দিবে
বাক্য হয় আমার।।

প্রথম জানো এলমে মারফত
শক্তভাবে কইরা শপথ
জাইনা রাখো তার হকিকত
মূলধন হয় আমার
জ্ঞান হইল আমার ধর্মের মূল
এ কথাটাও কইরো কবুল
বইলা গেলাম দনের
রাসুল হইয়া তোমার। ।

তৃতীয়টা জানো সত্যি
প্রেম হইয়াছে আমার ভিত্তি
উৎসাহ আমার বাহনশক্তি
করিলাম প্রচার
খোদার জেকের বন্ধু আমার
দুঃখ সাথী হয় সবসময়
বিরাট এক ব্যাপার।।

(৪১)

বিদ্যা আমার হয় হাতিয়ার
ধৈর্য্য আমার অঙ্গের বাহার
জেহাদ করা স্বভাব আমার
জানে এ সংসার
খোদা ভরসা মালের ভাণ্ডার
বিশ্বাস হয় এগারো নাম্বার
ঐ বিশ্বাসের শক্তি আমার
কর্মের মূল আধার।।

সন্তুষ্টি মোর গনিমত রয়
বিনয়ী আমার গৌরব হয়
সংযম মোর ব্যবসা বাণিজ্য
জগতের মাঝার।।

সত্য মোর সবসময়ের সাথী
নামাজ হইল চোখের জ্যোতি
উপাসনা সম্বল আমার
কয় রশিদ সরকার।।

(৪২)

সাধকেরই মূর্তি ধরিয়া
যখন রুহের ছুরত প্রকাশ পায়
তাকেই বলে জান্নাতের হুর
সাধলেই পাওয়া যায়।।

নিজ দেহ যার আলোকিত হয়
হুর রূপে সে প্রকাশ হইয়া
ভক্তের মন যোগায়
তার ক্রিয়াকর্মের সবকিছুতেই
রহিম রূপমের প্রকাশ পায়।।

গুরুমূর্তি গুরুরই ভাব
আছে যার হৃদয়ে অঙ্কিত
সে হইয়াছে মানুষ প্রধান
পাইছে নগদ বেহেস্ত
চোখে দেখছে রুহের ছবি
নফসতে লইছে আশ্রয়।।

সে সাধকের ক্রিয়াকর্মে
নিগূঢ় ভাবের হয় উদয়
রশিদ সরকার লইছে তাহার
কদমে আশ্রয় সে হইছে মোর বইরাবরি
প্রাণের তুল্য মাওলানা।।

(৪৩)

আল্লাহর আদেশ নির্দেশ এই দুনিয়ায়
যে মনটাতে কার্যকর হয়
সে মন গেছে আল্লাহর আরশ লইয়া
দেখো না চাইয়া
সাধুর মনের দোয়ার খুলিয়া।।

মানুষ আর জীন এই দুইজনা
জপে আল্লাহর তসবিহ দানা
জপে আল্লাহর আর্শেতে বসিয়া
সেই তসবির শব্দরাশি
প্রেমজগতে বাজায় বাঁশি
মোমিন শুনে মোশাহেদায় যাইয়া।।

মোশাহেদায় আল্লাহর দিদার
কালেব হয় তার আসল সেন্টার
দেখ কালেবের আয়নাটা খুলিয়া
মোমিন ছেড়ে হইলে মোত্তাকিন
কালেবের আয়না খুলবে সেইদিন
নইলে থাকবি জন্মের অন্ধ হইয়া।।

যাদের কালেব এইরকম বিশেষ
পালন করে সে আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ
মাওলার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লাগিয়া
এই ভাব যার মধ্যে আছে
সালাত সাগরে ডুব দিয়াছে
সরকার রশিদ মরল মসজিদ ঘরে
কপাল ঘাও করিয়া।।

(৪৪)

ভালো মন্দের প্রভেদ করতে
অর্জন করতে হয় ফোরকান
কিতাবেরই অংশ বিশেষ
যারে তোমরা কও কোরআন।।

বস্তুজগত ভাবজগতের
কর্মজগৎ ভালো মন্দের
প্রভেদ কারি হইল ফোরকান
পূর্ণ যাতে মাওলাজির শান।।

কোরআনকে কেতাব কয় যারা
গাধার চাইতে অধম তারা
কেতাবের পরিচয় দিতে
কোরআন গায় কেতাবের গান।।

ফারুক শব্দ হইতে ফোরকান
ফরক অর্থ প্রভেদকারী জ্ঞান
সত্যমিথ্যা ন্যায় অন্যায়
ফারাক করে এই ফোরকান।।

সর্বদাই খাস ব্যক্তির উপর
আসতেছে ফোরকানের খবর
না বুঝিয়া রশিদ সরকার
কোরআনকে বলে ফোরকান।।

(৪৫)

আমি নামক শয়তানটাকে
আগে ডুবাও মন-সমুদ্রে
আউযুবিল্লাহ পড়লে কি মন-শয়তান যায় দূরে।।

মিছাই পড়ছ শায়তুয়ানুর রাজিম
আশ্রয় লইছ বস্তুর কাছে
হইয়া দীনহীন
খোদার আশ্রয় কেন পাইবা
তোমার বসতি কারাগারে।।

লোভ পাথরের আঘাত খাইয়া
শয়তান আছে ভিতরে বইয়া
মন আমি কও যারে
আমি সত্তা ভিতরে থুইয়া
কেন পাথর মারছ বাহিরে।।

বস্তু মোহে বিভোর যারা
ভিতরে তাদের শয়তান ভরা
আশ্রয় লওগা খোদাতালার
দেহের শয়তান আর থাকবে নারে।।

রশিদ কয় শয়তানের চেলা
ঐ চাইয়া দেখ তোর ডুবল বেলা
পাঠ কর আউযুবিল্লাহ
সম্যক গুরু সাধন করে।।

(৪৬)

আয়াত শূন্য কোরআন দেখি
ভর্তি আয়াত কিতাব
কোরআন কিতাব কি পার্থক্য
জেনে লও বন্ধু সবে।।

আয়াত অর্থ নিশানী হয়
নিদর্শন বলতে পারবে
নিশানী নিশানী খোদাতালারে নিশানী
অন্ধে কি দেখতে পারবে।।

খোদাতালার নিদর্শন সব
আছে সব সৃষ্টিতে
সৃষ্টির গভীর চিন্তা করা
মন এটাই হল কিতাব পড়া
জানিতে পায় আরেফে।।

আকাশের তারকা যত
কিতাবেরই আয়াত তত
আরো আয়ত নক্ষত্রে
গাছপালা পতঙ্গাদি
আয়াত পাঠাইছে বিধি
অবশ্যই পড়তে হবে।।

আয়াতরে যে বাক্য কয়
তারে ভোলা কানায় পথ ভোলায়
রশিদ সরকার ভেবে কয়
তার চোখের পর্দা কাটতে হবে।।

(৪৭)

ভাষা দিয়ে হয় না ব্যক্ত
রুহু সবের পরিচয়
সৃষ্টি নয় সে সৃজনকারী
শক্তিধর হয়।।

সাধক-নফসের উপর
বিকাশ হয় মোহাম্মদি নুর
ঐ নুরেরই অবতরণ
রুহু নামে পরিচয়।।

নফসে রুহু বিরাজিত
পেয়ে যায় নফসের কর্তৃত্ব
আমিত্ব হইলে বিলুপ্ত
জ্ঞানচোখে দেখা যায়।।

প্রভু গুরু ভাবের মূর্তি
যে চিত্তে করে বসতি
সেই চিত্তে হয় রুহু নাজেল
যাহা পঞ্চ ভাবে হয় উদয়।।

রুহু প্রাপ্তি মানুষ যারা
আরেফের দরজায় তারা
সরকার রশিদ বলে যে দরজায়
সাধকের সালাত আদায়।।

(৪৮)

উপভোগের সামগ্রী রেজেক হইতে পারে না
ইহা হইল ক্ষণস্থায়ী যত বিষয় বাসনা।।

চিরস্থায়ী কামিলিয়াত গুণ
কামাই করে লইছে যেজন
পাই সে পাইয়াছে আল্লাহর রিজিক
আল্লাহ ছাড়া বোঝে না।।

চার মাসের দৈহিক সফরে
যেজন স্থায়ী রেজেক কামাই করে
সে মরার মতো আছে পড়ে
তার মোহের ছায়া লাগে না।।

অন্ধ লোকের কথা শুনে
জ্ঞানবিহীন সমাজের টানে
বরাতে রেজেক বন্টনে
মসজিদের উপাসনা।।

রইলি কত রাত্রি জাগি
ভাগ্যটা বদলানোর লাগি
তোর যা ছিল তাই রইল
পাইল ধনীতে ষোলআনা।।

ফানা বাঁকা দুই ভাগেতে
রেজেক বন্টন হয় জগতে
ফানা হইল ক্ষণস্থায়ী
বাঁকার রেজেক ঐ ভাবনা।।

ক্ষণস্থায়ী রেজেক পাইয়া
বেল গায়েব আলহামদু কইয়া
রশিদ গেছে ধোঁকা খাইয়া
লজ্জাতে প্রাণ বাঁচে না।।

(৪৯)

ব্যক্তিসত্তার ধ্বংসটাকে বলতে আছ কেয়ামত
একসাথে পৃথিবী ভাঙ্গবে
বোকা লোকের অভিমত।।

আকাশ পাতাল সৃষ্টি যত
হইয়া যাইবে বিচলিত
এমন কথা যথায় আছে
সেটাও নিজেকে ধ্বংসের মতামত।।

একটি নফসের নিকট হইতে
যখন বস্তুজগৎ ধ্বংস প্রাপ্তে
তখন বিদায়মুখী নফস যিনি
ছিন্ন বস্তুর মহাববত।।

খোদার সৃষ্টি আছে গো যত
হইবে সবই ধ্বংস প্রাপ্ত
রব রূপী রহমান আল্লাহ
একাই সে থাকবে নেহাত।।

যেজন সেই রবের চেহারা
নিজ সত্তায় করেছে খাড়া
মৃত্যুকে সে জয় করিয়া
বসত করে লা-মউত।।

তার জন্য তা শেষের মরণ
এই হইল কেয়ামতের ধরন
রশিদ বলে কোরআন দর্শন
পাঠ করিলেই হবি একমত।।

(৫০)

কাফের শক্তি ভেঙ্গে বল
ঘুরতে ফিরতে সময় গেল
বেলা গেল ধরছে কু-নেশায়
মুর্শিদ দয়াময় কাফের শক্তি
বুঝাও না আমায়।।

কুদিরুন আর কাবেদুন
কাউয়ুম আরো কুদ্দুসুন
কোন নামের কোন শক্তি রইয়া যায়
কোন শক্তিতে ভক্তের মুক্তি
প্রাপ্ত হইয়া কাফের শক্তি
নবীর দলে জায়গা করে লয়।।

কাহারুনে কি ধন বুঝায়
কাবিয়ুনে কোন কথা কয়
জানতে পারলে থাকত না সংশয়
এক এক শক্তি অর্জন করতে
কোন সাধন হয় কোন-বা পথে
কোরআন মতে বুঝাইবা আমায়।।

কাফেতে কলিজা ঘেরা
কাফ শক্তি হইলাম হারা
ভাবের মারা মাইরা লও আমায়
তোমার যার উপরে নজর
হইয়া যায় তার সকল খবর
রশিদেরে অন্ধে পথ ঘুরায়।।

(৫১)

মরণবাঁশির সুর বাজিল
জীবনবীণাতে
সখী মোরে চড়াইয়া দে
বাঁশের পালকিতে।।

ও সখী রে যে পালকির চরণদার আমি
মস্ত বড়ো মেহমান
যে পালকিতে চার জনা গায়
আল্লাহ নবীজীর গান
কেন যেন মন চায় আমার
ঐ পালকিতে চরিতে।।

ও সখী রে মা যেন কান্দে না আমার
আদরের ও সন্তান
আমি আমার দেশে যাইতে
আছি বড়ো পেরেশান
এই পালকিতে সবার একদিন
হইবে চরিতে।।

ও সখী রে যে পালকিতে নবী শুইলেন
বড়ো পীর জিলানী
গাউছ, কুতব, ওলী আবদাল
ধনী আর মানী
বিশ্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বিজ্ঞানী
হবে সকলেরই উঠিতে।।

ও সখী রে যে পালকিতে চরা মাত্র
থাকবে শুধু স্মৃতি
যে পালকিতে শুইয়া হবে
সরকার রশিদেরই ইতি
থাকলে কারো কিঞ্চিত পীরিতি
সে আসিবে দেখিতে।।

(৫২)

আমার পরাণ কান্দে ডরে গো।।
আমি সন্ধ্যার সময় পলাব কার ঘরে।।

দেখলাম বেলা ডুবিল
আঁধারে আকাশ ঘিরিল
চক্ষু অন্ধ পথ দেখি না
আমি ঠেকলাম বালুচরে।।

তোমার দেওয়া সকল ধন
আমার হইয়াছে হরণ
সমস্যা মোর জীবন মরণ
কি করবি তুই আমারে।।

শুনছি তোমার নামের নাও
দয়াল রে শুকনাতে চালাও
তোমার রশিদেরে তরাইয়া লও
যদি মনে ধরে রে।।

(৫৩)

আমার বন্ধুরে যে ভালোবাসে
তার দোষ যাকে না আগে পিছে
পুইড়া দেহ কইরাছে আঙ্গেরা
নগরবাসীরা, যে পুইড়াছে
গৌরপ্রেমের পুরা।।

গৌরপ্রেমের এমনি ধারা
প্রাণ থাকতে জেন্দা মরা
জ্ঞান থাকে না হয় যে দিশেহারা
ও তার ভালোমন্দ দুইটাই সমান
আনন্দে গায় প্রাণবন্ধুর গান
যারা কামেল পীরের তরিক ধরা।।

তার বাহিরে ভিতরে গৌর
শয়নে স্বপনে গৌর
বুঝে না সে প্রাণবন্ধুরে ছাড়া
সে যে মাথায় লয়ে দুঃখের বোঝা
করতাছে গৌরাঙ্গের পূজা
সামনে কইরা ভাবের মূর্তি খাড়া।।

সদায় থাকে প্রেমানন্দে
তার যায় আসে না ভালোমন্দে গো
রশিদ সরকার সেই ভাবেরই মরা
সে যে ভাবের ভাব দেখাবে
হঠাৎ একদিন চইলা যাবে
তালাশ কইরাও আর পাবি না তোরা।।

(৫৪)

আমি কি করিব কোথায় যাব রে
এ যে পোড়ার চাইতে পোড়া গো
প্রাণবন্ধু মনরে চোরা
আমি যার পীরিতের পোড়া গো।।

বন্ধুর কথা কইতে রে কইতে
আমি হইলাম পাড়ার কাছে দোষী
এখন দিন যায় আমার কান্তে কান্তেরে
নেশায় কাটে নিশিরে।।

কইয়া বইলা প্রেম শিখাইয়া
গলার মধ্যে দিছাও প্রেমের ফাঁসি
একদিনও খবর নিলা না গো
আমি মরেছি কি না আছি গো।।

না জানি কোন অপরাধে গো
বন্ধু হইছে দেশ ছাইরা বৈদেশী
কি করিব কোথায় যাব রে
যারে আমি এত ভালোবাসি।।

রশিদ বলে বিন্দে গো সখী
আমি হব তোর চরণের দাসী
বলে দে না প্রাণসখী গো
আমার বন্ধু পোষ মানিবে কিসে।।

(৫৫)

যে দেশের মানুষের সাথে
আমার মন মিশে
আমাকে নিয়ে চলো সেই দেশে।।

যে দেশে নাই আইনের বিচার
সবার উপর সবার অধিকার
ছোট্ট একটা ঘর বানাইয়া
আমি থাকব সেই দেশে।।

যে দেশে শাসন শোষণ নাই
আইন কানুনের নাইকো বালাই
কেউ জানো যদি এমন দেশের খবর
বলো মোর কাছে।।

যে দেশে মানুষ কাঁদিয়াও থাকে আনন্দে
যায় আসে না ভালোমন্দে
যার যার কর্ম সেই সেই করে
মনের উল্লাসে।।

যে দেশে সাধুগুরুর হয় আগমন
মুহূর্তে মিলে বৃন্দাবন
সেই দেশের মাটি গায় মাখিয়া
হারাব দিশে।।

সরকার রশিদ বলে আল্লাহ কথা
হোক না কেন কৃষ্ণকথা
আমি মরলে মাটি দিবি
ঐ মজলিসের পাশে।।

(৫৬)

কি করিব কোথায় যাব
আমার বন্ধুর তালাশে গো
প্রাণবন্ধু রইয়াছে কোন দেশে
কে বলিয়া দিবে গো।।

জাত গেল কলঙ্ক হইল বন্ধু
তোমায় ভালোবেসে
তুমিও যদি যাও হারাইয়া
বেঁচে থাকাই মিছে গো।।

তুমি বিনে এই জগতে বন্ধু
কি ধন আমার আছে
অসময় নিদানের কালে
দাঁড়াব কার পাশে গো।।

তোমায় এবার যদি ধরতে পারি,
বন্ধু রাখব পাশে পাশে
শ্মশানে জ্বলিবে চিতা
যদি বাধা আসে গো।।

সকলই হারাইয়া গেছে রে বন্ধু
তোরে ভালোবেসে
তোমার রশিদ তো বাসিতে চায় না
তবু প্রাণে কেন বাসে গো।।

(৫৭)

আমার হৃদয় গেছে পুইড়া গো
নিষ্ঠুর কালার সাথে নিগূঢ় পীড়িত কইরা।।

মন হইয়াছে উড়া পাখি
সদায় বেড়ায় উইড়া
আমার এমন বান্ধব কে-বা হবে
পাখি দিবে ধইরা গো।।

বন্ধুর সঙ্গে প্রেম করিয়া
প্রাণে গেছি মইরা
এখন নিষ্ঠুর বন্ধুর কুষ্ঠু রোগে
আমার শরীর গেছে ভইরা গো।।

তোরা যদি বুঝতি সখী প্রাণে
যাইতি মইরা
সে যে আগে পিছে ভালোবাসা
শেষে পরাণ নিছে কাইড়া গো।।

রশিদের আর নাই ভরসা
তোর পীরিতের পথ ধইরা
এখন বৈরাবরের কুল কলঙ্কে
আমার নৌকা গেছে ভইরা গো।।

(৫৮)

এস্‌মে আজম গাউছেলাজম
পড়িয়া শুনাইও
দরবারি ভাই ও
আমার মরণকালে ঢোল বাঁশি বাজাইও।।

তরিকার ভাই ও, কলেমা কালামো ভাই
আমার কোনোকিছুর দরকার ও নাই গো
আমার মুর্শিদ চাঁন্দের পবিত্র নাম
কর্ণমূলে দিও।।

তরিকার ভাই ও, আমি হই সুলতানের বেটা
মরণকালে দেখাইও সুলতানি ভাবটা গো
ঐরকম ও উপতা গাড়া
আমায় না গাড়িও।।

তরিকার ভাই ও, তোদের বাপ ডাকিলাম
ভাই ডাকিলাম
আমার গাউছেপাকের দোহাই দিলাম গো
এই দাসেরে এইভাবেই রাখিও।।

তরিকার ভাই ও, ওরে ফতুয়াবাজ শয়তান যারা
ফতুয়া ঝাড়িলে তারা গো
তীক্ষ্ণ ছুরি হাতে লইয়া
দুই একজন শহীদ হইয়া যাইও।।

তরিকার ভাই ও, আমার ওছিয়ত পালনে
যদি আত্মীয়রা বাঁধা আনে গো
সরকার রশিদ বলে মালির ঝাঁটা
তার কপালে মারিও।।

(৫৯)

পিঞ্জিরার পাখিরে ওরে পাখি
ঘুমাইছ নাকি
কত যত্ন কইরা তোরেরে
এই পিঞ্জিরায় রাখি পিঞ্জিরার পাখিরে।।

দয়া করে মাটির ঘরে রে
যেদিন দিলা উঁকি
ঐদিন থেকে ভালোবাসারে
সখা আর সখী পিঞ্জিরার পাখিরে।।

সেইদিন হইতে আজ বদিরে
করছ লুকালুকি
আড়ালে আর কও না কথারে
আমি বইসা এসব দেখি, পিঞ্জিরার পাখিরে।।

তোমার সুখে আমার মরণরে
ওরে ময়না পাখি, আমি অনন্তে মিশিয়া
গেলাম রে,
পাখি তা তুমি জান কি, পিঞ্জিরার পাখিরে।।

উইড়া যাইয়া ব্যথা দিয়া রে
যেদিন হবা সুখী
সরকার রশিদ জিজ্ঞাস করে রে
সেইদিনের আর কয়দিন আছে বাকি পিঞ্জিরার পাখিরে।।

(৬০)

কুল নাশিয়াও কুল পাইলাম না আমি
আমি বেঁচে থাকতেও গেছিরে মরে
যখন পর হইয়াছ তুমি।।

কুলের আশায় কুল নাসিলাম
দেখল প্রতিবেশী
এখন কুল না দিয়া
কুলের রাজায় সাইজাছে সন্ন্যাসী
এখন করো বন্ধু যেমন খুশি
আমার হৃদয়েরও স্বামী।।

লজ্জাবতী পাতা যেমন
টোকা দিলেই মরে
টুকাইয়া টুকাইয়ারে বন্ধু
মারিলি আমারে
আমি মইরাও বাঁচার পথ দেখিতাম
যদি আমার হইতা তুমি।।

চড়াই পাখি অট্টালিকার বাসায়
বসে জানি
মনের কথা খুইলা বলে
করে কানাকানি
এখন রশিদের ভাটায় জোয়ানী
তোমার ঐ চরণে প্রণামী।।

(৬১)

যে সবকিছু দিল আমাকে
বলরে শ্রীদাম সে চায় কাকে
সে কি দান করিয়া চায় প্রতিদান
জিজ্ঞাস কইরা দেখিস তাকে।।

শ্রীদাম রে, যে সব দিয়াছে আমার জন্য
কিছুই নাই সে নিজে শূন্য
শত ধন্য জানায় কেবল আমাকে
যার অঙ্গ হইছে কৃষ্ণ অঙ্গ
সে কেমনে চায় কৃষ্ণকে।।

শ্রীদাম রে, যে আমার জাগায় বসত করে
সব জাগায় আমারে হেরে
চিন্তা করে কাছে দূরে কি দেখে
কৃষ্ণময় ব্রহ্মাণ্ডের কথা
বলতাছে সে কোন মুখে।।

শ্রীদাম রে, সবই দেখি তাল বাহানা
নিজের উর্ধ্বে কেউ থাকে না
নিজের স্বার্থে ভালোবাসে নিজেকে
রশিদ সরকার হয় মুনাফেক
চায় লোক দেখানো বন্ধুকে।।

(৬২)

দম ফুরাইলে মিশতে হবে
পৃথিবীর এই মাটিতে
পৃথিবীর এই ধুলাতে।।
বলবে লোকে গায়ক ছিল
স্বভাব ভালো না,
আরো বলবে কথা দিয়ে
কথা রাখত না।।
রাস্তাঘাটে ডাক দিয়া আর
কেউ নিবে না বুকেতে,
পৃথিবীর এই মাটিতে।।

আরো বলবে যতই যা কই
গাইত ভালো গান
গান শুনিয়া জুড়াইত
ব্যথিত পরাণ,
শিল্পী আরো কইত মনের কথা
যা ছিল শ্রোতাদের মনেতে
পৃথিবীর এই মাটিতে।।

বেশি বলবে বায়না রেখে
গাইতে যায় নাই গান,
তবু তাহার সুরের জন্য
মানুষ থাকত পেরেশান।।
শিল্পী যে হয় দোষে গুণে
পারি নাই তা বুঝাইতে
পৃথিবীর এই মাটিতে।।

এই জীবনে গান গাহিতে
পাইছি কত ব্যথা
নীরবে পুষিয়া গেলাম
বিষ মাখা সেই কথা
মুখ দেখে আর কেউ বলবে না
আয়রে রশিদ কোলেতে
পৃথিবীর এই মাটিতে।।

(৬৩)

কার যুক্তিতে কিসের নেশায়
এই মায়ার জাল বুনিল রে মাকড়সা
বুনাইয়া জাল মরণফাঁদ রচিলি।।

দালান, কোঠা, টাকা পয়সা
স্ত্রী, পুত্র, ভালোবাসা
কামনেশার নেশায় ডুবে রইলি
এমন তো কথা ছিল না রে মাকড়সা
এমন কেন হইলি।।

আজকে তোমার যা হইয়াছে
কাল ছিল তা অন্যের কাছে
পরশু তাহা অন্যের হবে কেন কি করিলি
দিলি শুধু ছালায় মিছে গুড় --
মূলেই ভুল করিলি।।

কি ধন লইয়া ভবে আইলি
কি বানাইছ তাই হারাইলি
এত যে তোর চাওয়া পাওয়ার বুলি
যা পাইয়াছ এখানে পাইছ
এখানেই তা দিলি।।

যা চাও নাই তা ভুলে পাইছাও
চাওয়া ধনে বঞ্চিত হইছাও
অবশেষে ভাইবা দেখ ভাণ্ড করছাও খালি
সরকার রশিদ বলে বইরা রবি
বড়ো বেহালে রাখিলি।।

(৬৪)

ডাক দিয়া দুঃখ জিজ্ঞাস করে
এমন বান্ধব ভবে নাই
ঘোর নিদানে কার ছায়ায় দাঁড়াই
ও আমার মুর্শিদচাঁন
আমি ঘোর নিদানে কার ছায়ায় দাঁড়াই।।

ছায়া ছিল জনমদুঃখী মা
দুঃখ পাইলে আদর দিত
যাইত রে যন্ত্রণা
এখন লোভ লালসার মিষ্টি আদর
এই হারামের তো আরাম নাই।।

সুখের দিন মোর দুঃখে কাটিল
বিধির লিখন খণ্ডিবে না
যা হবার হল এখন ভক্তিশূন্য চোখের জল দিয়া
আমি তোমার পাও ধুয়াই।।

শুধু তুমি পতিতপাবন
অন্ধ ভক্তের চক্ষু বাজান
নিদয়ারি ধন
গাইতে তোর নামের গান
কোনদিন যে মইরা যাই।।

রশিদের সেই বিদায়বীণার সুর
নীরবে বাজিতে থাকবে
সে যে কি নিষ্ঠুর
আমি থাকব যখন ঘুমে বিভোর
স্বপ্নে দেখব তোমায় তাই।।

(৬৫)

কতদিনের কত কথা
সামলাইয়া থুইছি মনে
ব্যথার বন্যা বইয়ারে যাইব
তোমার ব্যথা মাইনষে যদি জানে।।

থাইকা থাইকা মনে পড়ে
বন্ধু তোমার পুরানো ব্যথার কথা
তখন হারাইয়া যাই সকল দিশা
সামাল দিব কেমনে।।

যার জন্য মোর এত ব্যথা
সেও তো তাহা জানে
এ যে মোর একান্ত ব্যাপার
অন্যে জানবে কেমনে।।

জানি একদিন ঘুচবে ব্যথা
মানবিক কারণে
সেদিন আর রশিদ থাকবে না
তোদের প্রেম পীরিতির বাঁধনে।।

(৬৬)

মুখ দেখাব কারে আমি, মুখ দেখাব কারে
ঘরের মাল সব লুইটা নিল
অচেনা এক চোরে।।

দরজা খুইলা শুইয়াছিলাম আমি একা ঘরে
সুযোগ পাইয়া দারুণ চোরা
এই সর্বনাশ করে।।

টের পাইছিলাম চোরা বেটা যখন চুরি করে
ধরিতে পারিলাম না তারে
রাতের অন্ধকারে।।

টাকা পয়সা সোনা দানা সবই রইছে ঘরে
এমন মাল সে করছে চুরি
যা ছিল সাত তালার উপরে।।

চোরার বিচার দিলাম আমি যাইয়া বৈরাবরে
তুলা চাঁন্দের হক বিচারে
সরকার রশিদ কারাগারে।।

(৬৭)

বিয়া করলে বৌ পাওয়া যায়
এক নিগূঢ় সাথী মিলে না
কি দিয়া করিব গুরুর সত্য সাধনা।।

কামের দেশে প্রেম আহরণে
গুরু তোমার নির্দেশক্রমে যাই সেখানে
বৌ যেজন হয় পিছে টানে
অথচ সাথী হইলে টানত না।।

সত্য সাধন ত্রিধারাই ধন
গুরু তোমার পথ ও মতে করিতে যাই সাধন
বৌ-তে বলে মরার করণ
মরলে চোখে পড়ত না।।

বিয়াতে যে পাইয়াছি সাথী
চারদিকেই সে আলো দেখে সাধন হয় স্থিতি
রশিদ পাইয়া চিরসাথী
এমন সুন্দরী বৌ চিনল না।।

(৬৮)

প্রেম রাস্তায় কামিনী বাদী
সারল না মোর ভবব্যাধি
উদয় হয় না সুর রাগেরই কারণ
বল গুরুধন কিসে বাধ্য করিব মদন।।

সব কামেরই লক্ষ্য আছে
কামের সাধ কি মইরা গেছে
এমন কইরা করতে কও করণ
সিঙ্গারে মজা না পাইলে
পল পায় কি বৃষ্টির জলে
মজা নিলেও হয় আবার মরণ।।

ওই মন্ত্রে নজর দিয়া
প্রেমের স্রোতে গা ভাসাইয়া
সাধক যারা করতাছে সাধন
প্রেমহীন নাই মুণ্ডু চেনা
তাতে প্রেমের স্রোতে গা ভাসে না
জ্ঞানঅন্ধের হয় কিসে দর্শন।।

রশিদ কয় গুরুজি আমার
পাহাড় ভাইঙ্গা করে সাগর
প্রেমের নাগর সাত রাজারই ধন
তোমার দয়া মিশ্র শক্তি দিয়া
দেও হে রাস্তা দেখাইয়া
যে রাস্তায় হয় হরণ আর পূরণ।।

আজাহার ফকির

(১)

অসীম মহিমা গৌর এনেছ নাম ভাণ্ডে পুরি
কলির জীব তরাইতে, এলে তুমি নদেপুরে।।

কলির জীবের পাপের অন্ত নাই
তাইতে ডাকি হে তোমায়
নিজগুণে করো কৃপা ওহে দয়াময়
নিজে হয়ে হরি বেড়াও ঘুরি
কলির জীবের দ্বারে দ্বারে।।

নাম নিয়ে আয় বলছো মুখে
নয়নবারি ঝরছে দুখে
আমি পাপী তাইতে ডাকি
মম পানে চাও ফিরে।।

ফকির আজাহার বলে খোল করতালে
মন যেন মোর থাকে ভুলে
তুমি উদয় হও এই হৃদিপুরে
দেখি দুটি নয়ন ভরে।।

(২)

ভিখারি সেজেছি গৌর তোমার দ্বারে
পদরজ ভিক্ষা দিয়ে, দাও হে বিদায় করে।।

তোমার মহিমা বলে, কত পাপী তরাইলে
আমাকে তরাতে হবে, কেউ নাই মোর সংসারে।।

দ্বিতীয় থাকত যদি
দুঃখ জানাতাম নিরবধি গিয়ে তার দ্বারে
তোমার মতো দরদী নাই, বিধি তো এই সংসারে।।

ভিখারি আসিয়া যদি দ্বারেতে দাঁড়ায়
সেই ভিখারি কেহ যদি ফিরাইয়া দেয়
তার অপরাধী হয় কোন জনা
দেখ বিধির বিচারে।।

আসিয়া অবনীতলে, কত পাপী তরাইলে
ফকির আজাহার বলে, ফিরাইয়া দিলে
কে তরাবে আমারে।।

(৩)

ধরিব তা কেমন করে
অধর মানুষ বইছে রে উজান
মদন নল ধরে লাফিয়ে পড়ে
ভাঙলো রে ত্রিবেণীর বাঁধ।।

ত্রিবেণীর তীর ধারে
সেই মানুষটি বিরাজ করে
তারে ধরব বলে নামলাম জলে
মদন গাইছে আপন গান।।

মদন রাজার রাজ্য ভারী
কেমনে ধরিব পাড়ি
দয়াল তুমি নিজগুণে হও কাণ্ডারী
পারে লাগাও ওহে গুণধাম।।

হল না মূল সাধন করা
হলাম মদনার দোষে পারাহারা
ফকির আজাহার বলে মানুষ পেলে
বাঁধতাম এবার প্রেমের বাঁধ।।

(৪)

আমার বন্ধুর প্রেমে কি আনন্দ
দেখ লো সজনী
অজান রূপে দিচ্ছে সাড়া
হৃদয় মাঝে প্রেমের ধ্বনি।।

যখন বন্ধু করে খেলা
দূরে যায় মোর সকল জ্বালা
একলা ঘরে বন্ধুরে লয়ে
কতই করি জানাজানি।।

ত্যাজ্য করি গৃহকর্ম
বুঝি আমার বন্ধুর মর্ম
পাড়াপড়শি জানতে পারলে
কতই করে কানাকানি।।

আজাহার বলে ঘুমে থাকি
হাত বাড়ায়ে বন্ধুরে দেখি
কে জানে কি দেয় যে ফাঁকি
বন্ধুরে লয়ে টানাটানি।।

(৫)

স্থূলপদ্মে রাধা বিরাজিত
সুক্ষ্মপদ্মে কৃষ্ণ আছে
তাইতে অনাদির আদি গোবিন্দ
প্রমাণিত ভক্তের কাছে।।

একা কৃষ্ণ কারো দ্বারে বাঁন্ধা নয়
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিছে সদায়
যথা ভক্তি পায়, তথায় তিনি যায়
কৃষ্ণ ভক্তের হইয়াছে।।

কে বলে রাধার কৃষ্ণ হয়
তবে কেন বাঁধা বৃন্দাবনে কাঁদিয়া বেড়ায়
কুব্জা ভক্তিতে কৃষ্ণ পায়
কৃষ্ণ ভক্তের ভাবে রইয়াছে।।

যেজন অনুরাগী হয়
নীল বর্ণ কায়া ভক্ত দেখতে পায়
হৃদিপদ্মে রয়, দূরে কিন্তু নয়
ফকির আজাহার বলে নিকটেতে আছে।।

(৬)

এবার আমি রূপে মরে গড়ে
গৌর হয়েছি
গোরা রূপ হৃদয়ে ধরে
অষ্ট অঙ্গ গড়েছি।।

গৌর আমার নয়নতারা
ঐ রূপে সে রূপ নিহারা
রূপে স্বরূপ স্বরূপে রূপ
ঐ রূপ আমি হেরেছি।।

গৌর আমার মাথার মণি
গৌর আমার অষ্ট ফণী
রূপে মজে রূপের খনি
স্বরূপে রূপ পেয়েছি।।

আমার ফল ফলেছে এতকালে
আজাহার ফকিরে বলে
ইমান সাঁইজীর চরণতলে
হৃদয়ে হার গেঁথেছি।।

(৭)

থাকিতে কুলের বড়াই
গৌরচাঁদকে পাওয়া দায়
কুল খেয়ে সই লাগলে কূলে
তার কুলের বড়াই অমনি পালায়।।

কুলনাশিনী হও গে আগে
থাকো মনের অনুরাগে
তবেই যদি মিলে ভাগ্যে
দুই কূল সই নদীতেই নাই।।

এপারে কূল ঐপারে কূল
কূল নিয়ে সই সবাই ব্যাকুল
গৌরচাঁদ হয় কুলের মুকুল
ভাঙলে মুকুল কূল থাকে না।।

পেতে যদি ইচ্ছা করো
পতি ছেড়ে সতী হরো
সতীত্বের সত্তায় গৌর হের
ফকির আজাহার একুলে ঐ কুল না পায়।।

(৮)

অষ্টধাতুর তরীখানা যার
তরী যায় না মারা নোনা গাঙে
পার হবে সে অনিবারে।।

ঢেউ লেগে ডোবে না তরী
গুনবোঝাই মারছে ভারি
ধীরে ধীরে চালায় তরী
সওদার বন্দরে লাগায়।

মাল বেঁচে আর মানি পুরে
যমদুয়ারে ডঙ্কা মারে
আসবে কি যম পালায় ডরে
রসিক ব্যাটার এমনি খায়।।

তরীর মাপ চোদ্দ পোয়া
ছয় জনেতে খেলছে জুয়া
আজাহর কয় হসনে মোয়া
তার কাছে সকলে হার।।

(৯)

ঘরে জ্বালগে প্রেমের বাতি
প্রেমিক কি আর যায় রে মারা
যেমন সত্যবান আর ঐ সাবিত্রী।।

প্রেম আফরে পিটায় দিলে
মনের ময়লা যাবে চলে
দেখতে পাবি হৃদকমলে আত্মার কেমন জ্যোতি
দুই আত্মা এক আত্মা হলে, যম পারে না তারে ছুঁতি।।

সত্যবানে সর্পে দংশে, যম এসে দাঁড়াল পাশে
সাবিত্রীর আত্মা শেষে যুক্ত হল আসি
তারা এক মরণে দুইজন মরণ
একথা শুনে বড়ো হাসি
প্রেমপীরিতে ভালোবেসে
আগে আত্মা করগে সঙ্গের সাথী।।

চেনে না ভগবান কোন জন
স্বামীপদে দেহ বিসর্জন কইরাছে সাবিত্রী
এমনি প্রেমের প্রেমিক হইয়া, করগে সঙ্গের সাথী
ভক্তির জোরে যমালয়ে ছিঁড়লো যমের পুঁথিপাথি।।

উভয়ে উভয় সমর্পণ কইরাছে সে সতী
তার প্রমাণ আছে রজকিনী
চণ্ডীদাসের হয় পীরিতি
ফকির আজাহার বলে শেষের বেলায়
কেউ কারো হবে না সাথী।।

(১০)

নিষেধ করো ওগে বৃন্দে, বাঁশি বাজাতে বনে
বেতাল বাঁশের বাঁশরী, কুল ছাড়ায় বাঁশির তানে।।

বাজায় বাঁশি কালোশশী, মুখে আসে প্রেমের হাসি
ননদিনী করে দোষী, দেখে হাসি বদনে
ননদিনীর কপাল মন্দ, তার অন্তরে নাই প্রেমের গন্ধ
কূটকথাতে করে সন্দ, বাঁধায় দ্বন্দ্ব আমার সনে।।

জুটিলা মোর শাশুড়ি, জোট বাঁধায় আর করে আড়ি
মনে বলে ছেড়ে বাড়ি যায় গহন কাননে
পায়ে আমার সংসার রশি, গলায় কৃষ্ণের প্রেমের ফাঁসি
দুইদিকেতে করে দোষী, বাঁচি আমি কেমনে।।

ফকির আজাহার কয় হলে মরণ
সব দুঃখ হত নিবারণ
দূরে যেত সকল কারণ, ধিক কৃষ্ণহীন জীবনে।।

গণি পাগল

(১)

আল্লা হরি একজনা, ডাকতে ভুল কোরো না
ডাকার মতো ডাকতে পারে কয়জনা।।
প্রাণ খুলে ডাকো তারে, হৃদয় ভরে রাখো তারে,
আসল ঘর চিনলে পাবি, সকল ঠিকানা।।
মনের ঘরে তালা মেরে, দেখো না মওলার কারখানা,
মণিকোঠায় বিরাজ করে, আমার দয়াল রাব্বানা।।
বাধ্য করে ছয় জনা, কু-পথগামী হইও না,
অজ্ঞানে ডাকলে পরে, তারে পাবে না।।
হিন্দু কি মুসলমান, বৌদ্ধ কি খ্রিস্টান,
আদমসন্তান কেউই ভিন্ন নয়।।
বলো হরি বলো হরি বলে, ডাকছে কেহ তুলসীতলে,
জাকাতে কারো নাই মানা।।
হিন্দুদের কালীমাতা মুসলমানের ফতেমা
যোগ করিয়া দেখো না ভবে, চাঁদ মদনের বাণী বলছে পাগল গণি
জাতির গৌরব ছাড়ো না।।

(২)

পাই যেন গো তসকে দিদার দমেতে হরদম
সালাম নিও বাবা, গাউসুল আজম।।
পিরানের পীর অলির অলি, দোস্তগিরি জীলানি
জিন ফেরেস্তা পাই না খবর আসমানি ভেদ রুহানি
নবীর নুরে রওশানে যার ফায়েজে আজম।।
তরিকার ঐ ঝাণ্ডা ধরে আয়না বাবা অন্তরে
মনের আশা পূরণ করো, কান্দি তোমার দরবারে।।
কিঞ্চিৎ দয়া পেলে ধন্য সফল হবে এ জনম।।
বাগদাদে পীর অলির অলি নুরে হাবিব মওলানা
তুহিদ সাগর পাড়ি দিতে তুমি আমার সাধনা।।
পাগল গণি কান্দে মদন পাই না যেন তোর দূর কদম।।

(৩)

খাজা কই কই মিল গয়া আওলাদে রাসুল খাজা
পীরে আউলিয়া।।
এসকে ফানা এসকে দিওয়ানা
এসকে হল রাব্বানা
গায়েবী ফরমানে খাজা আসরাফুল আউলিয়া।।
দরবারেতে কত পাগল আশেক দেওয়ান মাস্তানা
খাস বিহনে জিকির করে এসকে দেওলিয়া।।
খাতুনে এলাহি খাজা সারদারে অলি
আজমিরে ফুটল সে ফুল রাসুলের কলি।।
পাগল গণি বলে জিন্দা অলি মদন বাবা আউলিয়া।।

(৪)

আমার গাওসুল নুরের মওলা মারফতের খনি
সিনাই সিনাই প্রেম সাধনায় শিখায় জিলানি
মওলার তৌহিদের বাণী গাওসুল আজম নুরের মওলা মারফতের খনি।।
খাজার নামের পিয়াসিগণ পান করে, প্রেমের সুধা আসেক দেলে নাম
জপিলে ঘুচিবে রে মনের দিদার ওরে ও আসে কান সদায় জপ অবিরাম
ও তোর নামের গুণে পাষাণ গলে আগুন হইয়া যাই পানে
অনন্তরূপ ধরিয়া আল্লা খেলছেন খেলা রুহানি, গর্ভে থেকে বাঘ হইল
প্রমাণ আছে তাই শুনি, মুর্শিদ বাবা ক্যাবলা বাবা মুরা কাবায়
রূপ নিশানি
গন্ধে চাপা ফয়েজ আলম ইশকে আজম জিলানি
ভয় কি বাবার নাম স্মরণে ছুঁবে কাল শমনে, এই নিদানে তোড় তুফানে
চাঁদ মদন কয় শোন গণি।।

(৫)

ভজো তারে দিবানিশি কামলেওলা, মহম্মদ মুস্তাফা সাল্লেওয়ালা
একিন গাছে নুরের ফুল, ছিল মওলার আরশে
আশেকে মাশেকে ফানা, সে ফুল ধরে অনাসে
পাকজাতে নাম আবদুল্লা, পাঠাইলেন ফুল তাঁর হিল্লা,
ফুলের মালা মা আমেনার গলায় পরিল,
মোহম্মদ মোস্তাফা সাল্লেওয়ালা।।
ও পাক কোরাণে একিন, ভুলেতে ভুলো না মন উম্মাতের জামিন
নবী কি পয়গম্বর নায়েবে রাসুল খোদা
তাঁরে ভজো দিবানিশি, ডুবলো বেলা
মোহম্মদ মোস্তাফা সাল্লেওয়ালা।।
চাঁদ মদন কয় আল্লা নবী দেল আরশে খুঁজলে পাবি,
গণি কয় অচিন মানুষ খেলছে খেলা, সে কি যায় বলা
মোহম্মদ মোস্তাফা সাল্লেওয়ালা।।

(৬)

আজমিরের খাজাবাবা শাহেনশা অলি
গাইলে নামের গজল, করিলে জগৎ পাগল
দমে ছিল মওলা নামের এসমে জালালি।।
চিস্তিয়াতে মাতৃকুল, বাগদাদে ফুটিল ফুল

আজমিরে হল খাজা প্রেমের দুলালি
শাহ জালাল পরাণ প্রিয়া, যে প্রেমের প্রেমিক হইয়া
ঢাকায় গড়িলেন মিনার শাহা আলি।।
খাজার প্রেমে কত পাগল দরবেশে অলি
মরেও তারা অমরনগর গিয়েছে চলি,
একদিন খাজার গজলে আরশ মহল যায় টলে
এসমে হাদি নাম দিল তার হিন্দে কাওয়ালি।।
নামে খাজা প্রেমে রাসুল রুহানিতে প্রেম শিখায়
অলি আল্লা বাঁকা বিল্লা দেল আশকে ফানা হয়
পাগল গণি কয় তার প্রমাণ, হিন্দু কি মুসলমান
সবাই বলে, দিও খাজা চরণের ধুলি।।
আজমিরের খাজাবাবা শাহেনশা অলি।।

(৭)

আল্লা মেহেরবান তুমি মালিক ও সুভান
তাজ নুরে আম্বিয়া, সৈয়দে সুলতান।।
স্বপ্ন দেখান ইব্রাহিমকে, কোরবানি দাও ইসমাইলকে,
এসকের খেলা অগ্নিকুণ্ডে, বানাও ফুলবাগান।।
এসকে রাসুল নবী অলি, মা ফতেমা হজরত আলি
নামের মহিমার নাই তুলনা, গাইতে মওলার গুণগান।।
সৃষ্টি হতে পাক পরোয়ার পাঠাইলে তুমি পীর পয়গম্বর
সাহেদুল আম্বিয়া হাবিব বানাও জিন ইনসান।
মওলার কুদরতে বানাইলা, নুরের জ্যোতিতে পাহাড় জুড়ে সুরমা হল
পাগল গণি কেঁদে বলে থাকতে সাঁই মদন চাঁদ।।

(৮)

চল মুসাফির চল কাফেলায়, যায় মদিনায় কামলেওয়ালা
রহম করো আল্লা তুমি, পাকজাতে করো আল্লা
চল মদিনায় কামলেওয়ালা আল্লার নুরের রওশানিতে
এলেন নবী মানব সুরতে, জিন্দা নবী চায় খান্দানে
নাম মহম্মদ এসকের পিয়ালায়
চার মাজারে চারজন ইমাম
জাহের বাতুন রাসুলে কাম
একিন কর বেখুদির নাম, জপ সবে দমের মালা।।
তৌহিদ কালাম পাঠ কোরাণ খানি, একিন কর দিলের পানি
পাগল চাঁদ মদন কয় আয়রে গণি
গাওসুল আজম বাকা বিল্লায়।।

(৯)

শুভান আল্লা আলহাম দুলিল্লা ইয়া রাসুল আল্লা ইয়া হাবিব আল্লা
দমে দমে পড় সবে আল্লা হু আল্লা ইয়া রসুল আল্লা ইয়া রসুল আল্লা
এই নামের রওশানিতে মজনু পাগল লায়লা তাতে
সিরি পাগল ফারহাদে, আল্লাতে পাগল নবী কামলেওয়ালা।।
এই নামে হয় ফকির দরবেশ এই নামে হয় আবেদারে
গাওস কুতুব আউলিয়ার নামে ফানা ফিল্লা।।
ডাক ইলাহি খাস নাম ধরে, ডাক তারে দিল হুজুরে
পাগল গণি কয় কোন নিহারে কলেমা লা ইলাহি ইল্লালাহা
দমে দমে জপ সব আল্লা হু আল্লা।।

(১০)

দরবারে লাখো সালাম আওয়ালে অলি
আয় খাজা গরীবের নেওয়াজ খাজা হিন্দের অলি।।
এলহামে আউলিয়া খাজা রাসুলের ভেদ রুহানি
ওয়াজেবুল অজুদ মঞ্জিল তালেমে পায় এলমে নাদুনী
রুহানি জায়েজে খাজা নাম এসমে জালালি।।
মানব সুরতে এলেন খাজা পেয়ে রাসুলের ফরমান
খাজার প্রেমে হিন্দু জাতি হইলেন মুসলমান
রহমতের মাছভাণ্ডারী পাক রাসুলে কলি।।
তৌহিদে ভাণ্ডারী মুর্শিদ নায়েবে রাসুল
কাতলামারী অমর নজর ফুটালো নুরের ফুল
মদন বাবা জিন্দা অলি গণি চায় পাক চরণের ধূলি।।

সাধন দাস বৈরাগ্য

(১)

আত্মতত্ত্ব

ওগো -- কে গো, তুমি ঢুকলে ঘরে,
আমার মনের দুয়ার খুলে।
আমার প্রাণ অপানে লাগল দোলা
তোমার চরণ পরশ পেয়ে।।

আমার কুণ্ডলিনী উঠল জেগে,
পাড়িয়ে মাথা মণিপুরে,
আমার সাধিষ্ঠানে বাজল বাঁশি,
আমার গেল প্রেমের দুয়ার খুলে।।

তোমার পরশ পেয়ে ধন্য হলাম,
আমি মনের মাঝে মন হারালাম,
আমি জ্যান্তে মরা হয়ে আছি,
আছি তোমার প্রেম হিল্লোলে।।

সাধনের বারো দুয়ারে পড়ল চাবি,
সাধন দেখছে শুধু তোমার ছবি,
ও তার হৃদয়ের ঐ গোপন দ্বারে
শুধু তোমার প্রেমের ঢেউ উথলে।।

(২)

রাধা-প্রেম

ওগো কে গো তুমি বাজাও বাঁশি
আমার হৃদি পদ্ম বনে।
তোমার বাজে বাঁশি মধুর স্বরে,
আমি শুনি সদাই প্রাণ-অপানে।।

তুমি বাজাও বাঁশি এমনি সুরে,
ওগো যে সুরে প্রাণ মাতাল করে,
আমি থাকি সদাই তারই ঘোরে,
শুধু তোমায় ভাবি মনে মনে।।

তোমার বাঁশিতে কি জাদু আছে,
ওগো যে শুনেছে সেই মজেছে,
ও তার ধর্মাধর্ম সবই গেছে,
শুধু তোমায় ভজে নিশিদিনে।।

ফকির সাধনের এই হৃদমন্দিরে,
তুমি বসে আছো প্রাণ আলো করে,
ও যে তোমার দ্যাখে চক্রে চক্রে
তোমায় ভজে সদাই নিরজনে।।

(৩)

আত্মতত্ত্ব

ওরে মন -- আত্মায় আত্মায় করবি পীরিত,
বল বল অন্য লোকে জানবে ক্যানে।
শুধু তুই জানিবি, আর সে জানিবে,
ওরে আর যেন কেউ নাহি জানে।।

পীরিত তো নয় লোক দ্যাখানি,
পীরিত তো নয় লোক জানানি,
আমি সেই পীরিতকেই ধন্য মানি,
খ্যাপা পীরিত হয় মনে-প্রাণে।।

ওরে -- হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেম, রসিকে, রসিকায় জানে,
তারা আত্মায়, আত্মায় কয় যে কথা,
ওরে -- অন্য মানুষ কেউ না শোনে।।

সাধন পীরিত করে, চক্রে চক্রে
পিরীত করেরে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে,
মা গোঁসাই বিলায় যে প্রেম অকাতরে
ও সে ধর্মাধর্ম নাহি মানে।।

(৪)

সাধনতত্ত্ব

পিতৃবস্তু অমূল্য ধন করো যতন,
ওরে মন -- হেলাতে হারাও না।
নিজ আত্ম সত্ত্বা, পিতৃবস্তু
যাঁর হয় না কোনো তুলনা।।

সদা রাখো তারে যতন কোরে,
গুরুর বাক্য শিরে ধরে,
এবার জিয়ন্তে মন থাকো মরে,
রমন যুদ্ধেতে প্রাণ হারাও না।।

সদা সর্বদা মন থাকো চেতন,
হোয়ো নাকো আর অচেতন,
সদা মনের মানুষ করো যতন
অচেতনে আর থেকো না।।

ফকির সাধন মলো কর্মদোষে
প্রাণ হারালি অবশেষে,
দরবেশ মা গোঁসাই কয় হেসে হেসে
ও তুই -- মনের মানুষ চিনলি না।।

(৫)

মনশিক্ষা

ওরে মন, হোস নারে তুই মর্কট বৈরাগী।
(বানরের মতন) ওরে অন্তরে তোর ভোগবাসনা,
ও তুই বাইরে হলি বিবাগী।।

নিলি তুই তিলক মালা, কোপিন ঝোলা,
ওরে গেল না তোর কামের জ্বালা,
ও তুই জপলি শুধু কাঠের মালা,
মন মালা না জপিলি।।

ও তুই হিংসা নিন্দায় সদাই মত্ত,
না হলে হৃদে গুরু বর্ত্ত,
বুঝলি না তুই আত্মতত্ত্ব,
না হলি রে অনুরাগী।।

সাধন তুই ঘর ছেড়ে বৈরাগী হলি,
পুনঃ মায়াজালে জড়িয়ে গেলি
সদাই কামানলে পুড়ে মলি,
ও তোর ষড়রিপু হল বাদী।।

(৬)

গুরুতত্ত্ব

দয়াল গুরু তুমি সর্ব সারাৎসার।
আমি তোমার প্রেমে আছি মেতে
তুমি সর্ব মূলাধার।।

যে মেতেছে তোমার প্রেমে
সে মজে না আর অন্য প্রেমে
তোমার প্রেমসাগরে যেজন নামে
সে ঐ সাগরেই দেয় সাঁতার।।

তোমার প্রেমসিন্ধু নীরে
যে ডুবেছে সেই গভীরে
সে তো কভু উঠতে নারে
তার নাই কোনো আচার বিচার।।

তুমি কৃপা করো যাঁরে
সেই তো গেল ভবপারে
ফকির সাধন কেঁদে মরে
মা গোঁসাই ছাড়া নাই উদ্ধার।।

(৭)

সাধনতত্ত্ব

তারে ধরবি কোন কৌশলে রে।
সেতো আপন ইচ্ছায় যায় আর আসে,
কারো কথা নাহি শোনে।।

স্বতন্ত্র সে আনন্দময়,
যখন যেখানে খুশি, সেইখানেই রয়,
নামটি যে তার হয় প্রেমময়,
তারে বাঁধতে হয় প্রেম শিকলে।।

তারে ধরতে পারে প্রেমিক সুজন,
সেতো আনন্দে আর প্রেমে মগন,
তার প্রেমই মন্ত্র, প্রেমই তন্ত্র,
ওগো প্রেমেতেই সে যায় যে গলে।।

ফকির সাধন কাঁদে মাথা ধরে,
ও সে মনের মানুষ ধরতে নারে,
দরবেশ মা গোঁসাই কয় সহজ হল্করে
সহজেই সেই ধন মেলে।।

(৮)

নারীতত্ত্ব বা প্রকৃতিতত্ত্ব

নারী হয় আনন্দময়ী -- পুরুষ হয় আনন্দময়।
আনন্দে আনন্দে মিলি
দেখো দুই আনন্দে হয় প্রেমময়।।

নারী হয় আনন্দের ভাণ্ডার,
পুরুষ পূজা করে তাহার,
সেথায় স্বসুখ কামীর
নাইকো কারবার
প্রেমিক প্রেমানন্দে পাগল হয়।।

দেখো নারী হল কল্পতরু,
নারী প্রেমদাতা জগৎগুরু,
তার কাছে যে যাহা চায়,
সে তাহাই পায়,
নারী কাহাকেও দুঃখ না দেয়।।

ভবে যেজন বুঝেছে ভাই নারীর অর্থ,
সেই তো পেল পরমার্থ,
দেখ নর-অরি হয় গো নারী
নারী কখনও কাহারো শত্রু নয়।।

ফকির সাধন মজে নারীর প্রেমে,
ও সে জাত কুল মান সকল ত্যেজে
দেখো সদাই গো নারীকে ভজে
সদাই নারীর চরণতলে
পড়ে রয়।।

(৯)

আমাদের হৃদয়টা হোক আকাশের মতন।
আমাদের হৃদয়টা হোক সাগরের মতন।
সারা বিশ্বটাই তো আমাদের গ্রাম
সবাই মোদের প্রিয়জন।।

ভালোবাসা মন্ত্র মোদের, প্রেমই হল পূজা,
নেইকো কোনো বিভেদ মোদের
আমরা প্রেমেতেই আছি মগন।।

আমরা একটা সুরে সুর মিলিয়ে গাই যে সাম্যের গান
আমরা মানুষ ভজি মানুষ পুজি
দেখি মানুষে মানুষ রতন।।

ধর্মা ধর্ম নাইকো মোদের
আমরা প্রেমানন্দে ভাসি
আমাদের প্রেমই ভজন প্রেমই পূজন
দরবেশ মা গুঁসাই কয় শোন সাধন।।

(১০)

দৈন্য

কতদিনে দীনের প্রতি, দয়া করবেন সাঁই।
আমার সাধন ভজন কিছুই নাই।।
কবে নিজগুণে কৃপা কোরে
(দয়াল আমার) তুলে নেবে ঘাড়ে ধরে,
আমার সাধ্য-সাধন কিছুই নাইরে,
আমার সাঁই ছাড়া আর গতি নাই।।

আমি অতি পাপী, অতি পামর,
সাঁই আমার দয়ার সাগর,
আমি সেই সাগরে ডুবটি মেরে,
বসে আছি সর্বদাই।।

সাধন, ভজন সাধন নাহি জানে,
সদা মনটি আছে, সাঁইয়ের চরণে।।
অনন্ত কোটি অপরাধ ক্ষমা কোরে,
চরণে স্থান দিল মোর মা গোঁসাই।।

(১১)

ওরে খ্যাপার মন আমার --
সেই বাজারে কারো রেহাই নাই।
ওরে -- সেই বাজারে ঢুকতে হলে
খ্যাপারে -- দীনহীনের ভাব ধরা চাই।।

সেই বাজারের প্রথম দ্বারেতে,
মা ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছে, অসি হাতেতে,
সেথায় নত হোয়ে না ঢুকিলে
খ্যাপারে -- জীবনে আর বাঁচবি নাই।।

যেজন দীনহীনের ভাবটি ধরে,
সেই বাজারে প্রবেশ করে,
তাকে মা কৃপা করে দেয় পার করে,
ও সে আনন্দে পার হয়ে যায়।।

ফকির সাধন রে তোর নাইকো সে ভাব,
ও তোর -- মূল ভাবেতেই ঘটল অভাব,
ওরে -- গেল না তোর পূর্ব স্বভাব,
ও তুই মা গোঁসাইয়ে ভজলি নাই।।

(১২)

প্রেমতত্ত্ব

দেখলাম এক রূপের পাগল, ভাসছে রসে।
ও সে ভাবে-প্রেমে মাতোয়ারা, আছে সদাই প্রেমাবেশে।।

ও যে পঞ্চরসে, পঞ্চগুণে,
খেলছে খেলা পঞ্চবাণে,
তারে বুঝবে না কেউ রসিক বিনে,
রসিক হলেই বুঝবে তাকে।।

ও তার নাইকো রে স্বসুখ বাসনা,
নাইকো রে তার স্বসুখ লালসা,
সদাই হৃদয়ে তার প্রেমের তৃষ্ণা
ও সে প্রেমসাগরে সদাই ভাসে।।

মা গোঁসাই ভাসছে সদাই ভাবাবেশে,
ও সে আছে সদাই প্রেম পিয়াসে,
ফকির সাধন সদাই ভাবছে বসে
সেই পাগলের সঙ্গ আশে।।

(১৩)

ধ্যানঘর

তাঁর কৃপা তার যোগ্য জনে।
দেখো -- না হইলে তার কৃপার যোগ্য,
তিনি দেন না কো সেই রত্নধনে।।

হলে শ্রীগুরুরই কৃপাধন্য,
ভবে তারই হয়গো জীবন ধন্য,
সদাই তাকে করে মান্য,
দেখো পুজ্য হয় সে ত্রিভুবনে।।

অযোগ্য কি জানতে পারে,
গুরু কৃপা কোরে জানান যাঁরে,
দেখো -- সেই যায় গো ভবপারে,
যেজন মিশে আছে গুরুর মনেপ্রাণে।।

ফকির সাধন রে তুই হলি না যোগ্য,
ওরে -- এমনি তোর হয় দুর্ভাগ্য,
দরবেশ মা গোঁসাইয়ের প্রেমের ছন্দ
এবার ভাব নারে তুই রাত্রদিনে।।

(১৪)

(আমার) মন চলো যাই গুপ্ত বৃন্দাবন।
যেথায় রাধা সনে রতি রসে,
ওগো -- মত্ত আমার কৃষ্ণধন।।

সেথায় নিত্যলীলায় নিত্য হৃদয়ে রাস
রসিক সুজন সেই বনেতে সদাই করে বাস,
তারা নিত্য নিত্য নিত্যের দেশে
নিত্য করে প্রেমের আস্বাদন।।

সেই বৃন্দাবন হয় সাড়ে তিন রতি,
সেথায় প্রেমিক সুজন প্রেমে মত্ত রয় দিবারাতি,
সেথায় নাইকো পুরুষ নাই প্রকৃতি,
সদাই আত্মায় আত্মায় হয় রমন।।

ফকির সাধন সেই বৃন্দাবনেই রয়,
ও সে বৃন্দাবনের বৃন্দে দূতীর নিয়েছে আশ্রয়,
দরবেশ মা গোঁসাই তার আছে সদয়
সদাই বিলাচ্ছে গো প্রেমরতন।।

(১৫)

গুরুতত্ত্ব

একবার ভজো প্রেমানন্দে, মনেরই আনন্দে
ভজো ভজো ভজো ভজো গুরু হরি।
ভজো বিধিমার্গে, ভজো রাগমার্গে,
ওরে মন -- রাগানুগা ভাবে সাধ্য-সাধন করি।।

অকৈতবে করো শ্রীগুরুর ভজন,
কৈতবেতে ওগো মেলে না সে ধন,
গুরু প্রেমেরই মহাজন
গুরু প্রেম রত্ন ধন
এবার গুরুপদ রহে ঃ দাও গড়াগড়ি।।

অধিরূঢ় ভাবে ভজো মন শ্রীগুরু
দ্যাখো -- প্রেমদাতা গুরু হয় কল্পতরু
গুরু নিত্যানন্দ, গুরু চিদানন্দ,
থাক শ্রীগুরুর বদন সর্বদাই নেহারি।।

ফকির সাধন ভজে গুরু মনেরই আনন্দে,
হয়ে প্রেমানন্দে মগন, থাকো চিদানন্দে,
তাঁর গুরুই হয় গোবিন্দ, থাকো তার পদারবিন্দে,
অনায়াসে যাবে ভব সিন্ধু তরী।।

পরিশিষ্ট

মহাজননামা

পদচিহ্ন

মহাজনদের পদ ধরেই বাংলার বাউল-ফকির-ভাবগানের পথ চলা। এসব গান যারা রচনা করেছেন তাঁদের অনেকে রীতিমতো পড়াশোনা করা তত্ত্বজ্ঞ। আবার অনেকেই প্রথাগত শিক্ষার পথ না মাড়ানো মানুষ। সব গানেই একটা জিনিস খুব সাধারণ -- তা হল প্রতিটি পদকর্তার একেবারে নিজের রঙে, নিজের ঢঙে মানুষ-ঈশ্বর-জগৎ-জীবন সম্পর্কে ভিতর থেকে উঠে আসা এক উপলব্ধি। সেই উপলব্ধির এতটা জোর যে আমাদের চমকে উঠতে হয়। সময় গড়ালেও ভাবনার জোরে গানগুলি ভক্ত-শ্রোতাদের মনে আলোড়ন তোলে। বাংলার লোকগানের গায়করা যতটা আলোচিত এবং আলোকিত, পদগুলির স্রষ্টারা কিন্তু ততটা নন। আমরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকটা নাম শুনি। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশের কোনো পরিচয় জানি না। জানার কোনো চেষ্টাও নেই। শ্রুতিনির্ভর এই ঐতিহ্যে এখনও অনেক পদ রয়ে গেছে কিন্তু হারিয়ে গেছে তার চেয়ে অনেক বেশি পদ। পদকর্তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য এই সামান্য প্রয়াস। বাউল-ফকিরি-ভাবগানের চলার পথ জানতে হলে তার স্রষ্টাদের পদচিহ্ন ধরে চলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। বাংলা লোকগানের ধ্রুবপদ এঁরাই বেঁধে দিয়েছেন।

মহাজননামা
বাউল-ফকিরি পদকর্তা (মহাজন) পরিচয়

লালন ফকির ঃ নিজের জাত ও ধর্ম সম্পর্কে এক জিজ্ঞাসার উত্তর লালন দিয়েছিলেন তাঁর গানে, 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে / লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে'। তত্ত্ব, ধর্ম, লোকশিক্ষা এভাবে বারবার মিশে গেছে তাঁর গানে। সবদিক থেকে বিচার করলে বাউল গান রচয়িতা হিসাবে লালন ফকির সর্বশ্রেষ্ঠ। মূল তত্ত্বজ্ঞান, সাধনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, বৈষ্ণবশাস্ত্র এবং সুফিতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান, ইঙ্গিতপূর্ণ এবং ব্যঞ্জনাবাহী করে বলবার কৌশল তাঁর গানগুলোতে এক অনন্য মাত্রা যোগ করে। এই কৌশল ছিল তাঁর সহজাত। কত সহজেই তিনি লেখেন, 'এমন মানব জনম আর কি হবে / মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে'। সহজ কাব্যগুণে গানগুলো বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। গানগুলোতে রচয়িতার সংগীতজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। লালন সাঁই-এর জীবন সম্পর্কে বিশদ কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁর রচিত ২৮৮টি গানই এক মানবতাবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ জীবনের পরিচয়।

অবিভক্ত বাংলায় কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি থানার ভাড়ারা গ্রামে ১৭৭৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে নানা ঘটনাক্রমে তিনি কুষ্টিয়ার মলম শাহের আশ্রয়ে লালিত হন এবং ছেউরিয়াতে স্ত্রী ও শিষ্য সহ বসবাস করতেন। এখানেই তিনি সিরাজ সাঁই দ্বারা প্রভাবিত হন। লালন বিশ্বাস করতেন, সকল মানুষের মাঝে বাস করে এক মনের মানুষ। ইতিহাসে তাঁর পরিচয় তিনি মানবতাবাদী। ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর কুষ্টিয়ার ছেউরিয়াতে তাঁর দেহাবসান হয়।

দুই বাংলাতেই লালন ও তাঁর গান নিয়ে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। এই উপমহাদেশে গল্প, কবিতা ও গানে তিনি বার বার ফিরে এসেছেন। তাঁকে নিয়ে হয়েছে তথ্যচিত্র। ১৯৯২ সালে অ্যালেন গিনস্‌বার্গ তাঁকে নিয়ে 'আফটার লালন' নামে একটি কবিতা লেখেন। লালনের জীবনকে আশ্রয় করে গৌতম ঘোষ বানিয়েছেন 'মনের মানুষ' নামে একটি জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি। 'লালন' নামে আরেকটি ছবি বানিয়েছেন বাংলাদেশের বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার তানভির মোকাম্মেল।

ফকির পাঞ্জু শাহ ঃ লালনের মৃত্যুর পর সারা বাংলার বাউল-ফকির মহলে লালনের মতোই সম্মান লাভ করেছিলেন ফকির পাঞ্জু শাহ। আনুমানিক ১৮৫২ সালে (শ্রাবণ, ১২৫৮ বঙ্গাব্দ) যশোর জেলার শৈলকূপা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে পাঞ্জু শাহের জন্ম। পিতা খাদেম আলি খোন্দকার সাহেবের তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র। পাঞ্জু শাহের বাবা ছিলেন বাংলা ভাষা শিক্ষার বিরোধী একজন গোঁড়া মুসলমান। তিনি তাঁকে আরবি, ফার্সি ও উর্দু শেখাতে প্রবৃত্ত হন। পাঞ্জু শাহ বাংলা শেখেন গোপনে। এই শেখাটা যে বিফলে যায়নি তার প্রমাণ পাঞ্জু শাহ রচিত গানগুলি। তখন যশোর জেলার হরিশপুর গ্রামে সকল শ্রেণির হিন্দু ও মুসলমান মিলিত ভাবে বাস করত। ফকিরদের মধ্যে জহরদ্দিন শাহ, পিজিরদ্দিন শাহ, লালন শিষ্য দুদ্দু শাহ এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে মদনদাস গোস্বামী, যদুনাথ সরকার, হারানচন্দ্র কর্মকার প্রভৃতি সমবেত ভাবে বাউল-ফকির গান ও সিদ্ধান্ত আলোচনায় তৃপ্তি লাভ করতেন। এসবের বিরোধী পিতার মৃত্যুর

পর পাঞ্জু শাহ হেরাজতুল্লা ফকিরের কাছে দীক্ষা ও খেলাফত লাভ করেন। তাঁর বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে রয়েছে 'ঘুমায়ে থেকো না রে মন নয়ন খোলো', 'দম টানো মন দমের খবর জেনে'র মতো অজস্র বাউল-ফকিরি গানের পদ। এছাড়াও লিখেছেন 'ইস্কি ছাদেকি গওহর' নামে একটি গ্রন্থ। ৬৩ বছর বয়সে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জু শাহের মৃত্যু হয়।

দুদ্দু শাহ ঃ সাধক পদকর্তা দুদ্দু শাহ লালন ফকিরের অন্যতম প্রধান শিষ্য। তিনি পাঞ্জু শাহ-র থেকে একটু বড়ো ছিলেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম দবিরুদ্দিন। যশোর জেলার হরিণাকুণ্ডু থানার হরিশপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম বেলতলায় ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে দুদ্দু শাহের জন্ম। পিতার নাম মহম্মদ ঝড়ু মণ্ডল। বাল্যকালে শ্রীনাথ বিশ্বাসের পাঠশালায় ভর্তি হন। পরবর্তীকালে বাড়ি থেকেই আরবী, পার্শি শিক্ষা করেন। মদনদাস গোস্বামীর কাছে শেখেন সংস্কৃত। তিরিশ বছর বয়সে যশোর, নবদ্বীপ, নদীয়া ভ্রমণ করতে করতে তিনি কুষ্টিয়ায় আসেন এবং লালনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে তিনি অসংখ্য পদ রচনা করেন এবং খ্যাতিলাভ করেন। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত দুদ্দু শাহ প্রথমে লালনের বিরোধী ছিলেন। লালনকে বাহাস বা ধর্মীয় তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। সেই তর্কে পরাজিত হয়ে দুদ্দু শাহ লালনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই তর্কযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়েই দুদ্দু লিখেছিলেন 'বাহাস করতে এসে বয়াত হইনু / আমি অতি অভাজন লালন সাঁই বিনু'। তাঁর লেখা আরেকটি বিখ্যাত পদ হল 'বাউল বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে তো ভাই / বাউল ধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবে যোগ নাই'। গভীর তাত্ত্বিক উপলব্ধি ছিল বলেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন 'যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল।' ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

কুবীর গোঁসাই ঃ নদীয়া জেলার চুয়াডাঙার মধুপুর গ্রামে এক যুগী তাঁতি বংশে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে কুবীর সরকারের জন্ম। কবিয়াল হিসাবে বিখ্যাত এই মানুষটি একইসঙ্গে ছিলেন বাংলার গৌণধর্মের এক বড়ো মাপের তত্ত্বজ্ঞ। নদীয়ার চাপড়া থানার বৃত্তিহুদা গ্রামের সাহেবধনী গুরু চরণ পালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ওই গ্রামেই ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি প্রায় ১২০০ পদ রচনা করেছেন। বৃত্তিহুদায় তাঁর সমাধিক্ষেত্রে বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর স্মরণে উৎসবের আয়োজন করেন ভক্তরা। কুবীর গোঁসাইয়ের লেখা বিখ্যাত গান 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন / তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন।' অন্যান্য বিখ্যাত পদগুলির মধ্যে রয়েছে 'লক্ষ্মী আর দুর্গা কালী, ফাতেমা তারেই বলি, / যার পুত্র হোসেন আলি মদিনায় করে খেলা', 'আল্লা আলজিহ্বায় আছে / কৃষ্ণ থাকে টাকরাতে / রাম কি রহিম করিম কালুল্লা কালা / হরি হরি এক আত্মা জীবনদত্তা / এক চাঁদে জগৎ উজালা।' কুবীর গোঁসাইয়ের গানের খাতা তাঁর সমাধির পাশে জন্মভিটায় ভক্তরা সংরক্ষণ করে রেখেছেন।

যাদুবিন্দু ঃ বর্ধমান জেলার সমুদ্রগড়-এর কাছে পাঁচলাখি গ্রামে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে যাদুবিন্দুর জন্ম। তিনি ছিলেন কুবীর গোঁসাইয়ের প্রধান শিষ্য। তাঁর প্রকৃত নাম যাদব অথবা যাদু, সাধনসঙ্গিনীর নাম ছিল বিন্দু। যাদু এবং বিন্দু মিলিয়ে তাঁর নাম হয়েছিল যাদুবিন্দু। তিনি মারা যান ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে। পাঁচলাখিতে যাদুবিন্দুর সমাধির ভগ্নাবশেষ বর্তমান। সারা বাংলার বাউল-ফকিরদের মধ্যে তাঁর পদগুলি খুব জনপ্রিয়। বাংলার অন্যতম গৌণধর্ম সাহেবধনী সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখ্য পদকর্তা ছিলেন তিনি। গানের মধ্যে দিয়ে তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত পদগুলির মধ্যে রয়েছে, 'আমাকে ছুঁসনে তোরা সজনী / আমাকে জাত মেরে রেখেছে ঘরে গৌরাঙ্গ গুণমণি', 'বুড়ো কি ছোকরা মাক্‌ড়াকে দেখলাম না একবার।'

দীন শরৎ ঃ শরৎ গোঁসাই নামেই তিনি বেশি পরিচিত। জন্ম ১৯০৪ সালে ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় কেন্দুয়া থানার অন্তর্গত সাজিউড়া গ্রামে। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন শরৎ ৯ বছর বয়সে অন্ধ হয়ে যান এবং বাকি জীবন গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। ১৯৬৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে রয়েছে 'দুই নারীর তত্ত্ব জানিতে', 'ভুলিতে পারিনে সে রূপ', 'সুমতি কুমতি দুটি কন্যা।' গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরের ধাঁচে লেখা তাঁর গানগুলি একসময় সাধক ও গায়কদের মুখে মুখে ফিরত।

হাউড়ে গোঁসাই ঃ হাউড়ে গোঁসাই-এর পিতৃদত্ত নাম মতিলাল স্যান্যাল। জন্ম ১৭৯৬ সালে বর্ধমানের মেড়াতলা গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে। পিতা হলধর স্যান্যাল ও মাতা শ্যামাসুন্দরী। খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। ছোটোবেলায় তিনি তাঁর নিজের মায়ের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে আচার্য বশিষ্ঠানন্দ স্বামীর কাছে সনকানন্দ স্বামী নাম ধারণ করেন। এরপর নদীয়ার প্রহ্লাদ গোস্বামীর সংস্পর্শে বৈষ্ণব শিক্ষা পান ও হাউড়ে গোঁসাই নামে পরিচিত হন। জীবিত অবস্থাতেই তাঁর গানের বই 'তত্ত্ব-সাধন-গীতাবলী' নামে প্রকাশিত হয়। পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বজিজ্ঞাসার পাশাপাশি তাঁর পদগুলিতে শাক্ত ও শৈব সাধনার ঐতিহ্য মিশেছে সহজভাবে। তাতে কোনো পাণ্ডিত্যের অহংকার নেই। তাই তিনি সহজেই লিখতে পারেন, 'হরি কোন দেবতা থাকেন কোথা / জানতে তাই ইচ্ছা করি /

হরির বরণ কেমন, গঠন কেমন কিবা রূপের মাধুরী' কিংবা 'মায়া গঙ্গা যমুনা সরস্বতী'র মতো গান। দুই বাংলায় তাঁর গান শ্রদ্ধার সঙ্গে গাওয়া হয়। নাদবিন্দু গোস্বামী প্রমুখ তাঁর অসংখ্য শিষ্য ছিল। 'ভাবলহরী'র সংকলক মনুলাল মিশ্র তাঁর বহু পদ সংগ্রহ করেছেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর মৃত্যু হয়।

শাহ আবদুল করিম (১৯১৬-২০০৯) ঃ বিখ্যাত বাউল গায়ক, গীতিকার শাহ আবদুল করিমের জন্ম সিলেটের সুনামগঞ্জে। খুব গরিব ছিলেন বলে তাকে ক্ষেতমজুরের কাজ করতে হত। শ্রীপুরের পীর মহলের শাহ আব্বাস মাস্তানের কাছে তিনি বাউল গান শিখেছিলেন। সারা জীবন তিনি নানা সামাজিক অবিচার ও দারিদ্র্যের শিকার হয়েছেন। এসবই তাঁর গানে এসেছে। মানুষের আবেগ, নৈরাজ্য, সমাজ আর ঈশ্বর হয়ে উঠেছে তাঁর গানের বিষয়। সর্বসাধারণের কাছে তাঁর গায়ক হিসেবে পরিচিতি নব্বইয়ের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়া জাগানো অনুষ্ঠানের পর। গান লিখেছেন মোট ১৫০০। এই গানগুলি তাঁর লেখা গানের সংকলন -- আফতাব সংগীত, গণসংগীত সহ মোট ৬টি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর কিছু গান ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে রয়েছে -- 'আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম', 'গাড়ি চলে না চলে না', 'সখী কুঞ্জ সাজাও গো', 'আর কিছু চাই না মোর গান ছাড়া' ইত্যাদি।

রাধারমন দত্ত (১৮৩৩-১৯১৫) ঃ বাংলাদেশের প্রবল জনপ্রিয় কবি, গীতিকার ও সুরকার। সিলেটের ধামালি গানের একজন প্রিয় শিল্পী ও গীতিকার। তিনি ৩০০০-এরও বেশি গান লিখেছেন ও সুর করেছেন। ছোটো থেকেই গানবাজনার চর্চা করতেন। প্রথম দিকে তাঁর গানে ছিল বৈষ্ণব ভাবনার প্রভাব। পরে সুফি বিশ্বাস ও বাউল ভাবধারায় প্রভাবিত হন তিনি। এখনও বাংলাদেশে বিয়ের অনুষ্ঠান মানে রাধারমনের গান। গীত ও ধামালি গানের জন্য তিনি বিখ্যাত। 'ভ্রমর কইয়ো গিয়া', 'জলে যাইয়ো না গো রাই', 'কালাই প্রাণটি নিল', 'যুগল মিলন হইল গো' ইত্যাদি বহু বিখ্যাত গানের স্রষ্টা তিনি। রাধারমন দুই বাংলার এক জনপ্রিয় পদকর্তা।

বিজয় সরকার (১৯০৩-১৯৮৫) ঃ কবিগান ও বিচ্ছেদি গানের জনপ্রিয় শিল্পী। আসল নাম বিজয়কৃষ্ণ অধিকারী। বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান বিজয়কৃষ্ণের জন্ম বাংলাদেশের নড়াইলে। স্থানীয় স্কুলে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছেন। তারপর যোগ দেন যাত্রাদলে। এখানেই তিনি কবিগান শেখেন। বাংলাদেশে কবিগান জনপ্রিয় করার ব্যাপারে বিজয় সরকারের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। পরের দিকে তিনি হয়ে ওঠেন বাউল, ভাটিয়ালি গানের শিল্পী। বিরহের ভাব বেশি থাকত বলে তাঁর এই সময়ের গানগুলোকে বলা হত বিচ্ছেদি গান -- রাধা বিচ্ছেদ, কৃষ্ণ বিচ্ছেদ ইত্যাদি। নানা ধারার বিচ্ছেদি গান তিনি রচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি গেয়েছেন গোষ্ঠ গান, সখী সংবাদ ইত্যাদি নানা ধারার গান। তাঁর জনপ্রিয় গানগুলির মধ্যে রয়েছে, 'তোমায় প্রথম যেদিন দেখেছি', 'দুদিনের দুনিয়া রে মুসাফির', 'কোন দেশে যাব গো পাখি, ওরে অবুঝ, তোমার নাম নয়নে মোর' ইত্যাদি গান।

অনন্ত ঃ অনন্তবালা বৈষ্ণবী জীবনচর্যায় ছিলেন যথার্থ বৈষ্ণব। নিরক্ষর অনন্তবালা মুখে মুখে যে গান রচনা করতেন ঈশান নামে তাঁর এক অনুরাগী সেগুলি খাতায় লিপিবদ্ধ করতেন। ভনিতা দেওয়া হত অনন্তর নামে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অনন্তকে রাঢ়ের বাউল বলেছেন। তবে তাঁর যথার্থ পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। তাঁর শতাধিক রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়।

অনন্ত গোঁসাই ঃ কলকাতার মানিকতলায় কোনো একসময় এক প্রাচীন বাউলের আখড়া ছিল। সেইখানে অনন্ত গোঁসাই নামে এক প্রবীণ সাধক ও গায়ক ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে কিছু গান সংগ্রহ করেছিলেন উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

মদন শা ফকির ঃ ভোলাই শা-র করা লালনের গানের পাণ্ডুলিপিতে মদনের একটি পদ নেওয়া হয়েছে। সেই গানটির ভনিতায় ক্ষ্যাপা মদনের নাম পাওয়া যায়। সেই পদটির বেশ কিছু পরিবর্তন করে পরবর্তীতে 'ভাবলহরী গীত' বইটিতে মুদ্রিত হয়। তাঁর লেখা বেশ কয়েকটি পদ ময়ূরাক্ষী অববাহিকায় প্রচলিত গান হিসেবে ব্যবহার করেছেন সরোজ কুমার রায়চৌধুরী।

গোপাল ঃ জন্ম ১৮৬৯ সালে শিলাইদহ গ্রামে, বাবার নাম রামলাল জোয়ারদার, মায়ের নাম মনমোহিনী। আসল নাম রামগোপাল। প্রথাগত শিক্ষালাভের পাশাপাশি রামগোপাল সংগীতচর্চাও চালিয়ে যান। তাঁর সুকণ্ঠে গাওয়া গানে সবাই মুগ্ধ হতেন। বয়স বাড়ার সাথে রামগোপাল ধর্মভাবে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠেন এবং একসময় সংসারধর্ম ত্যাগ করে বাড়ির কাছেই আশ্রম নির্মাণ করে জীবনচর্চা চালিয়ে যান। তাঁর সেই জীবনচর্চায় ছিল সহজিয়া বৈষ্ণব ভাবনা, আরাধনা।

বহু জায়গা থেকে ধর্মপিপাসার্ত মানুষ তাঁর আশ্রমে আসতেন। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেও ধর্মের ভেদাভেদ নিয়ে তিনি যেমন সোচ্চার ছিলেন তেমনি বৈষ্ণবীয় গোঁড়ামিরও তিনি নিন্দা করতেন। হিন্দু ও মুসলিম দু-সম্প্রদায় থেকেই ভক্তরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। লালন সাঁইয়ের মৃত্যুর পর কুষ্টিয়া অঞ্চলে রসিক বৈষ্ণব সাধক হিসাবে তাঁকে গণ্য করা হয়। লালনের প্রভাব তাঁর রচনায় ছায়া ফেলে। ১৯০৫ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, 'গোপাল গীতাবলী'র প্রথম খণ্ড এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় খণ্ড যা মূলত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পদাবলী। বাবা রামলালকেই তিনি গুরু বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে পাঁচজন খ্যাপা পরবর্তীতে গোঁসাই গোপালের পদ ও তত্ত্বের প্রচার করেন। ১৯১২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভবা পাগলা (১৮৯৭-১৯৮৪) ঃ আসল নাম ভবেন্দ্র মোহন চৌধুরী। বাবা গজেন্দ্র মোহন চৌধুরী। মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানার আমতা গ্রামে জন্ম। মানিকগঞ্জ এলাকায় পরবর্তীকালে ভবা পাগলা নামে প্রসিদ্ধি। ১৯৪৭-এর পর তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং বর্ধমান জেলার কালনাতে বসবাস শুরু করেন। এখানে তিনি ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বৈশাখের শেষ শনিবার এখানে এখনও বাৎসরিক উৎসব হয়। দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসেন অগনিত ভক্ত। তাঁর গান মানিকগঞ্জ জেলা সহ বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিচিতি লাভ করে এবং গাওয়া হয়ে থাকে। তিনি মূলত ভাব-গান, গুরুতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ও শ্যামাসংগীত রচনা ও সেগুলিতে সুর আরোপ করেছেন। মহম্মদ মনসুরউদ্দিন-এর লেখায় ভবার কথা পাওয়া যায়। তাঁর লেখা বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে রয়েছে, 'বারে বারে আর আসা হবে না', 'নদী ভরা ঢেউ বোঝে না তো কেউ', 'এখনও সেই বৃন্দাবনে বাঁশি বাজে রে', 'জীবন নদীর কূলে কূলে', 'বৃন্দাবনের পথে যাব পথ দেখাবে কে' ইত্যাদি।

দ্বিজ নীলকন্ঠ বা নীলকন্ঠ মুখোপাধ্যায় ঃ সংগীতশিল্পী ও পদকর্তা নীলকন্ঠ মুখোপাধ্যায় বাংলার ১২৪৮ অব্দে, রবীন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় ২০ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মভূমি ধবনী, বর্ধমান জেলার আজকের শিল্পনগরী দুর্গাপুর সংলগ্ন একটি ছোটো গ্রাম। তাঁর শৈশব কৈশোর কেটেছে দারিদ্র্যের মধ্যে। সেই সময় থেকেই সংগীত রচনা ও শিল্পী হিসেবে ধীরে ধীরে তাঁর খ্যাতি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। অল্প বয়সে গোবিন্দ অধিকারীর দলে গান রচনা করে ও গেয়ে তিনি প্রচুর সুনাম অর্জন করেন ও পরবর্তীতে সেই দলের দলপতি হন। ২২-২৩ বছর বয়সে তিনি নিজের একটি গানের দল গঠন করেন। তিনি প্রথমদিকে সাধারণত কৃষ্ণযাত্রার প্রচলিত পালাগুলিকে ঝাড়াই বাছাই করে নতুন রূপ দান করে পরিবেশন করতেন। পরবর্তীকালে তিনি নিজেও স্বতন্ত্র পালা রচনা করেন। তাঁর রচিত পালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য যযাতির যজ্ঞ, প্রভাস যজ্ঞ, কংস বধ, রাধার কলঙ্ক ভঞ্জন, মাথুর, মানভঞ্জন। তাঁর গানের জনপ্রিয়তা ও গভীরতার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ তাঁর গানের বিস্তৃতি। বাংলাদেশের এমন কোনো জেলা নেই যেখানে তাঁর খ্যাতি পৌঁছায়নি। বাংলার 'কৃষ্ণযাত্রা' সংগীতধারার শেষ উজ্জ্বল বর্তিকা হলেন সংগীতকার নীলকন্ঠ মুখোপাধ্যায়। দাশরথি রায়ের ভাবশিষ্য নীলকণ্ঠকে নবদ্বীপের পণ্ডিতরা ভালোবেসে 'গীতরত্ন' বা 'গীতিরত্ন' উপাধি দিয়েছিলেন। হেতমপুর রাজবাড়ির আশ্রয়ে শেষ জীবন কাটান। ১৩২৮ সনের ২২শে শ্রাবণ ঝুলন একাদশীর দিন তিনি ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। তাঁর 'নিবেদন আমার', 'হরি তোমার সর্বরূপে মাতৃরূপে সার', 'একটি ফুল ফুটেছে' ইত্যাদি গানগুলি একসময় লোকের মুখে মুখে ফিরত।

হাসন রাজা ঃ ১৮৫৪ সালের ২১শে ডিসেম্বর সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ শহরের কাছে সুরমা নদীর পাশে তেঘরিয়া গ্রামে জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। হাসন ছিলেন পিতার তৃতীয় পুত্র। হাসন রাজার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন হিন্দু। তাঁদের অধিবাস ছিল অযোধ্যায়। পরবর্তীতে কোনো এক পুরুষ বীরেন্দ্র সিংহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হাসন রাজা ছিলেন সুদর্শন এবং সুপুরুষ। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি, তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। উত্তরাধিকার সূত্রে বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক হাসন প্রথম যৌবনে ছিলেন সৌখিন এবং ভোগবিলাসী। রমনী সম্ভোগে তিনি ছিলেন অক্লান্ত। তাঁর এক গানে নিজেই উল্লেখ করেছেন -- 'সর্বলোকে বলে হাসন রাজা লম্পটিয়া'।

প্রতি বর্ষায় নদীবক্ষে ভোগবিলাসে ডুবে থাকতে ভালোবাসতেন। এই লাগামহীন জীবনের কোনো বিশেষ মুহূর্তে তিনি প্রচুর গান রচনা করেছেন। নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্র সহ এইসব গান গাওয়া হত। আশ্চর্যের বিষয় হল, এসব গানে জীবনের অনিত্যতা এবং ভোগবিলাসের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে নিজেকে বারেবারে স্মারণ করিয়ে দিয়েছেন। ঘোড়া ও পাখি তিনি খুবই ভালোবাসতেন। এইরকম আনন্দবিহারে সময় কাটাবার জন্য একসময় তিনি প্রজাদের থেকে দূরে সরে যেতে থাকেন এবং অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর হিসাবে চিহ্নিত হন।

একাধিক আধ্যাত্মিক স্বপ্ন দর্শনে হাসন রাজার জীবনদর্শন একসময় আমূল বদলে যায়। বিলাসপ্রিয় জীবন ছেড়ে, নিজের দোষ ত্রুটি শুধরাতে শুরু করেন। বিষয় আশয়ের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে ওঠেন। আল্লার প্রেমে মগ্ন হয়ে তাঁর মধ্যে এক বৈরাগ্য ভাব দেখা দেয়। তখন সাধারণ মানুষের খোঁজ নেওয়া তাঁর নিত্যকর্ম হয়ে ওঠে। এই সময় একাধিক গান রচনা করেছেন তিনি। সেই গানের চলনে এবং ভাবার্থে ধরা দেয় তাঁর মনের অবস্থার পরিচয়। জীবহত্যার বিরোধী হয়ে তিনি চণ্ড-হাসন থেকে ক্রমে নম্র-হাসন হয়ে ওঠেন। তাঁর গানে ধ্বনিত হয় হাহাকার -- 'ও যৌবন ঘুমেরই স্বপন / সাধন বিনে নারীর সনে হারাইলাম

মূলধন'। পরিণত বয়সে তিনি সবকিছু বিলিয়ে দরবেশ জীবনযাপন করতেন। তাঁর উদ্যোগে হাইস্কুল, অনেক ধর্ম প্রতিষ্ঠান এবং আখড়া স্থাপিত হয়। কত গান তিনি রচনা করেছেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। 'হাছন উদাস' গ্রন্থে ২০৬টি গান সংকলিত আছে। 'সৌখিন বাহার' ও 'হাসন বাহার' নামে তাঁর আরও দুটি অন্য বিষয়ের গ্রন্থের খোঁজ পাওয়া গেছে। ঈশ্বরোনুরক্তি ও খেদোক্তি, দুইই তাঁর গানে প্রতিফলিত। নিজেকে শেষ জীবনে অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণের হাতের বাঁধা ঘুড়ি বলে মনে করতেন। তাঁর বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে রয়েছে 'বাউলা কে বানাইল রে', 'হাসন রাজা পিয়ারির প্রেমে মজিল রে' ইত্যাদি। ১৯২৫ সালে ইন্ডিয়ান ফিলোজফিকাল কংগ্রেসের অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ হাসন রাজার দুটো গানের উল্লেখ করে তাঁর দর্শনচিন্তার পরিচয় দেন। ১৯২২ সালের ৬ই ডিসেম্বর ৬৭ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

আব্দুর রশিদ সরকার ঃ বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ জেলার আজিমপুর গ্রামে ১৯৫৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। তাঁর দাদু হজরত আলি মাতব্বর সাহেব ভাব-বৈঠকী গানের একজন নামকরা শিল্পী ছিলেন। তিনি ছোটোবেলা থেকেই নাতি রশিদকে বিভিন্ন গানের আসরে নিয়ে যেতেন। দাদুর হাত ধরেই বাউল গানের জগতে পা রাখেন তিনি। পরবর্তীতে বিখ্যাত বাউল গায়ক ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার যন্ত্রাইল গ্রামের বাসিন্দা আনোয়ার দেওয়ান-এর কাছে তিনি সংগীতশিক্ষা নেন। এইভাবে গান গাইতে গাইতেই একদিন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় বইরাবয় দরবারের পীর কেবলা সৈয়দ গোলাম মাওলা রেজবীর সঙ্গে। তাঁর কাছে বায়াত অর্থাৎ শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হন তিনি। আব্দুর রশিদ সরকার নিজেও অনেক গান রচনা করেছেন। বর্তমানে এপার-ওপার বাংলার অনেক শিল্পীর কন্ঠেই শোনা যায় তাঁর রচিত গান। তাঁর রচনায় প্রধান যে বৈশিষ্ট্যটি দেখা যায় তা হল, মানুষকে সত্যের সন্ধান দিতে চাওয়া বা সেই পথে চালিত করা।

রাধেশ্যাম দাস ঃ বীরভূম জেলার আহমদপুর স্টেশনের কাছে চাঁদপুর গ্রামে ছিল রাধেশ্যাম দাসের গুরুর আশ্রম। গুরুর নাম গুরুচাঁদ গোঁসাই। তিনি নিজেও অনেক পদ রচনা করেছেন। পরে তাঁর শিষ্য রাধেশ্যাম অনেক পদ রচনা করেন যা এখনও দুই বাংলার বাউলরা গেয়ে থাকেন। তাঁর রচিত গানের পরম্পরা বৈষ্ণব-সাঁই-দরবেশ ভাবাশ্রিত। তাঁর একটি বিখ্যাত গান হল 'এসো গৌর শ্রীচৈতন্য'।

দাস পীতাম্বর ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসিকে কেন্দ্র করে রচিত এবং বহুল প্রচারিত 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি / হাসি হাসি পরব ফাঁসি' গানটির রচয়িতা দাস পীতাম্বর সম্পর্কে বিশদ কিছু জানা যায় না। গোষ্ঠ ও বৃন্দাবন লীলা সংক্রান্ত বহু পদ তিনি রচনা করেছিলেন। সেইসব পদগুলি আজও দুই বাংলার বাউল-ফকিররা গেয়ে থাকেন।

আব্দুল হালিম ঃ আব্দুল হালিম মিয়া বা আব্দুল হালিম বয়াতীর জন্ম অধুনা বাংলাদেশের মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার অন্তর্গত বড়দোয়ালী গ্রামে, ৩০ অক্টোবর ১৯২৯ সালে। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের মক্তবে। পরবর্তীকালে নিজের একান্ত ইচ্ছা ও আগ্রহে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। মাত্র ৭ বছর বয়সে সংগীতজীবনের সূচনা করে সংগীতকে জীবনব্রত হিসেবে গ্রহণ এবং আজীবন এই শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেছেন। বেতারে প্রথম লোকগীতি উৎসবের মাধ্যমে সূচনা, তারপর ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে বেতারে, এদেশে টেলিভিশনের শুরু থেকেই, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে 'আসিয়া' ছবিতে সচিত্র সংগীত পরিবেশনা, ১৯৬৫ সাল থেকে গ্রামোফোন রেকর্ডে, ১৯৮২ সাল থেকে ক্যাসেট সহ জাতীয় সম্প্রচার ও গণমাধ্যমের প্রতিটি শাখায় অত্যন্ত সফল ও সার্থকভাবে সংগীত রচনা, সুরারোপ ও স্বকণ্ঠে পরিবেশন ও পরিচালনা করেছেন। আব্দুল হালিম মিয়া একজন গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, সংগীত পরিচালক ও অদ্বিতীয় সারিন্দা বাদক এবং অত্যন্ত প্রথিতযশা হোমিও চিকিৎসক ছিলেন। তিনি প্রায় ১০ হাজার গান লিখেছেন। কিন্তু তাঁর অনেক গানই হারিয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তাঁর ৯টি সংগীত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি হল, হালিম সংগীত (১৯৬৩), জ্ঞান দর্পণ (১৯৫৭), মুসল্লী ও ফকিরের তর্কযুদ্ধ (১৯৫৮), প্রেমসুধা (১৯৬৫), হালিম সংগীত বা তর্কযুদ্ধ (১৯৬৮), পরশ রতন (১৯৭৬), সৃষ্টিতত্ত্ব (১৯৯১), শরীয়ত মারেফত (২০১২) এবং গুরু-শিষ্য পালা (২০১২)।

সারিন্দা বাদনে এই উপমহাদেশে তিনি অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। আজীবন তিনি সারিন্দা বাজিয়ে গান করেছেন। বাংলা আকাদেমি 'কয়েকজন লোককবি এবং প্রসঙ্গত (১৯৮৪)' নামে আব্দুল হালিম মিয়ার জীবনীমূলক প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করে। তাছাড়া বাংলা আকাদেমী আব্দুল হালিম মিয়ার জীবন ও কর্ম নিয়ে 'আব্দুল হালিম বয়াতি ঃ জীবন ও সংগীত (২০০০)' নামে ৯৭৬ পৃষ্ঠার এক বিশাল গ্রন্থ প্রকাশ করেছে যা বিচারগানের এক অসাধারণ দলিল। বাংলা আকাদেমি আব্দুল হালিম মিয়াকে সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করে। এছাড়া বাংলাদেশ শিল্পকলা আকাদেমি, ঋষিজ, লোক সাহিত্য পরিষদ ফরিদপুর, শরীয়তপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা শিল্প আকাদেমি তাঁকে সংবর্ধনা দিয়েছে। আব্দুল হালিম পেয়েছেন মিজি স্বর্ণপদক, কবি জসীমউদ্দীন গবেষণা

স্বর্ণপদক, শিল্পী মমতা স্বর্ণপদক। তিনি একজন মহান পীর ও দার্শনিক কবি ছিলেন। ২৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে সরকারি গেজেটে তাঁকে বীর মুক্তিযোদ্ধা শব্দসৈনিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। দুই বাংলাতেই তাঁর অসংখ্য মুরিদ, ভক্ত ও অনুরাগী আছেন। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে এই মহান কবি ও সংগীতজ্ঞ ঢাকায় মৃত্যু বরণ করেন।

দূরবীন শাহ (১৯২০-১৯৭৭) ঃ আউল-বাউল-পীর-মুর্শিদ আর সাধুসন্তদের জায়গা বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ। এই সুনামগঞ্জ জেলার ছাতকের নুয়ারাই গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি, গীতিকার ও গায়ক দূরবীন শাহ। তাঁর বাবা রহিমাতুল্লা শাহ ছিলেন বাংলাদেশের বিখ্যাত সুফি সাধক। বৌদ্ধ, হিন্দু, বৈষ্ণব, ইসলাম নানা সাধনার ধারায় পুষ্ট হয়েছিল সুনামগঞ্জ। হাসন রাজা, রাধারমন দত্ত, শাহ আবদুল করিম-এর মতো গীতিকার ও গায়ক এ জেলারই মানুষ। দূরবীন শাহ যে এঁদেরই উত্তরাধিকার বহন করছেন তা তাঁর 'নামাজ আমার হইল না আদায়'এর মতো গানগুলির মধ্যেই ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর লেখা গীতমালায় গানগুলিকে দেহতত্ত্ব, নিগূঢ়তত্ত্ব, প্রজ্ঞাতত্ত্ব, মারফত তত্ত্ব এবং কামতত্ত্ব ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করেছিলেন। আধ্যাত্মিক গান, প্রেমের গান, পল্লীগীতি, বাউল গান সব মিলিয়ে লোকগানের নানা ধারায় তাঁর বিচরণ ছিল। একই দক্ষতায় তিনি লিখেছেন, 'প্রথম যৌবনবেলা আমাকে পাইয়া অবলা'র পাশাপাশি 'কুনি ব্যাঙের পেটের ভিতর থাকে অজগর' কিংবা 'আমায় নিয়ে চল না তোরা ঐ আরব দেশে'র মতো গান। দূরবীন শাহ মারা যান ১৯৭৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। নুয়ারাই গ্রামে নিজের বাড়িতেই তাঁর সমাধিস্থল, এখন তার নাম দূরবীন টিলা।

দ্বিজদাস ঃ 'কেহ শুনো বা না শুনো, মানো বা না মানো / তাতে আমার নাই কোনো লাভ লোকসান / শুনো দ্বিজদাসের গান।' দ্বিজদাস নামের আড়ালে এই গান যিনি লিখেছিলেন তাঁর নাম বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী। পাগল দ্বিজদাস নামেই তিনি বিখ্যাত। রাগাশ্রয়ী সাংগীতিক কাঠামো, কথা, সুর, তাল সবদিক থেকেই দ্বিজদাসের গান বাংলা লোকগানের এক অনন্য সম্পদ। তাঁর প্রায় সব গানেই রয়েছে নির্দিষ্ট রাগ রাগিনী ও তাল। লোকগানে এ ব্যাপারটা প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। ওপার বাংলায় তাঁর গান দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত এবং জনপ্রিয় হলেও কবি, সুরকার ও গায়ক দ্বিজদাসের গান এপার বাংলায় যাকে বলে লোকের মুখে ঘুরছে তেমনটা নয়।

অল্প বয়সেই দ্বিজদাসের মা মারা যান। জীবন ও সংসারে চলার পথে তিনি নিজে যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন তা ফুটে উঠেছে তাঁর গান ও কবিতায়। তিনি যা ঠিক মনে করেছেন সেটা তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে বলেছেন। দ্বিজদাসের গান বাংলা ও বাঙালির সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। 'মানুষ মনীব ভয়ানক জীব', 'ধনী ও রমনী জীবনে খায় প্রাণ' ইত্যাদি তাঁর গানের কথাগুলি আমাদের থেকে থেকে চমকে দেয়। দ্বিজদাসের গানের কথাগুলি থেকে বোঝা যায় উচ্চারণে তিনি অকপট, সেখানে কোনো রহস্য বা ঘুরিয়ে নাক দেখানোর কোনো ব্যাপার নেই। দ্বিজদাস লিখছেন, 'বাইবেল কোরাণ বেদ পুরাণ যতসব পুঁথি / মানি বলে মনে বলে এই দুর্গতি / মান্‌তে মান্‌তে শাস্ত্র, পাই না অন্ন বস্ত্র / লাঠি বটি অস্ত্র ক্রমে তিরোধান'। সমাজ, ধর্ম এবং দেশের কথা না ভাবলে এমন গান কেউ লিখতে পারে না।

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে নরসিংদী জেলা বাউল গানের জন্য বিখ্যাত। দ্বিজদাসের জন্ম সেখানে। ছোটোবেলায় মা মারা যাবার পর বাবা তাকে মানুষ করেন। জমিদার বাড়িতে কাজ করতেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলত সংগীত সাধনা। দ্বিজদাসের গান কোনো অশিক্ষিত পটুত্ব নয়। দেহতত্ত্ব, বৃন্দাবন লীলা, অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ, সাকার নিরাকার ইত্যাদি নানা বিষয়ের মীমাংসা তিনি সহজ সরল ভাষায় তাঁর গানে বলেছেন। কবিগানেও তাঁর দক্ষতা ছিল। হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর 'লোকসংগীত সমীক্ষা, বাংলা ও আসাম' বইতে রাগসংগীতে দ্বিজদাসের সংগীত দক্ষতার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

পাগলা কানাই ঃ পাগলা কানাই জন্মেছিলেন ১৮২৪ সালে অভিভক্ত বাংলার যশোর জেলার ঝিনাইদহের বেড়াবাড়ি গ্রামে। তিনি একইসঙ্গে ছিলেন সাধক, গায়ক ও কবি। ছোটোবেলা থেকেই কবিতা লিখতেন। তাঁর কবিতা ও গানে রয়েছে ঈশ্বর বিশ্বাসের পাশাপাশি সমাজজীবনের ছবি। ঈশ্বরকে পাওয়ার আকুতির সঙ্গে রয়েছে নানা সামাজিক অসংগতি ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা। পাগলা কানাই মানে দেহতত্ত্ব, জারি, বাউল, ধুয়া, মারফতি, মুর্শিদী নানা ধরনের গান। এছাড়াও তাঁর কিছু গানে সমসাময়িক স্থানের বর্ণনা রয়েছে। যেখানকার মানুষ ও পরিবেশ তাঁর ভালো লেগেছে সেটাকেই তিনি তাঁর গানে এনেছেন। পুঁথিগত শিক্ষা বিরাট কিছু না থাকলেও তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রজ্ঞা ছিল। সেই প্রজ্ঞা থেকে সমাজ ও সামাজিক সমস্যাগুলিকে এমনভাবে তিনি ধরেছেন যে তা অনেক বিদ্বান মানুষও পারেন না। গায়ক হিসেবে অসম্ভব জনপ্রিয় পাগলা কানাই-এর গান শোনার জন্য একদিনের পথ হেঁটেও আসত লোক, একেকটা আসরে ভিড় হত প্রায় ৪০-৫০ হাজার, হিন্দু-মুসলমান সব শ্রোতাদের কাছেই পাগলা কানাই ছিলেন সমান জনপ্রিয়। এই শ্রোতাদের কেউই খুব উচ্চকোটির মানুষ নন, গরিব হিন্দু মুসলমান। সেই সময়কার প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক পাল্লা গানের আসরে কানাই লালনের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অবতীর্ণ হতেন।

সমাজের মানুষের দুর্দিনের ব্যথাভরা কাহিনি, সুর আর ভাষাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর গানে। তিনি লিখেছেন, 'এবারকার দুরন্ত বর্ষায় ধান পাট সব তলাইয়া গেল / ভেবে আর কুল পাই না সাকুল্যে মনের শখ মাটি হল / রাজার খাজনা, মহাজনের দেনা দিয়া আদায় করি / ভাবছি বসে অবিরত মনে সেই চিন্তা ভারি।' কবিত্বের শক্তি, ভাবের বিন্যাস, বর্ণনার বিস্তৃতি সব মিলিয়ে পাগলা কানাই-এর গান লালনের গানের সঙ্গেই তুলনীয়। সহজ কথায় মনের ভাব প্রকাশ করা, শব্দ চয়ন এবং অনুপ্রাসের ব্যবহার, শুধু লাইনের শেষে নয়, লাইনের মাঝখানেও বহু মিল দিয়ে তিনি তাঁর রচনাকে আরও গতিশীল করে তুলেছেন। অধ্যাপক মনসুরউদ্দিন তাঁর 'হারামণি'তে লিখেছিলেন, লালন ও পাগলা কানাই সমসাময়িক। একজন জোর দিয়েছেন আধ্যাত্মিক চিন্তার ওপরে। আরেকজন চারণকবির মতো গান গেয়ে মাতিয়েছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের মানুষদের। রবীন্দ্রনাথ ও 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ মজুমদারকে তিনি কয়েকবার গান শুনিয়েছেন। মানুষ এবং গান এই দুটি ক্ষেত্রেই লালন ও কানাই-এর মিল বেশি। লালন সমাজজীবনকে কেন্দ্র করেই মানুষকে প্রেমধর্মের হদিশ দিয়েছেন। পাগলা কানাই বিচরণ করেছেন মানুষের মনোজগতে। কি অনায়াসেই তিনি লেখেন -- 'শোন বলি মন পাগলা / সারো রে তিন তাসের খেলা / আইসে ভবের হাটে ও তোর সঙ্গে আছেন ছয়জন দাঁড়ে / ও তারা দুষ্ট আর বোম্বেটে / ও তার সঙ্গে কেউ না হাঁটে / ও তারা কাম ছাড়ে যায় লোভের ধারে মন / ও তোপিল বান্দে আইটে।'

এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে কবি পাগলা কানাই ক্ষ্যাপার মতো গান গেয়ে ফিরতেন। ছোটোবেলা থেকেই অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির ছেলে ছিলেন তিনি। বাড়িতে তাঁর মন বসত না, কোনো বাঁধনেই নিজেকে আটকিয়ে রাখেননি তিনি। লালনের মতো তিনিও ছিলেন গ্রামবাংলার মানুষের আপনজন। উনিশ শতকে যাদের সাধন গান গোটা বাংলাদেশকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাদের দুই শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হলেন লালন ফকির ও পাগলা কানাই। তবে লালনের তুলনায় কানাইয়ের পরিচিতি কম। পাগলা কানাইকে নিয়ে লালন একটা গান লিখেছিলেন, 'ক্ষ্যাপা, তুই না জেনে তোর আপন খবর পাবি কোথায় / আপন ঘর না বুঝে বাইরে খুঁজে পড়বি ধাঁধায়।'

গগন হরকরা ঃ হরকরা বলতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে গল্প কবিতা উপন্যাস বা গানে পড়া একটা বর্ণময় চরিত্র। গগন হরকরা সেদিক থেকে সত্যিই একজন সার্থকনামা মানুষ। আসল নাম, গগনচন্দ্র দাস। জন্মেছিলেন অবিভক্ত বাংলার কুষ্টিয়া জেলায়। কুষ্টিয়ার কুমারখালি উপজিলার কসবা গ্রামে থাকতেন তিনি। কাজ করতেন শিলাইদহের কামারখালি পোস্ট অফিসে। সেখানে পোস্টম্যান বা হরকরার কাজ করতেন তিনি। তাই গগন হরকরা নামটাই চালু হয়ে যায়। বাংলার লোকগানের শ্রোতারা অবশ্য তাকে হরকরা হিসেবে নয়, তাকে এক কিংবদন্তী পদকর্তা ও গায়ক হিসেবেই চেনেন। একসময় গগনের গানগুলি লোকের মুখে মুখে ঘুরত।

এলাকার মানুষের কাছে গগন পরিচিত ছিলেন পাগলা কবি হিসেবে। কুষ্টিয়ার পুরনো বাসিন্দারা বলেন স্বরচিত গান গাইতে গাইতে তিনি চিঠি বিলি করতেন। শিলাইদহ কথাটা শুনলেই আমাদের রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়বেই। এখানেই ছিল তাঁর কুঠিবাড়ি। শিলাইদহের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন নদীতে রবীন্দ্রনাথের নৌকার ছাদে গগন তাঁকে গান শুনিয়েছিলেন। গগনের গান ভালো লেগেছিল তাঁর। গগন চিঠি বিলি করার সূত্রে প্রায়শই কুঠিবাড়িতে যেতেন, গান শোনাতেন রবীন্দ্রনাথকে। এই যোগাযোগের সূত্রে বাংলার রসিক সমাজের কাছে গগনের প্রতিভাকে তুলে ধরার উদ্যোগ নেন। গগনের 'আমি কোথায় পাব তারে / আমার মনের মানুষ যে রে' গানটি সংগ্রহ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লালনের পাশাপাশি গগনও প্রভাবিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। গগনের প্রভাবে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং অনেক নাটকে তিনি বাউল সুর, বাউল ভাবনা এবং বাউল চরিত্র সংযোজন করেছেন। গগন হরকরার গান সংগ্রহ করে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লালন ও গগনের গান রবীন্দ্রনাথকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তা তাঁর 'মানবধর্ম' নামে লেখাটি ও প্রচুর চিঠিপত্র এবং রচনায় বোঝা যায়। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিতে গগনের 'আমি কোথায় পাব তারে' গানটির প্রভাব স্পষ্ট।

সাধন ভজন বিশ্বাসী লোক বলতে যা বোঝায় গগন তা ছিলেন না। কোনো ফকিরের কাছে দীক্ষা নেননি তিনি। বাউল গান লিখতেন মনের টানে, ভাবের আবেগে। লালন ফকিরের সমসাময়িক হলেও গগন বয়সে লালনের থেকে অনেক ছোটো ছিলেন। অনেকে মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের বাউল চরিত্রটি সৃষ্টির পিছনেও গগনের প্রভাব আছে। 'ছিন্নপত্র'-এ ইন্দিরা দেবীর কাছে লেখা চিঠিতেও কবি গগনের নামোল্লেখ আছে। 'ও মন অসার মায়ায় ভুল করে কতকাল রব এমনি ভবে' গগনের আরেকটি বিখ্যাত গান। আলোচ্য দুটি গানেই গগনের কবিত্ব শক্তি ও বাউল দর্শন চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে। গগনের গানের অনুসরণে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' এখন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত।

কাঙাল হরিনাথ (১৮৩৩-১৮৯৬) ঃ পুরো নাম হরিনাথ মজুমদার। কিন্তু এ নামের চাইতে অন্য দুটি নামে তাঁকে বেশি চিনত দেশের মানুষ। গ্রামের গরিব ও নিপীড়িত মানুষের কথা তুলে ধরার জন্য প্রকাশিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র লেখক ও সম্পাদক হিসেবে তিনি জীবনের প্রথম পর্বে কাঙাল হরিনাথ হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বস্তুত তিনি ছিলেন দেশের প্রথম ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার। নীলকরদের অত্যাচার, জমিদারদের জুলুম, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি নানা

প্রশ্নে তিনি কলম ধরেছেন। আবার জীবনের দ্বিতীয় পর্বে বাংলার লোকগানের অনুরাগীদের কাছে তিনি পরিচিত হলেন ফিকিরচাঁদ হিসেবে। লালন শাহের শিষ্য ফিকিরচাঁদের গান প্রভাবিত করেছিল রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার মৈত্রের মতো মানুষদের। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাউল গানের দলের নাম ছিল 'কাঙাল ফিকিরচাঁদের দল'।

হরিনাথ জন্মেছিলেন অবিভক্ত বাংলার কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে ১৯৩৩ সালের ২২ জুলাই। দীর্ঘ ১৮ বছর 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র সম্পাদনা করার পর লালনের অনুরাগী হরিনাথ সাংবাদিকতা ছেড়ে দিয়ে মানবধর্ম প্রচার করার জন্য ১৮৮০ সালে গড়ে তুললেন গানের দল। এখানেও তিনি সমানভাবে সফল। দরিদ্র পরিবারে জন্মেছিলেন তিনি, মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও অর্থাভাবে তাঁকে স্কুল ছাড়তে হয়। তাঁর তদন্তমূলক সাংবাদিকতায় গরিবদের কথা উঠে এসেছিল। লোকগানের জগতে এসেও তাঁর গানে এল মানুষের কথা, মানবধর্মের কথা। নিজে উপযুক্ত শিক্ষা পাননি বলে লোকশিক্ষায় তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। প্রথমে পত্রিকা প্রকাশনা, তারপরে গানের দল গঠন এই মানসিকতারই ফসল। নারীশিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর সমান আগ্রহ। তাঁর জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে, 'তুমি সত্য তুমি নিত্য অনন্ত ভবসংসারে', 'ওরে মন পাগল রে', 'যিনি এই মসজিদ গীর্জায় তিনিই গাছের তলে / ফিকিরচাঁদ ফকির বলে কি করিতে ভবে এলে', 'আছে কাঙালের আর কে এমন ধরায়', 'মাতাপিতা যে হারায় শিশুকালে' ইত্যাদি গান।

লালনের সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তা সমকালীন অনেক মানুষের স্মৃতিচারণ থেকে জানা গেছে। রায়বাহাদুর জলধর সেন লিখছেন, 'সেদিন প্রাতঃকালে লালন ফকির নামে একজন ফকির কাঙালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।' হরিনাথের যেখানে জন্ম সেই কুমারখালি এলাকার কালীগঙ্গার তীরে বাস করতেন লালন ফকির। কাজেই দেখা হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কাঙাল হরিনাথের গানের বইগুলির মধ্যে রয়েছে 'বাউল সংগীত', 'কাঙাল ফিকিরচাঁদের গীতাবলী', 'কাঙাল সংগীত' প্রভৃতি। ফিকিরচাঁদ নামেও তিনি বহু গান রচনা করেছেন। তাঁর অনুরোধে মীর মোশারফ হুসেনের মতো লেখকও ফিকিরচাঁদের দলের জন্য গান রচনা করেছিলেন -- 'ওরে মন, আমার আমার সব ফাঁক্কিকার / কেবল তোমার নামটি রবে / হবে সব লীলা সাঙ্গ সোনার অঙ্গ / ধূলায় গড়াগড়ি যাবে।' ফিকিরচাঁদের দল মীর মোশারফ হোসেনের বাড়িতে গিয়েও গান শুনিয়েছিলেন। তাঁর কাজকর্মের অবদান নিয়ে রয়েছে অসংখ্য বই, তাঁকে নিয়ে হয়েছে তথ্যচিত্র।

নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা তিনি কোনোদিন ভাবেননি। তাঁর প্রতিটি কাজেই ছিল মানুষের জন্য ভাবনা। ১৮৯৬ সালে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে কাঙাল হরিনাথ মারা যান। সত্যজিৎ রায় পথের পাঁচালি ছবিতে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর গান -- 'হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল পার করো আমারে'।

আরকুম শাহ (১৮৭৭-১৯৪১) ঃ বাংলাদেশের সিলেট জেলাকে বলা হয় বানের আর গানের দেশ। বহু কবি, বাউল, সুফি সাধক ও গায়ক, গীতিকারের জন্মস্থান এই জেলার বিশিষ্ট লেখক কবি ও গায়ক আরকুম শাহ এঁদেরই একজন। তিনি জন্মেছিলেন সিলেট শহরের কাছে ধরাধরপুর গ্রামে। আরকুম ছিলেন একইসঙ্গে সুফি সাধক, কবি ও বাউল। 'তোমার রাঙা চরণ পাইব মুনি' কিংবা 'কৃষ্ণ আইলা রাধার কুঞ্জে'র মতো গানের পাশাপাশি তিনি লিখেছেন 'আশিকের কাণ্ডারীরে বন্ধু' এবং 'মুর্শিদ ধরিও কাণ্ডার'এর মতো গান। গান রচনার পাশাপাশি সিলেট জেলায় ধামাইল গান ও নাচ প্রসারেও তিনি একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। জাপানি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর গান। আরকুম শাহ-র জনপ্রিয় গানগুলির মধ্যে আছে 'সোনার পিঞ্জিরা আমার কইরা গেলাম খালি', 'বন্ধু মোর পরাণের ধন' ইত্যাদি গান। লোকসংগীতে অবদানের জন্য ২০০১ সালে তিনি মরণোত্তর 'একুশে পুরস্কার' পেয়েছিলেন।

বাংলার লোকগান নিয়ে মহম্মদ মনসুরউদ্দীনের 'হারামণি' নামে ১৩ খণ্ডের যে আকরগ্রন্থ রয়েছে সেখানে আরকুম শাহকে নিয়ে আলোচনা রয়েছে। তাঁকে নিয়ে আরেকটা চমৎকার বই হল সৈয়দ আঁখি হকের লেখা 'আরকুম শাহ ঃ জীবন দর্শন ও গীতিবিশ্ব'। সিলেট শহরে রয়েছে তাঁর নামে একটি মাজার। সেখানে নিয়মিত তাঁর গানগুলি পরিবেশিত হয়। বাংলাদেশের বহু লোকগানের দল আরকুম শাহ-র গান নিয়মিত পরিবেশন করেন।

শেখ ভানু (১৮৪৯-১৯১৯) ঃ তাঁর গায়ক হওয়ার কোনো কথা ছিল না, চেষ্টাও ছিল না। কিন্তু চোখের সামনে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা ভানু শেখকে এনে ফেলল বৈরাগ্যের জগতে। বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার ভাদিকারা গ্রামে শেখ ভানুর জন্ম। পেশায় তিনি ছিলেন ব্যাবসায়ী, ধানের ব্যাবসা করতেন। তিনি গ্রাম থেকে গ্রামে নদীপথে ধান নিয়ে গিয়ে ভৈরব, মোহনগঞ্জ, মদনগঞ্জ ইত্যাদি এলাকায় বিক্রি করতেন। একদিন ভরা বর্ষায় মেঘনা নদী দিয়ে ধানের নৌকা নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, জলস্রোতে ভেসে যাওয়া একটা মৃতদেহের ওপর বসে রয়েছে একটা কাক। কাকটা সেই লাশের চোখটা খুবলে খাচ্ছে। এই দৃশ্য জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণাই বদলে দিল। বলে উঠলেন, 'হায়রে সোনার তনু -- আখেরে তোর এই হাল'। সংসারের এই অনিত্যতা এক ব্যাবসায়ীকে ঠেলে দিল সাধন-ভজনের রাস্তায়। মায়া, লোভ, ত্যাগ করে আল্লার পথে ফকির হয়ে পরমাত্মার সন্ধান করতে লাগলেন তিনি। কালক্রমে হয়ে উঠলেন একজন কবি, গায়ক ও গীতিকার।

শেখ ভানুর লেখা ও গাওয়া অমর গান 'নিশীথে যাইও না ফুলবনে', পৃথিবীর সব প্রান্তের বাঙালিরাই শুনেছেন। এই গানের সুরেই শচীনকর্তা বেঁধেছিলেন

'ধীরে সে যানা খাটিয়া মে'র মতো জনপ্রিয় হিন্দি গান। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে আছে 'খুঁজে না পাইলাম', 'আমার সুনা অঙ্গন মলিন হইল', 'আমি মরলাম তোর পীরিতে', 'দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু ডাকি বারেবারে'। সিলেটের ধামাইল গানেও তাঁর দক্ষতা ছিল।

আজাহার ফকির ঃ নদীয়া জেলার করিমপুরের গোরভাঙা গ্রামের ফকিরদের গানের খ্যাতি এখন দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে পৌঁছে গেছে। এই গ্রামে বাউল-ফকিরি গানের চর্চার প্রাণপুরুষ ছিলেন আজাহার ফকির। তাঁর জন্ম ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ৬ ফাল্গুন, ১৪০৫ বঙ্গাব্দে দেহাবসান। নদীয়া-মুর্শিদাবাদ সীমান্তের কানাইনগর গ্রামের ইমান আলি ফকির তাঁর দীক্ষাগুরু। পূর্বাশ্রমে নাম ছিল আজাহার আলি খাঁ। ধনী পাঠান পরিবারে জন্ম হয়েছিল আজাহারের। বাবার নাম মাতব্বর খান, মায়ের নাম মাখন বিবি। ছেলেমেয়ে এবং দুই স্ত্রী নিয়ে জমজমাট সংসার ছেড়ে মানুষটি ফকিরি নিলেও কোনো আচার অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী ছিলেন না। হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁর শিষ্য, সবাই তাঁর আপনজন। গান লেখা, গান করা, সাধুসঙ্গ এবং বাউল-ফকিরদের ভাবনা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াটা ছিল তাঁর কাজ। এছাড়াও গরিব মানুষকে বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি লোকচিকিৎসা করতেন। গোড়ভাঙা গ্রামের অনেক ফকিরই তাঁর শিষ্য। আজাহার ফকির ছিলেন সবরকম সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে। মহম্মদ, শিব, আজাজিল, কৃষ্ণ, ফতিমা সবাই এসেছেন তাঁর গানে। তাঁর নির্বাচিত পদের একটা সংকলন ২০০৪-এ প্রকাশিত হয়েছিল। আজাহার ফকির বিশ্বাস করতেন, মন্দির মসজিদ নয়, ঈশ্বর থাকেন মানবদেহে। তাঁর ভাষায়, 'পদে নয় পদার্থে।' তাই মানুষ ভজনাই আসল ভজনা। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা ছিলেন। আজাহার ফকিরের বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে রয়েছে 'মদন নল ভরে লাফিয়ে পড়ে', 'ভিখারি সেজেছে গৌর'।

হরি গোঁসাই ঃ হরি গোঁসাইয়ের জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। তাঁর প্রকৃত পদবী গোস্বামী, পরবর্তীকালে তিনি গোঁসাই হিসেবে পরিচিত হন। বাঁকুড়ার নবাসন গ্রামে তাঁর আশ্রম ছিল। হরি গোঁসাই নিজে কখনো গান গাননি। কিন্তু বহু গান লিখেছেন। গান লেখার পাশাপাশি তিনি ছবিও আঁকতেন। হরি গোঁসাই মূলত ছিলেন তাত্ত্বিক গুরু। যোগসাধনার ক্ষেত্রেও তিনি একজন পথিকৃৎ। ভেষজ চিকিৎসারও অন্যতম পুরোধা। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে আছে তাঁর অসংখ্য শিষ্য ও ভক্ত। সোনামুখী মেলার পর তিনি একটি বৃহত্তর মহোৎসবের আয়োজন করতেন। বিশ্বখ্যাত নাট্যবক্তিত্ব আরিয়ান মুশকিন বাউল দর্শন ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁকে প্যারিসে ডেকেছিলেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি সেখানে বাউল বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সুবল দাস, গৌর খ্যাপা, সত্যানন্দ, পবন দাস বাউল, কালীপদ অধিকারী (পাখি) তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম।

সাধন দাস বৈরাগ্য ঃ সাধন দাস বৈরাগ্য আমাদের সময়ের একজন উল্লেখ্য পদকর্তা। তিনি একইসঙ্গে গায়ক-পদকর্তা-সুরকার। ভালো ডুবকি এবং একতারাও বাজান। আগে তাঁর আশ্রম ছিল বর্ধমানের রায়নার মুক্তিপুরে। পরবর্তীকালে তাঁর আশ্রম চলে আসে বীরভূমের হাটগোবিন্দপুরে। সাধন দাস ও তাঁর সাধন পথের সঙ্গিনী মাকি কাজুমা সেখানেই থাকেন। শিষ্যরা তাঁর রচিত পদ এখন বাংলার বিভিন্ন জায়গায় পরিবেশন করেন। মত ও পথের দিক থেকে সাধন দাস বৈষ্ণব হলেও বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের বাউল-ফকিরদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। পদ রচনা ও পরিবেশন করার পাশাপাশি তিনি গান, পুথি এবং গ্রন্থ সংগ্রহে উৎসাহী। বাউল-ফকিরদের গান ও নানা ধরনের তত্ত্বগানে আগ্রহী শ্রোতাদের কাছে হাটগোবিন্দপুরের আশ্রম একটা প্রিয় জায়গা। তাঁর ভাই ভজন দাস বৈরাগ্যও একজন ভালো গায়ক এবং বাদ্যকর। সাধন দাসের ভক্তদের মধ্যে বেশ কিছু জাপানি ভক্তও আছেন। সাধন দাস বৈরাগ্যের জনপ্রিয় গানগুলির মধ্যে রয়েছে, 'সদা আনন্দেতে মজে থাকো মন', 'ভালোবেসে ভালোবাসো মন', 'থাকো ভাবের ঘরে থাকো তিন গুণের পারে' ইত্যাদি।

Mahajannama

Lalon Fakir

Lalon's response to questions regarding his caste and religion were answered in his song, 'sob loke koe lalon ki jat songsare/ lalon bole jater ki rup dekhlam na e nojore' (Everyone asks what caste Lalon belongs to/ Lalon says in this life I have not known what caste is). This is how time and again religion, folklore and theory has been enmeshed in his songs. As the creator of Baul songs, Lalon Fakir is the most distinguished of all. The very meaningful and suggestive presentation of the Sufi lores, Vaishnava scriptures and the basic principles adds a unique touch to his songs. His songs were filled with gestures. This approach of his was innate. Very easily he writes, "Emon manob jonom ar ki hobe / mon ja koro twarai koro ei bhabe". His songs are considered priceless in poetry. The identity of the composer can be understood through the songs. In the thousand plus songs he composed there is a clear humanitarian and secular essence.

He was born at the Bharara village under Kumarkhali Police Station in the Kushtia district in 1774. Later, he grew up under Molom Shah and resided in Chheuriya with his family. Herein, he was influenced by Shiraj Shai. Throughout history, he has always been known as a humanitarian. He died on 17th Ocotber, 1890. Books on Lalon and his songs were published in both West Bengal and Bangladesh. He always came back to the stories, poetries and songs of this subcontinent. A documentary was also made on him. In 1992, Allen Ginsberg wrote a poem on him named 'After Lalon'. Director Goutam Ghose's film, 'Moner Manush' was made based on Lalon's life and won the National Award. Bangladeshi filmmaker Tanvir Mokammel, made a film named 'Lalon'.

Fakir Panju Shah

Since the demise of Lalon Fakir, the only Baul who gained recognition akin to him was Fakir Panju Shah. He was born in 1852 in an honorable family from the village of Shailakripa in Jessore. He was the elder son of Khadem Ali Khondkar an orthodox Muslim, who was strictly against the learning of Bengali language. He made his son learn languages like Arabic, Persian and Urdu. Panju Shah learned Bengali secretly. His songs are a perfect testimony to the fact that this secret venture of his did not go in vain. Back in those times, Hindus and Muslims dwelled together in the village of Harishpur. So, Fakirs like Jaharddin Shah, Duddu Shah and Vaishnavites like Madandas Goswami, Haran Chandra Karmakar sang, discussed and composed Baul-Fakir songs together. After his father's demise, Panju became a disciple of Herajtulla Fakir. Among his famous songs are 'Ghumai theko na re mon noyon khol' and 'Dom taano mon dom er khobor jene'. Apart from songs, he wrote a book named 'Iski Chhadeki Gauhar'. He died when he was 63 in the year 1915.

Duddu Shah

Duddu Shah was one of the most prominent students of Lalon Fakir. He was elder to Panju Shah. His father named him Dabiruddin. He was born in the year 1842, in the village of Beltala in Jessore district. His father's name was Mohammad Jhoru Mondol. In his childhood, he was admitted in the institution of Srinath Biswas. He learned Arabic and Persian languages from his home and Sanskrit from Madandas Goswami. At the age of 30 he travelled to Nabadwip, Jessore and Nadia before finally coming to Kushtia where he became a disciple of Lalon Fakir. During this time, he composed numerous songs and gained fame. Previously in many of the scriptural concepts, Duddu was against Lalon. Duddu invited Lalon to platforms for arguments and debates. Having lost to Lalon and having accepted his superiority, Duddu became a disciple of Lalon. Through this experience Duddu writes, 'Behes korte eshe boyato hoinu/ Ami oti obhajon Lalon shai binu'. ('I came to debate and became a pupil/ Without Lalon, I am nothing.') Only because he had deep theoretical knowledge, could he write, 'Je khoje manushe khuda shey e toh baul'. ('he who searches for god in human/ is Baul') He died at the age of 70 in the year 1922.

Kubir Goshai

Kubir Goshai was born in 1787 into a weaver family in the village of Madhupur in the district of Nadia. He was popular as a poet and alongside he was also known as a famous theorist of Bengal's subaltern sectoral secularism. He became a disciple of Guru Charan Pal of the village Brittihuda, in Nadia and that is where he met his demise. He composed over 1200 songs. His very famous song is 'Dub dub dub rupshagore amar mon/ Tolatol patal khujle pabi re prem rotnodhon'. His other famous songs include 'Durga aar Kaali/ Fatema tare-i boli/ Jaar putro Hussain Ali Madina-e kore khyala' (Durga, Kali or Fatema/ is she whose son Hussain Ali plays in Madina) and 'Allah Al-jihva-e achhe/ Krishna thake takra-te/ Ram ki Rahim Karim Kalulla Kala/ Hari Hari ek atma Jeebon-dutta/ ek chand-e jogot ujaala.' (Allah resides in the uvula/ Krishna resides in the roof of the mouth/ Ram, Rahim, Karim, Kalulla, Kala/ Hari Hari one soul giver of life/ one moon brightens the world.)

His followers and students have preserved his diary full of songs beside his tomb. Around his tomb in Brittihuda, his followers commemorate him through festivities every year in the Bengali month of Baisakh.

Jadubindu

Jadubindu was born at the village of Panchlakhi near Samudragarh in the district of Bardhaman. He was the leading student of Kubir Goshai. He is more popularly known as Jadu or Jadob. His partner in religious practice was Bindu. Together Jadu and Bindu were known as Jadubindu. He died in the year 1915. Ruins of his cemetery are still present in Panchlakhi. His songs are very popular among the Baul-Fakirs of Bengal. He was a lyricist and composer of songs from the Sahebdhani minor religious sect of Bengal. Through his songs he spread messages against communalism. His songs are very popular among Bauls and Fakirs across Bengal. His famous songs include, 'Amake chhushne tora shojoni/ Amake jaat mere rekheche ghore gourango gunomoni' (Lovers, touch me not/ My , 'buro ki chhokra makrare dekhlam na ekbar' etc.

Din Shorot

Shorot Gossain was born in 1904 at the village of Sajiura in Netrakona of Mymensingh district. In early childhood he lost his parents and he lost his vision when he was nine years old. Singing songs became the source of his livelihood for the rest of his life. He passed away in the year 1964. His popular songs are 'Dui narir tatwo janite' (To know the philosophy of two women) and 'Bhulite parine shey rup' (I cannot forget that beauty). His songs written in the style of conversations between a teacher and his disciple were popular amongst singers.

Haurey Goshai

Haure Gossain's father had named him Motilal Sanyal. He was born into a Brahmin family in the village of Meratola in the district of Bardhaman in the year 1796. His parents were Holodhor Sanyal and Shayamshundori. He was a brilliant student. He acquired his initial knowledge of Vaishnavism from his mother. After initiation from Acharya Boshishthanondo Swami he took the name Sanakananda Swami. Afterwards he came to be known as Haurey Gossain and obtained the understanding of Vaishnavism under the tutelage of Prahlad Goswami of Nadia. A book of his songs was published named 'Tatwo Sadhon Geetaboli'. Alongside mastery and theoretical knowledge, his songs also conveyed the messages of Shaktism and Shaivism. His Humility enabled him to with ease write songs like 'Hori kon debota thaken kotha/ Jante tai ichha kori/ Horir boron kemon, gothon kemon ki ba ruper madhuri' (Who is the deity Hari and where does he reside/ I wish to know/ What form, what complexion and what sweet beauty does he embody?) or 'Maya Ganga, Yamuna, Saraswati'. His songs

are sung with a lot of respect in both West Bengal and Bangladesh. He had a number of disciples. The compiler of 'Bhablohori', Monulal Misra collected many of his songs. He died in the year 1909.

Shah Abdul Karim

Shah Abdul was born in Shunamganj of Sylhet in 1916 . Poverty compelled him to work as a farmhand in his early days. He learned Baul songs under Shah Abbas Mastan of Sreepur. All his life he had been a victim of social injustice and poverty and the same is reflected majorly in his verses. His songs were mainly about concepts like anarchy, human emotions, society and divinity. He acquired widespread popularity after his mesmerizing performance at the Dhaka University. He wrote 1500 songs. These songs were compiled in 6 volumes - Aftab Sangeet and Gono Sangeet being two of them. Some of his songs were translated in English. Some of his famous songs are, 'Agey ki shundor din kataitam', 'Gari chole na chole na', 'Shokhi kunjo shajao go' and 'Ar kichu chaina mor gaan chhara'. He passed away in 2009.

Radharaman Dutta

Radharaman Dutta was born in 1833. He is a very famous poet, lyricist and composer. He was a well known composer of Dhamali songs in Sylhet. He has written and composed over 3000 songs. He had a keen interest in music right from his childhood days. Initially his songs had influence of Vaishnavism. Later, he was influenced by Sufi music and Baul ideas. Even today, in Bangladesh, his songs are sung in wedding ceremonies. He is widely known for his folk-hymns and Dhamail songs. His famous songs are, 'Bhromor koiyo giya' (Bee, go and tell), 'Joley jaiyo na go rai' (Rai, go not to water), 'Kalai praanti nilo' (Kalai took my life), 'Jugol Milan hoilo go' (Oh the couple united!) and many others. He is popular in both West Bengal and Bangladesh. He passed away in 1915.

Bijoy Sarkar

Bijoy Sarkar, born in 1903, is popular for his Kabigaan and songs of separation and pining. His original name is Bijoy Krishna Adhikari. He was born to a Vaishnavite family in the district of Narail at Bangladesh. He studied till class 10 in a local school. Then he started his musical journey and got involved in a Jatra group. There itself he learned the folk 'Kabigaan' sung in competitive slam-format. He played a huge role in popularizing kabigan in Bangladesh. Later on he became a Baul and Bhatiyali singer. As his songs were filled with sorrow and pain, these songs were known as songs of separation and bereavement (Bichhedi Gaan) – Radha Bichhed, Krishna Bichhed, etc. He has composed various Bicchedi songs of melancholic bereavement and pining. Apart from this he sang Goshtho Gaan, Shokhi Shongbad, etc. Some of his famous songs are, 'Tumi toh janona more jeeboner shadhona' (You know not my worship of life), 'Dudiner duniya re musafir' (O traveler, it is a two-day world), etc. He breathed his last in 1985.

Anantabala

Anantabala was a Vaishnav in her lifestyle. Owing to Anantabala's illiteracy, one of her follower named Ishan used to write down the songs for her. However, she always gave her self-introduction ('Bhonita') in her songs. Upendranath Bhattacharya called her the Baul of Rarh. However a proper identity of hers is yet to be found. More than 100 recordings were released and most of them were quite popular.

Ananta Goshai

Ananta Goshai, a veteran singer was a regular performer in a Baul Akhra (a gathering of musicians in an open area) somehwhere in the Maniktala region of Kolkata. Upendranath Bhattacharya had collected few songs from Ananta Goshai.

Madan Shah Fakir

Bholai Shah had prepared a compilation of songs penned by Lalon. That compilation contains a song where the name of Khyapa Madan was mentioned in the 'bhonita' of the song. A revised version of that song has also found place in a collection named 'Bhablohori Geet'. Some songs penned by Madan have been used by Saroj Kumar Roychowdhury as popular songs prevalent in the valley of river Mayurakshi.

Gopal

In the year 1869, Ramlal and Monomohini Joardar gave birth to their son Ramgopal in Silaidaha. Together with his studies, Ramgopal carried forward his training in music. Everyone was pleased with his sweet voice. At a point of time in his life, he was preoccupied with the idea of religion and that led him to leave his family and lead his life in a nearby Ashram. He followed the principles of Sahajiya Vaishnavism in his lifestyle. Many people who were eager to learn more about religion came to him. Though Gopal was born in a Brahmin family, he criticized communal disparities and was contemptuous of the Vaishnav orthodoxy. People from both Hindu and Muslim communities were attracted towards him. After the death of Lalon, Gopal was popularly known to be a Rasik Vaishnav preacher in Kushtia. Considerable amount of influence from Lalon is seen in his works. The first edition of his first book was published in 1905. It was named 'Gopal Geetaboli' and later, the second edition, which consisted of mostly metaphysical ideas was also published. He considered his father Ramlal as his Guru. His ideas were spread through five of his followers. He died in the year 1912.

Bhoba Pagla

Bhaba Pagla was born in the Amta village of Manikganj district in 1897. His original name was Bhabendra Mohan Chowdhury. His father's name was Gajendra Kumar Chowdhury. Later in Manikganj, he was popularly known as Bhoba Pagla. He was much influenced by Lalon. After 1947, he migrated to Kalna in the Bardhaman district of West Bengal. There he establishesd the Bhabani temple. An annual festival is held on the last Saturday in the Bengali month of Baishakh. Numerous followers from around the world arrive that day. His songs are sung in both Bangladesh and in West Bengal. He has composed many songs based on human emotions, spirituality, creation and 'Shyama Sangeet' (songs on Goddess Kali). There is a mention of Bhoba Pagla in the writings of Mohammad Monsiruddin. Some of his famous songs are 'Nodi bhora dheu bojhe na toh keu' (No one realizes that the river is replete with waves), 'Jeebon nodir kule kule' (Along the shores of the river of life) and many others. He passed away in 1984.

Neelkontho Mukhopadhyay or Dwija Neelkontho

Dwija Neelkontho was born in 1841 at Dhabani in the Bardhaman district. He faced destitution as a child. From a young age he was famous as a composer and lyricist across villages. Later on, he joined Gobindo Adhikari's group as a composer and singer and became the leader gaining a far-reaching fame. At the age of 23, he formed his own group. Initially he used to perform in the 'Palas' of the Krishna Yatra. Later he wrote his own Pala-plays, some of the notable ones are 'Jajatir-jogyo', 'Probhash-jogyo', 'Radhar kolonko bhanjon', etc. His songs are widely popular. There is no such place in Bengal

where his songs are not sung or heard. He was the last torchbearer of Bengal's Krishna Yatra. He was given the title of 'Geetratna' or 'Geetiratna' by the scholars of Nabadwip. He spent the last few years of his life in the Hetampur Rajbari. He ended his life 1921 on 7th August, in the full moon night of Jhulan. Songs like 'Nibedon amar' (My offering), 'Ekti phul phuteche' (A flower has bloomed) and others were very popular.

Hashon Raja

Hason Raja was born on 21st August, 1854 at the village of Teghoria in Sylhet. He was the third son of his father. His ancestors were Hindu. They used to live in Ayodhya. Later, someone in their family converted to Islam. Hashon Raja was a good-looking man and an heir to a property. He was self taught and never received formal education. In his initial years, he was a man given to epicurean pleasures and led a wayward life. In one of his songs, he described himself as 'Shorboloke bole Hason Raja lompotiya' (everyone says Hashon is wayward).

During the rainy seasons, he liked to take a boat down the river and stay immersed in material pleasures. While leading such a life, he composed various songs which were sung playing instruments along with dance performances. In his songs, he has repetitively mentioned about his epicurean life. He used to love horses and birds. He started moving away from his subjects and got identified as a cruel oppressor. Owing to a number of dreams that he dreamt, his life changed drastically. He started rectifying his previous mistakes. He was disheartened with the materialistic life and began to lead a stoic life. Caring for people and protecting them became his vow. He composed a number of songs at this time which completely reflect his state of mind. He took his step against animal-killing. One of his song goes like, 'O joubon ghumer e shopon/ Shadhon biney narir shone harailam muldhon' (That youth is a dream dreamt in sleep/ Without devotion and with women, I lost the capital). In his later life he lived a graceful and dignified life. With his initiative, a high school, 'akhras' and many religious institutions were established.

He composed countless number of songs. 206 songs were compiled in the book, 'Hason Udaash'. He also had two more books named, 'Shoukhin Bahar' and 'Hashan Bahar'. Both the concepts of forgiveness and gratitude were prominent in his songs. He felt like a kite that was controlled by someone invisible. His widely popular songs are 'Baula ke banailo re' and 'Hashon raja piyarir preme mojilo re'. In 1925, Rabindranath Tagore mentioned two of his songs before the Indian Philosophical Congress and also spoke about Hashon's philosophy. He died on 6th December, 1922.

Abdul Rashid Sarkar

Abdul Rashid Sarkar was born in the Manikganj district of present day Bangladesh on 11th September, 1953. His grandfather Hazarat Ali Matubbar was a famed singer of Baithaki songs. He used to take his grandson Rashid to attend many musical gatherings when the latter was a child. It is with his grandfather's support that Rashid entered the realm of Baul music. In later life, he received training from the famous Baul Anwar Dewan from village Jantrail of the Dhaka district. As Rashid commenced his journey as a musician, he met Pir Kebla Sayyad Golam Maola Rezvi at the Bairabay durbar. Rashid became Maola Rezvi's disciple and immersed himself in spiritual praxis. Abdul Rashid Sarkar has penned many songs. Those songs can be heard being sung by musicians from both Bangladesh and West Bengal. One of the prominent leitmotifs of his lyrics is that they seek to offer to the listeners a direction towards truth.

Radheshyam Das

The Ashram of the guru of Radheshyam Das was at village Chandpur near Ahmadpur in the district of Birbhum. His guru's name was Guruchand Goshai. He has composed many songs himself. Later on, his disciple Radheshyam Das wrote many songs as well. These songs are sung by the Bauls of both Bengals. Vaishnav-Sai-Dervish communities are influenced by his compositions. One of his famous songs is 'Esho Gour Sri Chaitanya' (Come, Gour Sri Chaitanya).

Das Pitambar

There is not much known about the creator of the song 'Ekbar biday de maa, ghure ashi/hashi hashi porbo fashi' (Bid me adieu, let me go/ I will smile and wear the noose) which was regarding the martyrdom of freedom fighter Khudiram Bose. He has written many songs on Vrindavan Leela. These songs are sung by the Bauls and Fakirs of Bengal.

Abdul Halim

Abdul Halim Miya was born at the village of Baradayali in Madaripur district Bangladesh on 30th October 1929. His primary school education was in the village school. Later on he grasped knowledge on the Christian, Buddhist and Islamic texts. He stepped into the world of music when he was just seven years old and he made music the focus and axis of his life. He became well known through radio during the folk music festival in 1957 and a film called 'Ashiya' in 1958. In 1956, his songs were recorded in gramophone and in 1982 in cassettes. His songs became widespread everywhere. He became a composer, lyricist, music director, an exceptional Sarinda player and an expert homeopathy doctor.

He has written around 10,000 songs. But many of those have been lost. Nine music books have been published till now. Those are: Halim Sangeet (1963), Gyan Darpan (1957), Musolli o Fakirer Torkojuddho (1958), Premsudha (1965), Halim Sangeet ba Torkojuddho (1968), Parash Ratan (1976), Srishtitotyo (1991), Shoriyot Marefat (2012), Guru-shishya Pala (2012).

Bengal Academy published a compilation of articles based on his life called 'Koyekjon Lokkobi ebong Proshongoto' in 1984.

He had been honored with a fellowship by Bengal Academy. He was also honored by the Bangladesh Art Academy, Rishij-Bengal Folk Literature Faridpur and Sariyatpur Art Academy. He had also been awarded Abdul Jabbar Miji Gold Medal, Poet Jasimuddin Research Gold Medal and Mamata Gold Medal. He was a religious man and a philosophical poet. His name was mentioned in the Gazette of the Government as a literary soldier for Muktijuddho (Liberation War). He has many ardent followers in both West Bengal and Bangladesh. He passed away on 21st February 2007 in Dhaka.

Durbin Shah

Sunamganj at Bangladesh is a renowned place for Bauls and Murshids. And this was where Durbin Shah was born in 1920. He was a famous poet, lyricist and singer. His father Rahimatullah Shah was a Sufi pursuer. Sunamganj became rich and diversified in ideas with pursuers of the sects of Buddhism, Hinduism, Vaishnavism and Islam. Even singers like Hasan Raja, Radharaman Dutta and Shah Abdul Kareem belong to this place. There is no doubt that Durbin Shah carried forward their tradition as evinced by his famous song 'Namaj amar hoilo na Aday' (My Namaz could not be offered). Durbin Shah wrote on the theories of physiology, eternal truth, aesthetical truth, religion and desire. He had divided his writings into religious songs, love songs, 'Palligeeti' (songs on rural life) and Baul songs. With similar efficiency; he has written songs like 'Prothom joubonbela amay paiya obola' (When she got me in first youth) and 'Kuni byanger peter bhetor thake ajogar' (Python lives inside toad's stomach). He passed away on 15th February 1977. His body was cremated at his home in the village of Nuyarai which is now known as Durbin Tila.

Dwijadas

'Keho suno ba na suno, mano ban a mano/ tate amar nai kono labh lokshan/ suno dwijadaser gan.' (you may listen or you may not, you may agree or disagree/ it does not matter to me/ Hear Dwijadas's songs). This song was composed by Baikunthanath Chakraborty or Dwijadas who was popular as Pagla Dwijadas. Dwijadas's songs are well known for its 'Raga' based musical structure, lyrics and melody. All the tunes of his songs are based on a specific Raga which is a rare quality found in folk songs. He is not as popular in India as he is in Bangladesh. He lost his mother at a young age and was brought up by his father. His songs express the hard times he went through. His songs are the reflection of the social life of Bengal. There is complete clarity in his songs as it doesn't contain any inner meaning. Some of his songs show his deep understanding of society, religion and country.

One such song says: 'Bible Koran, Bed, Puran Joto shob punthi/ mani bole mon-e bole eto durgoti/ maante maante shastro, pai na anno bastro/ lathi boti ostro krome tirodhan' (Bible, Koran, the Vedas, the Puranas and so many scriptures/ We obey and hence we suffer/ We obey the scriptures at the cost of food and clothing/ Weapons like sticks and cutlasses slowly cease to be)"

He was born in Narasinghdi district of north eastern Bangladesh which was a hub for Baul songs. He gave the easy explanation of physiology, adventism, Vrindavan Leela, bodied and disembodied theories. He was also an expert in 'Kabigaan'

Pagla Kanai

Pagla Kanai was born in 1824 at Berbari village in Jessore district of Bangladesh. He was a mystical pursuer, singer and poet. He used to write poems since he was a child. His songs showcase faith in God and social lives. He has also written about his search for God and problems in the society at the same time. Pagla Kanai was famous for 'Baul', 'murshidi' 'Marfati' songs and the songs on 'Dehatatva'. Despite not having textual knowledge, he possessed deep wisdom. Hence, he was able to express the problems in the society so well that many educated people couldn't. To listen to his songs, people would come travelling a long way. He would have audience of almost 40,000 to 50,000 people. He was popular among people across castes and religions. In the question and answer based Palagaan performances of those days Kanai would appear as an opponent and competitior against Lalon.

Struggles of the people in the society came to life in his songs. He wrote, 'Ebakar duranta barshae dhan pat sob tolaiya galo/ bhebe ar kul paina sakulye moner sokh mati holo/ rajar khajna, mahajaner dena diye adae kori/ bhabchi boshe abiroto mone sei chinta bhari.' (Wild rains this year destroyed rice and jute/ I think but I find no solution, the mind feels no guile/ how will I raise the wealth to pay taxes to the king, and how will I repay loans to the usurer/ I sit, I think and I worry). One could sense his poetic strength, flow of emotions and detailed descriptions in his songs which made him comparable to Lalon. Simple expressions and alliteration made his compositions dynamic.

Principal Mansur Uddin in his text 'Harmoni' wrote that Pagla and Lalon were contemporaries. Some scholars have emphasized upon his religious thoughts. His songs have mesmerized people throughout the country. Lalon and Kanai were similar as human beings as well as singers. However, Lalon had written of the paths of love by focusing on the daily lives of people, whereas Kanai has mainly focused on the souls of humans.

Kanai used to sing like a person possessed by divine craze. He would roam around from one village to another and sing. He was mischieveous as a child and refused to stay at home. Like Lalon, he was also close to his villagers. Two Baul-Fakirs from the 19th century who had deeply influenced entire Bengal with their songs would be Lalon Fakir and Pagla Kanai. Yet, Kanai was less well-known compared to Lalon. Lalon had written a song about Pagla Kanai which was 'Khyapa tui na jene tor apon khobor pabi kothay, apon ghor na bujhe baire khunje porbi dhadhay'. (Khyapa, where will you go without knowing about yourself?/ Withoput finding your home, you shall roam in a maze)

Gagan Harkara

When we hear the word Harkara, the image that flashes in front of our eyes is of a dynamic literary character. Gagan Harkara is truly a well-known man. His original name was Gagan Chandra Das. He was born in the Kushtia District. He lived in Kumarkhali sub-division of Kasba Village in Kushtia. His profession was that of a postman with the post office located in Kumarkhali area of Silaidaha. This made people call him Gagan Harkara. But he was more popular as a legendary singer among the folk artists of Bengal.

Gagan was popularly known as 'Pagla Kobi'. According to the people of Kushtia, Gagan used to sing the songs composed by him while distributing letters. As we hear the name Silaidaha, we always remember Rabindranath as he also used to reside and travel in that place. The initial introduction of Rabindranath with the songs of Gagan was in the former's boat. Tagore fell in love with Gagan's songs. He would make Gagan to sing for him whenever we went to deliver letters to Tagore's residence. Through this connection, he took the initiative of showcasing Gagan's talent before the society. Rabindranath had collected 'Ami kothay pabo tare, amar moner manush je re' (Where will I find the one who is my Moner manush) sung by Gagan. Gagan was the primary Baul musician other than Lalon to have influenced Tagore. Drawing inspiration from Gagan Rabindranath introduced Baul tunes, motifs and ideas in Gitanjali, Gitimalya and many of his plays. Rabindranath took Gagan's song compilation back to Santiniketan. In Tagore's 'Manab dharma' one can see the influence of Lalon and Gagan.

Tagore drew the inspiration from Gagan for the character of Baul in his famous play 'Dakghor' (Post Office). In 'Chinnapatra', a letter to Indira Devi by Tagore, the name of Gagan has been mentioned. Drawing inspiration from the music of Gagan, Rabindranath wrote 'Amar Shonar Bangla' (My Golden Bengal) which is the national anthem of Bangladesh.

Kangal Harinath

Kangal Harinath's original name was Harinath Majumdar but his two other names – Kangal Harinath and Fikirchand – were more famous. Among the villagwers, he gained recognition as Kangal Harinath, the writer and editor of 'Grambarta Prakashika'. He was the first-ever Investigative Journalist of the country. He penned down his questions against the suppression of the indigo planters, feudal lords and regarding communal riots. In the later part of his life after he became the disciple of Lalon Shah, he came to be known as Fikir Chand. Rabindranath Tagore and Akshyay Kumar Maitra drew inspiration from him. He formed a group of baul singers which was named 'Kangal Fikir Chander dol' (the group of Kangal Fikir Chand).

Harinath was born on 22nd July 1833, in the village of Kumarkhali situated in Kushtia district of undivided Bengal. In 1880 he left his eighteen years of experience of being an editor behind and established the Baul group. His unconditional love for Lalon made him immerse in the flourishing of humanity through Baul songs. Being born in a destitute family he gained the taste of struggle from childhood. He was compelled to leave school due to lack of economic support. His works as an investigative journalist contained reflections on the deprivation of the poor. His songs talked about humans and humanity. He also supported women's literacy. His famous songs include 'Tumi satya, tumi nitya, ananta bhabosongsare' (You are the truth, you are ultimate, in this unending world), 'Ore mon pagol re' (Dear insane heart), 'Jini ei masjid girjae tini gachher tole/ Fikir Chand fakir bole ki korite bhobe ele' (Who resides in the mosque is also present under the tree/Fakir Chand tries to find the reason for his existence), 'ache kangaler ar ke emon dharay' (Who else is there for the impoverished), 'Matapita je haraye sishukale' (They who lose their parents childhood) etc. He passed away in 1896.

People of that era recalled Harinath being close to Lalon. Raibahadur Jaladhar Sen wrote 'that day, in the morning Lalon Fakir came to meet Fikir Chand'. Lalon Fakir lived by the banks of Kaliganga which was in Kumarkhali region. So it was natural for Fikir Chand to have connections with Lalon. The song-collections of Kangal Harinath include 'Baul Sangeet'

(Baul Songs), 'Kangal Fikir Chander Gitaboli' (Songs Compilation of Kangal Fikir Chand), 'Kangal Sangeet' (Music of Kangal). He wrote many songs as Fakir Chand. Stalwart Mosaraf Hussen, on Fikir's request, had composed the following song for his group: 'Ore mon, and amar sob fakkikar / kebol tomar namti robe / hobe sob leela sanga sonar anga / dhulae goragori jabe.' (Dear soul I won't exist/ but your name will be remembered/ everything will come to an end/ body will turn to dust). Fikir Chand's group performed in the house of Mir Mosaraf Hussen. Books have been written on his life. Even a documentary was made on him.

Satyajit Ray had used Kangal's song 'Hari din toh gelo shondhya holo' (Hari, the day has gone by and the evening has arrived) in his film Pather Panchali.

Arkum Shah

Sylhet district in Bangladesh is a land of songs and floods. Several poets, Bauls, Sufi devotees, singers and composers were born here. Arkum Shah, born in 1877, is one of them. He was born at the Dharadharpur village of Sylhet. Arkum was a Sufi devotee, poet and Baul. 'Tomar Ranga Charan Paibo Muni' (I will attain your reddened feet) or 'Krishna ailo Radhar Kunje' (Krishna comes to Radha's Garden) are two of the songs he composed along with other songs like 'Ashiker Kandari-re Bondhu' (O Friend, Boatman of the Lover) and 'Murshid Dhoriyo Kandar" (Hold the boat, Murshid). Apart from composing songs, he also played a huge role in popularizing Dhamail songs and dance. His songs have been translated into Japanese as well. He passed away in 1941. His other famous songs include 'Shonar Pinjira amar Koira gelam khali' (I went away, making my golden cage empty) 'Bondhu mor poraner dhon' (Friend, my life's treasure) etc. For his contribution in folk songs, he was awarded 'Ekushe Puroshkar' in 2001.

In 'Md. Mansuruddin Harmani', a basic text of thirteen volumes, the name of Arkum Shah is mentioned. Another remarkable book on him is 'Arkum Shah: Jibon dorshon o Gitibishwa' written by Syed Ankhi Haq. There is a shrine of his name in the city of Sylhet. His songs are sung regularly over there. Many groups of folk songs exhibit his songs in Bangladesh.

Sheikh Bhanu

Sheikh Bhanu was born at village Bhadikara of Habiganj district in Sylhet in 1849. He never aspired to be a singer but an incident witnessed by him pulled him into a life of stoicism.

He was a crop merchant. He sold paddy from across villages such as Bhairav, Mohanganj and Madanganj. One day, he was returning across river Meghna with a boat laden with paddy. Suddenly, he saw a crow perched on a corpse floating in the water. The crow was feeding on the corpse's eyes. This sight changed his perspective on life. He wept out - "Hay re shonar tonu - akhere tor ei haal" ("O Golden Body, what plight has befallen you!). This pushed a businessman to a stoic life. He renounced greed and chose the life of a Fakir and he set off seeking the ultimate divinity. Gradually he became a poet, singer and composer.

Every Bengali has listened to his song and composition, 'Nishithe Jaiyo Na Fulbone' (Go not to the flower-garden at night). Sachin Dev Burman was inspired to write 'Dhire se Jana Bagiyan mein' (Step slowly into the garden) from this melody. Other famous songs penned by Sheikh Bhanu include 'Khuje Na Pailam' (I coulkd not find), 'Amar Shuna Angan Molin Hoilo' (My golden yard became soiled), 'Ami Morlam tor Pirite' (I died in your love) and 'Dinobondhu Korunashindhu Daki Barebare' (Friend of the poor, Ocean of Love, I call you again and again). He was also an expert in Sylhet's Dhamail songs. He breathed his last in 1919.

Ajahar Fakir

The songs of Gorbhanga Fakirs in the district of Nadia are famous all over the world. Ajahar Fakir and his songs embody the very essence of this place. He was born in the Bengali year of 1332 and passed away in the Bengali year 1405. His Guru was Pandit Iman Ali of the Kanainagar village. His childhood-name was Ajahar Ali Khan. His parents were Matabbar Khan and Makhan Bibi. He was born in a rich family of Pathans. Despite leaving his family and household and leading the life of a Fakir, he was not a believer of any rituals or festivities. His disciples were close to him irrespective of their caste. His duty was to spread the philosophy of Baul-Fakirs and their songs among all. He used to treat the sick and the ailing. Many of his disciples are from Gorbhanga. He was above narrow mindedness and communalism. Deities like Mohammad, Shiv, Ajajil, Krishna and Fatima have been mentioned in his songs. He believed that God resides in the soul of a person and not in temples or mosques. The worship of humans was the only thing that held the truth according to him. Some of his famous songs are 'Madan Nal Bhore Lafie pore' (Madan's fire leaps) and 'Bhikari Sejeche Gour' (Gour has taken the form of a beggar).

Hari Gossain

Hari Gossain was born in district Barisal, Bangladesh. His actual surname was Goswami, from which the 'Gossain' part was derived. His asrama was in Nabasan, district Bankura, West Bengal. Hari Gossain himself had never sung any song, though he had written many. He was also a painter. He was primarily a Baul Guru with deep theoretical and philosophical wisdom. He was also an expert in Yoga and herbal medicine. He has innumerable disciples spread across West Bengal and Bangladesh. He used to organise a big celebratory festival after the Sonamukhi Fair of Bankura. The world famous theoretician Aryan Mushkin had called him to Paris. He responded to that call, went to Paris and spoke about the Baul path. His well known disciples include Subal Das, Gour Khyapa, Satyananda Das, Paban Das Baul, Kalipada Adhikary and others.

Sadhan Das Bairagya

Sadhan Das Bairagya is a remarkable songwriter of present times. He is a master,composer, singer and musician. He could play instruments like 'dubki' and 'ektara' very well. His previous 'ashram' was in Muktipur of Bardhaman. Later on he shifted to Hatgobindapur of Birbhum. He lives with his partner in this practice, Maki Kajuma. His disciples sing his compositions which were initially told by him. He is connected with various Bauls and Fakirs of Bengal. Apart from creating stories, he is eager to compose songs in the form of books. Hatgobindapur is a favourite for those who are eager about such factual songs. His brother Bhajan Das Bairagya is also a good singer and instrumentalist. There are some Japanses disciples as well. His famous songs are *'Sada anandate moje thako mon' 'Bhalobeshe Bhalobasho Mon' 'Thako Bhaber Ghore Thako Teen gun er pare'* etc.

banglanatak dot com
188/ 89 Prince Anwar Shah Road, Kolkata-700045
Phone: +913340047483

banglanatak@gmail.com www.banglanatak.com